বাবা সাহেব

ড: আম্বেদকর

রচনা-সম্ভার

22

বাবা সাহেব

ড. আম্বেদকর রচনা-সম্ভার

বাংলা সংস্করণ

দ্বাবিংশতি খণ্ড

বাবা সাহেব ড. আম্বেদকর

জন্ম : ১৪ এপ্রিল, ১৮৯১ মহা-পরিনির্বাণ : ৬ ডিসেম্বর, ১৯৫৬

'বুদ্ধ সুন্দরের পুজারী ছিলেন। বুদ্ধ নামের অর্থ সৌন্দর্য প্রেমিক।

তিনি তাঁর অনুগামীদের নির্দেশ দিতেন : সবসময়ে সুন্দরের সাহচর্যে থাকবে।

ভিক্ষুদের কাছে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, যে সুন্দরের উপাসক, সে ভালো অবস্থায় থাকে এবং খারাপ অবস্থায় থাকলেও সৌন্দর্যপ্রীতি তাকে ভালো অবস্থায় নিয়ে যায়। খারাপ অবস্থা এবং খারাপ অবস্থার প্রতি আসক্তি হ্রাস পায়, ভালো অবস্থার প্রতি অনাসক্তি দূর হয়।

ভিক্ষুগণ, খারাপ অবস্থাকে দূর করে ভালো অবস্থাকে নিয়ে আসার সৌন্দর্যপ্রীতির মতো একটি মাত্র জিনিসের এত ক্ষমতা আমি এর আগে কখনও দেখিনি। ভিক্ষুগণ, জ্ঞানের আলোক ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে একটি মাত্র জিনিসের এত ক্ষমতা এর আগে আমি কখনও দেখি নি।

যে অ-পরিকল্পিতভাবে মনোযোগ দেয়, জ্ঞানের আলোক উদ্ভাসিত হয়ে না থাকলে, কখনও উদ্ভাসিত হয় না, অথবা যদি উদ্ভাসিত হয়, পূর্ণতা পায় না।'

ড. ভীমরাও আম্বেদকর
'তাঁর শত্রুতা' অধ্যায়ের 'তাঁর সৌন্দর্যপ্রীতি' থেকে

AMBEDKAR RACHANA - SAMBHAR
(Collected works of Dr. Ambedkar in Bengali)
Volume - 22
Total No. of Pages : 468

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০০০
First Published : December, 2000

প্রচ্ছদ : বিশ্বনাথ মিত্র

প্রকাশক :
ড: আম্বেদকর ফাউন্ডেশন,
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক,
ভারত সরকার,
নতুন দিল্লি

Published by
Dr. Ambedkar Foundation.
Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India.
New Delhi.

লেজার টাইপ সেটিং এবং প্রিন্টিং
ইমেজ গ্রাফিক্স,
৬২/১, বিধান সরণি,
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

দাম :
সাধারণ সংস্করণ : ৪০ টাকা (Rs. 40/-)
শোভিন সংস্করণ : ১০০ টাকা (Rs. 100/-)

বিক্রয় কেন্দ্র :
ড: আম্বেদকর ফাউন্ডেশন,
২৫, অশোক রোড,
নতুন দিল্লি - ১১০ ০০১

পরিবেশক :
পিপলস্ এডুকেশন সোসাইটি,
সি-এফ, ৩৪২, সেক্টর-১,
সল্ট লেক সিটি,
কলকাতা - ৭০০ ০৬৪

পরামর্শ পরিষদ

অধ্যাপক আশিস সান্যাল
সম্পাদক

আম্বেদকর রচনা-সম্ভার : দ্বাবিংশতি খণ্ড

সংকলন : ইংরেজি ভাষায়
বসন্ত মুন

অনুবাদ : বাংলা ভাষায়
মহুয়া ভট্টাচার্য
অনিব্রত ভট্টাচার্য
অমিতাভ মুখোপাধ্যায়
ড. সন্দীপ দাঁ
দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়

অনুমোদন : বাংলা ভাষায়
আশিস সান্যাল

सत्यमेव जयते

মুখবন্ধ

ভারতের অসম সমাজ-ব্যবস্থা, পরাধীন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার অসঙ্গতি, রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত, সব কিছুই বাবা সাহেব ড. আম্বেদকরের সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। তিনি যে-সব সমস্যাকে দেশের অগ্রগতির পরিপন্থী মনে করেছেন, সেই সব সমস্যার মূল কারণ পর্যালোচনা করে তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। দেশের মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির যেমন তিনি প্রয়াস করেছেন, তেমনি তার মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন একটি আন্তর্জাতিক রূপ। বুদ্ধের জীবন ও বাণী দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি বুদ্ধের আবির্ভাবকে চিহ্নিত করে গেছেন বিপ্লব হিসাবে। এই খণ্ডে রয়েছে বুদ্ধ ও তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে বিদগ্ধ বিশ্লেষণ।

আশা করি, এর বাংলা ভাষান্তর বাঙালি পাঠক কর্তৃক সমাদৃত হবে।

শ্রীমতী মানেকা গান্ধী
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী
ভারত সরকার

নতুন দিল্লি
ডিসেম্বর, ২০০০
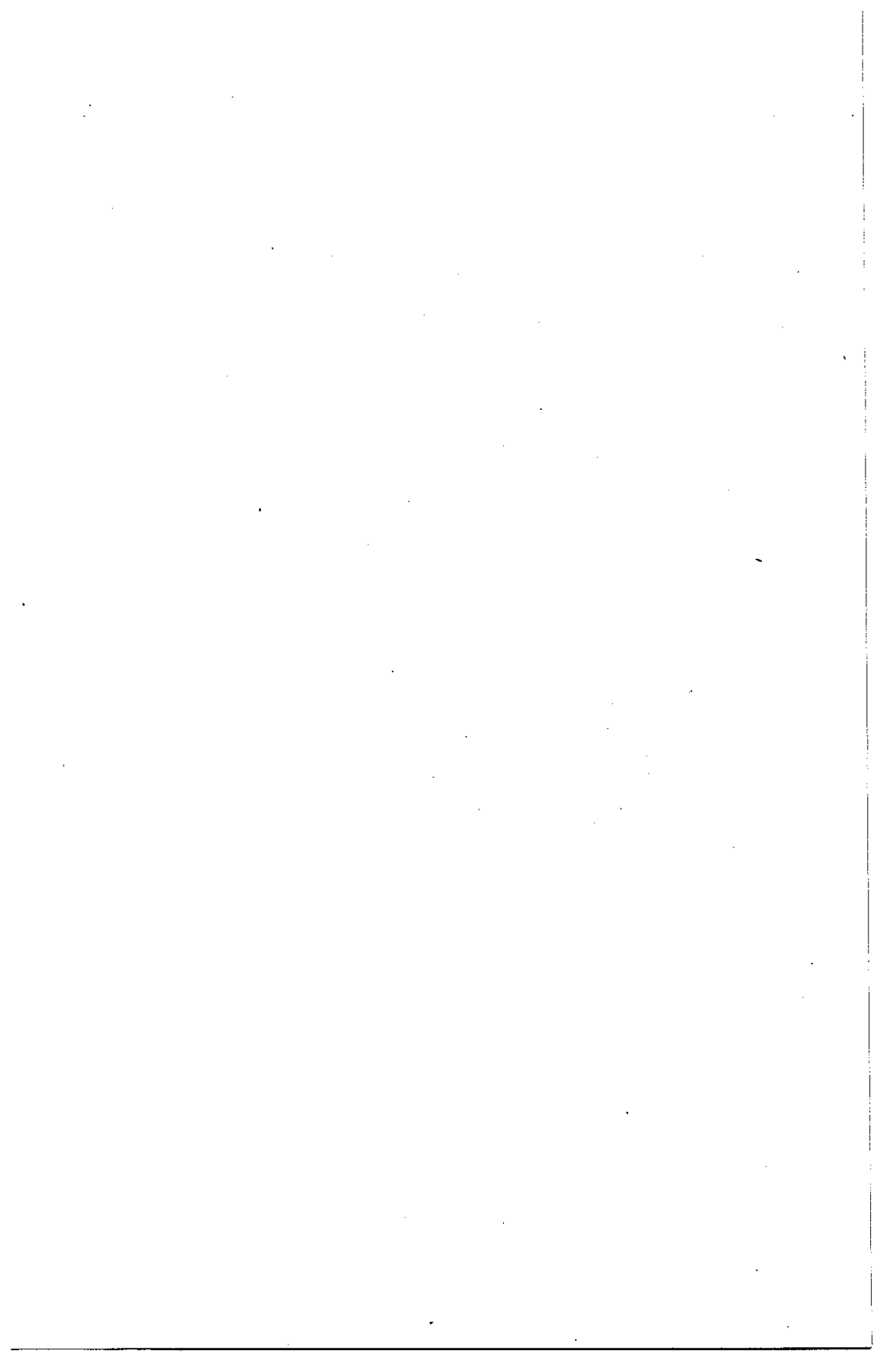
সদস্য সচিবের কথা

বাবা সাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের অবদান ভারতের নব-জাগৃতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। যুগ যুগ ধরে শোষিত ও দলিত মানুষদের সামাজিক-আর্থনীতিক উন্নতির জন্য তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। শোষিত ও দলিত মানুষদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারেও তাঁর প্রয়াস ছিল নিরলস। দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রয়াস ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাবা সাহেবের স্বপ্নকে মূর্তরূপ দেবার জন্য ভারত সরকার 'আম্বেদকর ফাউন্ডেশন' স্থাপন করেছেন নিচে উল্লিখিত কার্যক্রম ও প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করতে।

(১) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় পুস্তকালয়, (২) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার, (৩) ড. আম্বেদকর বিদেশ-ছাত্রবৃত্তি, (৪) ড. আম্বেদকরের নামে অধ্যাপকপদ সৃষ্টি, (৫) ভারতীয় ভাষায় বাবা সাহেব ড. আম্বেদকরের রচনা ও বক্তৃতার অনুবাদ প্রকাশ, (৬) ড. আম্বেদকর আন্তর্জাতিক পুরস্কার এবং (৭) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় স্মারক (২৬, আলিপুর রোড, দিল্লি)।

এই কার্যক্রম ও প্রকল্পগুলি রূপায়িত করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় মাননীয় কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী শ্রীমতী মানেকা গান্ধী এবং ভারত সরকারের উক্ত মন্ত্রকের সচিব আশা দাস বিভিন্ন সময়ে অমূল্য পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের কাছে প্রকাশ করছি আমার কৃতজ্ঞতা।

বাবা সাহেবের রচনা-সম্ভার হিন্দি সহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করবার এই জাতীয় মহত্ত্বপূর্ণ উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করবার জন্য বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদক, অনুমোদক, সম্পাদক ও মুদ্রক নির্বাচনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার জন্য ভারতীয় ভাষায় বিভিন্ন খণ্ড প্রকাশে কিছুটা দেরি হয়েছে। এজন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।

বাংলায় দ্বাবিংশতি খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুব-ই আনন্দিত এবং এর জন্য সম্পাদক শ্রী আশিস সান্যালকে অভিনন্দন জানাই। এ-ছাড়াও অনুবাদক, অনুমোদক এবং আরো যাঁরা এই কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমার অভিনন্দন।

ফাউন্ডেশন এর মধ্যেই ড. আম্বেদকরের যে সব রচনা-সম্ভার প্রকাশ করেছে, সেগুলি প্রশংসিত হওয়ায় আমি আনন্দিত। সব শেষে জানাই, রচনা-সম্ভার সম্বন্ধে পাঠকের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

ডি. কে. বিশ্বাস
সদস্য সচিব
ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন

ডিসেম্বর, ২০০০
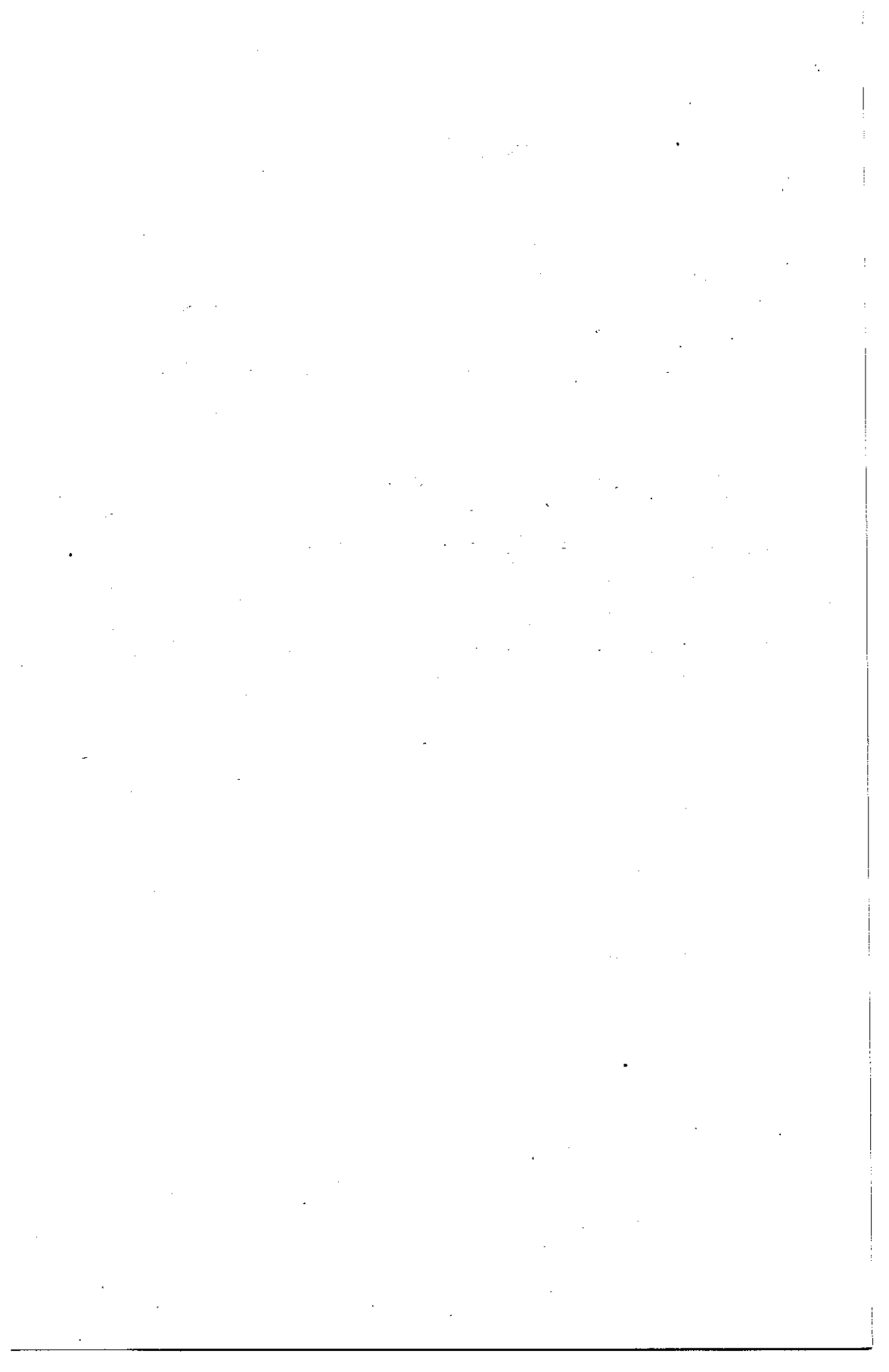
সম্পাদকের নিবেদন

শৈশব থেকেই ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর ছিলেন বুদ্ধের জীবন ও বাণী দ্বারা প্রভাবিত। বুদ্ধের আবির্ভাবকে পরবর্তী জীবনে তিনি মহান ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর ভাষায়ঃ 'মহান ফরাসি বিপ্লবের মতো এই বিপ্লবও মহান ছিল, যদিও শুরু হয়েছিল ধর্মীয় বিপ্লব দিয়ে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ধর্মীয় বিপ্লবের চাইতে হয়েছিল অনেক বেশি কার্যকরী। এই বিপ্লব সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবে পরিণত হয়েছিল।' বুদ্ধ ও তাঁর বাণীর প্রতি ড. আম্বেদকরের এই শ্রদ্ধা ও অনুরাগের অন্তরালে, মনে হয়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও ভারতে দলিত সম্প্রদায়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা অনেকটা কার্যকরী হয়েছিল। ১৯২৭ সালের মাহাদ সত্যাগ্রহের পর থেকেই দেখা যায়, দলিত শ্রেণীর প্রায় প্রতিটি সম্মেলনেই জাত-পাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে হিন্দুধর্মের বিপক্ষে যুক্তিসহ তাঁকে অভিমত প্রকাশ করতে। ১৯৩৫ সালে চারদিকে প্রচারিত হয় যে ড. আম্বেদকর ধর্মান্তরিত হতে যাচ্ছেন। মহারাষ্ট্রে হিন্দু সংস্কারবাদীদের মধ্যে এন.সি. কেলকার, এল.বি. ভোপটকর প্রমুখ তাঁকে এই কাজ থেকে বিরত হতে অনুরোধ করেন। এই সময়েই নাসিকে একটি সম্মেলনে ড. আম্বেদকর দুঃখ করে বলেন যে, হিন্দু অস্পৃশ্য ঘরে জন্ম হওয়াটা তাঁর পক্ষে দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছে। প্রায় অনুরূপ কথাই তাঁকে বলতে শুনা যায় মাহাদের সুর্বা টিপনিসের প্রশ্নের উত্তরে। টিপনিস তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ 'ধর্ম ত্যাগ না করে নিজেই একটা ধর্ম প্রচার করুন না কেন?' ড. আম্বেদকর উত্তরে বলেছিলেনঃ 'I am a Mahar and not a Sankaracharya. Who will follow the religion established by a Mahar ?'

অস্পৃশ্য দলিত সমাজের ত্রাতা হিসাবেই ড. আম্বেদকর ক্রমশ বৌদ্ধধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এক সময় হিন্দু মহাসভার নেতা ড. মুঞ্জে ভারতের দলিতদের শিখধর্ম গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে মহাত্মাগান্ধী ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য আপত্তি জানালে ড. আম্বেদকর বলেছিলেন : 'The move for conversion to Sikhim had been approved by a number of prominent Hindus including Sankaracharya, Dr Kurtakoti. If I have gone to the length of cousidering it an alternative, it is because I felt certain amount of responsibility for the fate of Hindus.'

'বুদ্ধ ও কার্ল মার্কস রচনায় তিনি বুদ্ধের শিক্ষার ব্যাপকতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে 'ত্রিপিটক' পাঠ করে তাঁর উপলব্ধ চেতনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ১৯৫৬ সালের মে মাসে তিনি ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন, লন্ডন, থেকে এক ভাষণে এই বিষয়ে আরও স্পষ্ট করে বলেন : 'Buddhism gives three principles in combination which no other religion does. Buddhism teaches **Prajna** (understanding) as against superstition and supervaturnalism, **Karuna** (love) and **samata** (equality)... Neither god nor such can save the society.' এই মানসিক অবস্থার মধ্যেই ১৯৫৪ সালে তিনি তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী ডা: সারদা কবীরকে সঙ্গে নিয়ে যান রেঙ্গুনে তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলনে যোগ দিতে। কিন্তু সেখানে গিয়ে অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত জাঁক-জমক দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন: 'এভাবে অপচয় না করে যদি বুদ্ধের বাণী সহজ ও সরল ভাষায় সাধারণের মধ্যে প্রচার করা যেত, তাহলে অনেক উপকার হত।' তিনি ১৯৫৬ সালের ১৪ অক্টোবর বিজয়া দশমীর দিন শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভিক্ষু চন্দ্রমণির কাছে নাসিকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। দিনটি ছিল তাঁর পিতার মৃত্যুদিন। ড. আম্বেদকর রচিত 'বুদ্ধ ও তাঁর ধর্ম', এই কারণে যে বিশেষ মাত্রা পাবে, তাতে সন্দেহ নেই। ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসেও গ্রন্থটির অবদান অপরিসীম।

মহারাষ্ট্র সরকারের শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক ইংরেজিতে প্রকাশিত ড. আম্বেদকরের যে রচনা-সম্ভার প্রকাশ করেছেন, তার একাদশ খণ্ডে এই অংশটি রয়েছে। বাংলা ও অন্যান্য, ভারতীয় ভাষায় দ্বাবিংশতি খণ্ডে গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অন্যান্য খণ্ডের মতো এই খণ্ডের অনুবাদেও যতদূর সম্ভব বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্রী মাননীয়া মানেকা গান্ধীর সহযোগিতার কথা স্মরণ করছি। এ-ছাড়াও ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত আধিকারিক, এবং এই খণ্ডের অনুবাদক প্রমুখের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সহযোগিতার জন্য।

কলকাতা
ডিসেম্বর, ২০০০

অধ্যাপক আশিস সান্যাল
সম্পাদক

সূচিপত্র

বুদ্ধ এবং তাঁর ধর্ম

পর্ব ১

সিদ্ধার্থ গৌতম—কিভাবে বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ হলেন
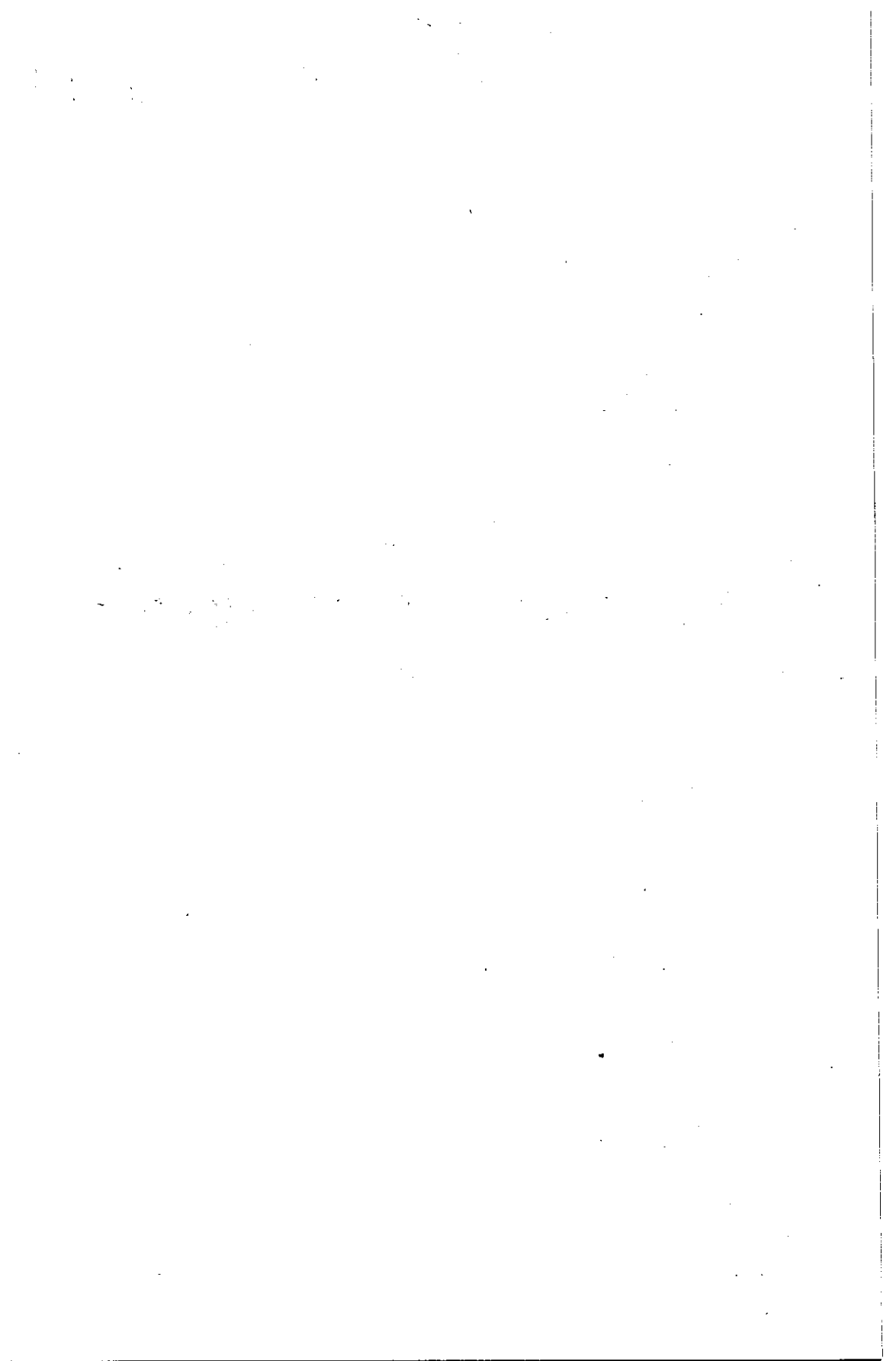
অংশ ১

১. তাঁর বংশ

১। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগের কথা। উত্তর ভারতে তখনও একক সার্বভৌম রাজ্য গড়ে ওঠেনি।

২। সমস্ত দেশটা ছোট-বড় রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তার মধ্যে কোনওটা ছিল রাজতন্ত্র, কোথাও ছিল ভিন্নতর শাসনব্যবস্থা।

৩। অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বজ্জী, মল্ল, চেতী, বৎস, কুরু, পঞ্চাল, মচ্ছা, সূরসেন, অশ্মক, অবন্তী, গান্ধার, কম্বোজ। এই ১৬টি রাজ্যে রাজতন্ত্র ছিল।

৪। যে সমস্ত রাজ্যে রাজতন্ত্র ছিল না, সেগুলি হল কপিলাবস্তুর শাক্য, পাবা এবং কুশিনারার মল্ল, বৈশালীর লিচ্ছবি, মিথিলার বিদেহ, রামাগমের কোলীয়, অল্লকপ্পর বুলি, ঋষপুত্তর কলিঙ্গ, পিপ্পলীবনের মৌর্য এবং সুংসুমার গিরিতে ছিল বজ্জীদের রাজধানী।

৫। যে সমস্ত রাজ্যে রাজতন্ত্র ছিল, সেগুলিকে জনপদ আখ্যা দেওয়া হত। আর যেখানে রাজতন্ত্র ছিল না সেগুলি সংঘ বা গণ নামে পরিচিত ছিল।

৬। কপিলাবস্তুর শাক্যদের শাসনব্যবস্থা ঠিক কী ধরনের ছিল, প্রজাতন্ত্র না গোষ্ঠীতন্ত্র, সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি।

৭। তবে এটি সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, শাক্য প্রজাতন্ত্রে বেশ কয়েকটি শাসক পরিবার ছিলেন, যাঁরা পালা করে দেশ শাসন করতেন।

৮। শাসক পরিবারের প্রধানকে রাজা বলা হত।

৯। সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্মের সময় রাজা ছিলেন শুদ্ধোদন।

১০। এই শাক্য রাজ্যটি ছিল ভারতের উত্তর-পূর্ব কোণে। এটি একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে কোশলের রাজা তাঁর প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন।

১১। এর ফলে শাক্য রাজ্য কোশল রাজার অনুমোদন ছাড়া কোনও কোনও ক্ষেত্রে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারত না।

১২। সেই সময়কার রাজাদের মধ্যে কোশলের রাজা ও মগধের রাজাই সবচেয়ে শক্তিশালী ছিলেন। কোশলের রাজা পসেনদি এবং মগধের রাজা বিম্বিসার সিদ্ধার্থ গৌতমের সমসাময়িক ছিলেন।

২. তাঁর পূর্বপুরুষ

১। কপিলাবস্তু ছিল শাক্যদের রাজধানী। যুক্তিবাদী কপিল মুনির নামানুসারেই এটির নামকরণ হয়েছিল।

২। কপিলাবস্তুতে জয়সেন নামে একজন শাক্য বাস করতেন। তাঁর পুত্র ছিলেন সিংহহনু। তিনি কচ্চনাকে বিবাহ করেন। সিংহহনুর পাঁচ পুত্র। শুদ্ধোদন, ধোতোধন, শাক্যধন, শুক্লোদন এবং অমিতোদন। পাঁচ পুত্র ছাড়া সিংহহনুর দুটি কন্যা ছিল। অমিতা ও প্রমিতা।

৩। এঁদের গোত্র ছিল আদিত্য।

৪। শুদ্ধোদন মহামায়াকে বিবাহ করেন। মহামায়ার পিতা ছিলেন অঞ্জন ও মাতা ছিলেন সুলক্ষণা। অঞ্জন ছিলেন একজন কোলীয়। তাঁরা দেবদাহ গ্রামে বাস করতেন।

৫। শুদ্ধোদন যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর এই পারদর্শিতার জন্যই তিনি দ্বিতীয় স্ত্রীর পানিগ্রহণ করার অনুমতি পান। ফলে মহামায়ার অগ্রজ ভগিনী মহাপ্রজাপতিকে তিনি বিবাহ করেন।

৬। শুদ্ধোদন খুবই সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিশাল জায়গার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর অধীনে অসংখ্য লোক কাজ করত। জানা যায়, তাঁর অধিকৃত জমি চাষের জন্য তিনি এক হাজারের মতো কর্ষককে নিয়োগ করেছিলেন।

৭। তিনি বিলাসবহুল জীবন যাপন করতেন। তাঁর একাধিক রাজপ্রাসাদ ছিল।

৩. তাঁর জন্ম

১। শুদ্ধোদনের পুত্রই সিদ্ধার্থ গৌতম।

২। শাক্যদের মধ্যে একটি প্রথা চালু ছিল। আষাঢ় মাসে তাঁরা বার্ষিক উত্তরায়ণান্ত উৎসব পালন করতেন। সারা রাজ্য জুড়েই এই উৎসব চলত। শাসক পরিবারেরাও এই উৎসবে মেতে উঠতেন।

৩। সাত দিন ব্যাপী এই উৎসব চলত।

৪। মহামায়া স্থির করলেন, এই উৎসবে তিনি কোনওরকম মাদক জাতীয় পানীয় গ্রহণ করবেন না। সুগন্ধি পুষ্প দিয়ে সমারোহ ও আনন্দের মধ্য দিয়ে এই উৎসব পালন করবেন।

৫। সপ্তম দিনে তিনি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলেন। সুগন্ধি জলে স্নান করলেন। চার লক্ষ মুদ্রা বিতরণ করলেন এবং নিজে মূল্যবান অলঙ্কারে সজ্জিত হলেন। এর পর পছন্দসই আহার ভক্ষণ করে উপবাস মন্ত্র উচ্চারণ করলেন ও সুসজ্জিত রাজকীয় শয্যায় নিদ্রা গেলেন।

৬। সেই রাত্রে শুদ্ধোদন ও মহামায়া একসঙ্গে রাত্রিযাপন করলেন। এইভাবে মহামায়া সন্তানসম্ভবা হলেন। এর পর তিনি সেই রাজশয্যায় নিদ্রাভিভূত হলেন। সেই অবস্থায় তিনি একটি স্বপ্ন দেখলেন।

৭। তিনি স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পেলেন, চারজন বিশ্বপিতা তাঁকে শয্যাসমেত ঘুমন্ত অবস্থায় শূন্যে তুলে হিমালয়ের পাদদেশে নিয়ে গেলেন এবং একটি শালবৃক্ষমূলে রাখলেন ও তাঁরা একপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন।

৮। সেই চারজন বিশ্বপিতার সহধর্মীরা তাঁকে মানস সরোবরের হ্রদে নিয়ে যান।

৯। সেখানে তাঁকে স্নান করানো হয়। নতুন পোশাক পরিধান করানো হয়। সুগন্ধি তেল ও ফুল দিয়ে এমনভাবে সাজানো হয়, যেন কোনও দেবতার সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন।

১০। তখন সুমেধা নামে একজন বোধিসত্ত্ব তাঁর সামনে আবির্ভূত হন। তিনি বলেন, “এই পৃথিবীতে আমি শেষবারের মতো জন্ম নেব, তুমি কি আমার জননী হবে?” তিনি বলেন, “নিশ্চয়ই, আমি অতীব প্রীত।” সেই সঙ্গে মহামায়ার নিদ্রাভঙ্গ হল।

১১। পরের দিন সকালে মহামায়া তাঁর স্বপ্নের কথা শুদ্ধোদনকে বললেন। স্বপ্নের যথার্থ অর্থ কী, তা জানাবার জন্য শুদ্ধোদন গননা করতে পারেন এমন আটজন বিখ্যাত ব্রাহ্মণকে ডেকে পাঠালেন।

১২। এঁরা হলেন রাম, ধাগা, লক্কন, মান্তি, জন্ন, সুয়মা, সুভোগ, ও সুদত্ত। তাঁদের বিপুল সংবর্ধনা দেওয়া হল।

১৩। তিনি প্রাঙ্গণ পুষ্পে সজ্জিত করলেন এবং ব্রাহ্মণদের বসার জন্য উচ্চাসনের ব্যবস্থা করলেন।

১৪। তিনি ব্রাহ্মণদের হাতের পাত্রগুলি সোনা ও রূপা দিয়ে ভরিয়ে দিলেন। এবং তাঁদেরকে ঘি, মধু, শর্করা ও উন্নতমানের চাউল ও খাঁটি দুধের তৈরি সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্য দিয়ে আহার করালেন। তাদের নতুন বস্ত্র ও তাম্র বর্ণের গাভী ও উপহার দিলেন।

১৫। ব্রাহ্মণেরা যখন প্রসন্ন হলেন, শুদ্ধোদন তখন তাঁদেরকে স্বপ্নের কথা জানালেন ও বললেন, "আপনারা আমাকে বলুন এর অর্থ কী?"

১৬। ব্রাহ্মণেরা জানালেন, "ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। আপনার একটি পুত্রসন্তান জন্মাবে। যদি তিনি সংসারধর্ম পালন করেন, তবে তিনি হবেন জগতের অধীশ্বর। এবং তিনি যদি সংসারত্যাগ করেন ও সন্ন্যাসী হন, তবে তিনি হবেন বুদ্ধ, বিশ্বের দুঃখনাশকারী।

১৭। পাত্রের রক্ষিত তেলের মতো মহামায়া বোধিসত্ত্বকে দশটি চান্দ্রমাস গর্ভে ধারণ করার পর যখন প্রসব সময় প্রায় আসন্ন, তখন পিত্রালয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি স্বামীকে বললেন, "আমি পিতার গৃহ দবদহে যেতে চাই।"

১৮। শুদ্ধোদন উত্তর দিলেন, "তোমার অভিপ্রায়ই পূর্ণ হবে।" সোনার পালকি করে, পালকিবাহক ও অসংখ্য লোক সহ তিনি মহামায়াকে পিত্রালয়ে পাঠালেন।

১৯। দবদহ যাওয়ার পথে মহামায়া শালবৃক্ষ সারি অবলোকন করলেন। সেখানে অজস্র বৃক্ষের সমাবেশ। কোনওটিতে ফুলের সমাহার, কোনওটি আবার পুষ্পহীন বৃক্ষ। এটি লুম্বিনী উদ্যান নামে পরিচিত।

২০। পালকি করে লুম্বিনী উদ্যানের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর মনে হল এটি একটি স্বর্গীয় তরুবীথিকা কিংবা সর্বশক্তিমান রাজাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সুসজ্জিত কোনও মণ্ডপ।

২১। বৃক্ষের মূল থেকে শাখাপ্রশাখাগুলি আগাগোড়া ফলফুলে পূর্ণ, বিচিত্র রঙের মৌমাছিদের গুঞ্জন, নানা জাতের কলতানে উদ্যান মুখরিত।

২২। এই সমস্ত দৃশ্যাবলী অবলোকন করে মহামায়ার কিছুক্ষণের জন্য এই উদ্যানে অবস্থান করতে সাধ জাগল। তিনি পালকিবাহকদের তাঁকে শালবনে নিয়ে যেতে আদেশ করলেন।

২৩। তিনি পালকি থেকে অবতরণ করে আনন্দাপ্লুত হলেন। পায়ে পায়ে হেঁটে এলেন বিশাল শালবৃক্ষমূলে। স্নিগ্ধ বায়ু বয়ে গেল। গাছের শাখাগুলি আন্দোলিত হতে লাগল। মহামায়া একটি শাখাকে আঁকড়ে ধরলেন।

২৪। সৌভাগ্যবশত একটি শাখা অতীব ঝুলে পড়াতে মহামায়া সেটি ধরতে পারলেন। তিনি পায়ের পাতার ওপর দাঁড়িয়ে শাখাটি ধরলেন। শাখাটির

সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা ওপরে উঠে গেল এবং এর ফলে তিনি প্রসব যন্ত্রণা অনুভব করলেন। শালগাছের শাখা ধরাকালীন দণ্ডায়মান অবস্থাতেই তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মাল।

২৫। খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ সালে বৈশাখী পূর্ণিমায় শিশুটি জন্মগ্রহণ করল।

২৬। শুদ্ধোদন ও মহামায়া দীর্ঘদিন আগেই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু তাঁরা সন্তানহীন ছিলেন। অবশেষে যখন পুত্র জন্মাল, তখন শুদ্ধোদন তাঁর পরিবারবর্গ ও শাক্যরা ধুমধাম ও জাঁকজমকপূর্ণভাবে শিশুটিকে অভ্যর্থনা জানালেন।

২৭। শিশুটির জন্মের সময় পালা অনুযায়ী শুদ্ধোদন ছিলেন কপিলাবস্তুর রাজা। সেইজন্য শিশুটি হলেন রাজকুমার।

৪. অসিত মুনির আগমন

১। শিশুটির জন্মের সময় অসিত নামে একজন মহামুনি হিমালয়ে বাস করতেন।

২। মুনিবর শুনতে পেলেন স্বর্গের দেবতারা উল্লসিত হয়ে একই কথা উচ্চারণ করছেন—'বুদ্ধ' এবং সেই শব্দটিই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তিনি অবলোকন করলেন যে, দেবতারা আনন্দে নিজেদের বস্ত্র আন্দোলিত করছেন। মহামুনি ভাবতে শুরু করলেন, কোথায় তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, কেমন করে আমি তাঁর সন্ধান পাই।

৩। অসিত মুনি তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে সমস্ত জম্বুদ্বীপ পর্যবেক্ষণ করলেন এবং দেখলেন শুদ্ধোদনের গৃহে দিব্যজ্যোতিসম্পন্ন একটি শিশু জন্মগ্রহণ করেছে। দেবতারা সেইজন্যই উত্তেজিত।

৪। মহামুনি অসিত তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নরদত্তকে নিয়ে রাজা শুদ্ধোদনের রাজপ্রাসাদের দ্বারে এসে উপস্থিত হলেন।

৫। রাজপ্রাসাদে এসে তিনি দেখলেন, অসংখ্য জনতা দ্বারের কাছে সমবেত হয়েছে। তিনি দ্বাররক্ষীকে এসে বললেন, "মহারাজকে খবর দাও, একজন মুনি দ্বারে দণ্ডায়মান।"

৬। দ্বাররক্ষী রাজা শুদ্ধোদনকে এসে করজোড়ে বলল, "মহারাজ একজন অশীতিপর বৃদ্ধ সন্ন্যাসী দ্বারে দণ্ডায়মান রয়েছেন। তিনি আপনার সাক্ষাৎ- প্রার্থী।"

৭। মহারাজ মুনিবরের জন্য আসন ঠিক করে দ্বাররক্ষীকে বললেন, "মুনিবরকে আসতে বলো।" দ্বাররক্ষী সেই কথা নিবেদন করলেন, "আপনি ভেতরে আসুন।"

৮। অসিত মুনি রাজা শুদ্ধোদনের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, "মহারাজের জয় হোক। তিনি দীর্ঘজীবী হোন। রাজ্যকার্য ন্যায়ভাবে শাসন করুন।"

৯। শুদ্ধোদন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে মুনিবরকে প্রণাম করলেন এবং আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন। এর পর মুনিবরকে আসন গ্রহণ করতে দেখে শুদ্ধোধন বললেন, "হে মহামুনি, আপনাকে আমি পূর্বে দেখেছি বলে স্মরণ হয় না। আপনি কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন আমাকে বিস্তারিতভাবে বলুন। আপনার আগমনের কারণ কী?"

১০। অসিত মুনি শুদ্ধোদনকে বললেন, "মহারাজ, আপনার একটি পুত্রসন্তান জন্মেছে। আমি তাঁকে দেখবার আকাঙ্ক্ষায় এখানে এসেছি।"

১১। শুদ্ধোদন জানালেন, "শিশুটি এখন নিদ্রামগ্ন। মহামুনি, আপনি কি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবেন। মহামুনি বললেন, "মহারাজ, এই ধরনের মহাপুরুষেরা বেশিক্ষণ নিদ্রামগ্ন থাকেন না। এঁরা সদাজাগ্রত।"

১২। শিশুটি মুনির প্রতি সদয় হয়ে সুপ্তোত্থিত হল।

১৩। শিশুটির নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে দেখে শুদ্ধোদন তাঁকে দু'হাতে জড়িয়ে মুনিবরের কাছে উপস্থিত করলেন।

১৪। অসিত মুনি শিশুটিকে অবলোকন করলেন। দেখলেন, মহামানবদের ৩২টি লক্ষণের সবক'টি লক্ষণই তার শরীরে বর্তমান। এ ছাড়াও আরও আশিটি অনুব্যঞ্জন আছে, যা শক্র, ব্রহ্ম এঁদেরকেও অতিক্রম করে এবং তাঁর দেহজ্যোতি এঁদের চেয়ে শতগুণ বেশি। তিনি গভীরভাবে নিশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, "বিস্ময়কর, সেই মহামানব মর্তে আগমন করেছেন। তিনি আসন থেকে উত্থিত হয়ে শিশুটির করযুগল ধরলেন, তাঁর পদস্পর্শ করলেন, এবং দক্ষিণ দিক থেকে তাঁকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং শিশুটিকে নিজের হস্তে তুলে নিয়ে ধ্যানমগ্ন হলেন।

১৫। অসিত মুনি সেই পুরনো দৈববাণীর কথা জানতেন, যে মহাপুরুষ গৌতমের মতো ৩২টি লক্ষণ নিয়ে জন্মাবেন এবং তাঁর সামনে দুটি পথ খোলা থাকবে। যদি তিনি গৃহী হন, তবে জগতের অধীশ্বর হবেন, আর গৃহে থেকে গৃহহীন জীবন যাপন করলে, জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত বুদ্ধে পরিণত হবেন।

১৬। অসিত মুনি নিশ্চিত হলেন, এই শিশু কিছুতেই গৃহী হবে না।

১৭। শিশুটির দিকে তাকিয়ে তিনি ক্রন্দনরত হলেন। এবং সেই অবস্থায় গভীর নিশ্বাস ফেললেন।

১৮। শুদ্ধোদন অসিত মুনির এই কান্না এবং গভীর নিশ্বাস ফেলা লক্ষ্য করলেন।

১৯। তাঁকে এইভাবে কাঁদতে দেখে রাজার লোমহর্ষণ হল। তিনি বেদনার সঙ্গে অসিত মুনিকে বললেন, "হে মহামুনি, আপনি এভাবে কাঁদছেন কেন? আপনার চোখ দিয়ে অশ্রু নির্গত হচ্ছে এবং কেনই বা এত গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করছেন? শিশুটির কি কোনও অমঙ্গলের আশঙ্কা করছেন?"

২০। অসিত মুনি রাজাকে জানালেন, "হে মহারাজ, আমি শিশুটির জন্য কাঁদছি না। ওঁর অমঙ্গলের কোনও আশঙ্কা নেই। আমি নিজের কথা ভেবে কাঁদছি।"

২১। শুদ্ধোদন বললেন, "কিন্তু কেন?" অসিত মুনি উত্তর দিলেন, "আমি বৃদ্ধ। অশীতিপর, মৃত্যুর মুখোমুখি। এই শিশু নিঃসন্দেহে একদিন বুদ্ধ হবেন। এবং চরম জ্ঞান লাভ করবেন। তিনি এমন মতবাদ প্রচার করবেন, যা বিশ্বের আর কেউ করেননি। তিনি তাঁর মতবাদের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মঙ্গল ও সুখের কথা শিক্ষা দেবেন।

২২। তাঁর মতবাদে যে ধর্মীয় জীবনের কথা বিধৃত হবে, তার শুরুটা যেমন মঙ্গলময়, মধ্যবর্তীও মঙ্গলময়, শেষটাও মঙ্গলময়। জ্ঞান, শক্তিতে তা পরিপূর্ণ সামগ্রিক ও পবিত্র।

২৩। "উদুম্বর ফুল যেমন পৃথিবীর কোনও কোনও স্থানে, কোনও কোনও সময়ে, চক্রাকারে জন্মায়, বুদ্ধের আবির্ভাবও তেমন। হে রাজা, এই শিশু চরম ও সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করবে এবং এর মধ্য দিয়ে অসংখ্য মানুষকে দুঃখের বৈতরণী পার করে দিয়ে সুখের পারাবারে নিয়ে যাবে।

২৪। "কিন্তু আমি সেই বুদ্ধকে দেখতে পাব না। মহারাজ, সেই দুঃখেই আমি কাঁদছি ও দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করছি। আমি তাঁকে সেদিন আমার শ্রদ্ধা জানাতে পারব না।"

২৫। মহারাজ তখন মহামুনি অসিত ও তাঁর ভাগিনেয় নরদত্তকে পর্যাপ্ত আহার দিলেন এবং উত্তরীয় দান করে ডান দিক ধরে প্রদক্ষিণ করলেন।

২৬। অসিত মুনি তাঁর ভাগিনেয় নরদত্তকে বললেন, "নরদত্ত, তুমি যখন শুনবে

শিশুটি বুদ্ধত্ব লাভ করেছে, তুমি তাঁর শিক্ষা গ্রহণ কোরো। তা হলে তুমিও সুখ ও আনন্দ লাভ করবে।" এই কথা বলে অসিত মুনি রাজার কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং নিজের আশ্রমের দিকে যাত্রা করলেন।

৫. মহামায়ার পরলোকগমন

১। পঞ্চম দিনে নামকরণ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হল। শিশুটির নাম রাখা হল সিদ্ধার্থ। গোত্র হিসাবে তাঁর নাম রাখা হল গৌতম। ফলে তিনি সিদ্ধার্থ গৌতম নামে পরিচিত হলেন।

২। শিশুর জন্ম ও নামকরণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এই আনন্দের মুহূর্তে মহামায়া অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তা গুরুতর আকার ধারণ করল।

৩। মহামায়া বুঝতে পারলেন, তাঁর জীবনাবসানের শেষমুহূর্ত উপস্থিত। তিনি শুদ্ধোদন ও প্রজাপতিকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, "আমি নিশ্চিত আমার, পুত্র সম্পর্কে মহামুনি অসিতের দৈববাণীই একদিন সত্য হবে। আমার দুঃখ হচ্ছে, আমি তা প্রত্যক্ষ করতে পারব না।

৪। "আমার পুত্র মাতৃহীন হয়ে পড়বে। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে এতটুকু উদ্বিগ্ন নই। কেমন করে সে প্রতিপালিত হবে, ভবিষ্যতের জন্য উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠবে কিনা এই নিয়ে আমার কোনও দুশ্চিন্তা নেই।

৫। "প্রজাপতি, আমার পুত্রকে আমি তোমার কাছে সঁপে দিলাম। আমি নিশ্চিত, তুমি ওঁকে মার চেয়েও অধিকতর যত্নে প্রতিপালন করবে।

৬। "আমার জন্য দুঃখ কোরো না। আমাকে প্রাণত্যাগ করতে অনুমতি দাও। ঈশ্বরের ডাক এসে পৌঁচেছে। তাঁর আজ্ঞাবাহক আমাকে নিতে এসে গেছেন।" এই কথা বলে মহামায়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। শুদ্ধোদন ও প্রজাপতি দু'জনেই গভীরভাবে শোকাভিভূত হলেন। তাঁরা কাঁদতে লাগলেন।

৭। সিদ্ধার্থ যখন মাত্র ৭ দিনের শিশু, তখন তিনি মাতৃহারা হলেন।

৮। সিদ্ধার্থর একটি ছোট ভাই ছিল। তার নাম নন্দ। নন্দ শুদ্ধোদন ও মহাপ্রজাপতির পুত্র।

৯। সিদ্ধার্থর আরও কয়েকজন জ্ঞাতিভাই ছিল। মহানাম ও অনুরুদ্ধ, কাকা

শুক্লোদনের পুত্র, আনন্দ অমিতোদনের পুত্র, দেবদত্ত পিসি অমিতার পুত্র। মহানাম সিদ্ধার্থের অগ্রজ ভ্রাতা ছিল আর আনন্দ ছিল অনুজ ভ্রাতা।

১০। সিদ্ধার্থ এঁদের মাঝখানেই বাড়তে লাগলেন।

৬. শৈশব এবং শিক্ষা

১। সিদ্ধার্থ যখন সবে হাঁটতে এবং কথা বলতে শিখছেন, তখন শাক্যদের বয়স্ক ব্যক্তিরা সমবেত হলেন এবং শুদ্ধোদনকে গ্রামের দেবী আভয়ার মন্দিরে বালককে নিয়ে যেতে অনুরোধ করতেন।

২। শুদ্ধোদন রাজি হলেন এবং গৌতমকে পোশাক পরানোর জন্য মহাপ্রজাপতিকে বললেন।

৩। যখন তাঁকে পোশাক পরানো হল তখন সিদ্ধার্থ তাঁর কোমল গলায় মহাপ্রজাপতির কাছে জানতে চাইলেন, তাঁকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? যখন জানলেন, তাঁকে মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন তিনি হাসলেন। কিন্তু শাক্যদের প্রথানুসারে তিনি মন্দিরে গেলেন।

৪। আট বছর বয়সে সিদ্ধার্থ তাঁর শিক্ষা শুরু করেন।

৫। সেই আটজন ব্রাহ্মণ, যাঁদেরকে শুদ্ধোদন মহামায়ার স্বপ্ন ব্যাখ্যা করবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, এবং যাঁরা তাঁর ভবিষ্যৎ গণনা করেছিলেন, তাঁরাই হলেন সিদ্ধার্থের প্রথম গুরু।

৬। তাঁদের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্তির পর শুদ্ধোদন তাঁকে উজ্জ্বল বংশধর ও উদ্দীব্বর উচ্চ বংশোদ্ভূত একজন দার্শনিক, ব্যাকরণ বিশেষজ্ঞ, বেদ, বেদাঙ্গ ও উপনিষদে পারঙ্গম সব্বমিত্তর কাছে পাঠালেন। সুবর্ণ পাত্র থেকে পবিত্র জল ছিটিয়ে শুদ্ধোদন তাঁকে তাঁর অধীনে শিক্ষা করতে পাঠালেন। তিনিই হলেন তাঁর দ্বিতীয় শিক্ষক।

৭। তাঁর অধীনে গৌতম সেই সময়কার দার্শনিক তত্ত্ব সম্পর্কে পারদর্শী হয়ে উঠলেন।

৮। এ ছাড়া তিনি ভরদ্বাজের কাছে মনঃসংযোগ বিষয়ক বিজ্ঞান এবং ধ্যানবিদ্যা শিক্ষালাভ করলেন। এই ভরদ্বাজ মুনি হলেন আড়ার কালমের শিষ্য। কপিলাবস্তুতে আড়ার কালমের আশ্রম ছিল।

৭. প্রথম লক্ষণ

১। তিনি যখন পিতার খামারে যান এবং দেখেন কোনও কাজ নেই, তখন নির্জন স্থানের খোঁজ করে সেখানে ধ্যানে বসেন।

২। মানসিক বিকাশের সব রকম শিক্ষা যখন সম্পূর্ণ, তখন ক্ষত্রিয় হিসাবে তাঁর যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্তের জন্যও চেষ্টা শুরু হল।

৩। কারণ শুদ্ধোদন শুধুমাত্র মানসিক বিকাশই নয়, তাঁর পুত্রের শৌর্যের বিকাশও ঘটুক, তাই চেয়েছিলেন।

৪। সিদ্ধার্থ খুবই দয়ালু ছিলেন। তিনি মানুষকে মানুষ শোষণ করছে এটি সহ্য করতে পারতেন না।

৫। একবার তিনি তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পিতার খামারে যান এবং দেখেন কৃষকেরা তপ্ত রোদে সামান্য বস্ত্র পরিধান করে জমি কর্ষণ করছে, ফসলগুলিকে একত্র করছে, গাছ কাটছে, ইত্যাদি।

৬। এই দৃশ্য তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত করে।

৭। তিনি তাঁর বন্ধুদের বলেন, একজন মানুষ অপর মানুষকে শোষণ করছে এটি কি সঙ্গত? শ্রমিকেরা পরিশ্রম করবে আর প্রভুরা তাদের পরিশ্রমের ফসল ভোগ করবে, এটা কী করে সঙ্গত হয়?

৮। তাঁর বন্ধুরা জানতেন না, এর কী উত্তর হবে? কারণ তাঁরা পুরনো ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী যে, শ্রমিক শ্রেণী সেবা করবার জন্য জন্মেছে এবং প্রভুর সেবার মাধ্যমেই সে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে।

৯। শাক্যরা বপ্রমঙ্গল নামে একটি উৎসব উদ্‌যাপন করত। এটি একটি গ্রাম্য উৎসব। বীজ বপনের দিনে এই উৎসবটি পালিত হয়। এই বিশেষ দিনে প্রতিটি শাক্যর লাঙল ধরে কর্ষণ করা বাধ্যতামূলক বলে প্রথা চালু ছিল।

১০। সিদ্ধার্থ সবসময় এই প্রথাকে মেনে এসেছেন এবং নিজেকে চাষের কাজে নিযুক্ত রাখতেন।

১১। যদিও তিনি শিক্ষিত ছিলেন, কিন্তু তবুও কায়িক পরিশ্রমকে অবজ্ঞা করতেন না।

১২। তিনি যোদ্ধাদের শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। সেইজন্য তীর ছোড়া ও অস্ত্র ব্যবহারও শিক্ষা করেছিলেন।

১৩। তিনি শিকারি দলে যুক্ত হতে চাননি। তাঁর বন্ধুরা জানতে চাইতেন, "তুই কি ব্যাঘ্র দেখলে ভীত হোস? তিনি বিরক্তি সহকারে উত্তর দিতেন, "আমি জানি, তোমরা ব্যাঘ্র শিকার করতে যাও না। হরিণ কিংবা খরগোশের মতো নিরীহ প্রাণীদের হত্যা করবার জন্যই যাও।"

১৪। "শিকার করতে না চাও, তোমার বন্ধুদের লক্ষ্য কেমন নির্ভুল, সেটা জানবার জন্যও তো আমাদের সঙ্গে আসতে পারো।" তাঁরা গৌতমকে বলতেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ এ ধরনের আমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করতেন। বলতেন, "আমি নিরীহ পশুদের হত্যা সহ্য করতে পারি না।"

১৫। সিদ্ধার্থর এই ধরনের মনোভাবে প্রজাপতি গৌতমী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন।

১৬। তিনি তাঁর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিতেন। বলতেন, "তুমি ভুলে যেয়ো না তুমি একজন ক্ষত্রিয়, যুদ্ধই তোমার কর্তব্য। যুদ্ধবিদ্যা শিকারের মধ্য দিয়েই সবচেয়ে ভালভাবে আয়ত্ত করা যায়, কারণ শিকারের মধ্য দিয়েই লক্ষ্যভেদ করার শিক্ষা আয়ত্ত আসে। শিকার-ই হল যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণভূমি।'

১৭। সিদ্ধার্থ প্রায়ই গৌতমীকে উত্তর দিতেন, "কিন্তু মাতঃ একজন ক্ষত্রিয় কেন যুদ্ধ করবে?" গৌতমীও উত্তর দিতেন, "কেননা এটি তাদের কর্তব্য।"

১৮। কিন্তু সিদ্ধার্থ এই উত্তরে সন্তুষ্ট হতেন না। তিনি প্রায়ই গৌতমীকে জিজ্ঞেস করতেন, "একটা মানুষ অন্য একটি মানুষকে হত্যা করবে, এটা কী করে কর্তব্য হয়, তুমি আমাকে বলো।" গৌতমীও জবাব দিতেন, "একজন সন্ন্যাসীর এই ধরনের মনোভাব হয়। কিন্তু ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধ করবে। তারা যদি যুদ্ধ না করে কারা সাম্রাজ্য রক্ষা করবে?"

১৯। "কিন্তু মাতঃ, ক্ষত্রিয়রা যদি একে অপরকে ভালবাসে, তা হলে হত্যা না করেও তো রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব।" গৌতমী অগত্যা তর্ক স্থগিত রাখতেন।

২০। সিদ্ধার্থ বন্ধুদেরও ধ্যান অভ্যাস করার জন্য আহ্বান করতেন। তিনি তাদের যথার্থ ভঙ্গি শেখাতেন। বিশেষ একটি বিষয়ে মনোযোগের শিক্ষা দিতেন। তিনি তাদেরকে বলতেন, চিন্তার বিষয় এইরকম হবে : "আমি সুখী হব, আমার আত্মীয়রা সুখী হবে, সমস্ত প্রাণী সুখী হবে।"

২১। কিন্তু তাঁর বন্ধুরা এগুলিকে গুরুত্ব দিতে চাইত না। তারা হাসাহাসি করত।

২২। চক্ষু নিমীলিত করে তারা ধ্যানের বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে পারত না। বরং তারা চোখের সামনে শিকারযোগ্য হরিণ কিংবা মিষ্টিজাতীয় কোনও খাদ্য দেখতে পেত।

২৩। তাঁর পিতামাতা সিদ্ধার্থের ধ্যানের প্রতি এত আগ্রহ মোটেই পছন্দ করছিলেন না। তাঁরা একে ক্ষত্রিয় জীবনচর্চার বিরোধী বলে মনে করছিলেন।

২৪। সিদ্ধার্থ বিশ্বাস করতেন যে, যথার্থ বিষয়ে মনঃসংযোগ করলে বিশ্বপ্রেম বোধের বিকাশ ঘটে। তিনি নিজেকে এই বলে বোঝাতেন : ''যখন আমরা পার্থিব জিনিস নিয়ে চিন্তা করি, তখন-ই আপনাদের মধ্যে বিভেদ ও বৈষম্য তৈরি হয়। আমরা শত্রু-মিত্রে তফাত করি। মানুষের সঙ্গে গৃহপালিত পশুর তফাত করি। আমরা বন্ধু, গৃহপালিত পশুদের ভালবাসি। শত্রু ও বন্য প্রাণীকে ঘৃণা করি।

২৫। ''আমরা যদি বাস্তব জীবনের এই সীমাবদ্ধতার কথা গভীরভাবে মনঃসংযোগ করে চিন্তা করি, তা হলে এই পার্থক্যের সীমারেখাকে অতিক্রম করতে পারব।

২৬। তাঁর শৈশব গভীর সহানুভূতিবোধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে।

২৭। একবার তিনি তাঁর পিতার খামারে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে অবসরকালীন একটি বৃক্ষের তলে তিনি প্রকৃতির শান্তি ও শোভা নিরীক্ষণ করছিলেন। তিনি যখন ঐভাবে বসে ছিলেন, তখন একটি পাখি আকাশ থেকে তাঁর সামনে ভূপতিত হয়।

২৮। সিদ্ধার্থ পাখিটিকে রক্ষা করতে ছুটে গেলেন। তিনি তীরটি উন্মোচন করলেন; তার ক্ষতকে শুশ্রূষা করে, একটু জল খাওয়ালেন। তিনি পাখিটিকে তুলে নিয়ে পুনরায় যে স্থানে বসে ছিলেন সেখানে ফিরে গিয়ে নিজের পরিধানের বস্ত্র দিয়ে তাকে আবৃত করে একটু উষ্ণতা দানের জন্য বুকের কাছে জড়িয়ে রাখলেন।

২৯। তিনি অবাক হয়ে জানতে পারলেন, কে পাখিটিকে তীরবিদ্ধ করেছে। খুব শীঘ্রই তাঁর জ্ঞাতিভাই দেবদত্ত শিকারের বেশবাসে সজ্জিত হয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হল। সে সিদ্ধার্থকে এসে জিজ্ঞেস করল, একটি পাখি

তীরবিদ্ধ অবস্থায় এখানে এসে পড়েছে কিনা। কারণ পাখিটির প্রতি সে-ই তীর নিক্ষেপ করেছিল। পাখিটি আহত অবস্থায় কিছুদূরে ভূপতিত হয়। সিদ্ধার্থর সেটা গোচরীভূত হয়েছে কিনা।

৩০। সিদ্ধার্থ সম্পূর্ণ নিরাসক্তভাবে উত্তর দিলেন এবং দেখালেন পাখিটি সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত।

৩১। দেবদত্ত সিদ্ধার্থকে পাখিটি হস্তান্তর করবার জন্য দাবি জানাল। কিন্তু সিদ্ধার্থ অস্বীকৃত হলেন। ফলে দু'জনের মধ্যে প্রচন্ড বাগবিতন্ডা চলতে লাগল।

৩২। দেবদত্তর দাবি হল, পাখিটির মালিকানা তাঁর। কেননা শিকারের নিয়ম অনুযায়ী যে বিদ্ধ করবে, সে-ই তার মালিক হবে।

৩৩। সিদ্ধার্থ এই নিয়ম মানতে রাজি নন। তাঁর মতে, যে পাখিকে রক্ষা করেছে মালিকানা তাঁর। একজন ঘাতক কী করে মালিকানা দাবি করে!

৩৪। কোনও পক্ষই দমে যেতে রাজি নয়। সুতরাং বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য তোলা হল। বিচারক সিদ্ধার্থর পক্ষেই রায় দিলেন।

৩৫। ফলে দেবদত্ত হলেন সিদ্ধার্থর স্থায়ী শত্রু। সিদ্ধার্থর মানবিকতা বোধ এত প্রখর ছিল যে, ভাইয়ের কাছে ভাল থাকার জন্য তিনি একটি নিরীহ পাখিকে বধ করতে চাইলেন না।

৩৬। সিদ্ধার্থর প্রথম জীবনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এইরকম ছিল।

৮. বিবাহ

১। দণ্ডপাণি নামে এক শাক্য ছিলেন। তাঁর কন্যা যশোধরা। তাঁর ভুবনমোহিনী রূপের জন্য তিনি খুব-ই পরিচিত ছিলেন।

২। যশোধরার তখন বয়স ষোড়শ বছর, দণ্ডপাণি তাঁর বিবাহের কথা চিন্তা করছিলেন।

৩। প্রথা অনুসারে দণ্ডপাণি প্রতিবেশী দেশের সব রাজকুমারের কাছে তাঁর কন্যার স্বয়ংবর সভায় আসার জন্য আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন।

৪। সিদ্ধার্থ গৌতমও আমন্ত্রিত হন।

৫। সিদ্ধার্থ গৌতম তখন পরিপূর্ণ ষোড়শ বছরের যুবক। তাঁর পিতামাতাও বিবাহের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন।

৬। তাঁরা সিদ্ধার্থকে স্বয়ংবর সভায় যাওয়ার জন্য এবং যশোধরার পাণিগ্রহণ করার জন্য আজ্ঞা করলেন। সিদ্ধার্থও পিতামাতার ইচ্ছাপূরণ করতে সম্মত হলেন।

৭। উপস্থিত সমস্ত তরুণদের মধ্যে যশোধরার দৃষ্টি সিদ্ধার্থ গৌতমের ওপরে পড়ল।

৮। দণ্ডপাণি এতে সন্তুষ্ট হলেন না। কেননা তিনি এই বিবাহের সার্থকতা সম্পর্কে সন্দেহপূর্ণ ছিলেন।

৯। তিনি অনুভব করেছিলেন, সিদ্ধার্থ সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গই বেশি পছন্দ করছে। সে নির্জনতাই পছন্দ করে। কেমন করে সে সার্থক সংসারী হবে?

১০। কিন্তু যশোধরা সিদ্ধার্থকে বিবাহ করতেই মনস্থ করলেন। তিনি তাঁর পিতার কাছে জানতে চাইলেন, সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ দূষণীয় কেন? সে নিজে কিন্তু তা মনে করে না।

১১। কন্যা সিদ্ধার্থ গৌতমকে বিবাহের স্থির সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে যশোধরার মাতা দণ্ডপাণিকে অনুরোধ করলেন, তিনি যেন অনুমতি দেন। দণ্ডপাণি অনুমতি দিলেন।

১২। গৌতমের অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীরা শুধুমাত্র হতাশাই হন না, তাঁরা অপমানিতও হলেন।

১৩। তাঁরা চাইলেন, যশোধরা পক্ষপাতহীনভাবে নিজের স্বামী নির্বাচনের জন্য কোনওরকম পরীক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চয়-ই করবেন। কিন্তু যশোধরা তা করলেন না।

১৪। তাঁরা কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। মনে মনে আশা পোষণ করছিলেন যে, দণ্ডপাণি নিশ্চয়ই সিদ্ধার্থর সঙ্গে যশোধরার বিবাহ দিতে সম্মত হবেন না। তা হলেই তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হবে।

১৫। কিন্তু দণ্ডপাণিও যখন ব্যর্থ হলেন, তখন তাঁরা তীব্রভাবে দাবি জানালেন তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হোক। দণ্ডপাণি এতে আপত্তি করলেন না।

১৬। প্রথমে সিদ্ধার্থ এ ব্যাপারে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর সারথি চন্ন তাঁকে বুঝালেন, তিনি যদি এই প্রতিযোগিতায় অসম্মত হন, তবে তা তাঁর পিতা, তাঁর পরিবার এমনকী যশোধরারও অপমানের কারণ হবে।

১৭। সিদ্ধার্থ এই অকাট্য যুক্তি মেনে নিলেন এবং প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে সম্মত হলেন।

১৮। প্রতিযোগিতা শুরু হল। প্রতিটি প্রতিযোগী পালা করে নিজেদের দক্ষতা দেখালেন।

১৯। গৌতমের পালা সর্বশেষে। তিনিই শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী হিসাবে নির্বাচিত হলেন।

২০। বিবাহের সব আয়োজন সম্পন্ন হল। শুদ্ধোদন এবং দণ্ডপাণি দু'জনেই অতীব প্রীত হলেন। যশোধরা ও মহাপ্রজাপতিও খুশি হলেন।

২১। দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের পরে যশোধরার একটি পুত্রসন্তান জন্মাল। তার নাম রাখা হল রাহুল।

৯. পিতা, পুত্রকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলেন

১। রাজা তাঁর পুত্রকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে দেখে সুখী হলেন। কিন্তু অসিত মুনির দৈববাণী তাঁকে পীড়িত করতে লাগল।

২। এই দৈববাণীকে মিথ্যা করার জন্য তিনি তাঁকে সবরকম আমোদ-প্রমোদ ও ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে নিমজ্জিত করার কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

৩। এই উদ্দেশ্যে তিনি পুত্রের জন্য তিনটি বিলাসবহুল রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করলেন। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত-এই তিন ঋতুতে সিদ্ধার্থর বসবাসের জন্য বিলাসবহুল রাজপ্রাসাদ নির্মিত হল। কামনাতুর জীবনযাপনের সমস্ত উপকরণ এই প্রাসাদ তিনটিতে ছিল।

৪। প্রতিটি রাজপ্রাসাদই সুদৃশ্য বৃক্ষরাজি সম্পন্ন উদ্যান দিয়ে ঘেরা ছিল।

৫। পুরোহিত উদয়িনের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজকুমারের জন্য তিনি একটি প্রমোদ উদ্যান তৈরির কথাও ভাবলেন।

৬। শুদ্ধোদন উদয়িনকে বললেন, তিনি রাজকুমারের মন জয় করবার ছলাকলা যেন হারেমের সুন্দরীদের বুঝিয়ে দেন।

৭। প্রমোদ উদ্যান থেকে রমণীদের ডেকে উদয়িন তাদেরকে বুঝাতে লাগলেন রাজকুমারকে তারা কীভাবে প্রলোভিত করবে।

৮। তিনি তাদেরকে আহ্বান করে বললেন, "তোমরা প্রত্যেকেই রতিকলায় পারদর্শী। তোমরা অতীব সুন্দরী এবং লাস্যময়ী। তোমাদের শৈলী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

৯। "তোমাদের রূপলাবণ্যের দ্বারা যে সমস্ত সন্ন্যাসীর কামনা লুপ্তপ্রায় হয়েছে তাদেরকেও কামার্ত করে তুলতে পারবে। এমনকী দেবতারা, যারা স্বর্গের নর্তকীদের দ্বারা বশীভূত, তারাও প্রলুব্ধ হবেন।

১০। "তোমাদের হৃদয় জয় করার বিশেষ প্রক্রিয়া, তোমাদের ছলা-কলা, রূপলাবণ্য এবং তোমাদের অসামান্য সৌন্দর্য রমণীদের হৃদয়কেই রোমাঞ্চিত করে, পুরুষের মন জয় করা সেক্ষেত্রে অনেক সহজ।

১১। "তোমরা নিজেদের শৈলীতে পারঙ্গম। সেক্ষেত্রে রাজকুমারের মনকে জয় করা তোমাদের পক্ষে কঠিন হবে না। তোমরা তাঁকে তোমাদের মায়ায় বেঁধে ফেলো।

১২। "তোমাদের দিক থেকে কোনওরকম জড়তা লজ্জায় ব্রীড়ানত নববধূর মতো মনে হবে।

১৩। "একজন বীর যতো গৌরবান্বিতই হোন না কেন, একজন সুন্দরী রমণীর সত্তা তার চেয়েও বেশি? এই হোক তোমাদের মূলমন্ত্র।

১৪। "পুরাকালে একজন মহামুনি, দেবতারা যাঁকে বশ করতে সক্ষম হননি, তিনিও হারেমের এক সুন্দরীর রূপে বিমোহিত হয়েছিলেন এবং কাশীর সেই সুন্দরীর দ্বারা বশীভূত হয়েছিলেন।

১৫। "মহামুনি বিশ্বামিত্র, কঠোর তপশ্চর্যা করা সত্ত্বেও নর্তকী ঘৃতকীর দ্বারা বশীভূত হয়ে দশ বছর অরণ্যে কাটান। পরে অবশ্য এর জন্য তিনি গভীর মনস্তাপে প্রায়শ্চিত্ত করেন।

১৬। "এইসব রমণীরা কত সন্ন্যাসীদের নিজেদের করায়ত্ত করেছিল। সেখানে এই তরুণ রাজকুমার তো কত কোমল!

১৭। "তোমরা নিজেদের সাধ্যমতো সবরকম চেষ্টা করে দেখো, যাতে এই রাজকুমার তাঁর পরিবার থেকে কিছুতেই সরে যেতে না পারেন। রাজবংশ যেন আগামী ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকে।

১৮। "একজন সাধারণ রমণী একজন সাধারণ পুরুষকে মুগ্ধ করে রাখে। কিন্তু সেই সত্যিকারের রমণী, যে একজন বিশাল এবং কঠিন হৃদয়ের মানুষকে বশীভূত করতে পারবে।

১০. রমণীরা রাজকুমারকে জয় করতে ব্যর্থ

১। উদয়িনের এই সমস্ত বাক্যে রমণীরা উদ্দীপিত হন এবং তাঁরা রাজকুমারকে জয় করতে প্রবৃত্ত হন।

২। অন্তঃপুরের এইসব রমণীরা নিজেদের ভ্রূ-ভঙ্গি, চকিত দৃষ্টি, ছলাকলা মনোহারিণী হাসি, লাস্যভঙ্গি সম্পর্কে আস্থাশীল ছিল না।

৩। কিন্তু রাজপরিবারের এই কুলপুরোহিতের আদেশ, রাজকুমারের মৃদু স্বভাব এবং তাঁদের মধ্যে ভালবাসা ও কামোদ্দীপিত করে তোলার ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে তারা আস্থা ফিরে পেল।

৪। এইসব রমণীরা নিজেদের পারদর্শিতা প্রমাণে উদ্গ্রীব হয়ে উঠলেন। হিমবত জঙ্গলে পুরুষ হস্তী যেমন যূথবদ্ধ মেয়ে হস্তীদের দ্বারা পরিবৃত থাকে, এইসব রমণীরা রাজকুমারকে সেইভাবে ঘিরে রইল।

৫। প্রমোদ উদ্যানে এইসব রমণীদের দ্বারা পরিবৃত হলে, রাজকুমারকে অপ্সরাদের দ্বারা পরিবৃত সূর্যদেবকে যেমন লাগে তেমন-ই দেখতে লাগছিল।

৬। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ আবেগতাড়িত হয়ে নিজেদের পূর্ণ, সুপুষ্ট স্তনের মৃদু আঘাতে তাঁকে পিষ্ট করল।

৭। কেউ আবার হোঁচট খেয়ে পড়ার ভান করে ঝুঁকে পড়ে সজোরে নিজের সুললিত বাহু দিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করল।

৮। কেউ মাদক জাতীয় পানীয় পান করে, নিজের ওষ্ঠ তামার মতো রঙিন করে সিদ্ধার্থর কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, "আমার গোপন রহস্যের কথা তোমাকে বলতে চাই।"

৯। কেউ আবার অনুলেপন দ্বারা সিক্ত হয়ে আদেশের সুরে তাঁর হস্ত বেষ্টিত করে বলল, "আমি তোমার প্রণয়ী, তুমি আমাকে গ্রহণ করো।"

১০। অন্যজন নীলাম্বরী পোশাকে প্রমত্ততার ভান করে ভূপতিত হওয়ার চেষ্টা করে এবং নিশায় বিদ্যুৎঝলকের মতো নিজের জিহ্বা প্রকাশ করে তাঁর দৃষ্টিগোচর হতে সচেষ্ট হল।

১১। কেউ স্বল্পবাসে নিজের দেহকে স্বর্ণাভ রঙে রঞ্জিত করে নিজেকে প্রকাশিত করল।

১২। কেউ ঝুঁকে পড়ে আম্রশাখা আঁকড়ে ধরল। এবং সুবর্ণ কলসির মতো স্তন প্রদর্শন করল।

১৩। কেউ-কেউ আবার পদ্মবন থেকে উত্থিত হল। তাদের পদ্ম আঁখি, হস্তে পদ্ম। যেন পদ্মের দেবী এসে দাঁড়ালেন পদ্মানন রাজকুমারের পাশে।

১৪। কেউ সহজবোধ্য সুমিষ্ট গান গাইল এবং ভঙ্গি সহকারে চকিত চাহনির মাধ্যমে তাঁকে উদ্বেলিত করতে চাইল। সেই গানের মধ্য দিয়ে বুঝাতে চাইল, "তুমি নিজেকে প্রতারিত করছ।"

১৫। কেউ নিজের উজ্জ্বল মুখ নিজের বাহু দ্বারা বেষ্টন করে এমনভাবে ভ্রূ ভঙ্গি করল, যেন রাজকুমারকে অনুকরণ করে তাঁর সঙ্গে ক্রীড়ারত হয়েছে।

১৬। কেউ সুপুষ্ট সুন্দর স্তন ও কানপাশা বাতাসে আন্দোলিত করে সচকিত হাসি হেসে উঠল, যেন বলতে চাইল, "প্রভু, যদি পারো আমায় ধরো।"

১৭। যত তিনি সরে যেতে চাইছেন, কেউ-কেউ তাঁকে মালার সুতোয় বাঁধতে চাইল, কেউ আবার হস্তীকে যেমন বড়শি দিয়ে মৃদু আঘাত করা হয়, তেমনই মৃদু তিরস্কারের মাধ্যমে শাস্তি দিতে লাগল।

১৮। কেউ-কেউ তাঁর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল। আবেগতাড়িত হয়ে আমের মুকুল বিন্যস্ত করে জানতে চাইল, "বলুন তো এই ফুল কার?"

১৯। কেউ-কেউ পুরুষের মতো চলনভঙ্গি ও ভাবভঙ্গি দেখিয়ে বলল, "আপনি রমণীদের দ্বারা বিজিত। এখন এই পৃথিবী জয় করুন।"

২০। অপর একজন চক্ষু বিস্ফারিত করে নীল পদ্মের ঘ্রাণ গ্রহণ করতে করতে উত্তেজনায় অর্ধস্ফুট কণ্ঠে রাজকুমারকে আহ্বান করে বলল :

২১। "হে প্রভু, এই আম্র বৃক্ষ সুবাসিত মধুর ফুল দ্বারা আবৃত, এখানে কোকিল গান গাইছে। যেন সোনার পিঞ্জরে সে বন্দী।

২২। "এই অশ্বত্থ বৃক্ষকে দেখুন। প্রেমিকের দুঃখকে সে আরও বাড়িয়ে তুলছে। এতে যেভাবে মৌমাছিরা গুঞ্জন তুলছে, যেন মনে হচ্ছে অগ্নির দ্বারা তারা দগ্ধ হচ্ছে।

২৩। "এই তিলক বৃক্ষকে দেখুন। একটি কৃশ আম্রশাখা একে বেষ্টন করে রেখেছে। ঠিক যেমন শুভ্র বসন পরিহিত একটি পুরুষকে পীত অনুলেপন দ্বারা সজ্জিত এক নারী বেষ্টন করে রাখে।

২৪। "ফুলের মধ্যে যে কুরুবৃক্ষকে দেখছেন, এটি রঞ্জক মধুর মতো উজ্জ্বল, অথচ যখন এটি আসে তখন মহিলাদের নখের রঙের কাছে এটি তুচ্ছ হয়ে যায়।

২৫। "তরুণ অশোক বৃক্ষের নতুন শাখাগুলি আমাদের হাতের সৌন্দর্যের কাছে লজ্জা পায়।

২৬। "সিন্ধুবার গুল্ম হ্রদের ধারকে ঘিরে রেখেছে। মনে হচ্ছে কোনও এক সুন্দরী রমণী শুভ্র বসন পরে হেলান দিয়ে বসে আছে।

২৭। "জলে রাজহংসীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখুন তাদের রাজকীয় ভঙ্গি, রাজহাঁস তাদের পেছন পেছন ক্রীতদাসের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

২৮। এইসব রমণীদের অন্তঃকরণ প্রেম ভালবাসায় পরিপূর্ণ। তারা তাদের এইসব রূপমাধুরী দিয়ে রাজকুমারকে অভিভূত করতে চাইছে।

২৯। কিন্তু রাজকুমারের এত বেশি আত্মনিয়ন্ত্রণ যে, তিনি সবকিছু পেয়েও পাচ্ছেন না। তাঁর মুখে হাসি ফুটছে না।

৩০। তাদের এই অবস্থা দেখে রাজকুমার অবিচলিত এবং দৃঢ় মনোভাব নিয়ে এসব অবলোকন করলেন।

৩১। এইসব রমণীরা জানেন না যে, যৌবন ক্ষণস্থায়ী। বার্ধক্য এইসব রূপকে ধ্বংস করে দেয়।

৩২। এই ধরনের খোশামোদ মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলতে লাগল। কিন্তু কোনও ফল হল না।

২২. প্রধান অমাত্যর মৃদু ভর্ৎসনা

১। উদয়িন বুঝতে পারলেন, এইসব রমণীরা ব্যর্থ হয়েছে। রাজকুমার এদের ব্যাপারে পুরোপুরি নিরাসক্তই রইলেন।

২। উদয়িনের নীতিপ্রণেতা হিসাবে যথেষ্ট সুখ্যাতি রয়েছে। তিনি নিজেই রাজকুমারের সঙ্গে কথা বলবেন স্থির করলেন।

৩। তিনি রাজকুমারের সঙ্গে একা সাক্ষাৎ করে বললেন, "মহারাজ, যেদিন থেকে আমাকে তোমার সুহৃদ হিসাবে স্থির করেছেন, সেদিন থেকেই আমি তোমাকে বন্ধু হিসাবে ভাবতে শুরু করেছি।" উদয়িন এইভাবে শুরু করলেন।

৪। "যা কিছু বিঘ্নকারী তাকে বাধা দেওয়া, যা কিছু সুবিধেজনক তাকে এগিয়ে দেওয়া, দুর্ভাগ্যের সময় ছেড়ে না যাওয়া, প্রকৃত বন্ধুর এই তিনটি লক্ষণ থাকা বাঞ্ছনীয়।

৫। "যদি আমি যথার্থ বন্ধুর ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই, তবে তুমি যখন মহৎ ব্যক্তি হওয়া থেকে সরে যাচ্ছ, তখন আমার মুখ ঘুরিয়ে থাকা ঠিক নয়। এরকম হলে আমি বুঝব, যথার্থ বন্ধু হওয়ার মতো ক্ষমতা আমার নেই।

৬। "একজন মহিলার প্রেম বাঞ্ছা করা প্রয়োজন হলে ছলা-কলা করেও করা উচিত। লজ্জা কাটানো এবং প্রমোদ আহ্লাদ এই উভয় ক্ষেত্রেই এটি প্রয়োজনীয়।

৭। "শ্রদ্ধাশীল আচরণ এবং তার ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মিশলেই একজন মহিলার হৃদয় জয় করা যায়। যথার্থ গুণ থাকলে ভালবাসা পাওয়া কঠিন কিছু নয়। মহিলারা শ্রদ্ধা করতেই ভালবাসে।

৮। "হে আয়তচক্ষু রাজকুমার, তুমি কেন এরূপ বিমুখ হয়ে রয়েছ। তোমার অন্তঃকরণ না চাইলেও তুমি তোমার সৌজন্যবোধ দিয়ে তাদের খুশি করো। তোমার সৌন্দর্য এসবের উপযোগী।

৯। "বিনয় মহিলাদের নির্যাস। বিনয় তাদের অলঙ্কার। বিনয় ছাড়া সৌন্দর্য, ফুল ছাড়া উদ্যানের মতো।

১০। "শুধু সৌজন্য দিয়ে কী হবে? এর সঙ্গে যদি হৃদয়ের অনুভূতি না মেলে? এইসব পার্থিব বস্তু পাওয়া কত কষ্টকর, সেখানে তুমি এগুলিকে উপেক্ষা করছ!

১১। "সুখ সম্ভোগ পৃথিবীর আসল বস্তু, এ-কথা জানার পর পুরাকালে দেবতা (পুরন্দর ইন্দ্র) গৌতম মুনির স্ত্রী অহল্যার প্রেমাসক্ত হয়েছিলেন।

১২। "সোমের স্ত্রী রোহিণীর প্রেমে পড়েছিলেন অগস্ত্য, শ্রুতিতে আছে লোপামুদ্রারও একই পরিণতি হয়েছিল।

১৩। "মরুতের কন্যা অতথ্যর স্ত্রী মমতার গর্ভে মহামুনি বৃহস্পতির ঔরসে জন্ম নিয়েছিলেন ভরদ্বাজ।

১৪। "পুরাকালে পরাশর মুনি, আবেগমথিত হয়ে যমুনার ধারে বরুণ পুত্রের কন্যা কালীর সঙ্গে সহবাস করেন।

১৫। "বৃহস্পতির পত্নী দেবোদ্দেশে যখন অর্ঘ্য দিচ্ছিলেন তখন চন্দ্রের ঔরসে তাঁর দেবতুল্য বুধের জন্ম হয়।

১৬। "কামনাতুর হয়ে বশিষ্ঠ মুনি নিচু বর্ণের রমণী অক্ষমালের গর্ভে কাপিঙ্লাদার জন্ম দেন।

১৭। "এমনকী রাজর্ষি যযাতি, যৌবন লুপ্ত হওয়ার পরেও কৈত্রর্থ অরণ্যে অপ্সরা ভীষ্মকীর সঙ্গে ক্রীড়ারত হতেন।

১৮। "এমনকী কৌরবরাজ পাণ্ডু, স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক মিলনে মরণপ্রাপ্ত হবেন জেনেও মাদ্রীর সৌন্দর্য ও চারিত্রিক গুণে বিমোথিত হয়ে তাঁর সঙ্গে সুখ-সম্ভোগে লিপ্ত হন।

১৯। "এইসব বীরেরা সুখসম্ভোগের আশায় কামনার বশবর্তী হয়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের কৃতকর্মের জন্য যদি প্রশংসিত হন, তবে এর চেয়ে অধিক কী থাকতে পারে?

২০। "আর তুমি একজন যুবক, রূপ, শক্তি সবকিছুর অধিকারী, সমস্ত পৃথিবী যে-সবের জন্য লালায়িত, তুমি তাকে অবজ্ঞা করছ?"

১২. প্রধান অমাত্যকে রাজকুমারের উত্তর

১। নির্বাচিত শব্দগুলি এবং পৌরাণিক উদাহরণগুলি শ্রবণ করার পর রাজকুমার বজ্রনিনাদিত কণ্ঠে উত্তর দান করলেন :

২। "তোমার বক্তৃতামালা স্নেহ ভালবাসা প্রসূত। কিন্তু আমি তোমাকে বুঝাতে চাই, তুমি আমাকে যথার্থ চিনতে পারোনি।

৩। "আমি পার্থিব বস্তুকে অবজ্ঞা করি না। কারণ আমি জানি, মানুষ এর-ই বশবর্তী। কিন্তু এই বিশ্ব স্বল্পস্থায়ী এ-কথা স্মরণ করে আমি এতে কোনও আনন্দ পাই না।

৪। "এমনকী রমণীদের এইসব সৌন্দর্য শাশ্বত। কামনাকে উজ্জীবিত করে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে এর বিশেষ কোনও মূল্য নেই।

৫। "আপনি যে-সব মহৎ ব্যক্তির উদাহরণ দিলেন, যাঁরা কামনার শিকার হয়েছিলেন। ধ্বংসই কিন্তু তাঁদের কপালের লিখন।

৬। "সেইসব ব্যক্তি কখনওই মহৎ হতে পারেন না, যাঁরা পার্থিব বস্তুতে আসক্ত, এবং যাঁদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাব রয়েছে। তাঁদের পরিণতি ধ্বংস।"

৭। আপনি বলছেন "রমণীদের সঙ্গে ছলাকলায় লিপ্ত হতে। আমিও নম্রতার সহযোগে ছলাকলায় লিপ্ত হতে পারি।"

৮। "যদি সততা না থাকে তবে উভয়ের ইচ্ছার কোনও দাম আমার কাছে নেই। যে মিলন সমগ্র আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয়, সে মিলনকে আমি মন থেকে মেনে নিতে পারি না।

৯। "আবেগতাড়িত আত্মা মিথ্যাচারণ ছাড়া আর কিছু নয়, এই মিলন বিপথে চালিত করে, এবং পার্থিব বস্তুর প্রতি মিথ্যা আসক্তি জাগায়। সুতরাং এভাবে প্রতারিত হয়ে লাভ কী?

১০। "যদি এই আবেগ একে অপরকে প্রতারিতই করে, তবে সেই পুরুষ যে কোনও নারীর অযোগ্য এবং নারীও পুরুষের অযোগ্য বলে আমি মনে করি।

১১। "যদি এইভাবে চলতে থাকে, তখন আমি নিশ্চিত যে, এটা ক্রমে হীনজাতীয় আনন্দে প্ররোচিত করবে।"

১২। উদয়িন রাজকুমারের এই দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ উক্তিতে নীরব রইলেন এবং পিতাকে সবকিছু বিস্তারিত বললেন।

১৩। শুদ্ধোদন যখন পুত্রের পার্থিব ইন্দ্রিয় সম্পর্কে নিরাসক্তির খবর পেলেন, তিনি সেই রাতে ঘুমোতে পারলেন না। হস্তীর বক্ষে তীর বিদ্ধ হলে যেমন হয়, তিনিও তেমনই যন্ত্রণাবিদ্ধ হলেন।

১৪। তিনি এবং তাঁর মন্ত্রী-পরিষদ সিদ্ধার্থকে কামজ জীবনযাপনে কীভাবে আকৃষ্ট করা যায় তাই নিয়ে নানা শলাপরামর্শ চালাতে লাগলেন। এবং উপায় উদ্ভাবনে সক্রিয় হলেন, যাতে সে কোনওক্রমেই ভিন্নতর জীবনযাপনে আগ্রহী না হয়।

১৫। মালা এবং অলঙ্কার পরিহিত প্রমোদ-উদ্যানের রমণীরা, নিজেদের সবরকম ঐশ্বর্য প্রয়োগ করেও, অন্তরের ভালবাসা গোপন রেখেও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেন।

১৩. শাক্য সংঘের সঙ্গে পরিচয়

১। শাক্যদের নিজেদের সংঘ ছিল। কুড়ির ঊর্ধ্বে সব শাক্য তরুণকেই সংঘে প্রবেশ করতে হত এবং সংঘের সদস্য হতে হত।

২। সিদ্ধার্থ গৌতম কুড়ি বছর বয়সে পদার্পণ করলেন। তাঁরও সংঘে প্রবেশের এবং সদস্য হওয়ার সময় এল।

৩। কপিলাবস্তুতে শাক্যদের একটি অধিবেশন-ঘর ছিল, তাকে বলা হত সংস্থাঘর। সংস্থাঘরে সংঘের অধিবেশন বসত।

৪। সিদ্ধার্থকে সংঘের সদস্য করার জন্য শুদ্ধোদন শাক্যদের পুরোহিতকে সংঘের সভা আহ্বান করার জন্য অনুরোধ করলেন।

৫। সেই অনুসারে কপিলাবস্তুর সংঘের অধিবেশন বসল।

৬। সংঘের অধিবেশনে পুরোহিত সিদ্ধার্থকে সদস্য হিসাবে মনোনীত করার প্রস্তাব জানাল।

৭। শাক্যদের সেনাপতি নিজের আসন থেকে উত্থিত হলেন এবং সংঘকে জানালেন : "সিদ্ধার্থ গৌতমের শাক্যগোষ্ঠীভুক্ত শুদ্ধোদনের বংশে জন্ম। তিনি সংঘের সদস্য হতে আগ্রহী। তিনি ২০ বছর বয়সে পদার্পণ করেছেন এবং সব দিক থেকেই এর যোগ্য। তিনি যাতে সংঘের সদস্য হতে পারেন তার জন্য আমি প্রস্তাব করছি। যদি কারও বিপক্ষে মত থাকে জানাতে পারেন।"

৮। কেউ বিপক্ষে মত দিল না। সভাপতি আবার বললেন, "দ্বিতীয়বার আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করছি, কে এর বিপক্ষে মত দিতে চান জানাতে পারেন।"

৯। সবাই নীরব রইলেন। সেনাপতি আবার বললেন, "তৃতীয়বারও আমি জিজ্ঞেস করছি, কারও কোনও বিপক্ষে মত থাকলে জানাতে পারেন।"

১০। তৃতীয়বারও সবাই নীরব রইল।

১১। শাক্যদের প্রথা হল, তৃতীয়বারও যদি কেউ বিরুদ্ধে মতামত না জানায় তা হলে সেটা সর্বসম্মত মত বলে গৃহীত হয়।

১২। সেনাপতির প্রস্তাবে তৃতীয়বারও যখন কেউ বিরোধিতা করলেন না, সিদ্ধার্থকে তখন সংঘের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হল।

১৩। এবারে শাক্যদের পুরোহিত উঠে দাঁড়ালেন এবং সিদ্ধার্থকে নিজের স্থানে উঠে দাঁড়াতে বললেন।

১৪। তিনি সিদ্ধার্থকে লক্ষ করে বললেন : "তুমি কি বুঝতে পারছ সংঘ তোমাকে সদস্য হিসেবে মনোনীত করে সম্মানিত করেছে।" সিদ্ধার্থ উত্তর দেন। হ্যাঁ।"

১৫। "তুমি কী সংঘের সদস্যদের অবশ্যকরণীয় কী আছে জানো?" সিদ্ধার্থ জানান, "আমি দুঃখিত প্রভু, আমি জানি না। আমাকে যদি জানানো হয় আমি খুশি হব।"

১৬। পুরোহিত বললেন, "সংঘের সদস্য হিসাবে তোমার কর্তব্য কী আমি প্রথমে সেই কথাই তোমাকে বলব।" তিনি একের পর এক বলতে লাগলেন : "(১) তুমি তোমার দেহ, মন এবং অর্থ দিয়ে শাক্যদের স্বার্থ রক্ষা করবে। (২) সংঘের সভায় কখনও অনুপস্থিত থাকবে না। (৩) তুমি কোনও শাক্যর ব্যবহারে যদি কোনও ত্রুটি দেখতে পাও তবে নির্ভয়ে, এবং পক্ষপাতিত্বহীন ভাবে প্রকাশ করবে। (৪) তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করলে তুমি কুপিত হবে না, বরং নিজে নির্দোষ কিংবা দোষী তা অকপটে স্বীকার করবে।"

১৭। এর পরে পুরোহিত জানালেন : "আমি তোমাকে এবারে সংঘের সদস্যপদের অযোগ্য কী কী কারণে হতে পারো, তা জানাব। (১) ধর্ষণ করলে সংঘের সদস্য হতে পারবে না। (২) খুন করলে সংঘের সদস্য থাকতে পারবে না, (৩) চুরি করলেও সংঘের সদস্যপদ থেকে সরে যেতে হবে। (৪) মিথ্যে প্রমাণের অভিযোগেও দোষী সাব্যস্ত হতে পারো।"

১৮। সিদ্ধার্থ জানালেন, "শাক্য সংঘের এইসব নীতি আমাকে অবগত করানোর জন্য আমি সত্যই কৃতজ্ঞ। আমি সুনিশ্চিত যে, আমি এগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারব।"

১৪. সংঘের সঙ্গে মতবিরোধ

১। আট বছর ধরে সিদ্ধার্থ সংঘের সদস্য ছিলেন।

২। তিনি অবিচলিত এবং একাগ্রচিত্তে সংঘের সদস্য হিসাবে কাজ করেছিলেন। তিনি নিজের মনে করে সংঘের সেবা করতেন। সংঘের সদস্য হিসাবে তাঁর আচরণ উদাহরণস্বরূপ ছিল। তিনি নিজে এতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

৩। তাঁর সদস্যপদের যখন আট বছর পূর্ণ হল, তখনই একটি ঘটনা শুদ্ধোদনের পরিবার এবং সিদ্ধার্থর জীবনে দুর্যোগ বহন করে আনল।

৪। এখান থেকেই দুঃখদায়ক জীবনের।

৫। শাক্য রাজ্যের সীমান্তে কোলীয়দের রাজ্য। রোহিণী নদী দিয়ে দুটি রাজ্য বিভক্ত ছিল।

৬। রোহিণীর জল চাষের সেচের জন্য দুটি রাজ্যই ব্যবহার করত। প্রতি বছর-ই এই নিয়ে দু'রাজ্যের মধ্যে বিতর্ক লেগে যেত। বিতর্কের কারণ ছিল রোহিণীর জল কে কতটা নেবে। এই বিতর্ক থেকেই ঝগড়া, এর পর দাঙ্গা শুরু হয়ে যেত।

৭। সিদ্ধার্থর যখন আটাশ বছর বয়স, শাক্য ও কোলীয় কর্মচারীদের মধ্যে জল নিয়ে প্রচণ্ড সংঘর্ষ বেঁধে গেল। দু'পক্ষেই আহত হল।

৮। এ-কথা জানার পর শাক্য এবং কোলীয় উভয়েই স্থির করল, যুদ্ধের মাধ্যমেই এর নিষ্পত্তি ঘটানো দরকার।

৯। শাক্যদের সেনাপতি কোলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে সংঘের সদস্যদের অধিবেশন আহ্বান করলেন।

১০। সংঘের সদস্যদের আহ্বান করে সেনাপতি বললেন, "কোলীয়রা আমাদের লোকদের আক্রমণ করেছে। ফলে তাদের সরে যেতে হয়েছে। কোলীয়রা এই ধরনের আক্রমণ আরও কয়েকবার করেছে। আমরা অনেক সহ্য করেছি। কিন্তু এভাবে আর চুপ করে থাকা যাবে না। এসব বন্ধ করতেই হবে। এবং এটা সম্ভব কোলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমেই। আমি প্রস্তাব করছি, সংঘ কোলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করুক। কারও যদি বিপক্ষে মত থাকে, জানাতে পারে।

১১। সিদ্ধার্থ গৌতম নিজের আসন ছেড়ে উঠলেন এবং বললেন : "আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। যুদ্ধ কখনও কোনও কিছুর সমাধান করতে পারে না। যুদ্ধ আহ্বান করলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। এটা অন্য যুদ্ধের বীজ বপন করবে। একজন ঘাতক অন্য একজন ঘাতককে চায়, একজন বিজেতা চায় অন্য একজন বিজয়ী তাকে জয় করুক, যে ব্যক্তি লুণ্ঠন করে, সে পরিবর্তে লুণ্ঠিত হতে চাইবে।"

১২। সিদ্ধার্থ গৌতম আরও বলতে লাগলেন, "আমি মনে করি না যে, সংঘের কোলীয়দের বিরুদ্ধে এত দ্রুত যুদ্ধ ঘোষণা করার কোনও প্রয়োজন আছে। খুব সচেতনভাবে অনুসন্ধান চালাতে হবে আসল দোষী কে? আমি শুনেছি

আমাদের লোকেরাও আক্রমণ করেছিল। যদি সে-কথা সত্য হয়, তা হলে আমাদের লোকেরাও দোষমুক্ত নয়।"

১৩। সেনাপতি জানালেন, "আমাদের লোকেরা আক্রমণ করেছিল। তবে এটা ভুললে চলবে না, এবারে আমাদের প্রথম জল নেওয়ার পালা।"

১৪। সিদ্ধার্থ গৌতম বললেন, "এর অর্থ, আমরা নির্দোষ নই। আমি প্রস্তাব করছি, আমাদের থেকে দু'জন লোককে নির্বাচন করা হোক। এবং কোলীয়রাও নিজেদের থেকে দু'জন ব্যক্তিকে নির্বাচন করুক। এই চার শক্তি মিলে পঞ্চম ব্যক্তি মনোনয়ন করুক। এরা সকলে মিলে বিবাদের নিষ্পত্তি ঘটাক।"

১৫। সিদ্ধার্থর এই সংশোধনী প্রস্তাব সকলের দ্বারা সমর্থিত হল। কিন্তু সেনাপতি এর বিরোধিতা করলেন। বললেন : "আমি নিশ্চিত, কোলীয়দের যথাযোগ্য শাস্তি না দিলে তারা এই ধরনের দুষ্কর্ম অব্যাহত রাখবে।"

১৬। এই প্রস্তাব এবং সংশোধনী ভোটের জন্য উত্থাপিত হল। প্রথমে সিদ্ধার্থ গৌতমের সংশোধনী প্রস্তাবটি রাখা হল। এবং তা অধিবেশনের সমর্থন পেল না।

১৭। এর পর সেনাপতি তাঁর প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য রাখলেন। সিদ্ধার্থ গৌতম এর বিরোধিতা করে বললেন, "আমি সংঘকে এই প্রস্তাব অনুমোদন না করার জন্য অনুরোধ করছি। শাক্য ও কোলীয়দের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এরা পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করবে, এটা খুবই অবিবেচকের কাজ হবে।"

১৮। সেনাপতি সিদ্ধার্থ গৌতমের এই আবেদনের বিরোধিতা করলেন। তিনি জোর দিয়ে বললেন, "যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের কাছে আত্মীয় অনাত্মীয় এই বিভেদ থাকে না। তারা রাজ্যের দখলের জন্য ভাই ভাইয়ের সঙ্গে লড়াই করে।"

১৯। আত্মত্যাগ ব্রাহ্মণদের কর্তব্য, লড়াই ক্ষত্রিয়দের ধর্ম, বাণিজ্য বৈশ্যদের এবং সেবা শূদ্রদের কর্তব্য। শাস্ত্রের এই বিধি।

২০। সিদ্ধার্থ প্রত্যুত্তরে বললেন : "আমি মনে করি, ধর্মের মধ্য দিয়ে বৈরিতাকেই চিহ্নিত করা হচ্ছে। বৈরিতা দিয়ে একে নিশ্চিহ্ন করা যাবে না। এবং প্রেমের মধ্য দিয়েই জয় করা সম্ভব।"

২১। সেনাপতি অসহিষ্ণু হয়ে পড়লেন বললেন, "এইসব দার্শনিক যুক্তি

উত্থাপনের কোনও প্রয়োজন নেই। আসল কথা হল, সিদ্ধার্থ আমার মতের বিরোধিতা করছে। এখন সংঘ ভোটের মাধ্যমে স্থির করবে কী করা উচিত।"

২২। নিয়ম অনুসারে তাঁর প্রস্তাবকে ভোটের জন্য তোলা হল। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদন পেলেন।

১৫. নির্বাসনের প্রস্তাব

১। পরের দিন, সেনাপতি সংঘ যাতে তাঁর পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করে তার জন্য শাক্য সংঘের আবারও অধিবেশন ডাকলেন।

২। যখন অধিবেশন বসল, তিনি কুড়ি থেকে পঞ্চাশের মধ্যে প্রতিটি শাক্যকে কোলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানালেন।

৩। যাঁরা যুদ্ধের পক্ষে মত দিয়েছিলেন এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে যাঁরা মত দিয়েছিলেন, উভয় পক্ষই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

৪। যাঁরা সপক্ষে মত দিয়েছিলেন, তাঁদের পক্ষে সেনাপতির যুক্তি মেনে নেওয়া মোটেও অসুবিধের ছিল না। পূর্ব সিদ্ধান্তের এটিই ফলশ্রুতি তাঁরা জানতেন।

৫। কিন্তু সংখ্যালঘু দলেরই সমস্যা হল, তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তে মত দেবেন কি দেবেন না।

৬। সংখ্যালঘু দল সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে মত না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেই কারণেই তাঁরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কেউ-ই খোলাখুলিভাবে নিজের মত প্রকাশ করতে সাহস পাচ্ছিলেন না। সমবেত এই বিরোধিতা করার ফলাফল কী হবে তাঁরা সে-কথা জানতেন।

৭। নিজের সমর্থনকারীদের নীরব দেখে সিদ্ধার্থ উঠে দাঁড়ালেন এবং সংঘকে আহ্বান করে বললেন, "বন্ধুগণ, আপনাদের যা ভাল লাগে আপনারা তা করতে পারেন। কেননা অধিকাংশ লোক আপনাদেরই পক্ষে। কিন্তু আমি দুঃখিত, আমি আপনার সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার বিরুদ্ধে রায় দিচ্ছি। আমি আপনাদের সৈন্যদলে যোগ দেব না এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকব।"

৮। সেনাপতি তখন সিদ্ধার্থকে বললেন, "সংঘের সদস্য হওয়ার সময় কী কী শপথ করেছিলে সেগুলি স্মরণ করুন। এগুলি ভঙ্গ করলে আপনাকে সংঘ থেকে বহিষ্কার করা হবে। সেটা আপনার পক্ষে চক্ষুলজ্জার কারণ হবে।"

৯। সিদ্ধার্থ উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আমি শপথ করেছিলাম, শাক্যদের স্বার্থ আমি দেহ, মন, অর্থ দিয়ে রক্ষা করব। কিন্তু আমি মনে করি না, এই যুদ্ধ শাক্যদের স্বার্থ রক্ষা করবে। শাক্যদের স্বার্থ রক্ষা না করার চেয়ে চক্ষুলজ্জা আর কী থাকতে পারে।"

১০। সিদ্ধার্থ সংঘকে সাবধান করে বলেন, কোলীয়দের সঙ্গে ঝগড়ার ফলে শাক্যরা কোশল রাজার সামন্তে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, "এটা বুঝতে এতটুকু অসুবিধে নেই যে, এই যুদ্ধ শাক্যদের স্বাধীনতাকে আরও বেশি খর্ব করবে।"

১১। সেনাপতি খুবই ক্রুদ্ধ হলেন এবং সিদ্ধার্থকে লক্ষ্য করে বললেন, "আপনার বাকচাতুরতা দিয়ে কোনও কিছু লাভ হবে না। আপনাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। আপনি হয়তো সেই সুযোগের সন্ধানে আছেন যে, কোশলের রাজার অনুমতি ছাড়া সংঘ কোনও অপরাধীকে ফাঁসি দিতে কিংবা নির্বাসনে পাঠাতে পারবে না। সংঘ আপনাকে এই দুটির কোনও একটি শাস্তি দিলে কোশলের রাজা তাতে অনুমতি দেবে না।

১২। "কিন্তু মনে রাখবেন, সংঘ আপনাকে ভিন্নভাবে শাস্তি দিতে পারবে। সংঘ আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে একঘর করতে পারে। এ ছাড়াও সংঘ আপনার পরিবারের জমি বাজেয়াপ্ত করতে পারে। এর জন্য কোশলের রাজার অনুমতির প্রয়োজন হবে না।"

১৩। কোলীয়দের বিরুদ্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত বজায় রাখলে কী পরিণতি হবে সে কথা সিদ্ধার্থ বুঝতে পারলেন। তাঁর সামনে এখন তিনটি পথ খোলা রইল—সৈন্যবাহিনীতে যোগদান ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ, নতুবা ফাঁসি কিংবা নির্বাসনকে মেনে নেওয়া, নতুবা পরিবারের বিরুদ্ধে সামাজিক দ্রোহিতা এবং সম্পত্তি অধিগ্রহণের শাস্তি ভোগ করা।

১৪। তিনি প্রথমটি মেনে নিতে কিছুতেই রাজি হলেন না। তৃতীয় প্রস্তাবটি কোনওমতে গ্রহণযোগ্য নয়। তা হলে দ্বিতীয় প্রস্তাবটি একমাত্র গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৫। তিনি সংঘের সঙ্গে কথা বললেন। "দয়া করে আমার পরিবারকে শাস্তি দেবেন না। সামাজিক দ্রোহিতা করে তাদেরকে দুঃখের মধ্যে ফেলবেন না। তাদের জমি বাজেয়াপ্ত করে তাদের বিপদে ফেলবেন না। কারণ

এটিই তাদের জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন। তাঁরা নির্দোষ, আমি দোষী। আমার দোষের জন্য আমাকে শাস্তি পেতে দিন। আমাকে মৃত্যুদণ্ড কিংবা নির্বাসন দিন। আমি স্বহৃদয়ে তা গ্রহণ করব। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি এর জন্য আমি কোশল রাজার কাছে আবেদনও করব না।

১৬. প্রব্রজ্যা একমাত্র মুক্তির পথ

১। সেনাপতি বললেন, "আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া খুব মুশকিল। আপনি স্বহৃদয়ে মৃত্যু কিংবা নির্বাসন চাইলেও ঘটনাটা রাজার গোচরীভূত হবে। এবং এটা নিশ্চিত যে, তিনি এটা সংঘের সিদ্ধান্ত বলে মেনে নেবেন এবং সংঘের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন।"

২। "এতেও যদি আপনাদের অসুবিধে হয় তবে আমিই আপনাদের উপায় বলে দিচ্ছি।" সিদ্ধার্থ তাঁদেরকে বললেন। তিনি আরও বললেন, "আমি প্রব্রজ্যা নিয়ে দেশত্যাগ করছি। এটাও একধরনের নির্বাসন বলা চলে।"

৩। সেনাপতি ভাবলেন, এটিই সঠিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু তাঁর মনে সন্দেহ উঁকি মারতে লাগল, সিদ্ধার্থ যা বললেন তা যথার্থ পালন করবেন তো?

৪। সেই কথা মনে হতে সেনাপতি সিদ্ধার্থকে বললেন, "আপনার পিতামাতা এবং স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া আপনি কীভাবে প্রব্রজ্যা নেবে?"

৫। সিদ্ধার্থ তাঁকে নিশ্চিন্ত করে বললেন, "আমি তাঁদের অনুমতি ঠিক-ই আদায় করতে পারব।" তিনি আরও বললেন "যদি আমি তাঁদের অনুমতি না পাই, তবুও আমি দেশত্যাগ করব।"

৬। সংঘ নিশ্চিত হল যে, সিদ্ধার্থর প্রস্তাব-ই সঠিক পথ। সুতরাং তারা এতে মত দিল।

৭। সভার কাজ সমাপ্ত হওয়ার ঠিক আগে একজন তরুণ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে।"

৮। অনুমতি পাওয়ার পর সে বলল, "আমার এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই যে, সিদ্ধার্থ গৌতম তাঁর কথা রাখবেন এবং দেশত্যাগ করবেন। কিন্তু এর পরেও একটা কথা থেকে যাচ্ছে, যেটাতে আমি সুখী হতে পারছি না।

৯। "সিদ্ধার্থ দেশত্যাগ করার সঙ্গে-সঙ্গেই কি সংঘ কোলীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাব দেবে?

১০। "এই বিষয়টি সংঘর পুনর্বিবেচনা করা উচিত। কোশলের রাজা যে করেই হোক সিদ্ধার্থ গৌতমের নির্বাসনের কথা জানতে পারবেন। শাক্যরা যদি যুদ্ধ ঘোষণা করে, রাজা কোশল তখন-ই বুঝতে পারবেন, সিদ্ধার্থ গৌতম এই যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল বলেই তাকে দেশত্যাগ করতে হয়েছে। এতে আমাদের ভাল হবে না।

১১। "আমি সেইজন্য সিদ্ধার্থ গৌতমকে নির্বাসনে পাঠানো এবং যুদ্ধ ঘোষণা এই দুইয়ের মাঝের সময়ের কিছুটা ব্যবধান রাখার প্রস্তাব জানাচ্ছি। তাহলে কোশলরাজ এই দুয়ের মাঝখানে কোনও যোগসূত্র খুঁজে পাবেন না।"

১২। সংঘ এই প্রস্তাবকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিল। এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা অনুযায়ী তাঁরা এতে মত দিলেন।

১৩। এইভাবে সংঘের মনোমালিন্যে ভরা অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটল। সংখ্যালঘু দল যাঁরা যুদ্ধের বিপক্ষে ছিলেন অথচ তা প্রকাশ করার সাহস পাচ্ছিলেন না, তাঁরাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন এই ভেবে যে, অবশেষে দুর্দশাপূর্ণ পরিস্থিতির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া গেল।

১৭. বিদায়কালীন অনুমতি

১। সিদ্ধার্থ গৌতম ফিরে আসার আগেই রাজপ্রাসাদে সংঘে যা যা ঘটেছিল সে খবর পৌঁছে গিয়েছিল।

২। কারণ গৃহে পৌঁছে তিনি দেখলেন, তাঁর পিতামাতা কাঁদছেন এবং দুঃখে বিহ্বল হয়ে গেছেন।

৩। শুদ্ধোদন বললেন, "আমরা যুদ্ধের অমঙ্গল পরিণতির কথাই আলোচনা করছিলাম। কিন্তু এ-কথা বুঝিনি, তুমি পরিস্থিতিকে এতদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।"

৪। সিদ্ধার্থ উত্তর দিলেন, "আমিও বুঝিনি পরিস্থিতি এদিকে মোড় নেবে। আমি ভেবেছিলাম, আমার যুক্তিগ্রাহ্যতা দিয়ে শান্তির কারণে আমি শাক্যদের জয় করতে সক্ষম হব।

৫। "দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের সামরিক আধিকারিকরা সাধারণ মানুষকে এমনভাবে বুঝালে যে, আমার যুক্তি একেবারেই কার্যকর হতে পারল না।

৬। "কিন্তু তুমি নিশ্চয়-ই বুঝতে পারছ, আমি কীভাবে পরিস্থিতিকে অঘটনের হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছি। আমি সত্য ও ন্যায়ের পথ থেকে সরে আসিনি। সত্য ও ন্যায়ের জন্য সব শাস্তি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছি।"

৭। শুদ্ধোদন এই কথায় সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি বললেন, "তুমি আমাদের কথা একবারও ভাবলে না!" সিদ্ধার্থ উত্তর দিলেন, "আমি সেইজন্যই প্রব্রজ্যা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একবার সেই পরিস্থিতির কথা ভেবে দেখো, যদি শাক্যরা তোমাদের জমি অধিগ্রহণ করত!"

৮। শুদ্ধোদন কেঁদে উঠলেন, "তুমি ছাড়া এই ভূমি দিয়ে আমাদের কী হবে? আমরা সমস্ত পরিবার এই শাক্য রাজ্য ছেড়ে চলে যেতাম। তোমার সঙ্গে সবাই নির্বাসনে যেতাম।"

৯। প্রজাপতি গৌতমী শুদ্ধোদনের কথায় সায় দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "আমারও সেই এক মত। তুমি আমাদেরকে ছেড়ে এইভাবে কেমন করে চলে যাবে?"

১০। সিদ্ধার্থ বললেন, "মাতঃ, তুমি সবসময় ক্ষত্রিয়র মা হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতে না? এটা কি সেইরকমই হল না? তা হলে সাহস অর্জন কর। এই দুঃখ তোমাকে মানায় না। আমার যুদ্ধে মৃত্যু হলে তোমরা কি করতে? তোমরা কি এইভাবে শোক করতে পারতে?"

১১। গৌতমী উত্তর দিলেন, "না। সেটি ক্ষত্রিয়র যোগ্য উত্তর হত। তুমি জনবসতি ছেড়ে বন্য পশুদের মাঝে জঙ্গলে গিয়ে বসবাস করবে। আমরা কী করে এখানে শান্তিতে থাকব? আমি বলব, তুমি আমাদেরকেও তোমার সঙ্গে নাও।"

১২। "আমি কী করে তোমাদেরকে আমার সঙ্গে নেব! নন্দ এখনও শিশু। আমার পুত্র রাহুল সবে জন্মেছে। এদেরকে ছেড়ে তোমরা আমার সঙ্গে আসতে পারবে?" তিনি মা গৌতমীকে জিজ্ঞেস করলেন।

১৩। গৌতমী এই কথায় সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি বললেন, "আমরা সকলে শাক্য রাজ্য ছেড়ে রাজার নিরাপত্তায় কোশল রাজ্যে চলে যেতে পারতাম।"

১৪। সিদ্ধার্থ জানতে চাইলেন, "কিন্তু মাতঃ, শাক্যরা কী বলবে? ওরা একে রাজদ্রোহ বলে আখ্যা দেবে না? এ ছাড়া আমি ওদের কথা দিয়েছি আমার প্রব্রজ্যা গ্রহণের আসল কারণ রাজাকে আমি কোনওভাবেই জানাব না।

১৫। "এটা সত্যি, আমাকে জঙ্গলে একা থাকতে হবে। কিন্তু কোনটা ভাল? জঙ্গলে একা থাকা, নাকি কোলীয়দের হত্যা করার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করা?"

১৬। শুদ্ধোদন বললেন, "তুমি এত ব্যগ্র হচ্ছ কেন? শাক্য সংঘ তো যুদ্ধের তারিখ ঘোষণার জন্য আরও কিছুদিন সময় নিয়েছে?

১৭। "হয়ত, যুদ্ধ আর হবেই না। তা হলে তুমি কেন তোমার প্রব্রজ্যা গ্রহণের সিদ্ধান্ত বাতিল করছ না? শাক্যদের সঙ্গে বসবাসের অনুমতি সংঘ হয়তো তোমাকে দিতেও পারে।"

১৮। সিদ্ধার্থর কাছে এই উত্তর খুবই অরুচিকর মনে হল। "আমি ওদের আমার প্রব্রজ্যা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, সেইজন্য ওরা যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত আপাতত মুলতুবি রেখেছে।

১৯। "আমি প্রব্রজ্যা নিলে হয়তো ওরা যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্তও বাতিল করতে পারে। আমি কত দ্রুত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি তার ওপরে সবটা নির্ভর করছে।

২০। "আমি ওদের কথা দিয়েছি, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবই। এখন এই প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করার ফলাফল শান্তি স্থাপন এবং আমাদের পরিবার উভয় ক্ষেত্রেই অমঙ্গল ডেকে আনবে।

২১। "মাতঃ, আমার পথের প্রতিবন্ধক হোয়ো না। আমাকে তোমার অনুমতি এবং আশীর্বাদ দাও। যা ঘটছে, সকলের মঙ্গলের জন্যই সম্পাদিত হচ্ছে।"

২২। গৌতমী এবং শুদ্ধোদন নীরব রইলেন।

২৩। এর পর সিদ্ধার্থ যশোধরার কক্ষে গেলেন। তাঁকে দেখে নীরব হয়ে গেলেন, কীভাবে কেমন করে বলবেন, বুঝে উঠতে পারলেন না। যশোধরাই প্রথমে কথা বললেন, "সংঘের সভায় যা যা আলোচিত হয়েছে, আমি সবকিছুই শুনেছি।"

২৪। সিদ্ধার্থ তাঁকে বললেন, "যশোধরা, প্রব্রজ্যা নেওয়ার ব্যাপারে তোমার কী মত?"

২৫। তিনি আশা করেছিলেন, যশোধরা কান্নায় ভেঙে পড়বে। কিন্তু সেরকম কিছুই হল না।

২৬। নিজের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রেখে যশোধরা উত্তর দিলেন, "আমি তোমার স্থানে থাকলে অধিক কীই-বা করতে পারতাম? আমি নিশ্চয়ই কোলীয়দের সঙ্গে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতাম না।

২৭। "তোমার সিদ্ধান্তই ঠিক। তোমার সিদ্ধান্তে আমার সমর্থন রয়েছে। আমিও তোমার সঙ্গে প্রব্রজ্যা নিতে পারতাম। কিন্তু রাহুলের জন্য তা সম্ভব নয়।

২৮। "আমাদের দৃঢ় হতে হবে এবং সাহস সঞ্চয় করে পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। তোমার পিতামাতা, পুত্রের ব্যাপারে চিন্তিত হোয়ো না। যতক্ষণ আমার প্রাণ আছে, আমি সাধ্য দিয়ে তাদের রক্ষা করব।

২৯। "আমি চাই, প্রিয়জনদের ত্যাগ করে তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করো এবং মানবকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করো।"

৩০। সিদ্ধার্থ গৌতম এসব কথা শুনে অত্যন্ত খুশি হলেন। তিনি যশোধরাকে এর আগে কখনও এত সাহসী, তেজি, উন্নত মনের রমণী বলে বুঝতে পারেন নি। তিনি নিজেকে তাঁর মতো স্ত্রী পাওয়ার জন্য খুব-ই গর্বিত বোধ করলেন। ভাগ্য তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। তিনি পুত্র রাহুলকে আসতে বললেন। রাহুলের দিকে তিনি তাঁর পিতৃসুলভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলে গেলেন।

১৮. গৃহত্যাগ

১। কপিলাবস্তুতে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম ছিল। সিদ্ধার্থ তাঁর কাছে প্রব্রজ্যা নেওয়ার কথা চিন্তা করলেন। পরের দিন প্রাতঃকালে নিজের প্রিয় ঘোড়া কন্থকের পিঠে চড়ে ভৃত্য চন্নকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমের দিকে রওনা হলেন। চন্ন পায়ে হেঁটে চলল।

২। আশ্রমের কাছাকাছি আসলে সমস্ত পুরুষ, নারীরা নতুন বর ভেবে তাঁকে ঘিরে ধরলেন।

৩। কিন্তু তাঁরা যখন সিদ্ধার্থের কাছে আসলেন, তাদের চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফোরিত হল। শ্রদ্ধায় তারা পদ্মবৃন্তের মতো করজোড়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন।

৪। তারা তাঁকে ঘিরে রইল। তাঁদের হৃদয় আবেগাপ্লুত হল। স্থির দৃষ্টিতে তাঁরা তাঁকে অবলোকন করতে লাগল। তাদের হৃদয় প্রেমে সিক্ত হল।

৫। তাঁর জন্মগত কিছু অসাধারণ লক্ষণ দেখে কিছু রমণী ভাবল ইনি নিশ্চয়ই নররূপী কামদেব।

৬। তাঁর চেহারার স্নিগ্ধতা ও রাজকীয়তা দেখে কেউ-কেউ ভাবল, ইনি চন্দ্রদেবতা, দিব্যজ্যোতি নিয়ে মর্তে নেমে এসেছেন।

৭। সিদ্ধার্থর সৌন্দর্য দেখে কেউ-কেউ তাঁর দিকে দৃষ্টি স্থির রাখল। এবং একে অপরের দিকে তাকিয়ে নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

৮। রমণীরা নীরবে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। তাঁরা কথা বলতে, হাসতে ভুলে গেলেন। তাঁরা সিদ্ধার্থকে ঘিরে, হতবুদ্ধি হয়ে তাঁর প্রব্রজ্যা গ্রহণের সিদ্ধান্তের কথা শুনল।

৯। সিদ্ধার্থ অতিকষ্টে এদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে আশ্রমের দ্বারে প্রবেশ করলেন।

১০। সিদ্ধার্থ চাননি তাঁর প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় শুদ্ধোদন কিংবা গৌতমী উপস্থিত থাকুন। কারণ তিনি জানতেন, এই দৃশ্যে তাঁরা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়বেন। কিন্তু তাঁরা সিদ্ধার্থকে না জানিয়ে আগেই সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

১১। যখন তিনি আশ্রমে ঢুকলেন, দেখলেন জনতার মাঝে তাঁর পিতামাতা উপস্থিত।

১২। পিতামাতাকে দেখে তিনি প্রথমে তাঁদের কাছে গেলেন। তাঁদের আশীর্বাদ চাইলেন। তাঁদের মন শোকে এতটাই ভারাক্রান্ত হয়েছিল যে, তাঁরা একটি কথাও বলতে পারলেন না। তাঁরা সমানে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন। সিদ্ধার্থকে জড়িয়ে ধরে তাঁকে অশ্রুধারায় সিক্ত করতে লাগলেন।

১৩। চন্ন কন্থককে গাছের গুঁড়িতে শক্ত করে বেঁধে সেখানে এসে দাঁড়াল। শুদ্ধোদন এবং প্রজাপতিকে ঐভাবে কাঁদতে দেখে সেও অশ্রুমোচন করতে লাগল।

১৪। পিতামাতার কাছ থেকে অতিকষ্টে নিজেকে মুক্ত করে সিদ্ধার্থ চন্নর কাছে গেলেন। তিনি চন্নকে নিজের পোশাক, নিজের অলঙ্কার বাড়িতে ফেরত নেওয়ার জন্য সমস্ত অর্পণ করলেন।

১৫। এর পর তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য মস্তক মুণ্ডিত করলেন। তাঁর জ্ঞাতি

ভাই মহানামা প্রব্রজ্যার উপযোগী বস্ত্র ও ভিক্ষার পাত্র আনলেন। সিদ্ধার্থ সেগুলি পরিধান করলেন।

১৬। এইভাবে তিনি নিজেকে প্রব্রজ্যা জীবনের জন্য প্রস্তুত করলেন। এর পর ভরদ্বাজ মুনিকে তাঁকে প্রব্রজ্যা প্রদান করতে অনুরোধ জানালেন।

১৭। ভরদ্বাজ মুনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে প্রয়োজনীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করলেন এবং সিদ্ধার্থকে প্রব্রজ্যা দিলেন।

১৮। শাক্য সংঘকে তিনি দু'বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি অনতিবিলম্বে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন এবং শাক্য রাজ্য ত্যাগ করবেন। সেই কথা স্মরণ রেখে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণের পরেই তাঁর যাত্রা শুরু করলেন।

১৯। আশ্রমের সামনে জনসমাবেশ বাড়তেই লাগল। তার কারণ গৌতমের প্রব্রজ্যা গ্রহণ অস্বাভাবিক ঘটনা। রাজকুমার যাত্রা শুরু করলে জনতা তাঁকে অনুসরণ করল।

২০। কপিলাবস্তু ত্যাগ করে তিনি আনোমা নদীর দিকে এগোতে লাগলেন। পেছন ফিরে দেখলেন, বিপুল জনতা তাঁকে অনুসরণ করছে।

২১। তিনি থামলেন, তাদের লক্ষ্য করে বললেন, "ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, আপনারা আমাকে বৃথাই অনুসরণ করছেন। শাক্য ও কোলীয়র সংঘর্ষ বন্ধ করতে আমি ব্যর্থ হয়েছি। আপনারা যদি এই বিবাদের নিষ্পত্তি করতে জনমত গড়ে তোলেন, তা হলে আপনারা সার্থক হবেন। এর ফল ভালই হবে।" এই কথা শোনার পর জনতা ফিরে যেতে লাগল।

২২। শুদ্ধোদন এবং গৌতমী রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন।

২৩। গৌতমী সিদ্ধার্থর পরিত্যক্ত বস্ত্র এবং অলঙ্কার সহ্য করতে পারছিলেন না। তিনি সেগুলি পদ্মবনে নিক্ষেপ করলেন।

২৪। সিদ্ধার্থ গৌতম যখন প্রব্রজ্যা নিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল ঊনত্রিশ বছর।

২৫। জনগণ তাঁর প্রশংসা করল, তাঁকে দেখে গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করল এবং বলতে লাগল, 'ইনি উচ্চবংশোদ্ভূত শাক্য, যিনি মহৎ উত্তরাধিকারী সম্পন্ন, যথার্থ ধনী, পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত, দেহ ও মন সিদ্ধ, প্রাচুর্যে মানুষ, তিনি পৃথিবীতে শান্তি এবং মানুষের সদিচ্ছার জন্য নিজের জাতির সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন।

২৬। "ইনি হলেন সেই শাক্য তরুণ, যিনি জ্ঞাতিদের দ্বারা মতামতে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে গররাজি হন এবং দারিদ্র্যের জীবন, অনাথের স্বাচ্ছন্দ্য, গৃহহীনতার স্বেচ্ছা শাস্তি গ্রহণ করেন। সেইজন্য তিনি পৃথিবীতে নিঃস্ব হয়ে বাঁচতে চান, নিজের বলে কিছুই দাবি করতে চান না।

২৭। "তিনি স্বেচ্ছায় আত্মদানের কর্মকেই বেছে নিয়েছেন। তিনি যে কর্মে ব্রতী হয়েছেন তা যেমন সাহসের, তেমনই শৌর্যের। পৃথিবীর ইতিহাসে এর কোনও তুলনা নেই। তাঁকে শাক্যমুনি বা শাক্যসিংহ নামে আখ্যা দেওয়া উচিত।"

২৮। একজন শাক্য রমণী কিসা গৌতমীর উক্তিই এক্ষেত্রে যথার্থ প্রযোজ্য। তিনি সিদ্ধার্থ গৌতমকে লক্ষ করে বলেছিলেন, "এমন পুত্র যাঁদের, ধন্য সেই মাতা, ধন্য সেই পিতা ; এমন স্বামী যাঁর, ধন্য সেই পত্নী।"

১৯. রাজকুমার ও ভৃত্য

১। কন্থককে নিয়ে চন্নর বাড়ি ফেরা উচিত। কিন্তু সে তাতে রাজি নয়। সে আনোমা নদীর ধার পর্যন্ত রাজকুমারকে পৌঁছে দিতে চায়। চন্ন এ ব্যাপারে জোরাজুরি করলে সিদ্ধার্থ অগত্যা তাতে সম্মত হন।

২। অবশেষে দু'জনে এসে আনোমা নদীর ধারে এসে পৌঁছান।

৩। তারপর চন্নর দিকে ফিরে তিনি বলেন, "সুহৃদ বন্ধু, তুমি আমাকে যেভাবে অনুসরণ করছ, তাতে তোমার আনুগত্যই প্রকাশ পাচ্ছে। আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। প্রভুর প্রতি তোমার এই ভালবাসা অকৃত্রিম।

৪। "আমার প্রতি তোমার এই যে মহানুভবতা, তাতে আমি সত্যই প্রীত। কিন্তু এর জন্য তোমাকে পুরস্কার দেওয়ার মতো আমার কিছু নেই।

৫। "যে নিজেকে কখনও কোনও কিছুর জন্য সঁপে দেয়নি, পুরোপুরি আনুগত্যপূর্ণ ছিল, তাঁকে কী পুরস্কার দেওয়া যায়! সৌভাগ্যের আশায় আপনজনও পর হয়ে যায়।

৬। "পুত্র পরিবারের জন্য মানুষ হয়। পুত্র পিতাকে সম্মান দেয় নিজের ভবিষ্যৎ মঙ্গলার্থে, বিশ্ব কোনও কিছুর আশায় দয়াশীল হয়, কোনও উদ্দেশ্য ছাড়া কেউই স্বার্থহীন হয় না।

৭। "তুমিই এর একমাত্র ব্যতিক্রম। অশ্বকে নিয়ে তুমি গৃহে প্রত্যাবর্তন করো।

৮। "মহারাজ বুকভরা স্নেহ নিয়ে বেঁচে আছেন। আস্তে আস্তে তিনি হয়তো শোককে ভুলতে পারবেন।

৯। "তাঁকে বলো, আমি স্বর্গের আশায়, ভালবাসার অভাবে, কিংবা ক্রোধবশত তাঁকে ত্যাগ করিনি।

১০। "আমি এইভাবে গৃহত্যাগ করেছি বলে তাঁর দুঃখ করা উচিত নয়। একদিন না একদিন এই মিলনের সমাপ্তি ঘটেই।

১১। "বিচ্ছেদ যখন নিশ্চিত তখন দ্বিতীয়বার জ্ঞাতি বিচ্ছেদ হওয়ার কী প্রয়োজন?

১২। "কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর পর সম্পত্তি হস্তান্তর হবেই, কিন্তু জ্ঞানের হস্তান্তর হওয়া কঠিন। পৃথিবীতে এরকম উদাহরণ বিরল।

১৩। "পিতাকে এখন দেখা-শোনা করা উচিত। মহারাজ হয়তো বলবেন, সিদ্ধার্থ আমাকে অসময়ে ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু কর্তব্যের কোনও সময় নেই।"

১৪। "হে বন্ধু, তুমি মহারাজকে এসব কথা বোলো, এবং চেষ্টা কোরো যাতে তিনি আমাকে মনে করে কষ্ট না পান।

১৫। "মাকে বোলো, আমি তাঁর ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য নই। তিনি এতটাই মহৎ যে, বাক্যে তা প্রকাশ করা যায় না।"

১৬। এইসব কথা শুনে চন্ন শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। হাতজোড় করে রুদ্ধকণ্ঠে সে বলতে থাকে :

১৭। "হে প্রভু, তোমার জ্ঞাতিরা তোমার জন্য যেভাবে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে, তাই দেখে আমার চিত্ত, হস্তী যেমন কর্দমাক্ত নদীতে নিমজ্জিত হয়, সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে।

১৮। "তোমার এইরূপ সিদ্ধান্তে লৌহকঠিন হৃদয়ও দ্রবীভূত হবে, আর এঁরা তো স্নেহপ্রবণ।

১৯। "এই পেলব শরীর রাজপ্রাসাদে বসবাসের যোগ্য। কী করে কুশ ঘাস সমৃদ্ধ অরণ্যে তুমি দিন কাটাবে?

২০। "হে রাজকুমার, তোমার সিদ্ধান্তের কথা শুনে আমি স্ব-ইচ্ছায় ঘোড়ার পিঠে চড়ে কী করে শোকাতুর কপিলাবস্তুতে ফিরে যাব?"

২১। তোমার প্রচলিত বিরোধী সত্যধর্মের জন্য তুমি তোমার পিতা, যিনি তাঁর সন্তানকে এত ভালবাসেন, তাঁকে ত্যাগ করবে?

২২। "তোমার দ্বিতীয় মাতা, যিনি কত যত্নে তোমাকে প্রতিপালন করেছেন, তুমি তাকে ভুলে যেয়ো না। তা হলে সেটা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে।

২৩। "তোমার স্ত্রী যশস্বী পরিবারের কন্যা, বহুগুণসম্পন্না, পুত্রসমেত তোমার প্রতি আনুগত্যপূর্ণা।

২৪। "যশোধরার শিশুপুত্র রাহুল, সমস্তরকম প্রশংসার যোগ্য। তোমার মতো ধার্মিক, খ্যাতিমান যাঁর পিতা, তাঁকে সেই গৌরব থেকে বঞ্চিত করে চলে যেতে চাইছ?

২৫। "তুমি তোমার জ্ঞাতি, রাজ্য সব ত্যাগ করে যেতে পারো, কিন্তু প্রভু, আমাকে ত্যাগ কোরো না। আমাকে তোমার চরণে আশ্রয় দাও।

২৬। "আমি এত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, তোমাকে অরণ্যে ত্যাগ করে শহরে ফিরে যেতে পারব না।

২৭। "তোমাকে ছাড়া দেশে ফিরলে মহারাজকে আমি কী উত্তর দেব! তোমার স্ত্রীকে ভাল খবর না দিতে পারলে কী বলব?

২৮। চন্ন আরও বলতে লাগল, "তাঁরা আমাকে কী বলবেন? মহারাজের কাছে আমার অযোগ্যতাই প্রমাণ হবে। কে এই কথা বিশ্বাস করবে? আমি যখন লজ্জায়, সংকুচিতভাবে তাঁদেরকে এই সত্য বলতে চাইব, তাঁরা কি আমার প্রশংসা করবেন?"

২৯। "যার প্রতি তিনি সবসময়ই সহানুভূতিসম্পন্ন, যাকে তিনি এত ভালবাসেন, তাকে ত্যাগ করা কি এত সোজা? তুমি ফিরে এসো, আমাকে দয়া করো।

৩০। চন্নর শোকাপ্লুত এইসব কথা শুনে সিদ্ধার্থ গৌতম ধীরভাবে উত্তর দিতে লাগলেন :

৩১। "আমাকে ত্যাগ করতে তোমার এই যে বেদনা, এর থেকে তুমি মুক্ত হও। মানুষের পুনর্জন্ম হয়। সুতরাং তার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

৩২। "আমি যদি মমতাবশত আমার জ্ঞাতিদের ত্যাগ না করি, মৃত্যু এসে একে সকলকে ছিনিয়ে নেবে।

৩৩। "আমার জন্মদায়িনী মা, যাঁর গর্ভে আমি জন্মগ্রহণ করেছি, তিনি এখন কোথায়, আমি তাঁকে কোথা থেকে পাব, তিনিই বা আমাকে কী করে পাবেন?

৩৪। ‘পাখি যেমন নীড়ে ফেরে, আবার বেরিয়ে পড়ে; তেমনই মানুষের এই মিলন, বিচ্ছেদেই তার পরিসমাপ্তি।

৩৫। “মেঘ যেমন ঘনসন্নিবিষ্ট হয়, আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, মানুষের মিলন ও বিচ্ছেদও সেইভাবে আবর্তিত হয়।

৩৬। ‘পৃথিবী এইভাবেই আবর্তিত হচ্ছে। একে অপরকে প্রতারণা করছে। মিলনের সময়, যে জিনিস ভয়ানক তাকে কখনও নিজের করে ভাবতে নেই।

৩৭। “বন্ধু, পৃথিবীর নিয়ম যখন এইরকম, তখন দুঃখ কোরো না। যাও, এর পরেও যদি তোমার বেদনা দূর না হয়, পরে তুমি ফিরে এসো।

৩৮। “কপিলাবস্তুর জনগণকে বোলো, তারা যেন আমাকে তিরস্কার না করে। তারা আমাকে না ভালবেসে আমার দৃঢ়তার কথা বুঝবার চেষ্টা করে।”

৩৯। প্রভু ও ভৃত্যের এইসব আলোচনা শুনে কন্থক, রাজ অশ্ব নিজের জিভ দিয়ে পা চাটতে লাগল, চোখের উষ্ণ জল ফেলতে লাগল।

৪০। গৌতম তাঁর যুগ্ম অঙ্গুলি দ্বারা এবং যে হাতে স্বস্তিক চিহ্ন শোভা পাচ্ছে, মধ্যস্থান বক্র, সেই হস্ত দ্বারা কন্থককে আদর করেন এবং বন্ধুর মতো ভেবে তাকে লক্ষ্য করে বলেন।

৪১। কন্থক, অশ্রুমোচন কোরো না। এই ব্যথা সহ্য করো। তুমি নিশ্চয়-ই পরিশ্রমের ফল পাবে।”

৪২। চন্ন বুঝল, বিদায়ের সময় আসন্ন। স্বল্প বস্ত্র পরিহিত গৌতমকে সে বিদায় জানাল।

৪৩। গৌতম চন্ন ও কন্থকের কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং নিজের পথে যাত্রা করলেন।

৪৪। তার প্রভুকে রাজ্য ছেড়ে, স্বল্প বস্ত্রে এইভাবে তপস্বীদের অরণ্যে চলে যেতে দেখে রাজকর্মচারী চন্ন বাহু উদ্বেলিত করে সজোরে কেঁদে উঠল এবং ভূপতিত হল।

৪৫। বারবার পেছন ফিরে দেখতে লাগল এবং সজোরে কাঁদতে লাগল। নিজের পথে গমন করতে করতে অশ্ব কন্থককে বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে হা-হুতাশ করতে লাগল।

৪৬। যেতে যেতে কখনও অবলোকন করতে লাগল, কখনও কাঁদতে লাগল,

কখনও হোঁচট খেল কখনও পড়ে গেল, এইভাবে যেতে যেতে সে নিজেও বুঝতে পারছিল না কী করা উচিত।

২০. চন্নর প্রত্যাবর্তন

১। প্রভু অরণ্যে চলে গেলে চন্ন ভারাক্রান্ত হৃদয়কে লঘু করার সবরকম চেষ্টা করল।

২। তার হৃদয় এতটাই ভারাক্রান্ত ছিল যে, কন্থকের পিঠে চড়ে যে রাস্তা সে এক রাতে পার হয়ে যেত, সেই রাস্তা পার হতে আটদিন সময় লাগল।

৩। কন্থক সাহসের সঙ্গে যাত্রা করলেও সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলছিল, ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। নানা অলঙ্কার শোভিত থাকা সত্ত্বেও সে যেন তার সব শোভা হারিয়ে ফেলেছিল।

৪। যে রাস্তা দিয়ে তার প্রভু চলে গেছে, সেই গমনপথের দিকে তাকিয়ে সমানেই হ্রেষারব করছিল। খিদে পেলেও আগের মতো ঘাস কিংবা জল মুখে তুলছিল না।

৫। আস্তে আস্তে তারা কপিলাবস্তুতে এসে পৌঁছল। গৌতমের অভাবে শহরটাকে শূন্যপুরী মনে হচ্ছিল। তারা শরীরটাকে কোনওমতে নিয়ে শহরে এসে পৌঁছল।

৬। জলে পদ্ম ভাসছিল, গাছে ফুল ফুটেছিল। কিন্তু শহরবাসী একেবারে নিরানন্দ ছিলেন।

৭। তারা দু'জন সমস্ত উজ্জ্বলতা হারিয়ে, অশ্রুসিক্ত নয়নে আস্তে আস্তে শহরে এসে পৌঁছল। শহর তখন বিষাদে ভরা।

৮। যখন তারা ফিরেছে, সবাই সে খবর শুনেছে, শাক্যজাতির অহঙ্কার ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে শহরবাসী ছুটে এসেছে। তাদের চোখে জল।

৯। রোষে, ক্ষোভে তারা রাস্তায় চন্নর পেছন পেছন আসতে লাগল, "রাজার পুত্র কোথায়, তিনি তাঁর জাতি ও রাজ্যের গৌরব?

১০। "তাঁকে ছাড়া এই রাজ্য অরণ্য। আর যে অরণ্যে তিনি গেছেন সেটাই এখন শহর। তাঁকে ছাড়া এ রাজ্যের প্রতি আমাদের কোনও আগ্রহ নেই।"

১১। রমণীরা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে একে অপরকে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "রাজকুমার ফিরেছেন।" কিন্তু যখন তারা দেখল অশ্বের পিঠে রাজকুমার নেই, তারা জানলা বন্ধ করে দিয়ে অশ্রুমোচন করতে লাগল।

২১. শোকস্তব্ধ পরিবার

১। শুদ্ধোদনের পরিবার চন্নর প্রত্যাবর্তনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের মনে আশা ছিল, হয়তো চন্ন গৌতমকে গৃহে ফিরিয়ে আনতে পারবে।

২। রাজার অশ্ব হ্রেষারবে রাজপরিবারের লোকদের তার দুঃখের কথা জানিয়ে দিল।

৩। রাজপরিবারের অন্তঃপুরবাসীগণ ভাবলেন, কন্থকের হ্রেষারব যখন শোনা যাচ্ছে, রাজকুমার নিশ্চয়-ই ফিরে এসেছেন।

৪। রমণীরা যারা মূর্ছা গিয়েছিল, তারা আবার আনন্দাপ্লুত হল। তারা ব্যাকুল হয়ে ছুটে এল। কিন্তু হায়! অশ্বের পিঠে রাজকুমার নেই।

৫। গৌতমী নিজের আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন, চিৎকার করে তিনি প্রায় মূর্ছা গেলেন। এর পর কাঁদতে কাঁদতে বললেন :

৬। "আজানুলম্বিত বাহু, সিংহকোটি, বৃষের মতো আয়ত চক্ষু, স্বর্ণাভ রং। প্রশস্ত বক্ষ, মেঘের মতো কণ্ঠ যে বীরের, তিনি থাকবেন তপোবনে?

৭। "মহৎ কর্মবীর, সর্বগুণান্বিত এই পুরুষ আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন। এই পৃথিবী মূল্যহীন।

৮। "যাঁর চরণযুগল পেলব, দু' পাতায় ঊর্ণার অঙ্কনে খচিত, গোড়ালি নীল পদ্মের মতো নরম, মধ্যে চক্রের দাগ রয়েছে, তিনি কী করে অরণ্যের এই কঠিন রাস্তা দিয়ে হাঁটবেন?

৯। "এই দেহ রাজপ্রাসাদের ছাদে যাঁর অধিষ্ঠান, মূল্যবান বস্ত্রে এবং চন্দনের গন্ধে যাঁর দেহ শোভিত তিনি কী করে রৌদ্র, শীত, বৃষ্টির কঠিন আঘাত সহ্য করবেন?

১০। "যিনি তাঁর পরিবার, সদাচার, শক্তি, পবিত্র বিদ্যা, সৌন্দর্য ও তারুণ্য সম্পর্কে গর্বিত ছিলেন; যিনি কেবল দিতেই জানতেন, কখনও কিছু চাইতে জানতেন না; তিনি কী করে অন্যের কাছ থেকে ভিক্ষান্ন চাইবেন?

১১। "যিনি নির্মল শয্যায় শয়ন করতেন, সঙ্গীতের মূর্ছনায় যাঁর নিদ্রা ভঙ্গ হত, হায়! তিনি আজ কঠোর তপশ্চর্যার জন্য কাপড়ের বিছানায় খালি মাটিতে শয়ন করবেন?"

১২। তাঁর এই বিলাপ শুনে অন্যান্য রমণীরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগল। যেন ভূলুণ্ঠিত লতা তাদের ফুল থেকে মধু ক্ষরণ করছে।

১৩। যশোধরা নিজে যে অনুমতি দিয়েছিলেন সে-কথা বিস্মৃত হয়ে গেছেন, তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মাটিতে বসে পড়লেন।

১৪। "তিনি কী করে তাঁর বিধিসম্মত সহধর্মিণীকে ছেড়ে গেলেন? তিনি আমাকে বিধবা করে গেলেন। তিনি তাঁর সহধর্মিণীকে তার নতুন জীবনে যোগদানের জন্য অনুমতি দিতে পারতেন।

১৫। "আমার স্বর্গে যাওয়ার কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই। আমার একটাই আকাঙ্ক্ষা, আমার প্রিয়তম আমাকে এই পৃথিবীতে কখনওই ছেড়ে থাকবেন না।

১৬। "আমি তাঁর সেই আয়ত চক্ষু ও উজ্জ্বল হাসি আর দেখতে পাব না, কিন্তু বেচারা রাহুল তার পিতার কোলে কোনওদিন উঠতে পারবে না।

১৭। "হায়! এই জ্ঞানী ব্যক্তির মন নরম্ দেখতে হলেও কঠিন, নির্দয়। কোনও মানুষ নিজের ইচ্ছায় এইরকম অর্ধস্ফুট শিশুকে ছেড়ে চলে যেতে পারে?

১৮। "আমার হৃদয়ও নিশ্চয়-ই কঠিন, পাথর অথবা লৌহ দিয়ে গড়া। নইলে আমার প্রিয়তম আমাদেরকে অনাথ করে দিয়ে যখন চলে গেল, আমার অন্তঃকরণ তখন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল না কেন? এখন আমি কী করি? আমি এই শোক আর বইতে পারছি না।"

১৯। শোকে মুহ্যমান হয়ে যশোধরা সজোরে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর মানসিক প্রশান্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন।

২০। যশোধরাকে এইভাবে কাঁদতে দেখে এবং মাটিতে বসে পড়তে দেখে অন্যান্য রমণীরাও কাঁদতে লাগলেন। তাদেরকে দেখে মনে হল, পদ্মফুল যেন বৃষ্টি তাড়িত হচ্ছে।

২১। চন্ন এবং কন্থকের পৌঁছনোর খবর শুনে এবং তাঁর পুত্রের কঠিন শপথের কথা শুনে শুদ্ধোদন শোকাভিভূত হলেন।

২২। পুত্র সম্পর্কে দুঃখবোধ থেকে নিজেকে সরিয়ে শুদ্ধোদন অশ্বের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখ ছলছল করে উঠল। এর পর মাটিতে বসে উচ্চস্বরে কেঁদে উঠলেন।

২৩। এর পর শুদ্ধোদন উত্থিত হয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। প্রার্থনা করলেন, কতগুলো আচার-অনুষ্ঠান পালন করলেন এবং নিজের পুত্র যাতে বিপন্মুক্ত হয়ে ফিরে আসে, তার জন্য কতগুলো দানধ্যান করলেন।

২৪। এরপর শুদ্ধোদন, গৌতমী এবং যশোধরা তাঁদের দিনযাপন করতে লাগলেন আর জানতে চাইলেন, "হে ঈশ্বর, আর কতদিন বাদে আমরা আবার ওঁকে দেখতে পাব।"

অংশ ২

১. কপিলাবস্তু থেকে রাজগৃহ

১। কপিলাবস্তু ত্যাগ করে সিদ্ধার্থ গৌতম মগধের রাজধানী রাজগৃহে যাওয়া মনস্থ করলেন।

২। তখন রাজা ছিলেন বিম্বিসার। মগধ ছিল বড় বড় দার্শনিক এবং চিন্তাবিদদের আশ্রয়স্থল।

৩। এই কথা মনে হওয়াতে খরস্রোতের কথা না ভেবেই তিনি গঙ্গা পার হলেন।

৪। পথে তিনি ব্রাহ্মণ তপস্বিনী শাক্যার আশ্রমে গেলেন। তারপর পদ্মা নাম্নী অন্য আর এক তপস্বিনীর আশ্রমে গেলেন। এর পর ব্রাহ্মণ ঋষি রৈবত-এর আশ্রমে এসে পৌঁছলেন। সকলে তাঁকে স্বাগত জানাল।

৫। তাঁর ব্যক্তিত্ব, মর্যাদাপূর্ণ অপূর্ব সৌন্দর্য অন্য সকলকে ছাপিয়ে প্রকাশ পায়। সেখানকার লোকেরা সিদ্ধার্থকে সন্ন্যাসীর বেশে দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

৬। তাঁকে দেখার পর, যারা অন্যত্র যাচ্ছিল, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল, যারা আস্তে আস্তে যাচ্ছিল, তারা দ্রুত চলতে লাগল। যারা বসে ছিল, তারা লাফিয়ে উঠল।

৭। কেউ-কেউ করজোড়ে তাঁকে সম্মান জানাল। কেউ মাথায় হাত দিয়ে

তাঁকে অভিবাদন জানাল, কেউ স্নেহসম্ভাষণ করল, কেউ-ই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা না জানিয়ে যেতে পারল না।

৮। যারা মলিন পোশাক পরে ছিল, তারা লজ্জা পেল। যারা অনর্গল কথা বলছিল তারা নীরব হয়ে গেল, কেউ অন্য কথা ভাবতে পারছিল না।

৯। তাঁর শ্রুতযুগল, তাঁর মস্তক, তাঁর বদন, তাঁর দেহ, হস্ত, পদযুগল, এবং কটিদেশ, অঙ্গের যে কোনও ভাগ যে একবার দেখেছে, সে নিশ্চল হয়ে গেছে।

১০। একটানা ক্লান্তিকর যাত্রার পর গৌতম পর্বত পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত, সুউচ্চ পাহাড় দ্বারা সজ্জিত পবিত্র ভূমি রাজগৃহে এসে পৌঁছল।

১১। রাজগৃহে পৌঁছে পাণ্ডব পাহাড়ের পাদদেশে তিনি বসবাসের জন্য পাতা দিয়ে একটি কুটির নির্মাণ করলেন।

১২। কপিলাবস্তু থেকে রাজগৃহের দূরত্ব হাঁটাপথে ৪০০ মাইল।

১৩। এই দীর্ঘ পথ সিদ্ধার্থ পায়ে হেঁটে এসেছিলেন।

২. রাজা বিম্বিসার এবং তাঁর উপদেশ

১। পরের দিন সিদ্ধার্থ ভিক্ষাপাত্র নিয়ে শহরে গেলেন। সেখানে লোকেরা তাঁকে ঘিরে রইল।

২। মগধরাজ বিম্বিসার রাজপ্রাসাদের বাইরে থেকে এই জনসমাবেশ দেখলেন এবং তার কারণটা জানতে চাইলেন। তাঁর অমাত্য তাঁকে এর বিশদ বিবরণ দিলেন।

৩। ব্রাহ্মণেরা পূর্বেই ওঁর জীবনবৃত্তান্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন। "তিনি হয় চূড়ান্ত জ্ঞান অর্জন করবেন, নতুবা বিশ্বের অধীশ্বর হবেন।" ইনিই শাক্য বংশের সেই রাজা, যিনি আজ তপস্বী হয়েছেন। তাঁকেই লোকেরা ঘিরে রয়েছে।

৪। রাজা এ-খবর শুনে এবং এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে সেই অমাত্যকে বললেন, আমাকে তুমি জানাও তিনি কোথায় যাচ্ছেন। সেই আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অমাত্য তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

৫। স্থির দৃষ্টি সম্পন্ন, সংযত বাক্, বীর ও নিয়ন্ত্রিত গতি ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ সিদ্ধার্থ ভিক্ষাসংগ্রহে বেরিয়েছিলেন।

৬। যে যেমন ভিক্ষান্ন দিয়েছিল, তাই নিয়ে তিনি পর্বতের এক নির্জন কোণে এসে উপস্থিত হলেন। তাই দিয়ে আহার করে পাণ্ডব পাহাড়ে আরোহণ করলেন।

৭। সেই অরণ্য লোধরা গাছে পরিপূর্ণ। সেখানে ময়ূরের ডাকে মুখরিত। মানবজাতির সূর্যকে রক্তিম বস্ত্রে পুবের পাহাড়ে উদিত সূর্যের মতো দেখতে লাগছিল।

৮। রাজার অমাত্য এসব লক্ষ্য করে রাজাকে সব জানালেন। রাজা সব কথা শুনে পরম শ্রদ্ধায় কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে সেখানে চলে গেলেন।

৯। পর্বতের মতো নৈতিক গুণসম্পন্ন মহারাজ পর্বতে আরোহণ করলেন।

১০। সেখানে গিয়ে গৌতমের সাক্ষাৎ পেলেন।

১১। গৌতমের শারীরিক সৌন্দর্য ও প্রগাঢ় প্রশান্তি রাজার অনুচরদের বিস্মিত করল।

১২। বিম্বিসার শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করলেন এবং শারীরিক কুশলতার কথা জানতে চাইলেন। গৌতম সমানভাবে নম্রতার সঙ্গে নিজের রোগমুক্ত শারীরিক কুশলতার সংবাদ নিবেদন করলেন।

১৩। রাজা পাহাড়ের একটি পরিচ্ছন্ন জায়গায় তাঁর কাছে উপবেশন করলেন এবং নিজের মনোভাব ব্যক্ত করলেন।

১৪। "তোমার পরিবারের সঙ্গে আমার সখ্য দীর্ঘদিনের, বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। হে পুত্র, সেহেতু আমি তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ করতে আগ্রহী। তুমি আমার স্নেহের সম্ভাষণ শোনো।

১৫। "যখন আমি বিবেচনা করে দেখলাম সূর্য থেকে তোমার বংশের উৎপত্তি, তোমার উদ্ভিন্ন যৌবন, দৃষ্টি আকর্ষণ করা সৌন্দর্য, তোমার দৃঢ়তার সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ, তুমি কী করে রাজ্য পরিচালনা না করে ভিক্ষুক জীবন যাপনকে বেছে নিয়েছ, তাই দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।

১৬। "তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চন্দন কাঠের গন্ধে সুভাষিত হওয়ার কথা, এই রক্তিম বস্ত্রের অমসৃণতা তোমার জন্য নয়। যে হস্ত দিয়ে তুমি প্রজাদের রক্ষা করবে, সেই হস্তে তুমি অন্যের দেওয়া খাদ্য গ্রহণ করছ, এ তোমাকে মানায় না!

১৭। “সেইজন্য তোমার এই স্নিগ্ধ তারুণ্যের দ্বারা পিতৃদত্ত রাজ্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হলেও, তোমার মহানুভবতার দ্বারা আমার রাজ্যের অর্ধেক গ্রহণ করতে রাজি হও।

১৮। “তুমি যদি এতে সম্মত হও তবে তোমার দেশের লোকেরা এতে ব্যথিত হবে না। এর পর সময় অতিবাহিত হলে তুমি আবার প্রশান্ত মনে সন্ন্যাস জীবনে ফিরে আসতে পারবে। তুমি আমার প্রতি সদয় হও। তোমার শুভবুদ্ধি যখন শুভ ব্যক্তির দ্বারা উৎসাহিত হচ্ছে, তখন এর ফলাফল খুবই মঙ্গলের এবং সুদৃঢ় হবে।

১৯। “তোমার জাত্যভিমানের জন্য যদি তুমি আমার প্রতি আস্থাভাজন না হও, তবে তোমার শর দিয়ে আমাকে এবং আমার অসংখ্য সৈন্যদের বিদ্ধ কর। তা হলে তুমি শত্রুদের জয় করতে পারবে।

২০। “এই সমস্ত পথের যে কোনও একটিকে গ্রহণ করো। ধর্মের নির্দেশানুযায়ী তিনটি পথ প্রদর্শিত হয়েছে—জ্ঞান, সম্পদ এবং ইন্দ্রিয় ভোগ জীবনের তিনটি লক্ষ্য। মানুষ মৃত্যুর পরে এগুলির হাত থেকে মুক্তি পায়।

২১। “জীবনের তিনটি উদ্দেশ্য চরিতার্থ হওয়ার পর তুমি এর সুফল পাবে। ধর্ম পালন, সম্পদ ভোগ এবং ইন্দ্রিয় উপভোগ যখন সে যথার্থ সময়ে অনুধাবন করতে পারে তখনই তার মনুষ্য জীবন পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তি হয়।

২২। “তোমার এই পেশল বাহুযুগল শর নিক্ষেপের জন্য, এই বিশ্ব চরাচর জয় করবার জন্য উপযোগী, একে তুমি অকেজো করে রেখো না।

২৩। “আমি তোমাকে স্নেহের বশবর্তী হয়ে এসব কথা বলছি। তোমার এই ভিক্ষু পোশাক দেখে আমি কর্তৃত্ব ফলানোর জন্য বা ঔদ্ধত্য প্রকাশের জন্য এসব কথা বলছি না। আমার সমবেদনায় মন ভারাক্রান্ত হয়েছে। আমি অশ্রুমোচন করছি।

২৪। “তুমি যথার্থ সময়ে ইন্দ্রিয় ভোগ করো, তা না করে তুমি ভিক্ষু জীবন গ্রহণ করেছ! যখন বার্ধক্য আসবে, তোমার এই রূপলাবণ্য কমে আসবে, তোমার বর্ণময় জাতির পক্ষে এই ভিক্ষু জীবন তখনই কাঙ্ক্ষিত হবে।

২৫। “বৃদ্ধরা ধর্ম পালন করে জ্ঞান অর্জন করার জন্য। বার্ধক্যে ইন্দ্রিয় উপভোগ করা যায় না। সেইজন্য বলা হয়, ইন্দ্রিয় ভোগ করতে হয় তরুণ বয়সে, মধ্য বয়সে সম্পদ এবং বার্ধক্যে ধর্মপালন করতে হয়।

২৬। "পৃথিবীতে যুবকেরা ধর্ম এবং সম্পত্তিকে উপেক্ষা করে। যতই আমরা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখি না কেন, সেটা যতই কঠিন হোক না কেন, ইন্দ্রিয় ভোগ তারা করবেই। যেখানে ভোগ করা যায়, তার প্রতি তাদের আসক্তি থাকবেই।

২৭। "বার্ধক্যে মানসিক চেতনা জাগ্রত হয়। ধীর হওয়ার প্রতি আগ্রহ ও গুরুত্ববোধ বৃদ্ধি পায়।

২৮। "যৌবনের এই প্রহেলিকাময়, চঞ্চল, বহির্বস্তুর প্রতি প্রলোভন। অসতর্ক, অধৈর্য, দূরদৃষ্টিহীন জীবন যাপনের পর তারা যেসব মানুষ অরণ্যে আত্মরক্ষার জন্য পলায়ন করেছে, তাদের মতো জীবন যাপন করতে আগ্রহী হয়।

২৯। "সুতরাং যৌবনের এই স্বল্প সময় চাঞ্চল্য, অস্থিরতার মধ্য দিয়ে কাটাও। আমাদের শুরুর জীবন ভোগের। একে জ্ঞান আহরণের জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত নয়।

৩০। "ধর্মপালন-ই যদি তোমার লক্ষ্য হয়, তবে দান ধ্যান করো। এটা তোমাদের পরিবারের ঐতিহ্য। দানের মধ্য দিয়ে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে।

৩১। "মুনিঋষিরা কৃচ্ছসাধনের মধ্য দিয়ে যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, রাজর্ষিরা সোনার হার, রত্নখচিত উষ্ণীষ দান করে সেই সিদ্ধিলাভ করেছেন।

৩. বিম্বিসারকে গৌতমের উত্তর

১। রাজকুমার মগধরাজের কথা শুনলেন। তাঁর বাচনভঙ্গি ছিল দেবরাজ ইন্দ্রের মতো, কিন্তু এতে তিনি এতটুকু বিচলিত হলেন না। তিনি পর্বতের মতো স্থির রইলেন।

২। মগধরাজের কথা শোনার পর গৌতম বন্ধুত্বপূর্ণ ও দৃঢ়তার সঙ্গে অনমনীয় বাচনভঙ্গিতে উত্তর দিলেন।

৩। "আপনি যা বললেন তা আপনার পক্ষেই অভিপ্রেত বলা চলে। হে রাজা, আপনি সিংহপ্রতীক চিহ্ন বংশোদ্ভূত। বন্ধুর প্রতি আপনি সবসময় ভালবাসাই প্রদর্শন করেন। আপনি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন তা অতীব স্বাভাবিক।

৪। "দুষ্ট ব্যক্তিরা তাদের পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে আগ্রহী হয়

না। কিন্তু সজ্জন ব্যক্তিরা পূর্বপুরুষদের সম্পর্ককে বন্ধুত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে বংশপরম্পরায় ধরে রাখতে চেষ্টা করে।

৫। "কিন্তু ভাগ্য বিরূপ হওয়া সত্ত্বেও যারা তাদের বন্ধুত্ব বজায় রাখে আমি তাদের শ্রদ্ধা করি। প্রাচুর্যের সময় একজন সফল ব্যক্তির বন্ধু কে না হতে চায়!

৬। "সেইজন্য পৃথিবীতে যাঁরা ধনসম্পদ আহরণ করেন, এবং বন্ধু এবং ধর্মের জন্য ব্যয় করেন, তাঁদের সম্পদ স্থায়ী হয়। যখন এগুলি সম্পূর্ণ ব্যয় হয় তখন এর জন্য তাঁদের কোনও যন্ত্রণার উদ্রেক হয় না।

৭। "হে রাজা, আপনি আমাকে যে কথাগুলি বললেন তা মহত্ত্ব ও উদারতাপূর্ণ। আমি শুধুমাত্র বন্ধুত্বের খাতিরেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। এ ব্যাপারে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই।

৮। "আমি সর্পকে দেখে ভীত নই, স্বর্গ থেকে বজ্রপাত হলে এতটা ভয় পাই না, উত্তপ্ত বাতাসকে ভয় পাই না। কিন্তু পার্থিব বস্তুকে আমি অত্যন্ত ভয় পাই।

৯। "এই স্বল্পস্থায়ী সুখভোগ আমার সব শান্তি কেড়ে নিয়েছে। এই সম্পদ সবই শূন্য, মায়াময়। মোহময় ব্যক্তি কেবল এসবের জন্য লালায়িত।

১০। "যারা সুখভোগের প্রতি আসক্তিপূর্ণ তারা মর্তের কথা ছেড়ে দিন, দেবতাদের রাজ্যে গিয়েও সুখ পায় না। সেই ব্যক্তির তৃষ্ণা কোনওদিন মেটে না। যেমন বাতাসে জ্বালানি থাকলে কোনওদিন সে আগুন নির্বাপিত হয় না।

১১। "পৃথিবীতে সুখ সম্ভোগের মতো এত দুর্ভোগ আর কিছুতে নেই। মানুষ ভ্রমবশত এতে আসক্ত হয়। যখন একদিন সে সত্য বুঝতে পারবে তখন একে অমঙ্গল বলে ভয় পাবে। কোনও জ্ঞানী ব্যক্তি কি স্বর্গপথে অমঙ্গলকে ডেকে আনতে পারে!

১২। "সমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবীকে দখল করার পরও রাজার মহাসমুদ্রের অপর পারকে জয় করবার বাসনা জাগে। সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত জলের মতো মানুষও ভোগে কখনও তৃপ্ত হয় না।

১৩। "স্বর্গ থেকে স্বর্ণবৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও, সমস্ত মহাদেশ জয় করেও, শত্রুর সিংহাসনের অর্ধেক দখল করে নিয়েও মান্ধাত্রী পার্থিব সম্পদের প্রতি আসক্তি কমেনি।

১৪। "স্বর্গরাজ্য ভোগ করেও দেবরাজ্য ইন্দ্র পুত্রের ভয়ে আত্মগোপন করেছিল। আত্মগরিমাবশত ঋষিদের পশুশাবকে রূপান্তরিত করেও নহুষ সন্তুষ্ট ছিলেন না।

১৫। "কে এইসব ইন্দ্রিয়সুখ যা শত্রুর নামান্তর তাকে আকাঙ্ক্ষা করবে। ঐসব সুখ দ্বারা ঋষিরা যাঁদের জীবনে ভিন্নতর লক্ষ্য ছিল, যাঁরা ছিন্নবস্ত্র পরিধান করতেন, ফলমূল আহার করতেন এবং যাঁদের জটা ছিল সাপের মতো আকাবাঁকা এবং লম্বা, তারাও বশীভূত হয়েছিলেন।

১৬। "সুখভোগী মানুষ যখন এইসব যন্ত্রণার কথা শুনবেন—তখন তাঁরা এইসব পার্থিব বস্তু আহরণের ব্যাপারে আত্মনিয়ন্ত্রিত হবেন।

১৭। "সুখভোগের সাফল্য মানুষের দুঃখকে ব্যথিত করে। কারণ এ ব্যাপারে তার নেশা জন্মায়। এই নেশার ফলে যা করণীয় নয় তাই সে করে এবং দুঃখকে আমন্ত্রণ জানায়।

১৮। "এই সুখভোগ কষ্টের মধ্য দিয়ে লাভ করতে হয়। মানুষকে সে শুধু প্রতারণাই করে, স্থায়ী কোনও আনন্দ দেয় না। আত্মনিয়ন্ত্রিত এবং জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও এতে আনন্দ পায় না।

১৯। "আত্মনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি কখনও এতে আনন্দ পেতে পারে না। কারণ সে জানে এই আনন্দ খড়ের মশালের মতো। এতে আরও তৃষ্ণা বর্ধিত হয়। একে আরও পাওয়ার নেশা জন্মায়।

২০। "মাংস যেমন দূরে নিক্ষেপিত হয়, রাজা থেকে সাধারণ মানুষ সকলেরই যখন এতে দুঃখেরই কারণ হয়, তখন আত্মনিয়ন্ত্রিত জ্ঞানী ব্যক্তি এর প্রতি কখনওই আসক্ত হবেন না।

২১। "কোনও আত্মনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি অজ্ঞের মতো কখনওই এই সুখ চাইবেন না। কারণ তিনি জানেন এতে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী এবং এতে ভাগ্যবিপর্যয় কেউ রোধ করতে পারবে না।

২২। "কোনও আত্মসংযমী ব্যক্তি অন্তরে আঘাত পেয়েছেন, সর্বনাশ কী জেনেছেন এবং স্বর্গীয় সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তিনি কি এই সুখভোগ করতে চাইবেন? কারণ তিনি জানেন এই সুখভোগ ক্রুদ্ধ সাপের মতো হিংস্র।

২৩। "সারমেয় যেমন ক্ষুধায় মাংস নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে, এই আনন্দ তার সঙ্গেই তুলনীয়। শুষ্ক হাড়ে আত্মসংযমী মানুষের কোনও আসক্তি থাকতে পারে না।

২৪। "যার বুদ্ধিবৃত্তি এই সুখভোগের তামসিকতায় আচ্ছন্ন, সেই দুর্ভাগা এইসব সুখভোগের দাসত্ব করছে, সে বেঁচে থেকেও জীবনমৃত্যুর লাঞ্ছনা ভোগ করে।

২৫। "হরিণ গান শুনলে বিমোহিত হয় এবং সেটিই তার মৃত্যুর কারণ, পোকা আলো ভেবে আগুনের দিকে ছুটে যায়, মাছ বঁড়শির টোপ খায়, পার্থিব সুখভোগ আসক্ত মানুষ দুঃখ থেকেই বরণ করে।

২৬। "সাধারণের মতামত অনুসারে সুখভোগের মধ্যেই আনন্দ। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এগুলির কোনওটাই আনন্দের উপযোগী হতে পারে না। বস্ত্র কিংবা অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিস কষ্টের লাঘব করে মাত্র।

২৭। "জল তৃষ্ণা মেটায়, খাদ্য ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। গৃহ রোদ, হাওয়া বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে। পোশাক ঠাণ্ডা ও নগ্নতার হাত থেকে মুক্তি দেয়।

২৮। "শয্যা ক্লান্তি দূর করে, যানবাহন ভ্রমণের ক্লান্তি দূর করে, আসন গ্রহণ করলে দাঁড়ানোর ক্লান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, স্নানে স্বাস্থ্য, শক্তি ও পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকে।

২৯। "এইসব বস্তু কষ্টের লাঘব করে কিন্তু আনন্দের উৎস হতে পারে না। জ্ঞানী ব্যক্তি যা আনন্দ দেবে তাকে গ্রহণ করবে, না কি যা কষ্টের উপশম ঘটাবে, তাকে।

৩০। "জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি ঠাণ্ডা পেলে আরাম বোধ করেন। কিন্তু এতে শুধুমাত্র, তাঁর কষ্টটাই লাঘব হবে এবং এই আনন্দটা তিনি সুখভোগ বলে আখ্যা দেবেন।

৩১। "সুখভোগ অনেক রকমের হয়। কিন্তু তাতে আনন্দ পাওয়া যায় না। সুখভোগ অনেক সময় দুঃখকে ডেকে আনে।

৩২। "অতিমাত্রায় পোশাক এবং চন্দন কাঠের সুগন্ধ ঠাণ্ডায় আরামদায়ক, কিন্তু গরমে এগুলি বিরক্তির কারণ। চাঁদের আলো কিংবা চন্দন কাঠ গরমে ভাল কিন্তু শীতে তা কষ্টের কারণ।

৩৩। "পৃথিবীতে লাভ ও ক্ষতি দুটোই আছে। কেউ কখনও অনাবিল সুখের অধিকারী হতে পারে না। আবার কারও জীবন শুধুই দুঃখে জর্জরিত হয় না।

৩৪। "সুখ, দুঃখ সবসময় মিশে থাকে। একজন রাজা শুধুমাত্র হাসতেই পারেন না, তেমনই একজন ক্রীতদাস কেবল নরকভোগ করতে পারে না।

৩৫। "রাজার দায়িত্ব অনেক। তাই তাঁর দুঃখও অপরিমেয়। রাজা হলেন পেরেকের মতো। বিশ্বের দুঃখের জন্য তাঁকে দুঃখভোগ করতে হয়।

৩৬। "রাজা হলেন দুর্ভাগা। তাঁকে যে রাজন্যবর্গের ওপরে নির্ভর করতে হবে তারাই তাঁকে ত্যাগ করবে এবং তার বিরোধিতা করবে। অথচ তিনি যদি তাদের বিশ্বাস না করেন তবে সেই বেচারি রাজার সুখ কোথায়?

৩৭। "রাজা যদি সমস্ত পৃথিবী জয় করেন তবে একটি শহরেই তিনি বসবাস করবেন। এবং সেই শহরের একটিমাত্র প্রাসাদেই তিনি থাকবেন। অর্থাৎ রাজা অন্যের জন্যই পরিশ্রম করছেন।

৩৮। "রাজার যদি একজোড়া পোশাক, ক্ষুধা নিবৃত্তির মতো যৎসামান্য খাদ্য, একটি শয্যা ও একটি আসন থাকে, তা হলেই যথেষ্ট। আর অন্যান্য সবকিছুই বাহুল্য অর্থাৎ তাঁর অহংকারের সামগ্রী।

৩৯। "এতকিছু সামগ্রী যদি সন্তোষের জন্য প্রয়োজন হয় তবে আমি একটি সাম্রাজ্য ছাড়াই সন্তুষ্ট। যদি কোনও মানুষ এই বিশ্বে একবার সেই আনন্দ পায় তবে তার কাছে অন্যান্য সবকিছুই বাহুল্য।

৪০। "যে ব্যক্তি একবার এই পরমানন্দের পথে পা বাড়াবে, সে ঐ সুখভোগের দ্বারা প্রতারিত হতে চাইবে না। আপনার সঙ্গে আমার এই বন্ধুত্বের সমতুল্য আনন্দ আর কিছু আছে?

৪১। "আমি রাগ করে গৃহত্যাগ করিনি কিংবা আমার উষ্ণীষ শত্রুর দ্বারা বিদ্ধ হয়নি। আমি বৃহত্তর সুখের আশায় গৃহত্যাগ করিনি। সেইজন্য আমি আপনার প্রস্তাব এমনিতেই প্রত্যাখ্যান করছি।

৪২। "একমাত্র তিনি যিনি একবার বিপজ্জনক ক্রোধোন্মত্ত সর্প কিংবা প্রজ্বলিত খড়ের মশাল দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তিনি কী আবার সেইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে চাইবেন? যিনি একবার এইসব ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করেছেন, তিনি কি আবার তার দ্বারা বশীভূত হতে চাইবেন?

৪৩। "যে নিজে দেখতে পায়, অথচ দৃষ্টিহীনকে ঈর্ষা করে, নিজে মুক্ত অথচ বন্দীর প্রতি ঈর্ষাকাতর, নিজে সম্পদশালী অথচ অসীমের প্রতি তার ঈর্ষা

অটুট, নিজে সবদিক থেকে পরিপূর্ণ হয়েও অপরকে ঈর্ষা করে, সেই ধরনের ব্যক্তি পার্থিব সম্পদে সমৃদ্ধ ব্যক্তির প্রতিও ঈর্ষাকাতর হয়।

৪৪। "যিনি ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করতে চান, আমার বন্ধু তাঁর প্রতি যেন করুণা বর্ষণ না করেন, কেননা এই জীবনের প্রতি তাঁর রয়েছে পরম শান্তি। তিনি শান্ত সমাহিত হয়েছেন, দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন।

৪৫। "তিনি খুবই কৃপার পাত্র, যিনি ধনসম্পদের মধ্যে থেকেও আরও ধনসম্পদের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা বশীভূত। যিনি এইখানে প্রশান্তির শান্তি অনুভব করেন না। যখন অন্যত্র তাঁকে শুধুমাত্র যন্ত্রণাই পেতে হবে।

৪৬। "আপনি আমাকে যা বলেছেন, তা আপনার চরিত্র, আপনার জীবনযাত্রা, এবং আপনার পরিবার অনুযায়ী যথাযোগ্য। এবং আমি যে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, তা আমার চরিত্র, আমার জীবনযাত্রা এবং আমার পরিবার অনুযায়ী যথার্থ।"

৪. গৌতমের উত্তরের শেষাংশ

১। "পৃথিবীর এই দুঃখে আমি অত্যন্ত মর্মাহত। আমি স্থায়ী শান্তির খোঁজে বেরিয়েছি। তৃতীয় স্বর্গেও আমি কোনও সাম্রাজ্য চাই না। দৈনময় এই পৃথিবীতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য মানুষের মাঝখানে আর কত যৎসামান্য নেওয়া যায়?

২। "কিন্তু মহারাজ, আপনি বলছেন তিনটি বস্তু লাভ করাই নাকি মানুষের চরম পাওয়া। আপনি বলছেন আমার আকাঙ্ক্ষিত জীবন নাকি খুব দুঃখের। কিন্তু আপনি যে তিনটি জীবনের কথা বললেন তা তো ক্ষণস্থায়ী এবং আদৌ সন্তোষজনক নয়।

৩। "আপনি বলেছেন, বার্ধক্য আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে, কেননা যৌবনের কোনও স্থিতিশীলতা নেই। কিন্তু এই সিদ্ধান্তকে সুনিশ্চিত বলা যায় না। কেননা বয়সেরও কোনও নিশ্চয়তা নেই। বরং যৌবন অনেক বেশি দৃঢ়।

৪। "ভাগ্য নিজের কৌশলবশে বিভিন্ন বয়সের মানুষকে কখন কীভাবে যে নিজের চক্রে আবর্তিত করবে, কেউ তা জানে না। জ্ঞানী ব্যক্তি, যিনি প্রশান্তি চান তিনি কী করে বার্ধক্যের অপেক্ষায় বসে থাকবেন? কেননা তিনি কী করে জানবেন মৃত্যু তাঁর আসন্ন কিনা।

৫। "বার্ধক্যকে অস্ত্র করে, যখন মৃত্যু শিকারির মতো এসে দাঁড়ায়, এমনভাবে মানুষ অসুখে আক্রান্ত হয়, যেন শর এসে তাকে বিদ্ধ করেছে, হরিণ যেমন আহত হয়ে ভাগ্য অন্বেষণে অরণ্যে হয়ে ছুটে বেড়ায়, মানুষ ও তেমনই বিক্ষিপ্তভাবে ছুটে বেড়ায়, এক্ষেত্রে জীবনের কী নিশ্চয়তা রয়েছে!

৬। "সুতরাং যে মানুষের অন্তঃকরণ ক্ষমায় পরিপূর্ণ; তিনি যে বয়সেরই হোন, শিশু, যুবা কিংবা বৃদ্ধ, তিনি ধর্মীয় জীবন গ্রহণ করতে পারেন।

৭। "আপনি বলেছেন, ধর্ম পালনের জন্য দানধ্যান করা চলবে। আমাদের বংশে এর যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে এবং এতে আমার গৌরব বৃদ্ধি পাবে। যে ফললাভ মানুষের দুঃখকষ্ট বাড়িয়ে তোলে, আমি তার প্রতি আসক্ত নই।

৮। "দান-ধ্যানের ফলাফল সর্বকালেই শুভ। কিন্তু আমি মনে করি, অসহায় কোনও মানুষকে ভবিষ্যতের পুরস্কার দেওয়ার আশা জাগরুক করার অর্থ তার সর্বনাশ করা। কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরই তা করা উচিত নয়।

৯। "এমন কী যথার্থ ধর্ম যদি সদাচার, আত্মসংযম, নৈতিক গুণ, আবেগতাড়িতহীন গুণের সমাবেশে গঠিত না হয়, তবে দানধ্যান করলেও তার কোনও ফললাভ হয় না। তার ফল নিতান্তই বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার মতো হয়।

১০। "পৃথিবীতে অবস্থানকালে অন্যকে আঘাত করে যদি কোনও ব্যক্তি সুখী হয় তবে সেই ব্যক্তিকে সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি ঘৃণার চোখে দেখে। ভিন্নতর জীবনে গিয়ে দৃষ্টির অন্তরালে থেকে এই অতিরিক্ত পাওয়ার কী অর্থ থাকতে পারে।

১১। "আমি ভবিষ্যতের পুরস্কারের জন্য লালায়িত নই। হে রাজন, আমি আগামী জন্মের ব্যাপারে আহ্লাদিত হতে পারি না। এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ খুব-ই অনিশ্চিত, ঠিক বৃক্ষ যেমন মেঘ থেকে বৃষ্টির দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হয়। এর পরিণতিও তদ্রূপ।"

১২। মহারাজ যুক্তকরে উত্তর দিলেন, "আপনি নির্দ্বিধায় আপনার কাজ সমাধা করুন। যখন আপনার অভিপ্রায় পূর্ণ হবে, তখন আমার প্রতি সদয় হবেন।"

১৩। গৌতমের কাছ থেকে, তাঁর রাজপ্রাসাদের সফরের প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর মহারাজ তাঁর সভাসদদের নিয়ে ফিরে গেলেন।

শান্তিময় তত্ত্বের সন্ধানে

১। গৌতম যখন রাজগৃহে অবস্থান করছেন, তখন আরও পাঁচজন প্রব্রজ্যা গৌতমের কুটিরের পাশেই নিজেদের কুঁড়েঘর নির্মাণ করলেন।

২। এঁরা হলেন কৌদিন্য, অশ্বজিৎ, কাশ্যপ, মহানামা এবং ভদ্রুকা।

৩। তাঁরা গৌতমের আবির্ভাবে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন এবং তাঁর প্রব্রজ্যা গ্রহণের আদৌ কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করলেন না।

৪। রাজা বিম্বিসার যেভাবে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, তাঁরাও সেইভাবে প্রশ্ন করতে লাগলেন।

৫। তিনি যখন তাঁর প্রব্রজ্যা গ্রহণের সমস্ত কারণ ব্যাখ্যা করে বললেন, তাঁরা প্রত্যুত্তরে বললেন, "আমরা এ-খবর শুনেছি। কিন্তু আপনি কি এর পরবর্তী ঘটনা জানেন?"

৬। সিদ্ধার্থ জানালেন, "না"। তাঁরা তখন বললেন, "আপনি কপিলাবস্তু ত্যাগ করার পরে কোলীয়দের বিরুদ্ধে লড়াই নিয়ে শাক্যদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ হয়।"

৭। সেখানকার পুরুষ, নারী, বালক-বালিকারা প্রতিবাদ করে এবং পতাকা হাতে সার বেঁধে বলে, "কোলীয়রা আমাদের ভাই। ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই লড়াইয়ে লিপ্ত হতে পারে না। সিদ্ধার্থ গৌতমের নির্বাসনের ঘটনা একবার চিন্তা করে দেখুন। ইত্যাদি।"

৮। এই বিক্ষোভের ফলে শাক্যসংঘের সভা ডাকা হয় এবং বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা হয়।

৯। শাক্যরা এই কাজের জন্য পাঁচজন দূত নিয়োগ করে। তারাই কোলীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে।

১০। কোলীয়রা এই খবরে অত্যন্ত খুশি হয়। তারাও পাঁচজন দূত নিয়োগ করে। যারা শাক্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে।

১২। উভয় পক্ষের দূতেরা একসঙ্গে মিলিত হয়ে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য একটি স্থায়ী পর্ষদ গঠন করে। এই পর্ষদ নদীর জল বিভাজন নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংযোগ রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর ফলে সংঘটিত যুদ্ধের অবসান ঘটে, শান্তি স্থাপিত হয়।

১৩। কপিলাবস্তুর সমস্ত ঘটনা জানানোর পর তাঁরা সিদ্ধার্থকে বললেন, "আপনার এখন আর প্রব্রজ্য থাকার কোনও প্রয়োজন নেই। আপনি বাড়ি ফিরে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে মিলিত হোন।"

১৪। সিদ্ধার্থ বললেন, "আমি সেই সুসংবাদে অতীব প্রীত। এটা আমার-ই বিজয় বলা চলে। কিন্তু আমি আর বাড়ি ফিরে যাব না। আমি প্রব্রজ্যাই থাকব।"

১৫। গৌতম প্রব্রজ্যাদের কী কী কর্মসূচি আছে তা জানতে চাইলেন। তাঁরা জানালেন যে, "আমরা তপস্যা করব। আপনিও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন।" সিদ্ধার্থ বললেন, "আমি প্রথমে অন্য পথের সন্ধান করব।"

১৬। পাঁচজন প্রব্রজ্যা চলে গেলেন।

নতুন পথে সমস্যা

১। পাঁচজন প্রব্রজ্যার কাছে কোলীয় ও শাক্যদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের খবর জানার পর গৌতম নতুন ধরনের অস্বস্তিতে পড়লেন।

২। একা একা তিনি নিজের অবস্থার কথা ভাবতে লাগলেন। নিজের প্রব্রজ্যা গ্রহণের সত্যিকারের কারণ খতিয়ে দেখতে লাগলেন।

৩। "কেন তিনি নিজেদের লোকদের ছেড়ে এসেছেন?" নিজেকে সেই প্রশ্ন করতে লাগলেন।

৪। যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন বলেই তিনি গৃহত্যাগ করেন। "এখন যুদ্ধের অবসান ঘটেছে, সুতরাং আর কোনও সমস্যা তাঁর আছে কিনা। যুদ্ধ শেষ হয়েছে, সুতরাং তাঁর নিজের সমস্যারও কি অবসান ঘটেছে?

৫। তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন।

৬। "যুদ্ধের সমস্যাটা ছিল মূলত সংঘর্ষের সমস্যা। বৃহত্তর সমস্যার এটি খণ্ডাংশ মাত্র।

৭। "এই সংঘর্ষ শুধু রাজা ও রাজ্যের মধ্যেই সংঘটিত হচ্ছে না, ব্রাহ্মণ ও মহৎ ব্যক্তি, গৃহ মালিক, মাতা ও পুত্র, পুত্র ও পিতা, পুত্র ও মাতা, ভাই ও বোন, সহচরের সঙ্গে সহচরের মধ্যেও সংঘটিত হচ্ছে।

৮। "রাজ্যে রাজ্যে লড়াই মাঝেমধ্যে হয়। কিন্তু শ্রেণীতে শ্রেণীতে লড়াই লেগেই থাকে এবং এ লড়াই চিরকালীন। পৃথিবীতে এর থেকেই সমস্ত দুঃখের জন্ম।

৯। "এটা ঠিক, যুদ্ধের জন্য আমি গৃহত্যাগ করেছি। শাক্য ও কোলীয়র যুদ্ধ শেষ হয়েছে বটে কিন্তু আমি গৃহে ফিরে যাব না। এখন আমার সমস্যা আরও বিস্তৃত হয়েছে। আমাকে সামাজিক সংঘর্ষের একটা স্থায়ী সমাধান খুঁজতে হবে।

১০। "প্রতিষ্ঠিত দর্শন এই সমস্যার কতটা সমাধান করতে পেরেছে?"

১১। তিনি নিজে কি এইসব সামাজিক দর্শনের কোনওটিকে গ্রহণ করতে পারবেন?

১২। তিনি নিজে সবকিছু খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিলেন।

অংশ ৩

ভৃগুর আশ্রমে বিরতি

১। ভিন্নতর পথ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে আড়ার কালামের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গৌতম রাজগৃহ ত্যাগ করলেন।

২। পথে তিনি ভৃগু মুনির আশ্রম গেলেন এবং কৌতূহলবশত সেখানে প্রবেশ করলেন।

৩। আশ্রমের ব্রাহ্মণ অধিবাসীরা, যাঁরা জ্বালানি সংগ্রহে বেরিয়েছিলেন, তাঁরা জ্বালানি, ফুল এবং কুশ ঘাস নিয়ে ফিরে এসেছিলেন, তাঁদের চেহারায় স্বেচ্ছাকষ্ট ও বোধির ছাপ সুস্পষ্ট। তাঁরা নিজেদের গুহায় না গিয়ে গৌতমকে দেখতে চলে এলেন।

৪। আশ্রমের এই সমস্ত অধিবাসীরা তাঁকে সম্মান জানালে তিনিও এখানকার গুরুজনদের তাঁর শ্রদ্ধা জানালেন।

৫। মুক্তিকামী সেই মহান ব্যক্তি আশ্রমবাসীদের মন দিয়ে নিরীক্ষণ করলেন। দেখলেন, স্বর্গলাভের আশায় তাঁরা আশ্চর্যরকম স্বেচ্ছাকষ্ট ভোগ করছেন।

৬। সৌম্য পুরুষ, এই প্রথম পবিত্র উদ্যানে তপস্বীদের নানা ধরনের স্বেচ্ছাকষ্টের পদ্ধতি অবলোকন করলেন।

৭। স্বেচ্ছাকষ্টের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সিদ্ধহস্ত ভৃগু মুনি গৌতমকে বিভিন্ন পদ্ধতি ও তার ফলাফল ব্যাখ্যা করে বলতে লাগলেন—

৮। "পবিত্র ধর্মগ্রন্থ অনুসারে জলজাত কাঁচা খাদ্য, ফলমূলই সন্নাসীদের উপযুক্ত খাদ্য। কিন্তু ভিন্ন স্বেচ্ছাকষ্টের ভিন্ন পদ্ধতি।

৯। "কেউ পাখির মতো পরিত্যক্ত শস্যদানা খেয়ে বেঁচে থাকেন, কেউ হরিণের

মতো ঘাস খান, কেউ সাপের মতো বাতাস সেবন করেন, যেন পিঁপড়ের ঢিপিতে রূপান্তরিত হয়ে যান।

১০। "কেউ পাথর থেকে নিজের পুষ্টি সংগ্রহ করেন, নিজের দাঁত দিয়ে কেউ শস্য ভক্ষণ করেন, কেউ অন্যের জন্য সেদ্ধ করা খাবারের অবশিষ্টাংশ খেয়ে জীবনধারণ করেন।

১১। "কেউ জটাধারী মলিন চুল নিয়ে জলেই ভাসতে থাকেন, স্তবগান গেয়ে দুবার অগ্নিকে নৈবেদ্য দেন, কেউ জলে মাছের মতো ডুবে থাকেন, এবং নিজের দেহকে কচ্ছপের দংশনে পীড়িত করেন।

১২। "এই ধরণের আত্মপীড়ন যিনি যত বেশি করতে পারবেন, তাঁর তত স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটবে। এইভাবে নিজেকে কষ্ট দিয়ে তারা সুখ পান এবং বিশ্বাস করেন, আত্মপীড়নই অধ্যাত্মলাভের একমাত্র পথ।"

১৩। এইসব শুনে গৌতম বললেন, "আমি এই প্রথম এই ধরনের আশ্রম দেখলাম। আমি এই স্বেচ্ছাকষ্টের অনুশাসনকে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না।"

১৪। "আমার এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে—তোমাদের এই একাগ্রতা শুধুমাত্র স্বর্গপ্রাপ্তির জন্যই। কিন্তু আমি মনে করি, পৃথিবীর যা কিছু অন্যায় তাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং তার সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। তোমরা কি আমাকে যেতে অনুমতি দেবে! আমি সাংখ্য দর্শন শিক্ষা করতে চাই এবং সমাধি মার্গের প্রশিক্ষণ পেতে চাই। আমি দেখতে চাই এর মাধ্যমে আমার সমস্যার কোনও সমাধান হয় কিনা।

১৫। "আপনাদের ছেড়ে যেতে হবে ভেবে আমার কষ্ট হচ্ছে। আপনারা যেভাবে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন, আপনারা আমার প্রতি যে সদয় মনোভাব প্রদর্শন করেছেন তা ভোলবার নয়, যেন মনে হচ্ছে আমি আমার জ্ঞাতিদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

১৬। "আমি তপোবন ছেড়ে যাচ্ছি এর মানে এই নয় যে, আমি একে পছন্দ করছি না কিংবা কারও ব্যবহারে আহত হয়েছি। আপনারা প্রাচীন মুনি ঋষিদের মতো অধ্যাত্ম মত পালন করছেন।

১৭। আমি মুনি আড়ার কালামের কাছে এই ব্যাপারে অধ্যয়ন করতে চাই। কেননা তিনি এই বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী।

১৮। আশ্রম-প্রধান ভৃগু সিদ্ধার্থের দৃঢ় সিদ্ধান্ত দেখে বললেন, "রাজকুমার,

আপনারা উদ্দেশ্য খুবই দুঃসাহসিক। আপনি বয়সে তরুণ। স্বর্গ এবং মুক্তি এই দুয়ের মধ্যে আপনি মুক্তির পথ-ই বেছে নিয়েছন। আপনার সাহসিকতা সত্যই প্রশংসাযোগ্য।”

১৯। “এরকমই যদি আপনার মনোবাসনা হয় তাহলে আপনি খুব শীঘ্র বিন্ধ্যকোষে যান। মুনি আড়ার ওখানেই বসবাস করেন। তিনি এ ব্যাপারে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছেন।

২০। “আপনি তাঁর কাছে গেলে এই মার্গ সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করবেন, তবে আমি দেখতে পাচ্ছি আপনার সাধনা এই তত্ত্বশিক্ষার পরেও আরও অধিকতর এবং ব্যাপক হবে।”

২১। গৌতম তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন এবং সমস্ত মুনিদের অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলেন। মুনিরা তাঁকে তাঁদের সবরকম সৌজন্য প্রদর্শনের পরে আবার তপোবনে প্রবেশ করলেন।

২. সাংখ্য অধ্যয়ন

১। ভৃগু মুনির আশ্রম ত্যাগ করার পর গৌতম আড়ার কালামের সন্ধানে রওনা হলেন।

২। আড়ার কালাম বৈশালীতে বসবাস করতেন। গৌতম সেখানে যান। বৈশালীতে পৌঁছে তিনি তাঁর আশ্রমে যান।

৩। মহামুনি আড়ার কালামের কাছে গিয়ে তিনি বলেন, “আমি আপনার মতবাদ এবং শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক।”

৪। আড়ার কালাম জানালেন, “আমি তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। এই আমার মতবাদ। তোমার মতো বুদ্ধিমান ব্যক্তির এই সংবাদ হৃদয়ঙ্গম করতে কোনও অসুবিধেই হবে না। তুমি একে অবগত হও। আমার শিক্ষা অর্জন করো এবং একে মেনে চলো।”

৫। এই উচ্চতর শিক্ষার জন্য তুমি উপযুক্ত ব্যক্তি।

৬। রাজকুমার আড়ার মুনির কথা শুনলেন। তাঁর অন্তঃকরণ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তিনি এইভাবে উত্তর দিলেন :

৭। “আপনি আমার মধ্যে যে শিখা প্রজ্বলিত করলেন, আমি নিজে যতই অনুপযুক্ত হই না কেন, তাকে আয়ত্ত করতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব।”

৮। "আপনি এবারে আমাকে বলুন আপনার মতবাদ কী?"

৯। আড়ার বললেন, "আমি তোমার মহৎ প্রকৃতি, চারিত্রিক একাগ্রতা এবং দৃঢ়তা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তোমার যোগ্যতা সম্পর্কে প্রাথমিক পরীক্ষা নেওয়ার কোনও প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি না।"

১০। "শোনো তুমিই আমার মতবাদের শ্রেষ্ঠ শ্রোতা।"

১১। তিনি সাংখ্য দর্শনের গভীরতা গৌতমকে ব্যাখ্যা করে বলতে লাগলেন।

১২। বক্তব্যের শেষে আড়ার মুনি বললেন,

১৩। "গৌতম, আমি আমার মতবাদের সারাংশ তোমাকে বললাম।"

১৪। গৌতম আড়ার কালামের মতবাদ শুনে অতীব খুশি হলেন।

৩. সমাধি মার্গের শিক্ষা

১। গৌতম যখন নিজের সমস্যার সমাধানে নতুন পথের সন্ধান করছেন, তখন তিনি ধ্যানমার্গ শিক্ষা করার কথা ভাবলেন (মনঃসংযোগ বিদ্যা)।

২। ধ্যান মার্গের তিনটি পদ্ধতি আছে।

৩। একটি পদ্ধতি সবাই মেনে চলে। সেটি হল নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি।

৪। তার নাম অনাপনশক্তি।

৫। নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের অন্য পদ্ধতির নাম প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের আবার তিন ভাগ।

১) প্রথম ভাগে নিশ্বাসকে ভেতরে টেনে নেয়, এর নাম পুরক।

২) দ্বিতীয় ভাগে নিশ্বাস ধরে রাখে, এর নাম কুম্ভক।

৩) তৃতীয় ভাগের নাম রেচক। এই পদ্ধতিতে নিশ্বাস বের করে দেয়। তৃতীয় পাঠের নাম সমাধি পাঠ।

৬। আড়ার কালাম ধ্যান মার্গের গুরু ছিলেন। গৌতম অনুভব করলেন, তিনি যদি আড়ার কালামের কাছে ধ্যান মার্গের আরও কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন তা হলে আরও ভাল হয়।

৭। তিনি এই ব্যাপারে আড়ার মুনির সঙ্গে কথা বললেন এবং তাঁকে ধ্যান মার্গের ওপরে আরও শিক্ষাদানের জন্য অনুরোধ করলেন।

৮। আড়ার কালাম জানালেন, তিনি খুশির সঙ্গেই শিক্ষা দিতে প্রস্তুত।

৯। আড়ার কালাম গৌতমকে ধ্যান মার্গ বুঝালেন। এটি সাত ভাগে বিভক্ত।

১০। গৌতম প্রতিদিন এগুলি অভ্যাস করতেন।

১১। এই বিদ্যা আত্মস্থ হওয়ার পর গৌতম আড়ার কালামের কাছে জানতে চাইলেন, এই বিদ্যার আরও কিছু তাঁর অজানা রয়েছে কিনা?

১২। আড়ার কালাম এই কথা শুনে জানালেন যে, "না বন্ধু, আমি তোমাকে সম্পূর্ণ শিক্ষা দিয়েছি।" এর পর গৌতম আড়ার কালামের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

১৩। গৌতম অন্য এক যোগীর কথা শুনেছিলেন। তাঁর নাম উদ্দক রামপুত্ত। তিনি ধ্যানের একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এ-ব্যাপারে তিনি আড়ার কালামকেও অতিক্রম করেছিলেন।

১৪। গৌতম এই শিক্ষাও আয়ত্ত করতে চাইলেন এবং সমাধির উচ্চমার্গে অবস্থান করতে ইচ্ছুক হলেন। তিনি এবারে উদ্দক রামপুত্তর আশ্রমের উদ্দেশে রওনা হলেন এবং তাঁর কাছে শিক্ষাপ্রার্থী হলেন।

১৫। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি উদ্দকের অষ্টম প্রক্রিয়ায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। এই শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি উদ্দক মুনির কাছেও জানতে চাইলেন, "তাঁর আরও শিক্ষা করার মতো কিছু আছে নাকি।"

১৬। উদ্দক মুনিও সেই এক-ই উত্তর দিলেন। "না বন্ধু, তোমাকে শিক্ষা দেওয়ার আর কিছু নেই।"

১৭। কোশল রাজ্যে আড়ার কালাম এবং উদ্দক ছিলেন ধ্যান মার্গের শ্রেষ্ঠ গুরু। কিন্তু গৌতম শুনলেন মগধেও সমতুল্য গুরু রয়েছেন। তিনি মনে মনে সেই গুরুর অধীত বিদ্যাও আয়ত্ত করতে চাইলেন।

১৮। সুতরাং তিনি মগধের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

১৯। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন, এঁদের ধ্যান মার্গের পদ্ধতি, নিশ্বাস নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ভিন্ন ধরনের।

২০। এঁরা নিশ্বাস নিয়ন্ত্রণ না করে নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ রাখে।

২১। গৌতম এই পদ্ধতিটিও শিক্ষা করলেন। যখন তিনি নিশ্বাস বন্ধ রেখে

মনঃসংযোগ করলেন তখন তিনি দেখলেন কান দিয়ে একধরনের তীক্ষ্ণ শব্দ নির্গত হচ্ছে। এবং তাঁর মাথা যেন তীক্ষ্ণ ছুরির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে।

২২। এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত কষ্টকর। কিন্তু গৌতম এতেও সুদক্ষ হয়ে উঠলেন।

২৩। এইভাবে তাঁর সমাধি মার্গের শিক্ষা সমাপ্ত হল।

৪. তপস্যায় নিজের যোগ্যতা যাচাই

১। গৌতম সাংখ্য এবং সমাধি মার্গে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। কিন্তু ভৃগু মুনির আশ্রমে কোনওরকম যোগ্যতার প্রমাণ না দিয়েই সেখান থেকে চলে আসেন।

২। তিনি মনে করলেন, তাঁর নিজেরই এ-ব্যাপারে পরখ করে দেখা উচিত। তা হলে এই বিষয়ে নিজের কর্তৃত্ববোধ জাগবে।

৩। এই কথা মনে হওয়াতে গৌতম গয়ায় গেলেন। সেখান থেকে তিনি বেষ্টিত শহর পরিদর্শন করলেন এবং উরুবেলাতে গয়ার বিশিষ্ট মুনি নগরীনামক আশ্রমে তপশ্চর্যার জন্য বসবাস করবেন স্থির করলেন। নৈরাঞ্জনা নদীর ধারের জায়গাটি ছিল অত্যন্ত নির্জন স্থান। কঠোর তপশ্চর্যার উপযোগী স্থান।

৪। উরুবেলাতে শান্তির তত্ত্বানুসন্ধানকারী সেই পাঁচজন পরিব্রাজকের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। তাঁরাও তপশ্চর্যার জন্য সেখানে এসেছিলেন।

৫। তাঁরা গৌতমকে দেখলেন। এবং গৌতমকে তাঁদের সঙ্গে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। গৌতম রাজি হলেন।

৬। সেখানে এই তাঁরা গৌতমকে যথেষ্ট সম্মান দেখালেন এবং তাঁর শিষ্যর মতো গৌতমের আদেশ পালন করতে লাগলেন। তাঁরা অত্যন্ত বিনয়ী এবং ভদ্র ছিলেন।

৭। গৌতম যে আত্মসংযম এবং কৃচ্ছ্রসাধনের পথ গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল অত্যন্ত কষ্টকর এবং দুর্গম।

৮। কোনওদিন তিনি মাত্র দুটো বাড়ি যেতেন, তবে কোনওদিনই সাতটির বেশি বাড়িতে যেতেন না। প্রত্যেকবার দু'মুঠি খাদ্য গ্রহণ করতেন, তবে কখনও সাত মুষ্টির বেশি খাননি।

৯। দিনে দরকার লাগলে একটি পাত্রের খাদ্যই খেয়ে থাকতেন। তবে সাত পাত্রের বেশি কখনওই খেতেন না।

১০। কখনও দিনে একবার আহার করতেন, কখনও দু'দিন পর একবার, কিংবা সাতদিন পর একবার, কিংবা পনেরোদিন পর একবার খেতেন। এইভাবে কঠিন সংযমের মধ্য দিয়ে তিনি খাদ্যাভ্যাসকে নিয়ন্ত্রণে আনতে লাগলেন।

১১। এইভাবে তিনি যখন কঠোর তপশ্চর্যায় নিজেকে নিয়োজিত করে ফেললেন তখন তাঁর প্রধান খাদ্য হল শেওলাজড়িত গুল্ম, বুনো যব, কিংবা ধানের কুঁড়ো, কিংবা জলীয় গুল্ম, অথবা তুষ, নতুবা তৈলবীজ, কিংবা ধান সেদ্ধর গাঁজলা।

১২। এর পরে তিনি বুনো ফলমূল এবং গাছ থেকে পড়ে থাকা ফল খেয়ে দিন কাটাতে লাগলেন।

১৩। তিনি শনবস্ত্র কিংবা বল্কল, অথবা কৃষ্ণসারমৃগর চর্ম, ঘাস কিংবা গাছের ছাল, মানুষ কিংবা পশুর চুল দিয়ে বোনা কম্বল, অথবা পেঁচার ডানা দিয়ে তৈরি পোশাক পরিধান করতেন।

১৪। তিনি নিজের মাথার চুল কিংবা দাড়ির চুল তুলে ফেললেন। সব সময়ই আসনপিঁড়ি করে বসতেন।

১৫। তিনি নিজেকে নানাভাবে কষ্ট দিতে লাগলেন।

১৬। তিনি নিজেকে এমনভাবে পীড়িত করতে লাগলেন যে, তাঁর শরীর বছরের পর বছর ধরে ময়লা ধুলোয় আবৃত হয়ে গেল। সেই ধুলো নিজে থেকে যেটুকু ঝরে যেত সেটুকুই পড়ত, এর বেশি নয়।

১৭। তিনি গভীর বনে গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। এত গভীর বনে যে, বলা হত সেখানে কোনও প্রাণীর ঢুকতে গেলে ভয়ে গায়ে কাঁটা দেবে।

১৮। যখন তীব্র ঠাণ্ডা বইত, তিনি রাতের বেলায় উন্মুক্ত স্থানে গিয়ে এবং দিনের বেলায় ঘন ঝোপের মধ্যে বসবাস করতে লাগলেন।

১৯। বৃষ্টির পূর্বে যখন প্রখর গ্রীষ্ম আসে, তিনি দিনের বেলায় জ্বলন্ত সূর্যের দাবদাহে এবং রাতের বেলায় ঘন ঝোপে বসবাস করতে লাগলেন।

২০। তিনি কবরস্থানে শবের খুলি মাথায় দিয়ে শয়ন করতেন।

২১। তখন গৌতম দিনে একটিমাত্র কড়াইশুঁটি কিংবা একটি তিলদানা, নতুবা একটি ধানশস্য খেয়ে থাকতেন।

২২। যখন দিনে তিনি একটিমাত্র ফল খেয়ে কাটাচ্ছিলেন, তখন তাঁর শরীর অতীব কৃশকায় হয়ে গিয়েছিল।

২৩। তখন তিনি যদি তাঁর পেটে হাত দিলে মেরুদণ্ডের স্পর্শ পেতেন। কিংবা মেরুদণ্ড স্পর্শ করলে পেটের-ই ছোঁয়া পেতেন। তিনি এত অল্প আহার করতেন যে, তাঁর পেট ও মেরুদণ্ড সমান্তরালে এসে গিয়েছিল।

৫. তপশ্চর্যার পথ পরিত্যাগ

১। তিনি যেভাবে আত্মসংযম ও কৃচ্ছ্রসাধন করছিলেন, তা অত্যন্ত কঠিন ছিল। তিনি ছ'বছর এইভাবে সাধনা করেছিলেন।

২। ছ'বছর পর তাঁর শরীর এতই দুর্বল হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি তাঁর চলনশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

৩। তবুও তিনি দিব্য আলোর সাক্ষাৎ পেলেন না। মানুষের দুঃখে তিনি যেভাবে বিচলিত হয়েছিলেন তার সমাধানের কোনও পথ দেখতে পেলেন না।

৪। তিনি স্বগতোক্তি করে বললেন, "এটিও যথার্থ পথ নয়। আবেগবর্জিত, কিংবা পূর্ণজ্ঞানের মধ্যে কিংবা মুক্তির পথে একে পাওয়া যাবে না।

৫। কেউ পৃথিবীর জন্য দুঃখবরণ করে, কেউ স্বর্গলাভের আশায় কষ্ট করে, মনুষ্যজীবন বেশিরভাগ আশাভঙ্গের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট কিংবা সুখভোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে দুঃখভোগ করে।

৬। "আমার জীবনে এগুলিই কি আবর্তিত হল?

৭। "আমি যে চেষ্টা করেছি, তার মধ্য দিয়ে এসবের উত্তরণ সম্ভব নয়। এর মধ্য দিয়ে নিজে উচ্চমার্গে পৌঁছনো যায়?

৮। "আমার প্রশ্ন হল, এই কৃচ্ছ্রসাধনকেই কি ধর্ম আখ্যা দেওয়া যাবে?

৯। "এই সাধনায় মনের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শরীরকে কাজ করাতে, বা না করাতে বাধ্য করা যায়। এর মধ্য দিয়ে চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কারণ চিন্তা ছাড়া দেহ সারমেয় তুল্য।

১০। "সেই শরীরই যদি সব হয়, যে শরীরে বুদ্ধিবৃত্তির পুষ্টি হয়, সেই শরীর পরার্থে কাজ করতে পারে। কিন্তু এতেই বা কী মঙ্গল হবে?

১১। "যে শরীর শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সে কিছুতেই নতুন জীবন লাভ করতে পারবে না। খিদে, তৃষ্ণা, অবসাদ মানুষকে সিদ্ধ হতে বাধা দেয়।

১২। "মানুষ যদি স্থিতধী না হয়, কীভাবে সে মানসিক উন্নতির মাধ্যমে তার লক্ষ্যে পৌছবে?

১৩। "শরীরের চাহিদা মিটলেই মনের প্রশান্তি বাড়ে।

১৪। সেই সময় উরুবেলাতে সিনামী নামে একজন বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর মেয়ের নাম ছিল সুজাতা।

১৫। সুজাতাপুত্র লাভের আশায় বটবৃক্ষের কাছে একটি মানত করেছিল।

১৬। তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়। সে তার পরিচারিকা পুণ্যকে বটবৃক্ষটি নৈবেদ্যর জন্য সাজাতে বলে।

১৭। পুণ্য বটবৃক্ষের নিচে গৌতমকে দেখতে পেয়ে মনে করে বটবৃক্ষের দেবতা নিচে অবতরণ করেছে।

১৮। সুজাতা সেখানে এসে সোনার পাত্রে স্বহস্তে তৈরি খাদ্য গৌতমকে উপহার দিল।

১৯। গৌতম নদীর ধারে সেটি নিয়ে যান। সেখানে নদীর জলে স্নান করেন এবং সেটি ভক্ষণ করেন।

২০। এইভাবে তাঁর তপস্যার সমাপ্তি ঘটে।

২১। অন্য পাঁচজন মুনিবর গৌতমের এই সাধনভঙ্গে অতীব ক্রুদ্ধ হন। তাঁরা গৌতমকে পরিত্যাগ করেন।

অংশ ৪

১. নতুন পথে সাধনা

১। খাবার খাওয়ার কিছু পরে গৌতম সুস্থ বোধ করলেন। এর পর তিনি গভীর ভাবে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা ভাবতে লাগলেন। তিনি বুঝলেন তাঁর এতদিনের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

২। এই ব্যর্থতা বোধ এত তীব্র হল যে, অন্য কেউ হলে সে হতাশাগ্রস্ত হত। কিন্তু গৌতম দুঃখিত হলেন ঠিক-ই, কিন্তু হতাশায় অবসাদগ্রস্ত হননি।

৩। তিনি নতুন পথের সন্ধানের ব্যাপারে সবসময়-ই আশাবাদী ছিলেন। সেদিন রাত্রেও তিনি সুজাতার পাঠানো আহার খেলেন। গৌতম সে রাত্রে পাঁচটি

স্বপ্ন দেখলেন। পরের দিন তিনি সেই স্বপ্নের কী ব্যাখ্যা হতে পারে ভাবতে বসলেন এবং বুঝলেন, এবার তিনি নিশ্চিত ভাবেই সত্যের সন্ধান পাবেন।

৪। তিনি আগামী দিন সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে চেষ্টা করলেন। তিনি সুজাতার পরিচারিকা কর্তৃক আনীত খাদ্যের পাত্রটি নৈরাঞ্জনা নদীতে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, "যদি আমি জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত হই তবে এই পাত্রটি ঢেউয়ের ওপরে ভাসবে, নতুবা এটি তলিয়ে যাবে। পাত্রটি স্রোতের বিপক্ষেই ভাসতে লাগল এবং নাগরাজ কালার বাসস্থানের কাছে এসে ডুবে গেল।

৫। তিনি আশান্বিত হয়ে নিশ্চিত হলেন এবং উরুবেলা ত্যাগ করলেন। সন্ধ্যেবেলায় গয়েরের চওড়া রাস্তা বরাবর হাঁটতে শুরু করলেন। সেখানে তিনি একটি অশ্বত্থ গাছ দেখতে পেলেন। এবং মনে মনে ভাবতে লাগলেন যে, এবারে বোধ হয় নতুন আলোর সন্ধান পাবেন এবং এর মাধ্যমেই তিনি পৃথিবীর সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। এই বৃক্ষের নিচেই তিনি ধ্যানমগ্ন হবেন।

৬। চতুর্দিক বিবেচনা করে তিনি পূর্বদিককেই সাধনার উপযোগী দিক হিসাবে স্থির করলেন। কেননা পূর্বদিককেই প্রাচীন মুনিঋষিরা তাঁদের অজ্ঞানতা দূরীকরণের দিক হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন।

৭। গৌতম পা আড়াআড়িভাবে রেখে অশ্বত্থ গাছের নিচে বসলেন। জ্ঞানালোক প্রাপ্তির সিদ্ধান্তে অবিচল থেকে তিনি নিজের মনেই বললেন, আমার চামড়া, পেশি, মজ্জা শুকিয়ে গেলেও, মাংস, রক্ত নিঃশেষিত হলেও, আমি যতক্ষণ না জ্ঞানালোকাপ্রাপ্ত হচ্ছি, ততক্ষণ এই আসন ত্যাগ করব না।

৮। নাগরাজ কালা, যার শক্তি হাতিদের দলপতির সমতুল্য এবং তার স্ত্রী সুবর্ণপ্রভাসা অশ্বত্থ গাছের নিচে গৌতমকে দেখতে পেয়ে বুঝতে পারল ইনি যথার্থ জ্ঞানলাভের জন্যই এখানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

৯। তারা বারবার বলতে লাগল, "হে সাধু, সমস্ত পৃথিবী তোমার পদতলে এসে মিলিত হবে। তোমার দিব্য চেহারা সূর্যের মতো উজ্জ্বল। তুমি তোমার অভীষ্ট ফললাভ করবে।

১০। পাখি যেমন আকাশে নিজের ডানা মেলে অভিবাদন জানায়, হে পদ্মআঁখি,

মৃদুমন্দ বাতাস যেমন আকাশকে ভরিয়ে রাখে, তেমনই তুমিও তোমার অভীষ্ট পথে চরিতার্থতা লাভ করবে।"

১১। তিনি যখন ধ্যানে বসেছেন তখন একগুচ্ছ কু-চিন্তা এবং কু-আবেগ, পুরাণ বর্ণিত মার-শিশুরা (কাম) তাঁর মনে একে-একে প্রবেশ করতে লাগল।

১২। তারা যদি তাঁর সমস্ত শক্তি কেড়ে নেয় এবং তাঁর উদ্দেশ্যকে ভ্রষ্ট করে, এই কথা মনে হওয়াতে তিনি ভীত হয়ে উঠলেন।

১৩। তিনি জানতেন, বহু মুনিঋষি এই কু-কামনার বশবর্তী হয়েছেন।

১৪। তিনি নিজের সাহস সঞ্চয় করতে লাগলেন ও মারকে বললেন—আমার বিশ্বাস, বীরত্ব এবং জ্ঞান তিনটি রয়েছে। এই কু-শক্তি আমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। নদীর স্রোত শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তুমি আমার সিদ্ধান্তকে টলাতে পারবে না। আমি এ-ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প। জীবনে এইভাবে পরাজিত হওয়ার চেয়ে মৃত্যুকেই বরণ করব।

১৫। কাক পাথরকে মাংসখণ্ড ভেবে এবং তাকে সুখাদ্য ভেবে যেভাবে অগ্রসর হয়, কু-শক্তি গৌতমের মনে সেইভাবে প্রবেশ করেছিল।

১৬। কিন্তু কোনওরকম স্বাদ না পেয়ে সেখান থেকে ফিরে গেল। কু-শক্তি বিরক্তভরে গৌতমকে ত্যাগ করল।

২. জ্ঞানপ্রাপ্তি

১। তিনি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় যে খাদ্য খেয়েছিলেন, তাতে তাঁর ৪০ দিন পর্যন্ত চলেছিল।

২। তাঁর মনে যে কু-চিন্তার উদয় হচ্ছিল এবং যে চিন্তা তাঁর সাধনাকে বিঘ্নিত করছিল, খাদ্য খাওয়ার পর তার উপশম ঘটল, তিনি শক্তি অর্জন করলেন। এইভাবে জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য তিনি আবার ধ্যানমগ্ন হলেন।

৩। জ্ঞানালোক প্রাপ্তির জন্য তিনি চার সপ্তাহ ধ্যানমগ্ন ছিলেন। এর পর তিনি জ্ঞানালোকের চতুর্থ স্তরে এসে পৌঁছলেন।

৪। প্রথম স্তরে তিন-চারটি কারণ তিনি নির্ণয় করলেন। নির্জনতার ফলে তিনি অতি সহজেই তা আয়ত্ত করলেন।

৫। দ্বিতীয় স্তরটি হল মনোনিবেশ।

৬। তৃতীয় স্তর স্থিতধী ও স্মৃতিশক্তি।

৭। চতুর্থ ও সর্বশেষ স্তরে তিনি স্থিতধীর সঙ্গে শুদ্ধতা এবং স্মৃতিশক্তির সংযোজন করলেন।

৮। এইভাবে তিনি মনঃসংযোগ, পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা, নিষ্কলঙ্ক, নমনীয়, সুদক্ষ, দৃঢ় আবেগপ্রবণ—এইসব গুণাবলীর সঙ্গে কী উদ্দেশ্যে তিনি আত্মনিয়োগ করছেন, সেই সত্য বিস্মৃত না হয়ে যে প্রশ্নের উত্তর তিনি খুঁজছিলেন তাতে মনোনিবেশ করলেন।

৯। চতুর্থ সপ্তাহের শেষদিনের রাত্রিবেলা তাঁর অন্তরে এক আলোর সঞ্চার হল। তিনি অনুভব করলেন, দুটি সমস্যা রয়েছে। প্রথম সমস্যা—পৃথিবীতে দুঃখ আছে, দ্বিতীয় সমস্যা—কী করে একে দূর করা যাবে এবং বিশ্বকে সুখী করা যাবে।

১০। সর্বশেষে, চার সপ্তাহ ধ্যান করার পর তাঁর মনের অন্ধকার দূরীভূত হল, অন্তরে আলো উদ্ভাসিত হল। তাঁর অজ্ঞানতা দূর হল, জ্ঞানের উন্মেষ হল। তিনি নতুন পথের সন্ধান পেলেন।

৩. নতুন ধর্মের প্রবর্তন

১। ধ্যানমগ্ন অবস্থায়, গৌতম সাংখ্য দর্শন দ্বারাই বেশি অনুপ্রাণিত হচ্ছিলেন।

২। তিনি ভেবেছিলেন, বিশ্বের এই দুঃখ ও দুর্ভাগ্য দূর হওয়ার নয়। এটি অকাট্য সত্য।

৩। গৌতম পৃথিবীর দুঃখ দূর করার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু সাংখ্য দর্শন সেই পথের নির্দেশ দিতে পারেনি।

৪। সুতরাং, এই সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যায়, তিনি এবারে তাতে মনঃসংযোগ করলেন।

৫। তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন, "এই দুঃখ-দুর্দশার কারণ কী? মানুষ কেন এগুলি ভোগ করে?"

৬। তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, "কী করে এই দুঃখ দূর করা যায়?"

৭। এই দুটি প্রশ্নের মধ্য দিয়ে তিনি যথার্থ উত্তর পেলেন, যার নাম সম্মবোধি (যথার্থ জ্ঞানপ্রাপ্তি)।

৮। এই কারণেই অশ্বত্থ গাছকে বোধিবৃক্ষ বলা হয়।

৪. গৌতম বোধিসত্ত্ব ছিলেন, সম্মবোধির পরে তিনি বুদ্ধ হলেন

১। জ্ঞানালোক প্রাপ্তির আগে গৌতম ছিলেন বোধিসত্ত্ব। জ্ঞানপ্রাপ্তির পরেই তিনি হলেন বুদ্ধ।

২। বোধিসত্ত্ব কে এবং কী?

৩। বোধিসত্ত্ব হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি বুদ্ধ হতে চান।

৪। বোধিসত্ত্ব কী করে বুদ্ধ হলেন?

৫। বোধিসত্ত্ব পর পর দশটি জন্ম বোধিসত্ত্ব থাকবেন। বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ হওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

৬। প্রথম জীবনে তিনি মুদিতা অর্জন করবেন। মুদিতার অর্থ আনন্দ। বোধিসত্ত্ব তাঁর সমস্ত মলিনতা ঝেড়ে ফেলবেন। স্বর্ণকার যেমন রুপোর গাছ পরিষ্কার করে, চাঁদ যেমন মেঘমুক্ত হয়, একজন বেপরোয়া মানুষ তেমন-ই ভদ্র হয়ে পৃথিবীর মঙ্গল করতে পারে।

৭। বোধিসত্ত্ব তাঁর দ্বিতীয় জন্মে বিমল প্রাপ্তি হন। বিমলর অর্থ পবিত্রতা। এর মাধ্যমে তিনি কামনামুক্ত হন এবং দয়াশীল হন। সর্বজীবের প্রতি দয়াবান হন। তিনি মানুষের অন্যায়কে তোষণ করেন না, তেমন-ই কারও গুণকেও অমর্যাদা করেন না।

৮। তৃতীয় ধাপ হল প্রভাকরী। প্রভাকরীর অর্থ উজ্জ্বলতা। এই স্তরে বোধিসত্ত্বর মেধা আয়নার মতো স্বচ্ছ হয়। তিনি সর্বজ্ঞ হন এবং অনত্ত ও অনিক্যর যথার্থ মর্ম কী তার অনুসন্ধান করেন। তাঁর তখন সর্বোচ্চ জ্ঞান আহরণের স্পৃহা জাগরিত হয় এবং এর জন্য তিনি সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত হন।

৯। চতুর্থ জীবনে তিনি অসিতাচি প্রাপ্ত হন। অর্থ হল অগ্নির বোধি আয়ত্ত করা। বোধিসত্ত্ব এই সময় অষ্টম ধাপের পথ, চতুর্থ মনোনিবেশ, চতুর্থ ধাপের প্রতিযোগিতা, চতুর্থ ধাপের মানসিক শক্তি, পঞ্চম ধাপের নৈতিকতায় মনঃসংযোগ করেন।

১০। পঞ্চম জীবনে তিনি সুদুর্জয় জয় প্রাপ্ত হন। এর অর্থ, জয় করা কঠিন। তিনি জ্ঞাতিদের সম্পর্ককে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

১১। ষষ্ঠ জীবনে তিনি অভিমুখিতে উত্তরণ করেন। এই স্তরে তিনি প্রতিটি জিনিসকে ব্যাখ্যা করতে পারেন এবং তার কারণ নির্ণয় করতে পারেন। বারো নিধান এবং এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের নাম অভিমুক্তি। এই অভিমুখিতে অবিদ্যা-বিহত মাধ্যমে সমস্ত জীবের প্রতি সমবেদনা জাগরিত হয়।

১২। সপ্তম জীবনে বোধিসত্ত্ব দুরাঙ্গম হন। এর অর্থ দূরবর্ত্তী হওয়া। এই পর্যায়ে বোধিসত্ত্ব সময় ও ভৌতকে অতিক্রম করেন, তিনি তখন অনন্তের অন্যতম একজন হন, কিন্তু সমস্ত মানুষের প্রতি মনোবেদনাবশত তিনি হন নম-রূপা। যিনি সমস্ত কিছুর থেকে বিচ্ছিন্ন। পদ্মপাতায় যেমন জল আটকে থাকে না, তেমনই পৃথিবীর কোনও কামনা-বাসনাই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি তাঁর আপনজনের কাছ থেকে নিজের আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থ করেন এবং দান, ধৈর্য, কৌশল, শক্তি, ধীরতা, বুদ্ধি এবং সর্বোচ্চ জ্ঞান আহরণের অভ্যাস করেন।

১৩। এই পর্যায়ে তিনি ধর্মকে আয়ত্ত করেন। মানুষকে কিছু বুঝাতে গেলে তাঁকে অনেক বেশি কৌশলপূর্ণ এবং ধৈর্যশীল হতে হবে। মানুষ যত তাঁকে ভুল বুঝবে, তিনি ধীরতার মাধ্যমে তাকে জয় করবেন। কারণ তিনি জানেন, অজ্ঞতার জন্য তাঁকে তারা ভুল বুঝছে। কিন্তু কিছুতেই তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে না। এবং তিনি তাঁর জ্ঞান থেকে বিচ্যুত হবেন না। এবং সত্য পথ থেকে কিছুতেই ভ্রষ্ট হবেন না।

১৪। নবম জীবনে তিনি অচলা প্রাপ্ত হন। এই স্তরে তিনি নিশ্চল হয়ে পড়েন। বোধিসত্ত্ব হওয়ার সব রকম চেষ্টা থেকে তিনি নিবৃত হন। যা কিছু ভাল তাকেই তিনি অনুসরণ করেন। এই স্তরে তিনি যা চেষ্টা করেন তাতেই সফল হন।

১৫। নবম স্তরে তিনি সাধুমতী হন। এই পর্যায়ে তিনি সবকিছু জয় করেছেন এবং সকল ধর্ম কিংবা অবস্থার মধ্যে বিচরণ করেছেন এবং সময় যাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

১৬। দশম জীবনে তিনি ধর্মমেঘ প্রাপ্তি হন। এই স্তরে বোধিসত্ত্ব বুদ্ধের অলীক দৃষ্টি লাভ করেন।

১৭। বোধিসত্ত্ব এবারে দশম শক্তি লাভ করেন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য এটি অত্যন্ত জরুরি।

১৮। বোধিসত্ত্ব শুধুমাত্র এই দশটি শক্তিই আয়ত্ত করেন নি, তিনি প্রতি পদক্ষেপে এর পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্তির চেষ্টা করেন।

১৯। একটি পারমিতা একটি জীবনের পরিসমাপ্তি। প্রতিটি পারমিতায় বিশেষত্ব অর্জিত হয়। একজনের জীবনে একটি পারমিতা খুব একটা কম সময় নয়। কিন্তু অন্যের ক্ষেত্রে তা খুবই সামান্য।

২০। এটা তখন-ই সম্ভব যখন বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবেন। বুদ্ধ বোধিসত্ত্বর জীবনের সম্মীলিত রূপ।

২১। জাতকের মতাদর্শ অথবা বোধিসত্ত্বর জন্মন্তর ব্রাহ্মণদের অবতার মতাদর্শে নিহিত রয়েছে। অবতারের অর্থ ভগবানের পুনরাবির্ভাব।

২২। জাতকের মতাদর্শ বুদ্ধের জীবনকাহিনী নিয়েই বিধৃত। তাতে চরম শুদ্ধতাকেই জীবনের নির্যাস হিসাবে মনে করা হচ্ছে।

২৩। অবতার মতাদর্শে ঈশ্বরকে শুদ্ধ হতে হবে, এমন কথা বলা হয় না। ব্রাহ্মণদের অবতার মতাদর্শে বলা হয় যে, ঈশ্বর তাঁর অনুসরণকারীদের রক্ষার্থে মর্তে যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। কিন্তু এর জন্য তাঁকে বিশুদ্ধ কিংবা অবিনশ্বর হতে হয় না।

২৪। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য বোধিসত্ত্বর দশটি জন্মের মতাদর্শের সমতুল্য কিছু নেই। অন্য কোনও ধর্মে তাঁর প্রবর্তককে এত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়নি।

অংশ ৫

১. বুদ্ধ এবং বৈদিক ঋষিরা

১। বেদ মন্ত্র, স্তবগান ও স্তুতি দ্বারা লিপিবদ্ধ। এই সমস্ত স্তবগান যাঁরা উচ্চারিত করেছিলেন, তাঁদেরকে ঋষি বলা হয়।

২। মন্ত্র দিয়ে দেবতাদের বন্দনা করা হত। এই সমস্ত দেবতারা হলেন ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, সোম, ঈশাণ, প্রজাপতি, ব্রহ্ম, যম এবং অন্যান্যরা।

৩। এই বন্দনাগীতি শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য পাওয়ার আশায়, ভক্তদের কাছ থেকে খাদ্য, মাংস, মদ উপহার পাওয়ার আশায় গাওয়া হত।

৪। বেদে এমন কিছু দর্শনশাস্ত্র ছিল না। কিন্তু এমন কিছু বৈদিক ঋষি ছিলেন, যাঁরা দর্শনতত্ত্বে পারদর্শী ছিলেন।

৫। এইসব ঋষিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—(১) অঘোমর্শা, (২) প্রজাপতি পরমেশ্বর, (৩) ব্রহ্মমানসপতি,বা বৃহস্পতি (৪) অনিল, (৫) দীর্ঘতমস, (৬) নারায়ণ, (৭) হিরণ্যগর্ভ, (৮) বিশ্বকর্মনা।

৬। এই সমস্ত বৈদিক দার্শনিকরা কী করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে, কেমন করে মানুষ পৃথিবীতে এসেছে, কেন তারা একত্রিত অবস্থান করছে, কে সৃষ্টি করেছে এবং কীভাবে এর বিন্যাস ঘটেছে, কীসের থেকে এই পৃথিবী সৃষ্টি এবং কোথায় আবার তাদের প্রত্যাবর্তন হবে এইসব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন।

৭। অঘোমর্শা বলেছেন, তাপ থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। এই তাপই হল সৃষ্টির মূল কথা। এর থেকে শ্বাশ্বত নিয়মাবলী এবং সত্যের জন্ম। এর থেকেই রাত্রির জন্ম। রাত্রি জল এনেছে এবং জল থেকেই সময় নির্ণয় হয়।

৮। ব্রহ্মমানসপতির মতে, অনস্তিত্ব থেকেই এই জগৎ সংসারের সৃষ্টি। অনস্তিত্বর অর্থ অনিত্য। অনস্তিত্ব থেকেই অস্তিত্বের জন্ম। যা কিছুর অস্তিত্ব আছে এবং যা কিছু সম্ভব, সবকিছুর মূলেই রয়েছে অনস্তিত্ব।

৯। প্রজাপতি পরমেশ্বর যে সমস্যার সমাধান সূত্র খুঁজতে লাগলেন তা হল, "সত্তাহীনতা থেকেই কি সত্তার জন্ম?" তাঁর মতে, এটা একটা অযৌক্তিক প্রশ্ন। তিনি মনে করতেন, জলই হল আসল উৎস, যার থেকে প্রাণের উৎপত্তি। তাঁর মতে, জলের উৎপত্তি কোনও সত্তা বা সত্তাহীনতা বোধ থেকে নয়।

১০। পরমেশ্বর বস্তু ও চালিকাশক্তির মধ্যে কোনও পার্থক্য করেননি। তাঁর মতে জল-ই কতগুলি অন্তর্নিহিত শর্তে বিশেষ কিছুতে রূপান্তরিত হয়েছে, যার তিনি কাম, মহাজাগতিক, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি নামকরণ করেছেন।

১১। অনিল একজন বৈদিক দার্শনিক। তাঁর মতে, আসল পদার্থ হল বায়ু। বায়ুর চলনশক্তির ক্ষমতা রয়েছে। সুতরাং এর মধ্যেই সৃষ্টির শর্ত নিহিত রয়েছে।

১২। দীর্ঘতমস মনে করেন, সমস্ত প্রাণী সূর্যের ওপর নির্ভরশীল। সূর্য ওপরে উদিত হয় এবং তার অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারা অগ্রপশ্চাৎ চালিত করে।

১৩। ধূসর রঙের পদার্থের সমষ্টি হল সূর্য। তাই সে আলো বিকীরণ করে এবং বহ্নি প্রজ্বলিত করে।

১৪। সূর্য এইভাবে বহ্নি প্রজ্বলিত করে বলেই জলের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হল। জল থেকেই উদ্ভিদের সৃষ্টি। দীর্ঘতমস এই মত পোষণ করেছিলেন।

১৫। নারায়ণের মতে, বিশ্বসংসার সৃষ্টি হয়েছে পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বরের দ্বারা। পুরুষ-ই সূর্য, চন্দ্র, মর্ত্য, জল, অগ্নি, বায়ু, মধ্য বায়ু, আকাশ, প্রান্তর, ঋতু, বায়ুর মধ্যস্থিত প্রাণ, প্রাণী, বিভিন্ন ধরনের মানুষ, সমস্ত মানবিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছেন।

১৬। হিরণ্যগর্ভ যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা পরমেশ্বর ও নারায়ণের মতামতের মধ্যবর্তী একটি মতামত। হিরণ্যগর্ভ একটি সোনার উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন। এটিই বিশ্বসংসারের সবচেয়ে বৃহত্তম সৃষ্টি। এর থেকেই সমস্ত স্বর্গীয়, পার্থিব সব কিছুর জন্ম।

১৭। হিরণ্যগর্ভ অগ্নির কথাই বলতে চেয়েছিলেন। তিনি সূর্যরশ্মিকেই বিশ্ব সৃষ্টির কারণ হিসাবে নির্ণয় করেছেন।

১৮। বিশ্বকর্মার মতানুসারে জল-ই সমস্ত শক্তির উৎস এবং জল থেকেই সমস্ত প্রাণের সৃষ্টি এবং বিশ্বসংসার আবর্তিত হচ্ছে এসব তত্ত্ব অসমাপ্ত এবং অসন্তোষজনক। যদি জলই আদিশক্তি হয়, যার থেকে সমস্ত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে, তা হলে আমাদের ভাবতে হবে জল কোথা থেকে, কোন চলনশক্তি থেকে, কোন উৎস থেকে কোন নিয়মানুসারে এই শক্তি পেল।

১৯। বিশ্বকর্মার মনে করেন, ঈশ্বর-ই এই চালিকাশক্তির আধার। তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, এই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের আদিতে তিনিই রয়েছেন। এই মহাজাগতিক জগৎ সৃষ্টির আগে তিনিই বিরাজ করছেন। তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে সাজিয়েছেন। ঈশ্বর একমেবাদ্বিতীয়ম্। তিনি অদ্বিতীয়। তিনি অমর। তাঁর-ই নেতৃত্বাধীনে সমস্ত বিশ্ব আবর্তিত হচ্ছে। তিনি অন্তরে ও বাহিরে সর্বশক্তিমান। তিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনিই ধারক। পিতা হিসাবে তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, পালক হিসাবে তিনি আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা।

২০। বুদ্ধ এই সমস্ত ঋষিদের সবাইকে নমস্য বলে মনে করতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন দশজন আদি ঋষি এই মন্ত্রের আসল প্রণেতা।

২১। কিন্তু তিনি মনে করতেন, এই মন্ত্রের মধ্যে এমন কিছু নেই, যা মানুষের আত্মিক উন্নতি ঘটাতে পারে।

২২। তিনি মনে করতেন, বেদ মরুভূমির মতো সারবত্তাহীন।

২৩। বুদ্ধ সেইজন্য মন্ত্রকে শিক্ষা বা গ্রহণ করার উৎস বলে মনে করতেন না।

২৪। বুদ্ধ সেইভাবে বৈদিক ঋষিদের দর্শনের মধ্যে কিছুই খুঁজে পাননি। তাঁরা সত্যের সন্ধান করেছেন, কিন্তু সত্য লাভ করেননি।

২৫। তাঁদের মতামত ধারণার ওপরে প্রতিষ্ঠিত। তাতে না আছে যুক্তি, না আছে সত্যতা। তাঁদের দর্শন সামাজিক মূল্য প্রদর্শন করতে পারেনি।

২৬। তিনি বৈদিক ঋষিদের দর্শনকে পরিত্যাগ করেছিলেন।

২. কপিল : দার্শনিক

১। ভারতের প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে ঋষি কপিল ছিলেন বিশিষ্টতম ব্যক্তি।

২। তাঁর দর্শনতত্ত্ব ছিল অপূর্ব। দার্শনিক হিসাবে তাঁকে একটি শ্রেণী হিসাবে গণ্য করতে হয়।

৩। তাঁর তত্ত্ব অত্যন্ত চমকপ্রদ।

৪। প্রমাণ থাকলেই সত্যকে সমর্থন করা যায়। সাংখ্য ব্যবস্থার এটিই মূল কথা। প্রমাণ ছাড়া কোনও সত্য সংঘটিত হতে পারে না।

৫। সত্য প্রমাণের জন্য তিনি দুটি পথকে অনুসরণ করেছিলেন—১) প্রত্যক্ষকরণ, ২) সিদ্ধান্তকরণ।

৬) প্রত্যক্ষকরণের অর্থ হল, উপস্থিত বস্তুর মানসিক চিহ্নিতকরণ।

৭। সিদ্ধান্ত গ্রহণ তিন রকমের—১) কারণ থেকে পরিণতি, যেমন মেঘ থেকে বৃষ্টি, ২) পরিণতি থেকে কারণে উপত্যকায় নদীর উচ্ছ্বাস থেকে পাহাড়ে বর্ষণ, ৩) উপমা দিয়ে বলা যায়, মানুষের চলনশক্তি আছে বলেই স্থান পরিবর্তন হয়, নক্ষত্রের চলৎশক্তি আছে বলেই বিভিন্ন জায়গায় তাদের দেখতে পাওয়া যায়।

৮। তাঁর পরবর্তী মতবাদ নিমিত্তবাদ, সৃষ্টিবাদ এবং তার কারণ।

৯। কপিল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পেছনে কোন অস্তিত্ব রয়েছে সেই মতকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, একটি পাত্র নির্মাণের পূর্বে যেমন মৃত্তিকা ছিল, বস্ত্র নির্মাণের পূর্বে যেমন সুতো ছিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্বেই তার শর্তগুলি ছিল।

১০। কপিল এই কারণের ভিত্তিতেই বিশ্বসংসার যে কোনও একজনের দ্বারা সৃষ্টি, এই মতকে বাতিল করে দিয়েছেন।

১১। কিন্তু অন্যান্য কারণগুলিকে নিজের মতের সহায়ক হিসাবে দেখিয়েছেন।

১২। অস্তিত্ব ছাড়া কোনও ক্রিয়াকলাপ সংগঠিত হতে পারে না। নতুন কোনও সৃষ্টি হতে পারে না। যে পদার্থ দিয়ে এটি নির্মিত, সেই পদার্থগুলি এটি গঠিত হওয়ার আগেই অবস্থান করছিল। এই সমস্ত পদার্থ থেকে একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন হতে পারে। একটি বিশেষ পদার্থই বিশেষ সুফল আনতে পারবে।

১৩। এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডের উৎস তা হলে কী?

১৪। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড যা কিছু থেকে উদ্ভূত এবং যা কিছু থেকে উদ্ভূত নয় সেগুলির সমষ্টি নিয়েই গঠিত বলে কপিল মুনি মনে করেন।

১৫। নির্দিষ্ট কোনও বস্তু অপ্রকাশিত কোনও বস্তুর উৎস হতে পারে না।

১৬। নির্দিষ্ট কোনও জিনিস এই বিশালত্বের কাছে ক্ষুদ্র। বিশ্বের উৎসের প্রকৃতির সঙ্গে তা অত্যন্ত বেমানান।

১৭। প্রত্যেকটি পৃথক জিনিসের-ই একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। সেইজন্য কেউই একে অপরের চূড়ান্ত উৎস হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না। এবং যেহেতু সকলে একই উৎস থেকে এসেছে, সেহেতু তারা সেই উৎসটিকে গঠন করতে পারবে না।

১৮। কপিল আরও যুক্তি দিয়ে বলেন যে, কারণ থেকে ফলাফলের তারতম্য ঘটতে পারে। কিন্তু তার মধ্যেও কারণগুলি থেকেই যায়। সেইজন্য ব্রহ্মাণ্ড কখনও আসল কারণ হতে পারে না। এটি কিছু আসল কারণ থেকেই উদ্ভূত।

১৯। যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয় অপ্রকাশিত বস্তুকে কেন অনুভব করা যায় না, কেন এর চলনশক্তি বোঝা যায় না। কপিল মুনি উত্তরে বলেন :

২০। এর অনেকগুলি কারণ আছে। এর সূক্ষ্ম প্রকৃতির জন্যই হয়তো অনুধাবন করা যায় না। কোনও অস্তিত্বের আনুষঙ্গিক জিনিসকে যেমন বুঝা যায় না। খুব দূরত্ব কিংবা অতি নৈকট্যের জন্যও হতে পারে। তৃতীয় কোনও সত্তার মধ্যস্থতার ফলেও হতে পারে, একই পদার্থের মিশ্রণের ফলেও হতে পারে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় অতীব শক্তিশালী কোনও বস্তুর উপস্থিতির

জন্য অথবা সে সম্পর্কে অজ্ঞতার জন্য। কিংবা বিশ্লেষণকারীর বোধের অভাবের জন্যও হতে পারে।

২১। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয়, তা হলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎস কোথায়? কে বিশ্বের এই প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অংশের তফাতকে নির্ণয় করবে?

২২। কপিল মুনি উত্তরে বলেন, যে জিনিস প্রকাশিত হয়েছে তারও কারণ আছে। যে জিনিস প্রকাশিত হয়নি তারও কারণ আছে। কিন্তু উভয় উৎসই কারণভিত্তিক নয় এবং তা পৃথক পৃথক।

২৩। যে সব জিনিস প্রকাশিত হয়েছে তারা সংখ্যায় অনেক কিন্তু নাম ও সময় নির্ণয়ে তারা সীমিত। উৎস এক, শাশ্বত এবং ব্যাপ্ত। যেসব জিনিস প্রকাশিত হয়েছে তার কর্মশক্তি রয়েছে এবং তারা বিভক্ত। সবকিছুর উৎস রয়েছে কিন্তু তার কোনও ক্রিয়াকলাপ নেই। সে বিভক্ত নয়।

২৪। কপিলের মতে, অপ্রকাশিত জিনিসের উন্নতি হয় তিনটি সোপান বেয়ে। সেগুলি হল সত্ত্ব, রজ এবং তম। এগুলিকেই গুণ বলা হয়।

২৫। প্রথমটি হল আলো, সেটি মানুষকে আনন্দ দান করতে পারে। দ্বিতীয়টি বাধ্য করায়, মুগ্ধ করে এবং কাজ করতে প্রবৃত্ত করে, তৃতীয়টি যা কিছু ওজন সাপেক্ষ তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, ঔদাসীন্য এবং কর্মহীনতার পরিবেশ তৈরি করে।

২৬। এই তিনটি গুণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তারা একে অপরকে গ্রাস করে, সমর্থন করে এবং পরস্পর পরস্পরকে আকৃষ্ট করে। এদের সম্পর্ক প্রদীপ, শিখা, তেল এবং সলতের মতো।

২৭। যখন এই তিনটি গুণ নিজেদের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারবে তখন কেউ কাউকে গ্রাস করবে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্থির থাকবে, বিবর্তন আসবে না।

২৮। যখন এরা ভারসাম্য হারায় তখন একে অপরকে গ্রাস করে, বিশ্বের পরিবর্তন ঘটে ও বিবর্তন আসে।

২৯। কেন এই গুণগুলি ভারসাম্য হারাবে? এই প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, এর কারণ হল দুঃখ।

৩০। কপিল মুনির দর্শনতত্ত্ব এইরকম।

৩১। সমস্ত দর্শনতত্ত্বের মধ্যে কপিল মুনির দর্শনতত্ত্ব বুদ্ধকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল।

৩২। তিনিই একমাত্র দার্শনিক, যাঁর শিক্ষাকে বুদ্ধ সবচেয়ে বেশি যুক্তিপূর্ণ ও তথ্যভিত্তিক মনে করেছিলেন।

৩৩। কিন্তু কপিলের সব শিক্ষাকেই তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। কেবল তিনটি জিনিস তিনি কপিলের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

৩৪। সত্য তথ্যের ওপরে নির্ভরশীল, তাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সুচিন্তা সবসময় যুক্তিগ্রাহ্য হয়।

৩৫। ঈশ্বর আছেন এবং তিনিই এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা এই তথ্যের পেছনে কোনও যুক্তি আছে কিংবা প্রামাণ্য সত্য আছে বলে তিনি মনে করতেন না।

৩৬। তিনি মনে করতেন, পৃথিবীতে দুঃখ আছে।

৩৭। কপিল মুনির অন্যান্য শিক্ষাকে এই প্রসঙ্গে অযৌক্তিক বলে মনে করছেন।

৩. ব্রাহ্মণ

১। বেদের পরবর্তী ধর্মগ্রন্থের নাম ব্রাহ্মণ। উভয়েই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। বস্তুত ব্রাহ্মণ বেদের-ই অংশ। উভয়েই এক-ই সঙ্গে প্রণীত হয়েছিল। এবং এরা শ্রুতি নামে পরিচিত।

২। ব্রাহ্মণ দর্শন চারটি ভাগে বিভক্ত :

৩। প্রথম ভাগ বেদ। বেদ শুধুমাত্র পবিত্রই নয়, অপ্রাপ্ত এবং প্রশ্নাতীত।

৪। ব্রাহ্মণ দর্শনের দ্বিতীয় ভাগে। আত্মার মুক্তির কথা বলা হয়। বৈদিক দান, ধ্যান, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন এবং ব্রাহ্মণদের নৈবেদ্য প্রদান-এর মধ্য দিয়ে আত্মার মুক্তির কথা বলা হয়েছে এবং এর ফলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

৫। বেদে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ দর্শন শুধুমাত্র আদর্শ ধর্ম নয়, আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার যথোপযুক্ত তত্ত্ব।

৬। এই আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার নাম চাতুর্বর্ণ। বেদে এ সম্পর্কেই লেখা রয়েছে। যেহেতু বেদ অপ্রাপ্ত, সেইজন্য তার ঔচিত্য সম্পর্কে কোনও প্রশ্নই করা যাবে না। সেইজন্য চাতুর্বর্ণ এমন এক ধরনের সমাজব্যবস্থা, যা মানতে বাধ্য এবং তা প্রশ্নাতীত।

৭। এই ধরনের সমাজ-ব্যবস্থা কতগুলি নিয়মের ওপরে প্রতিষ্ঠিত।

৮। প্রথম নিয়ম হল—এই সমাজ-ব্যবস্থা চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত, (১) ব্রাহ্মণ, (২) ক্ষত্রিয়, (৩) বৈশ্য ও (৪) শূদ্র।

৯। দ্বিতীয় নিয়ম হল, এই চারটি শ্রেণীর মধ্যে কোনও সমতা নেই। এই অসমতার ভিত্তিতেই তারা একসঙ্গে বাস করবে।

১০। ব্রাহ্মণদের স্থান সবচেয়ে উঁচুতে। ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণের পরে, কিন্তু বৈশ্যদের ওপরে। বৈশ্যরা ক্ষত্রিয়দের নিচে কিন্তু শূদ্রদের ওপরে এবং সবার শেষে থাকবে শূদ্ররা।

১১। এই চারটি শ্রেণী অধিকার ও সুযোগ-সুবিধের ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরের কাছে সমান নয়।

১২। ব্রাহ্মণরা চায় তাদের সব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধে রয়েছে। আবার ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের মতো সব সুযোগ-সুবিধে ভোগ করতে পারবে না। তারা বৈশ্যদের চেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধে ভোগ করতে পারবে। বৈশ্যরা শূদ্রদের চেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধে ভোগ করতে পারবে। কিন্তু ক্ষত্রিয়রা যতটা সুযোগ-সুবিধে পাবে, ততটা বৈশ্যরা পাবে না। কিন্তু শূদ্ররা সমাজের কোনও সুযোগ-সুবিধেই ভোগ করতে পারবে না। তারা ওপরের এই তিনটি শ্রেণীকে সবসময় খুশি করে চলবে।

১৩। চাতুর্বর্ণের তৃতীয় নিয়মটি পেশা সংক্রান্ত ব্যাপারে। ব্রাহ্মণদের পেশা হল শিক্ষাগ্রহণ। শিক্ষাদান, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান করা। ক্ষত্রিয়দের পেশা হল যুদ্ধ। বৈশ্যরা ব্যবসা করবে। শূদ্ররা এই তিন শ্রেণীর সেবা করবে। পেশাগত এই ভাগ চূড়ান্ত ছিল। এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর পেশাকে অতিক্রম করতে পারবে না।

১৪। চাতুর্বর্ণের চতুর্থ নিয়ম শিক্ষাগত অধিকার সম্পর্কে। চতুর্থবর্ণে ওপরের তিন শ্রেণীকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। শূদ্রদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। শুধুমাত্র শূদ্রদের-ই নয়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সব শ্রেণীর মহিলাদেরই এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

১৫। এর পর পঞ্চম নিয়ম। এই নিয়ম অনুসারে মানুষের জীবনকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম ভাগের নামে ব্রহ্মচর্য, দ্বিতীয় ভাগ গার্হস্থ্য ধর্ম, তৃতীয় ভাগ বানপ্রস্থ ও চতুর্থ ভাগ সন্ন্যাস।

১৬। প্রথম ভাগের উদ্দেশ্য হল অধ্যয়ন ও শিক্ষা। দ্বিতীয় ভাগের উদ্দেশ্য হল বিবাহিত জীবন যাপন, তৃতীয় ভাগের উদ্দেশ্য হল একটি মানুষকে সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়া এবং সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া।

কিন্তু এইসময় সংসার থেকে অবসর নেয় না। চতুর্থ ভাগের উদ্দেশ্য হল একটি মানুষ ঈশ্বরের সন্ধানে নিজেকে নিয়োজিত করবে এবং তার সঙ্গে একাত্ম হতে চেষ্টা করবে।

১৭। এইসব স্তরের সুফলগুলি এই তিন উচ্চবর্ণের মানুষেরাই ভোগ করবেন। প্রথম স্তর শূদ্ররা এবং অন্যান্য শ্রেণীর মহিলারা ভোগ করবেন না। শূদ্ররা ও মহিলারা শেষ স্তরটি থেকেও বঞ্চিত।

১৮। চতুর্থ বর্ণের আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার ভাগ এইরকম-ই ছিল। ব্রাহ্মণেরা এই নিয়ম প্রণয়ন করেছেন এবং তাঁরাই কোনওরকম ভুলভ্রান্তি ছাড়াই এই সমাজ-ব্যবস্থার কথা উপলব্ধি করেছিলেন।

১৯। ব্রাহ্মণ দর্শনের চতুর্থ ভাগ হল কর্মতত্ত্ব। এর মধ্যে জন্মান্তরের তত্ত্ব নির্দেশিত রয়েছে। ব্রাহ্মণদের কর্ম সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর—আত্মা কোথায় নতুন দেহে নতুন জন্মে অনুপ্রবেশ করে। ব্রাহ্মণ দর্শনে বলা হয়েছে এটি মানুষের অতীত কর্মের ওপরে নির্ভরশীল। অর্থাৎ তার কর্মের ওপরে নির্ভরশীল।

২০। বুদ্ধ ব্রাহ্মণদের এই প্রথম তত্ত্বের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি বেদ অভ্রান্ত এবং প্রশ্নাতীত, এই মতবাদকে তীব্র ভর্ৎসনা করেছিলেন।

২১। তাঁর মতে, কিছুই অভ্রান্ত কিংবা চূড়ান্ত হতে পারে না। প্রত্যেকটা মতবাদ-ই বারবার পরীক্ষা করে দেখা যায় এবং বারবার পুনর্বিবেচনা করা যায়।

২২। মানুষ সত্য কী এবং যথার্থ সত্য কী তা জানতে চাইবে। তাঁর মতে, চিন্তার মুক্তি সবচেয়ে জরুরি। এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, চিন্তার মুক্তিই সত্য নির্ণয় করতে সাহায্য করে।

২৩। বেদ অভ্রান্ত বলার অর্থ চিন্তার স্বাধীনতাকে বিসর্জন দেওয়া।

২৪। এইসব কারণে ব্রাহ্মণ দর্শনকে তিনি জঘন্য মনে করতেন।

২৫। তিনি ব্রাহ্মণ দর্শনের দ্বিতীয় তত্ত্বেরও বিরোধিতা করেছিলেন। তবে তিনি তাদের দান-ধ্যানকে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সত্যিকারের দান-ধ্যান ও মিথ্যা দান-ধ্যানের তফাত করেছিলেন।

২৬। যে দানে আত্মকৃচ্ছ্রসাধন রয়েছে তাকে তিনি সত্যিকারের ত্যাগ বলে মনে করতেন। কিন্তু নিজের স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য যখন বলি দেওয়া হয় তিনি তাকে মিথ্যা ত্যাগ বলেছেন।

২৭। ব্রাহ্মণদের দান-ধ্যান মূলত দেবতাকে খুশি করার জন্য বলি দান। তিনি একে মিথ্যে দান বলেছেন। আত্মার মুক্তি হলেও তিনি এ-সবের বিরোধিতা করেছেন।

২৮। বলির বিপক্ষে যাঁরা মতবাদ দিয়েছেন, তাঁরা ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, "যদি কেউ বলি দিলে স্বর্গে যেতে পারে, তবে যে কেউ তাদের পিতাকে বলি দিতে পারে। তবে এটা স্বর্গে যাওয়ার অনেক সহজ পথ হবে।"

২৯। বুদ্ধ সর্বান্তঃকরণে এই যুক্তি সমর্থন করেছিলেন।

৩০। যেমন বলিদান সম্পর্কে তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন তেমনই চাতুর্বর্ণের মতবাদ সম্পর্কিত বীতরাগ হয়েছিলেন।

৩১। চাতুর্বর্ণের এই সংস্থাগুলিকে বুদ্ধ স্বাভাবিক সংস্থা বলে মনে করতেন না। এই শ্রেণীবিভাগকে তিনি স্বেচ্ছাচারী বলে মনে করতেন। তিনি মনে করতেন এই সমাজ-ব্যবস্থা আদেশ করার জন্য তৈরি হয়েছে। তিনি মুক্ত সমাজ-ব্যবস্থা ও খোলামেলা সমাজ-ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন।

৩২। ব্রাহ্মণদের এই চাতুর্বর্ণ ব্যবস্থা একটি স্থায়ী সমাজ-ব্যবস্থা। একে পরিবর্তন করা যাবে না। একজন ব্রাহ্মণ সবসময়-ই ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয় সবসময়-ই ক্ষত্রিয়, একজন বৈশ্য সবসময়-ই বৈশ্য, একজন শূদ্র সবসময়-ই শূদ্র। জন্ম অনুসারে সমাজে তার পরিচয়। পাপ সবসময়-ই নিন্দনীয়। কিন্তু তার পাপ কাজ তাকে তার মর্যাদা থেকে কখনও সরাতে পারবে না। গুণ নিঃসন্দেহে মহৎ, কিন্তু কোনও মানুষ গুণের দ্বারা মহৎ পরিচিত হতে পারে না। এই ব্যবস্থায় যোগ্যের কোনও স্থান নেই। নিজেকে যোগ্য করে তোলারও কোনও মূল্য নেই।

৩৩। প্রত্যেক সমাজেই বৈষম্য রয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে এর তফাত রয়েছে। ব্রাহ্মণদের নির্দেশিত বৈষম্য একটি স্থায়ী বিধান। এখানে বিকশিত হওয়ার কোনও সুযোগ নেই। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সমতা বোধে বিশ্বাসী নয়। বস্তুত এরা সাম্য বোধের ঘোরতর বিরোধী।

৩৪। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বৈষম্য নীতি প্রণয়ন করেই ক্ষান্ত হয়নি। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে আত্মার স্তর নিরূপণেও বৈষম্য রয়েছে।

৩৫। বুদ্ধ মনে করতেন, এই অসাম্যের ফলে যে অনৈক্য তৈরি হবে, তাতে এমন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, যেখানে ঘৃণা সঞ্চারিত হবে। বিদ্বেষ ধূমায়িত হবে এবং স্থায়ী সংঘর্ষের উৎস গড়ে উঠবে।

৩৬। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে এই চাতুর্বর্ণের বৃত্তিও স্থির করে দেওয়া হয়েছে। নিজের পেশা স্থির করবার কোনও স্বাধীনতা কারও নেই। যোগ্যতা অনুসারে এই বৃত্তি স্থির হয় না, জন্ম অনুসারে স্থির হয়।

৩৭। চাতুর্বর্ণের এই নিয়মাবলীকে সযত্নে সমীক্ষা করে বুদ্ধের এই সিদ্ধান্তে আসতে এতটুকু কষ্ট হয়নি যে, ব্রাহ্মণ্য দর্শনে শুধু ভ্রান্তিই ছিল না, স্বার্থান্বেষও ছিল।

৩৮। বুদ্ধর কাছে এটি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, এঁরা সকলের স্বার্থ দেখেননি, সকলের মঙ্গলও কামনা করেননি। মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই এগুলি তৈরি করা হয়েছে। এমনভাবে প্রণীত হয়েছে, যেন এরা নিজস্ব কায়দায় ঘোষিত অতিমানব।

৩৯। যারা দুর্বল তাদেরকে দাবিয়ে রাখা এবং তাদেরকে সম্পূর্ণ বশ্যতায় আনার ফন্দি হিসেবেই এগুলি তৈরি হয়েছে।

৪০। বুদ্ধ বলেছিলেন, ব্রাহ্মণদের কর্ম অনুশাসন এমনভাবে গঠিত হয়েছে যে, এতে বিদ্রোহ করার শক্তিকে একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে। নিজের দুঃখের জন্য নিজেই দায়ী, অন্য কেউ নয়। বিদ্রোহ করে এর পরিসমাপ্তি ঘটানো সম্ভব নয়। কেননা এই দুঃখ তার পূর্বকর্মের ফলস্বরূপ। সুতরাং এই তার ভবিতব্য।

৪১। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে শূদ্র মহিলাদের স্বার্থ সবচেয়ে বেশি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনওরকম বিদ্রোহ করার অধিকার তাদের নেই।

৪২। তাদের শিক্ষার অধিকার না থাকার ফলে তারা কোনওদিন বুঝতেও পারবে না তাদের এই অবস্থার জন্য দায়ী কে? তারা কোনওদিন বুঝতেও পারবে না যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তাদের জীবনের গৌরবকে কেড়ে নিয়েছে। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে বরং তারা ব্রাহ্মণদের ভক্ত হয়েছে এবং ব্রাহ্মণদের পুজো করে আসছে।

৪৩। স্বাধীনতার জন্য অস্ত্রধারণের অধিকার মানুষমাত্রের-ই আছে। কিন্তু শূদ্ররা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত।

৪৪। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে ব্রাহ্মণদের স্বার্থপরতা, ক্ষত্রিয়দের শক্তির দম্ভ এবং বৈশ্যদের সম্পদের চক্রান্তের শিকার হয়েছে শূদ্ররা।

৪৫। এই ব্যবস্থার কি সংশোধন করা যাবে? তিনি জানতেন এগুলি ঈশ্বর

নির্দেশিত বিধিনিষেধ বলেই সবাই মনে করে। সুতরাং এর পরিবর্তন করা মুশকিল।

৪৬। এইসব কারণে বুদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে ত্যাগ করেছিলেন, কেননা তিনি মনে করতেন এগুলি জীবনের সত্যপথ নির্দেশ করতে পারেনি।

৪. উপনিষদ এবং তার শিক্ষা

১। উপনিষদও সাহিত্য। এটি বেদের অংশ নয়। এটা অতিপ্রাকৃত।

২। ঠিক একই ভাবে এটিও ধর্মীয় সাহিত্য।

৩। উপনিষদের সংখ্যা অনেক। এর মধ্যে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ, কোনও কোনওটার কোনও গুরুত্বই নেই।

৪। কারও কারও স্থান বৈদিক পুরোহিতদের সমতুল্য।

৫। প্রত্যেকেই বেদ অধ্যয়নকে অজ্ঞতার শিক্ষা বলে মনে করতেন।

৬। তাঁরা বুঝেছিলেন এই চতুর্বেদ অধ্যয়নের অর্থ জ্ঞান আহরণ নয়।

৭। বেদের জন্ম যে ঈশ্বরপ্রসূত, এই নিয়ে সকলের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে।

৮। প্রত্যেকেই ব্রাহ্মণদের এই বলিদান, অন্তেষ্টি ক্রিয়াকলাপ, পুরোহিতদের উৎসর্গ ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মৌলিক মতবাদগুলির বিরোধিতা করেছে।

৯। উপনিষদের বিষয়বস্তু এগুলি নয়। উপনিষদে ব্রহ্মা এবং আত্মা নিয়ে আলোচিত হয়েছে।

১০। ব্রহ্মা সর্বব্যাপ্ত শক্তি, যিনি পৃথিবীকে ধরে রেখেছেন। এবং ব্রহ্মাকে উপলব্ধি করলে আত্মার মুক্তি সম্ভব।

১১। উপনিষদের প্রধান তত্ত্ব হল ব্রহ্মাই বাস্তব এবং আত্মা ব্রহ্মার মতো বাস্তব। ব্রহ্মা উপাধির সঙ্গে এমন ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকে যে, আত্মা বুঝতেই পারে না যে, সে নিজেই ব্রহ্মা।

১২। এখন প্রশ্ন হল—ব্রহ্মা কি আদৌ রয়েছেন? উপনিষদের মধ্যেই এসব প্রশ্নের উত্তর রয়েছে।

১৩। বুদ্ধ ব্রহ্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনও সত্যতা খুঁজে পাননি। তাই তিনি একে বাতিল করে দিয়েছেন।

১৪। উপনিষদের প্রণেতাদের এ ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন করা হয়নি। তাঁরা হলেন—

১৫। বৃহাদারণ্যক উপনিষদের এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্য।

১৬। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "ব্রহ্মা কী? আত্মা কী?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিয়েছিলেন, "নেতি নেতি আমি জানি না, আমি জানি না।"

১৭। বুদ্ধর প্রশ্ন হল, যে জিনিসের অস্তিত্ব সম্পর্কে কেউ জানে না, তবে তার অস্তিত্ব কী করে বাস্তব হয়? তিনি উপনিষদের ব্যাখ্যাকে পুরোপুরি কল্পনাপ্রসূত বলে বাতিল করে দিয়েছেন।

অংশ ৬

তাঁর সমসাময়িক

১। গৌতম যখন প্রব্রজ্যা নেন, তখন দেশে ব্যাপকভাবে বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণ্য দর্শন ছাড়াও আরও বাষট্টিটি বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্র গড়ে উঠেছিল। সকলেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধিতা করে। তার মধ্যে ছ'টি উল্লেখযোগ্য।

২। এইসব দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তিনি হলেন পুরণ কাস্‌সপ। তাঁর মতামতের নাম আক্রিয়বাদ। তিনি মনে করতেন, কর্ম দ্বারা আত্মা নিয়ন্ত্রিত হয় না। কারও কর্মের দ্বারা প্রাপ্তি হয়, কারও কর্ম না করেও প্রাপ্তি হয়। কেউ অন্যায় করে, কেউ কাউকে হত্যা করে। কেউ চুরি করে, কেউ-বা ডাকাতি করে। কারও চুরি বা ডাকাতির মাধ্যমে প্রাপ্তি ঘটে। কেউ দুষ্কৃতি করে, কারও দুষ্কৃতির মধ্য দিয়ে প্রাপ্তি ঘটে। কেউ মিথ্যাচারণ করে, মিথ্যে কথা বলে অনেক কিছু পায়। এসবের কোনও কিছুই আত্মাকে স্পর্শ করে না। কেউ অসৎ চরিত্র কিংবা লম্পট হতে পারে, কিন্তু সেই পাপ আত্মাকে স্পর্শ করে না। কোনও ভাল কাজও আত্মাকে পবিত্র করে না। যখন একজন মানুষের মৃত্যু হয়, তখন যে পদার্থ দিয়ে সে তৈরি সেই পদার্থেই লীন হয়ে যায়। মৃত্যুর পরে কোনও কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না, না আত্মার, না দেহের।

৩। দর্শনশাস্ত্রের অন্য একটি গোষ্ঠী হল নিয়তিবাদ। এই শাস্ত্রের প্রবক্তা হলেন মক্‌খলি গোসাল তিনি অদৃষ্টবাদ ও নিয়তিবাদে বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন, কেউ কোনও কিছু করতে পারে না। কেউ কোনও কিছু নাশও করতে পারে না। ঘটনা ঘটে। কেউ কোনও কিছু ঘটাতে পারে না। কেউ দুঃখ দূর করতে পারে না। দুঃখ বাড়াতে পারে না, কিংবা নির্মূল করতে পারে না। পৃথিবীতে কেউ কারও দুঃখ লাঘব করতেও পারে না।

৪। তৃতীয় গোষ্ঠী উচ্ছেদবাদ নামে পরিচিত। এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন অজিত কেশকম্বল। তিনি বিলয় মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে

করতেন যজ্ঞ বা হোম বলে কিছু নেই। তিনি বলেন, এসব কিছুই নেই। কর্মের সুফল বা কু-ফল, সবই আত্মা ভোগ করে। স্বর্গও নেই, নরকও নেই। অসুখী হওয়ার মতো কতগুলি কারণ দিয়ে মানুষ তৈরি। আত্মার এর থেকে মুক্তি নেই। এই দুঃখ এবং অসন্তোষ আপনা-আপনি স্তব্ধ হয়ে যায়। মহাকালপাশের চুরাশি লক্ষ আবর্তনের পর আত্মার আবার জন্ম হয়। এবং তখন-ই আত্মা এই অশান্তি ও দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পায়, এর আগে নয়।

৫। চতুর্থ গোষ্ঠী হল অন্নিয়নিয়বাদ। এই মতবাদের রচয়িতা ছিলেন পকুধ-কচ্চায়ন। তিনি বলেন, সাতটি বিষয়বস্তু আছে—প্রাতভি, অপেয়, তেজ, বায়ু, মুখ, দুঃখ এবং আত্মা। এইসব মিলিয়েই প্রাণের সৃষ্টি। প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে পৃথক। কেউ কাউকে প্রভাবিত করতে পারে না। সবাই একা-একাই অবস্থান করছে এবং তারা শাশ্বত। কেউ তাদেরকে ধ্বংস করতে পারবে না। এমনকী যদি কেউ তাদের মাথা কেটেও ফেলে, তবু তাকে হত্যা করতে পারবে না। কারণ অস্ত্র শুধুমাত্র এইসব পদার্থের মধ্যে অনুপ্রবেশই করে মাত্র, কিন্তু এদের কখনও মৃত্যু হয় না।

৬। সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্ত নিজেই নিজের গোষ্ঠীর প্রবক্তা। এটি বিক্ষেপবাদ নামে পরিচিত। এটি যথেষ্ট সন্দেহজনক। তিনি বলেন, কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে স্বর্গ আছে, আমি যদি মনে করি স্বর্গ আছে, তবে বলব, হ্যাঁ। যদি মনে করি না, তবে বলব, না। কেউ যদি বলে, মানুষ কি সৃষ্টি হয়েছে? মানুষ তার কৃতকর্মের ভাল হোক, মন্দ হোক ফল ভোগ করে কিনা, মৃত্যুর পরে আত্মার মৃত্যু হয় কিনা, আমি বলব, না। কেননা আমি বিশ্বাস করি, এগুলি কিছুই নেই। সঞ্জয় বেলাপুত্ত এই মতবাদের প্রচারক ছিলেন।

৭। ষষ্ঠ গোষ্ঠী হল নির্গ্রন্থ নাথপুত্ত। এই ধর্মের প্রচারক ছিলেন মহাবীর। বুদ্ধ যখন নতুন পথের সন্ধান করছেন, তিনি তখন জীবিত। মহাবীরের অপর নাম নির্গ্রন্থ নাথপুত্ত। মহাবীর শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, মানুষের অতীত ও বর্তমান জীবনের কৃতকর্ম অনুযায়ী তার আবার পুনর্জন্ম হয়। তিনি বলেন, তপশ্চর্যার মধ্য দিয়ে পাপকর্মের নিবৃত্তি ঘটে। পাপ কর্মকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তিনি চতুর্যম ধর্ম পালন করতে বলেছিলেন। এই ধর্মের চারটি নিয়ম, (১) কাউকে হত্যা করবে না, (২) চুরি করবে না, (৩) মিথ্যে কথা বলবে না, (৪) সম্পত্তি থাকবে না এবং কৌমার্য পালন করতে হবে।

২. সমসাময়িকদের প্রতি তাঁর মনোভাব

১। বুদ্ধ এই নতুন দর্শনকে গ্রহণ করেননি।

২। গ্রহণ না করার পেছনে অনেকগুলো কারণ ছিল।

৩। পুরণ কাস্সপ বা পকুধ কচ্চানের মতবাদ যদি সত্য হয় তবে যে কেউ-ই অন্যায় বা ক্ষতি করতে পারে। কেউ সামাজিক দায়িত্ব পালন না করে কিংবা সামাজিক পরিস্থিতির কথা না ভেবে কাউকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারে।

৪। যদি মক্‌খলি গোসাল মতবাদ মেনে নিতে হয়, তবে ভাগ্যের দাস হয়ে থাকতে হবে। তিনি মানুষের মুক্তি আনতে পারবেন না।

৫। অজিত কেসকম্বলের মতবাদ যদি সত্য হয় তবে প্রতিটি মানুষকেই আহার করা, পান করা এবং আনন্দ করা বাধ্যতামূলক হতে হবে।

৬। সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্তের মতকে মানতে হলে, প্রতিটি মানুষকে নির্দিষ্ট কোনও দর্শন ছাড়াই ভেসে বেড়াতে হবে এবং জীবনধারণ করতে হবে।

৭। নির্গ্রন্থ নাথপুত্তের মতবাদ সত্যি হলে মানুষকে সারাজীবন তপশ্চর্য বা সন্ন্যাস ধর্ম পালন করতে হবে। মানুষের নিজের প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছাকে বিসর্জন দিতে হবে।

৮। এইসব দর্শনতত্ত্বের কোনওটিই বুদ্ধকে বিচলিত করতে পারেনি। তিনি মনে করতেন এইসব মতবাদ তাদের পক্ষেই প্রযোজ্য যারা কিনা অপদার্থ, অসমর্থ এবং বেপরোয়া। তিনি তাই অন্য পথের অনুসন্ধান করেছেন।

অংশ ৭

১. তাঁর পারিত্যাজ্য বিষয় কী ছিল

১। বুদ্ধ যখন তাঁর সন্ন্যাস নেন সেই সময়কার দর্শনতত্ত্ব ও ধর্মীয়তত্ত্ব পর্যালোচনা করার পর, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে :

(i) বেদ অভ্রান্ত, এই দর্শনে বিশ্বাস।

(ii) মোক্ষ অথবা আত্মার মুক্তি এবং এর মধ্য দিয়ে পুনর্জন্মের হাত থেকে মুক্তি, এই ভাবনায় বিশ্বাস।

(iii) মোক্ষলাভের জন্য দানধ্যান, আচার-অনুষ্ঠানে বিশ্বাস।

(iv) চাতুর্বর্ণ ব্যবস্থাই আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা।

(v) ঈশ্বর-ই এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, ব্রাহ্মণরা তাঁকে পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম।

(vi) আত্মায় বিশ্বাস।

(vii) জন্মান্তরে বিশ্বাস।

(viii) কর্মে বিশ্বাস। অতীত কর্ম অনুযায়ী মানুষের জীবন গড়ে ওঠে।

২। বুদ্ধ তাঁর সন্ন্যাস জীবনে অনুসৃত নিয়ম কী হবে তাই নিয়ে নিজেই পর্যালোচনা করেছিলেন।

৩। তিনি যেসব আদর্শকে ত্যাগ করেছিলেন, সেগুলি' হল—

(i) তিনি কখন, কোথা থেকে এবং কে আমি এই প্রশ্নের আনুমানিক ধারণাকে প্রশ্রয় দেওয়াকে ধিক্কার জানিয়েছিলেন।

(ii) তিনি আত্মা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন এবং দেহ, অনুভূতি ঐচ্ছিক ও চেতনার যে কোনও একটি দিয়ে আত্মাকে চিহ্নিত করাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন।

(iii) কোনও ধর্মীয় গুরু অবিশ্বাসবাদ প্রচার করেছিলেন। বুদ্ধ তাকেও পরিত্যাগ করেছিলেন।

(iv) প্রচলিত মতবাদকে যাঁরা আঁকড়ে রেখেছেন, তিনি তাদেরকে ধিক্কার, জানিয়েছিলেন।

(v) মহাজাগতিক অগ্রগতির কথা আগে থেকেই জ্ঞাত রয়েছে, এই তত্ত্বকে তিনি বাতিল করে দিয়েছেন।

(vi) ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং ব্রহ্মার দেহ থেকেই তার উৎপত্তি, এই তত্ত্বকে তিনি পরিহার করেছিলেন।

(vii) আত্মার অস্তিত্ব হয় তিনি উপেক্ষা করেছেন নতুবা অস্বীকার করেছেন।

২. তিনি কীসের রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন

i. তিনি অনুসিদ্ধান্ত সহ কারণ ও ফলের মতবাদকে গ্রহণ করেছিলেন।

ii. তিনি মানুষ ও পৃথিবীর কী হবে এটা ঈশ্বরের পূর্ব সিদ্ধান্ত, অদৃষ্টবাদের এই মতকে ধিক্কার জানিয়েছিলেন।

iii. যে মতবাদ পূর্ব জন্মের কর্ম অনুযায়ী দুঃখ নির্ধারণ করে এবং

বর্তমান জন্মের কর্ম অসার প্রতিপন্ন করে, তিনি তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। কর্ম সম্পর্কে অদৃষ্টবাদকে তিনি অস্বীকার করেন। তিনি কর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। পুরানো বোতলে নতুন পানীয় সরবরাহ করেছিলেন।

iv. জন্মান্তর মতবাদকে পুনর্জন্ম নাম দিলেন।

v. মোক্ষ এবং আত্মার মুক্তির নাম দিলেন নির্বাণ।

vi. বুদ্ধর অনুশাসন ছিল মৌলিক। যেটুকু প্রাচীনত্ব ছিল, তিনি তার পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন অথবা নতুন করে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

৩. তিনি যেগুলি গ্রহণ করেছিলেন

১। তাঁর শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য হল সবকিছুর মূলে মনকে জানা।

২। মন-ই কাজকে এগিয়ে দেয়। তাকে শাসন করে এবং সৃষ্টি করে। যদি মনকে উপলব্ধি করা যায়, তবে সব কিছুকেই উপলব্ধি করা সম্ভব।

৩। মন-ই সমস্ত কর্মক্ষমতার নেতৃত্ব দেয়। সে-ই প্রধান। সমস্ত কর্মদক্ষতা মন অনুযায়ী গড়ে ওঠে।

৪। সেইজন্য সর্বপ্রথম মনের পরিচর্যা করা প্রয়োজন।

৫। তাঁর শিক্ষার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, মন-ই সমস্ত ভালমন্দের উৎসস্থল। মন থেকেই তার জন্ম। কোনও কিছু ছাড়াই তার উৎপত্তি ঘটে।

৬। যা কিছু অশুভ, অশুভর সঙ্গে সংযুক্ত, অশুভর মধ্যেই নিহিত সবকিছুর উৎসস্থল মন। যা কিছু মঙ্গল, মঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত, মঙ্গলের মধ্যেই নিহিত, সবকিছুর উৎসস্থল মন।

৭। যে ব্যক্তি দ্বিধান্বিত হৃদয়ে কথা বলে কিংবা কাজ করে, দুঃখ তাকে অনুসরণ করে। ঠিক যেমন গোরুর গাড়ির চাকা, যে গোরু টানে তার পায়ে পায়ে চলে, ঠিক তেমনিভাবে। মনের পরিচ্ছন্নতাই সেইজন্য ধর্মের আসল গৌরব।

৮। তাঁর শিক্ষার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা।

৯। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল, সত্যিকারের ধর্ম পুস্তকে লিপিবদ্ধ থাকে না। ধর্মের মতবাদ প্রতিপালনের মধ্য দিয়েই তাকে গ্রহণ করতে হয়।

১০। কেউ কি বলতে পারবে যে, বুদ্ধের প্রণীত ধর্ম তাঁর নিজের সৃষ্ট নয়!

পর্ব-২

বুদ্ধ ও তাঁর বিষাদ যোগ

১. ধর্মপ্রচার অথবা প্রচার নয়

২. ব্রহ্মা সহম্পতির অধিবাসনা

৩. দ্বিবিধ দীক্ষান্তকরণ

১. ধর্মপ্রচার অথবা প্রচার নয়

১। বুদ্ধত্ব লাভের পর অমৃতগামী পথ স্থির করে বুদ্ধের মধ্যে এই সংশয়ের উদ্রেক হল যে, স্বীয় ধর্ম তিনি প্রচার করবেন, না কী আত্মপরিশুদ্ধির কাজেই অভিনিবিষ্ট হবেন।

২। বুদ্ধ স্বকথন করলেন : আমি এক নতুন তত্ত্বে অবগাহন করেছি সত্য কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে তা দুর্বোধ্য এবং অনুসরণ করাও কঠিন। এমনকী পণ্ডিত ব্যক্তির কাছেও তা অতীব সূক্ষ্ম।

৩। দেবতা ও আত্মার প্রতি বিশ্বাসের বেড়াজাল থেকে নিজের বন্ধনমুক্তি মানবজাতির পক্ষে দুরূহ। সংসারের লোকেদের ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠান থেকে বিমুখ হওয়া শক্ত। এমনকী কর্মের অভিলাষ থেকেও নিবৃত্ত হওয়া মানুষের পক্ষে কঠিন।

৪। আত্মার অবিনশ্বরতার প্রতি বিশ্বাস হারানো মানুষের পক্ষে কষ্টকর এবং আত্মা যে স্বাধীন এবং জীবের মৃত্যুর পর তার যে কোনও অস্তিত্ব থাকে না, আমার এই উপদেশ তাদের পক্ষে মেনে নেওয়াও অসম্ভব।

৫। আত্মপরতাই মানুষের অভিলাষ এবং এতেই তার সমধিক আনন্দ ও স্ফূর্তি, আত্মপরতার পথ ছেড়ে তাই পরার্থপরতার প্রতি আমার যে উপদেশ, সংসারের মানুষের পক্ষে তা গ্রহণ করা খুবই কঠিন।

৬। আমাকে যদি আমার উপদেশ প্রদান করতে হয় এবং সে উপদেশ যদি অন্যরা হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে অথবা হৃদয়ঙ্গম করেও যদি গ্রহণ করতে না পারে অথবা গ্রহণের পরেও যদি অনুসরণ করতে না পারে, তা হলে তাদের পক্ষে যেমন শ্রান্তিদায়ক, আমার কাছেও তা পীড়াকর।

৭। বুদ্ধ স্বয়ং নিজেকে প্রশ্ন করলেন, "জগৎ সংসার থেকে দূরে সরে সন্ন্যাসী হয়ে আত্মচিত্ত পরিশুদ্ধির জন্য নিজ উপদেশাবলী নিজের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করি না কেন? মনে হয় এটাই আমার পক্ষে শ্রেয়।"

৮। এই চিন্তা উদয় হওয়ায় তাঁর মন উপদেশাবলী প্রদান থেকে নিবৃত্ত হতে চাইল।

৯। তখন ব্রহ্মা সহম্পতি বুদ্ধের এই মনোভাব বুঝতে পেরে আশঙ্কিত হলেন এই ভেবে যে, "পূর্ণ আলোকপ্রাপ্ত তথাগত যদি তাঁর প্রচার থেকে নিবৃত্ত থাকেন, তা হলে এই জগৎসংসারের সত্যাসত্যই বিনাশ ঘটতে চলেছে, সত্যসত্যই ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।"

১০। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ব্রহ্মা সহম্পতি ব্রহ্মালোক পরিত্যাগ করে বুদ্ধের সম্মুখে অবতীর্ণ হলেন, উত্তরীয় বস্ত্র এক স্কন্ধে সংস্থাপন করে আনত হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করলেন, "ভবদ্, এখন আর আপনি সিদ্ধার্থ গৌতম নন। ভবদ্ এখন আপনি বুদ্ধ, আপনি এখন সেই আশীর্বাদধন্য পূতাত্মা, জগতের যিনি সর্বদীপসমন্বিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। সুতরাং এই জগৎসংসারে আলোকপ্রদানের দায়িত্বকে অস্বীকার করেন কেমন করে? দুঃখতাপিত মানবসম্পদকে উদ্ধারের দায়ই বা তিনি অস্বীকার করেন কেমন করে?

১১। সংসারে এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা এই পরিশুদ্ধ উপদেশাবলী শ্রবণ না করে বিপথগামী হচ্ছেন।

১২। "ভগবান, আপনি জ্ঞাত যে", ব্রহ্মা সহাম্পতি তদনন্তর বললেন অতীতে মাগধীদের মধ্যে যেসব ধর্ম প্রচারিত হয়েছে তার সব-ই অপবিত্র ত্রুটিসম্পন্ন।

১৩। ভগবান কী সংসারের এই দুঃখপীড়িত জীবগণের প্রতি কৃপাবশতও অমৃতের দ্বার উদ্‌ঘাটনে বিরত থাকবেন?

১৪। আপনি ধর্মগিরির উচ্চতম প্রাসাদে দণ্ডায়মানের ন্যায় চতুর্দিকে জনসমন্বিত, হে পূতাত্মা আপনি এই অর্বাচীনদের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন, আপনার ন্যায় দুঃখসহায়ক ধর্মীয় দুঃখ-নিমগ্ন এই মানুষদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করুন।

১৫। হে ধর্মবীর, জাগ্রত হন, আপনি ধর্মবিজয়ী ও সংসার যাত্রীগণের নেতা এবং সর্বঋণ হতে বিমুক্ত, আপনার ধর্ম জগতে প্রচার করুন, এই মহান কর্তব্য থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন না।

১৬। ভগবান আপনি দয়াপরবশত অনুকম্পাপূর্বক মানব ও ঈশ্বরের কাছে আপনার উপদেশাবলী প্রদান করুন।

১৭। তদনন্তর ব্রহ্মা সহম্পতিকে সম্বোধন করে বুদ্ধ বললেন, "হে ব্রহ্মা, মানবশ্রেষ্ঠ, পরম বিভূষণ, জগতে মানুষের কাছে আমি যদি আমার উপদেশাবলী প্রচার না করে থাকি তার কারণ আমার মধ্যে বিবিক্ততা জন্ম নিয়েছে।"

১৮। সংসার অজ্ঞতায় তমসাবৃত জেনে বুদ্ধ উপলব্ধি করলেন, এই যা কিছু ঘটছে তা ঘটতে দিয়ে সন্ন্যাসীর ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে নীরবে বসে থাকা তাঁর ভুল।

১৯। তিনি দেখলেন যে, সন্ন্যাস নিরর্থক, জগতে থেকে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা অর্থহীন, সন্ন্যাসীও জগৎ থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারেন না। বুদ্ধ অনুধাবন করলেন যে, জগৎ থেকে পালিয়ে না বেড়ানোই উচিত ; বরং উচিত জগতের সামগ্রিক সু-সাধন করা।

২০। তিনি স্বয়ং নিশ্চিত হলেন, দুর্দশা আর অসন্তোষ হল দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি। এর প্রতিবিধানের কোনও উপায় না জানায় তিনি সংসার ছেড়েছিলেন। এখন নিশ্চল নিরুদ্বার হয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতাকে আঁকড়ে না থেকে বরং তিনি যদি স্বীয় উপদেশাবলী প্রচার করে জগৎ থেকে দুর্দশা আর অসন্তোষ দূর করতে পারেন, তা হলে তাঁর উচিত, সংসারে ফিরে গিয়ে এই পরম সেবায় ব্যাপৃত হওয়া।

২১। অতঃপর বুদ্ধ ব্রহ্মা সহম্পতির অনুরোধে সম্মত হলেন এবং জগতে তাঁর স্বীয় উপদেশাবলী প্রচার করবেন সিদ্ধান্ত নিলেন।

২. ব্রহ্মা সহম্পতির অধিবাসনা

১। ব্রহ্মা সহম্পতি এই ভেবে যারপরনায় খুশি হলেন, "আমি বুদ্ধকে তাঁর স্বীয় মতাদর্শ জীবগণের মঙ্গলার্থে প্রচারে রাজি করতে সমর্থ হয়েছি।" শ্রদ্ধানিবেদন করে বিনম্রচিত্তে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে ডানপাশে সরে শেষবারের মতো তাঁর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে ব্রহ্মালোকে প্রত্যাবর্তন করলেন।

২। প্রত্যাবর্তনের পথে জগৎবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি বিজয়ঘোষণা করতে করতে চললেন : "এই সুসমাচারে আনন্দ করুন। আমাদের প্রভু বুদ্ধ জগতের সার্বিক দুঃখসমূহের উৎপত্তির কারণ খুঁজে পেয়েছেন। তিনি এর নিরোধের প্রণালীও নির্ধারণ করেছেন।

৩। ভগবান বুদ্ধ দুঃখ-ক্লিষ্ট ও জর্জরদের মধ্যে আরাম এনে দেবেন। যুদ্ধাদীর্ণদের শান্তি দেবেন। ভগ্নহৃদয়দের তিনি দেবেন সাহস, পীড়িত ও দুর্দশাগ্রস্তদের দেবেন আশা ও বিশ্বাস।

৪। "আপনারা যাঁরা জীবনের কঠোর দুঃখ দুর্দশায় আক্রান্ত, যাঁরা কঠোর সংগ্রাম করছেন এবং নির্বিরোধে কষ্ট সহ্য করছেন, যাঁরা ন্যায়বিচারের প্রত্যাশী, এই সুসমাচারে হর্ষ প্রকাশ করুন।

৫। "আপনাদের যাঁদের ক্ষত রয়েছে তাঁরা ক্ষত নিরাময় করুন, যাঁরা ক্ষুধার্ত তাঁরা ক্ষুধামান্দ্য দূর করুন ক্লান্ত যাঁরা বিশ্রাম নিন, আপনারা যাঁরা তৃষ্ণার্ত তৃষ্ণা নিবারণ করুন, যাঁরা অজ্ঞান তাঁরা আলোর পথ অনুসন্ধান করুন, আপনারা যাঁরা পরিত্যক্ত, সুসমাচারে আনন্দমুখরিত হন।

৬। "সংসারে ব্রাত্যদের ভালবাসা দিয়ে আপন করে নেওয়ার কথা বুদ্ধের উপদেশাবলীতে বলা হয়েছে। পদমর্যাদাহীনদের আত্মমর্যাদা দানের কথা সততই উচ্চারিত হয়েছে তাঁর উপদেশে, উত্তরাধিকার সূত্রে বঞ্চিত ও নিপীড়িতদের অগ্রগতির পথে শরিক করতে সাম্যের উপদেশ মঙ্গলদীপ হয়ে জ্বলছে।

৭। বুদ্ধের উপদেশ ন্যায়পরায়ণতার উপদেশ, তাঁর উদ্দেশ্য পৃথিবীর বুকে ন্যায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

৮। তাঁর উপদেশ সত্য, সর্বৈব সত্য এবং সত্য ব্যতিরেকে অন্য কিছু নয়।

৯। বুদ্ধ মঙ্গলময়, কারণ তাঁর পথ যুক্তির পথ। সংস্কার থেকে মুক্তি দেখিয়েছেন তিনি। বুদ্ধ মঙ্গলময় কারণ তিনি মধ্যপন্থার উদ্গাতা। বুদ্ধ মঙ্গলময়, কারণ তাঁর শিক্ষা ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষা। বুদ্ধ মঙ্গলময়, কারণ তিনি নির্বাণের শিক্ষা দেন। বুদ্ধ মঙ্গলময়, কারণ তিনি ভালবাসার শিক্ষা দেন, দয়ালুতার শিক্ষা দেন। বুদ্ধ মঙ্গলময়, মোক্ষলাভের জন্য সহযাত্রীর প্রতি সাহচর্য, ভালবাসা এবং দয়ালুতার শিক্ষা দিয়েছেন তিনি।

৩. দ্বিবিধ দীক্ষান্তকরণ

১। বুদ্ধ ধর্মাচরণবিধিতে দ্বিবিধ দীক্ষান্তকরণের কথা বলা হয়েছে।

২। দীক্ষান্তরের পর উপসম্পন্ন ব্যক্তি ভিক্ষুসংঘে প্রবেশ করতে পারেন।

৩। দ্বিতীয়ত, গার্হস্থ্যদের দীক্ষান্তরিত করা হত উপাসক হিসাবে। উপাসক অর্থে তাঁরা ছিলেন বুদ্ধ ধর্মের কেবল পন্থা পরিগ্রাহী।

৪। চারটি বিষয় ব্যাতিরেকে ভিক্ষু ও উপাসকদের জীবনধারণে কোনও তারতম্য নেই।

৫। একজন উপাসক গার্হস্থ্য থেকে যান। একজন ভিক্ষু গার্হস্থ্যধর্ম ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা হন।

৬। উপাসক এবং ভিক্ষু উভয়কেই নিজেদের জীবনে কতকগুলো আচরণবিধি মেনে চলতে হয়।

৭। পুনরায় ভিক্ষুদের সন্ন্যাসজীবনে শপথ নিতে হয়, আদর্শ রক্ষায় কোনও বিচ্যুতি হলে পরিণামে শাস্তিভোগ করতে হয়। উপাসকদের ক্ষেত্রে কর্মবিধান হল তাঁরা সামর্থ্য অনুযায়ী যতখানি সম্ভব নিয়মের অনুগামী হবেন।

৮। একজন উপাসকের সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার আছে। একজন ভিক্ষুকের সম্পত্তির মোহ ত্যাগ করতে হবে।

৯। উপাসক হতে কোনও আচারানুষ্ঠানের দরকার হয় না।

১০। ভিক্ষু সম্প্রদায়ে প্রবেশের অভিলাষী হলে তাঁকে উপসম্পদার মাধ্যমে যেতে হয়।

১১। ভিক্ষু অথবা উপাসক হওয়ার বাসনা নিয়ে স্বেচ্ছায় বুদ্ধের কাছে যাঁরা এসেছেন, বুদ্ধ তাদের দীক্ষিত করেছেন।

১২। একজন উপাসক যে কোনও সময় ইচ্ছা করলেই ভিক্ষু হতে পারেন।

১৩। একজন ভিক্ষু আচরণবিধির শপথ ভঙ্গ করলে অথবা সংঘ থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিলে, তিনি আর ভিক্ষু হিসেবে পরিগণিত হন না।

১৪। এমন ভাবনার কারণ নেই যে, পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে যাঁদের নাম উল্লিখিত রয়েছে, বুদ্ধ কেবল তাঁদেরই দীক্ষাদান করেছিলেন।

১৫। বুদ্ধ তাঁর সংঘে অন্তর্ভুক্তি এবং ধর্মপ্রদানের ক্ষেত্রে জাত-পাত বা লিঙ্গভেদে কোনও বৈষম্য প্রদর্শন করতেন না, তা বুঝাতেই দৃষ্টান্তগুলো বেছে নেওয়া হয়েছে।

□ □ □

পর্ব-২

পরিব্রাজকদের দীক্ষান্তকরণ

১. সারনাথে আগমন

২. বুদ্ধের প্রথম উপদেশ প্রদান

৩. বুদ্ধের প্রথম উপদেশ প্রদান (পুনশ্চ)

৪. বুদ্ধের প্রথম উপদেশ প্রদান (পুনশ্চ)

৫. বুদ্ধের প্রথম উপদেশ প্রদান (পুনশ্চ)

৬. বুদ্ধের প্রথম উপদেশ প্রদান (সমাপ্ত)

৭. পরিব্রাজকদের উত্তর
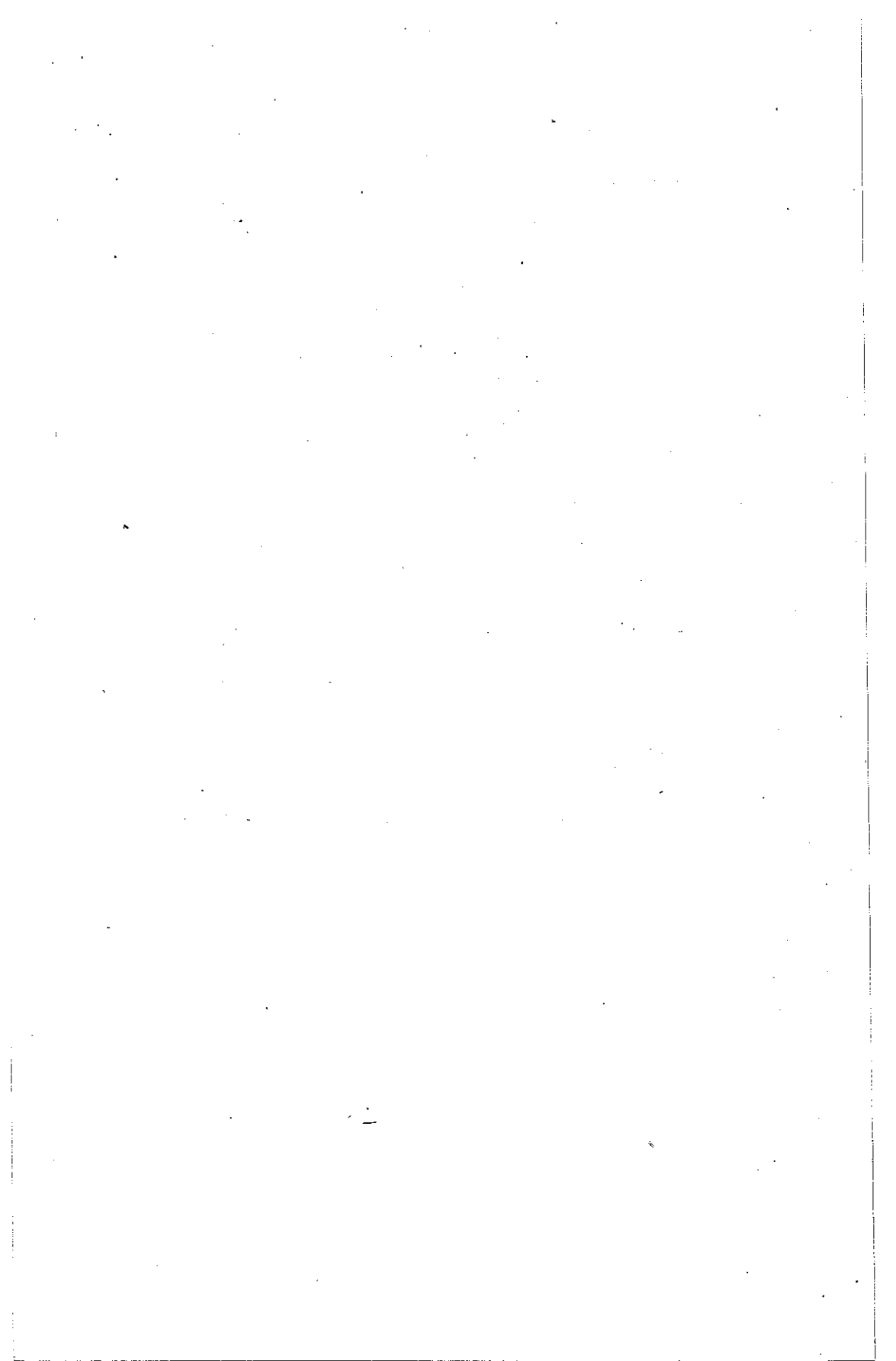
১. সারনাথে আগমন

১। স্বীয় উপদেশাবলী প্রচারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর বুদ্ধ স্বয়ং নিজেকে জিজ্ঞেস করলেন, "কাকে আমি প্রথম দীক্ষা প্রদান করব?" শিক্ষিত, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান এবং বস্তুতই সচ্চরিত্রের বলে যিনি বুদ্ধের পরম শ্রদ্ধাভাজন সেই আড়ার কালামের কথা মনে আসামাত্র বুদ্ধ ভাবলেন, "তাকেই যদি আমি প্রথম দীক্ষা দেই, তা হলে!" কিন্তু তিনি জানলেন, আড়ার কালাম মৃত।

২। এর পর উদ্দক রামপুত্তকে দীক্ষা দানের কথা তিনি ভাবলেন, কিন্তু তিনিও মৃত।

৩। এখন তিনি তাঁর পাঁচজন পূর্বতন সঙ্গীর কথা স্মরণ করলেন। নৈরঞ্জনায় তাঁরা তাঁর কৃচ্ছ্রসাধনের সঙ্গী ছিলেন। কৃচ্ছ্রসাধন ত্যাগ করে আহার গ্রহণ করতে দেখে তাঁর সেই পূর্বসঙ্গী পঞ্চবর্গীয় সন্ন্যাসীরা তাঁকে ছেড়ে চলে এসেছিলেন।

৪। পুনরায় বুদ্ধের মনে প্রশ্ন এল তাঁরা আমার জন্য যথাসম্ভব করেছেন, আমার দেখাশোনা করেছেন, পরিচর্যা করেছেন, আমি যদি তাঁদেরকে প্রথম দীক্ষা দেই, করি কেমন হয়?

৫। তাঁরা কোথায় আছেন, বুদ্ধ তা জানতে চাইলেন। সারনাথে ঋষিপত্তন মৃগদাবে তাঁরা রয়েছেন জানতে পেরে তাঁদের সন্ধানে বের হলেন।

৬। সেই পাঁচজন, বুদ্ধকে আসতে দেখে নিজেদের মধ্যে মধ্যস্থতা করে স্থির করলেন যে, তাঁরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবেন না তাঁদের একজন বললেন, "বন্ধুবর, এই যে তপস্বী গৌতম আসছেন, ইনি কৃচ্ছ্রসাধন পরিহার করে জীবনে প্রাচুর্য ও বিলাসিতার দিকে মুখ ফিরিয়ে পাপ করেছেন। আমরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাব না। তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়াব না। এমনকী তাঁর ভিক্ষাপাত্র এবং উত্তরীয় বস্ত্র গ্রহণ করব না। সৌজন্যবশত আমরা কেবল ব্যবধানে তাঁর জন্য একটা আসন পেতে রাখি। তিনি চাইলে বসতে পারেন।" এই মর্মে তাঁরা সকলেই সম্মত হলেন।

৭। কিন্তু বুদ্ধের আসনে তাঁর তেজপুঞ্জ সন্দর্শন করে এই পঞ্চবর্গীয় পরিব্রাজকদের কেউ-ই তাঁদের পূর্ব সিদ্ধান্তে অবিচল থাকতে পারলেন না। তাঁর মহিমায় তাঁরা এমন প্রভাবিত হলেন যে, সকলেই হতবিহ্বল হয়ে

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে একজন তাঁর ভিক্ষাপাত্র নিলেন, একজন তাঁর উত্তরীয় নিলেন, একজন তাঁর আসন প্রস্তুত করলেন, আর একজন তাঁর পা ধোয়ানোর জল নিয়ে এলেন।

৮। রবাহুতের এটা প্রকৃতই এক পরম শুভেচ্ছা হল।

৯। উপেক্ষা করতেই যাঁরা সঙ্কল্প করেছিলেন, তাঁরাই এখন প্রার্থনায় বিনত হলেন।

২. বুদ্ধের প্রথম দীক্ষা দান

১। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর পঞ্চবর্গীয় সেই পরিব্রাজকগণ বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন যে, 'তিনি কী এখনও কঠোর তপশ্চর্যায় বিশ্বাসী। বুদ্ধ উত্তরে বললেন, 'না।'

২। তিনি বললেন যে, চরমপন্থা দ্বিবিধ। এক হল ভোগাসক্ত জীবন, অন্যটি কৃচ্ছ্রসাধনের পথ।

৩। ভোগাসক্ত জীবনের মূলগত লক্ষ্যই হল আমরা যখন মরবই, তখন পানাহার আনন্দ বিনোদন-ই বাঞ্ছনীয়। কৃচ্ছ্রসাধনের বলে সমস্ত বাসনা দূর করো কারণ বাসনাই পুনর্জন্ম ঘটায়। জীবনের ক্ষেত্রে এই দুই চরমপন্থাই অসঙ্গতিপূর্ণ বলে তিনি তা ত্যাগ করেছেন।

৪। তিনি মধ্যমমার্গ অর্থাৎ মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন, এই পথ অতিরিক্ত আত্মসুখেরও নয়, অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধনেরও নয়।

৫। পরিব্রাজকদের উদ্দেশে তিনি বললেন, "আমাকে বলুন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার ইন্দ্রিয়বৃত্তি সজাগ এবং পার্থিব ও স্বর্গীয় আনন্দ বিনোদনে চিত্ত নিমগ্ন, ততক্ষণ পর্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের যাবতীয় প্রচেষ্টাই কী নিষ্ফল নয়?"

৬। "লালসার দাবানলকে আমরা যদি নির্বাপিত করতে না পারি, তা হলে কৃচ্ছ্রসাধনের ক্লেশকর জীবন নির্বাহে আমাদের আত্মমুক্তি কী করে সম্ভব?" তদুত্তরেও তাঁরা বললেন, "আপনি যথার্থই বলেছেন।"

৭। "মহাশয়গণ, লালসা থেকে মুক্তি সম্ভব তখন-ই, আপনি যদি আত্মজয়ীভব হতে পারেন। তাতে পার্থিব বৈভবের প্রতি যাবতীয় মোহও কাটিয়ে উঠতে পারবেন, জীবনে স্বাভাবিক চাহিদা তখন আর আপনাদের কলুষিত করবে না।

৮। "যে কোনও প্রকারের ভোগ-বাসনা আমাদের স্নায়ুকে বিচলিত করে। একজন কামুক সর্বদা তার আসক্তির দাস। যাবতীয় ভোগসুখ-ই আত্মমর্যাদার ক্ষেত্রে হানিকর ইতরসুলভ এই প্রবৃত্তি। আমি কিন্তু আপনাদের বলছি যে, জীবনের চাহিদার সম্পূরণ দোষের নয়। শরীর সুস্থ রাখাটা অন্যতম দায়িত্ব, অন্যথায় মনকে অভিযোগমুক্ত ও অচঞ্চল রাখা সম্ভব হবে না। জ্ঞানের আলোকবর্তিকায় আপনারা নিজেদের ভাস্বর করে তুলতে পারবেন না।

৯। "পরিব্রাজকগণ এই দুই চরমপন্থাই অবজ্ঞেয়, এই দুই পন্থা পরিগ্রহই নিতান্ত অনাবশ্যক, তার কারণ, একদিকে এতে রয়েছে স্বভাবগত ইচ্ছাপূরণ, কাম, মাৎসর্য প্রভৃতি ঘৃণ্য প্রবৃত্তি। সাধারণ লোকের মতো কামসুখে মগ্ন থেকে ইন্দ্রিয়বৃত্তির এই প্রয়াস অশোভন ও অলাভজনক। অন্যদিকে কঠোর তপশ্চর্যা ও আত্মপীড়ন কেবল অনাবশ্যকই নয়, পাশাপাশি তা ক্লেশকর ও নিষ্প্রয়োজনও বটে।

১০। "মধ্যপন্থা এই দুই চরমপন্থাকেই অস্বীকার করে। আপনারা অবগত যে, এই পন্থার-ই আমি প্রচারক।"

১১। পঞ্চবর্গীয় পরিব্রাজকগণ তাঁর কথা গভীর মনোনিবেশ সহকারে শুনলেন। বুদ্ধের মধ্যপন্থা নিয়ে কী বলবেন বুঝতে না পেরে তারা প্রশ্ন করলেন, সংসার ছেড়ে আসার পর তিনি কী করলেন?" বুদ্ধ তখন বললেন, কেমন করে তিনি গয়ের পৌঁছলেন এবং সেখানে তিনি কীভাবে বটবৃক্ষমূলে যোগাসনে আসীন হলেন এবং কীভাবে চার সপ্তাহ ধরে ধ্যানমগ্ন থাকার পর তিনি বোধিলাভ করলেন এবং জীবনে নতুন দিশা খুঁজে পেলেন।

১২। এ-কথা জানার পর-ই পরিব্রাজকরা এই পথ কী, তা জানার জন্য অধীর হয়ে পড়লেন এবং এই পথ কী, তা তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করে বলতে বুদ্ধের কাছে তাঁরা অনুরোধ করলেন।

১৩। বুদ্ধ সম্মত হলেন।

১৪। বুদ্ধ অমৃতবচন করলেন যে, তাঁর যা পথ, যা তাঁর ধম্ম (ধর্মাচরণ অর্থে) তার সঙ্গে আত্মা বা ঈশ্বরের কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁর ধম্মে পরজন্মের প্রতি কোনও অভিপ্রায় নেই, এ ছাড়া আচার-অনুষ্ঠানাদি তাঁর ধর্মে গুরুত্ব পায়নি।

১৫। তাঁর ধম্মের মূলগত সত্যই হল মানুষ, তাই পৃথিবীতে মানুষে মানুষে হার্দ্য সম্পর্ক গড়ে তোলাই তাঁর জীবনের মূল কথা।

১৬। তিনি বললেন, এটাই তাঁর প্রথম মৌলিক শর্ত।

১৭। তাঁর দ্বিতীয় মৌলিক শর্তে তিনি বলেছেন, মানুষ দুঃখ-দুর্দশা, দারিদ্র্য এবং সন্তাপের মধ্যে রয়েছে। সারা পৃথিবীই এই দুঃখে আকীর্ণ। তাই তাঁর ধম্মের উদ্দেশ্য হল পৃথিবী থেকে কীভাবে এই দুঃখ দূর করা যায় তার পথ দেখানো। ধম্মের অর্থ এ ছাড়া আর অন্য কিছু নয়।

১৮। দুঃখের কারণকে চিহ্নিত করা, অতঃপর সেই দুঃখ নিবারণ করা যায় কীভাবে, সে পথ দেখানোই তাঁর ধম্মের মূলকথা।

১৯। এটাই তাঁর ধম্মের অন্যতম বিশিষ্টতা ও ভিত্তি বলে পরিগণিত করা যেতে পারে। যে ধম্ম এই পথ দেখাতে পারে না, কারণ নিরূপণে ব্যর্থ হয়, তা কোনও ধর্মই নয়।

২০। "পরিব্রাজকগণ, যথার্থই জানবেন, পৃথিবীতে দুঃখ ও তা থেকে পরিত্রাণই যে ধম্মের মূল কথা, কোনও সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ (ধর্মীয় অর্থে) সে ব্যাপারে সম্যক অবগত নন। এইসব সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণদের খাঁটি বলে পরিগণিত করা যায় না। জীবনে ধর্মের প্রকৃত অর্থ কী, এইসব বীরপুরুষেরা সে ব্যাপারে নিজেরাও সম্যক ওয়াকিবহাল নন।"

২১। পরিব্রাজকগণ তখন তাঁকে প্রশ্ন করলেন : "পৃথিবীতে দুঃখের কারণসমূহ নির্ণয় ও তা থেকে পরিত্রাণ যদি আপনার ধম্মের প্রতিপাদ্য, তা হলে আপনার ধম্মে দুঃখ বিমোচনের পন্থা কী তা আমাদের বলুন!"

২২। বুদ্ধ তখন বললেন যে, তাঁর ধম্ম-অনুসারে প্রত্যেকে যদি (১) শুচি, (২) ন্যায়, (৩) শীল এই তিনটি পথ পরিগ্রহ করেন, তা হলেই পৃথিবী থেকে যাবতীয় দুঃখের বিলোপসাধন করতে পারবেন।

২৩। তিনি আরও বললেন যে, এইরকম একটি ধম্মই তিনি উদ্ভব করেছেন।

৩. বুদ্ধের প্রথম উপদেশ প্রদান (পুনশ্চ)

শুচিতার পথ

১। পরিব্রাজকগণ তখন বুদ্ধের কাছে তাঁর ধম্মের ব্যাখ্যা চেয়ে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন।

২। বুদ্ধও এতে অত্যন্ত পরিতোষ বোধ করলেন।

৩। তাঁদের উদ্দেশে এরপর তিনি শুচিতার পথ ব্যাখ্যা করে শোনান।

৪। "পরিব্রাজকদের উদ্দেশে তিনি বললেন, "শুচিতার বলে কেউ যদি আদর্শনিষ্ঠ ও সচ্চরিত্র হতে চান, তা হলে কতকগুলো আদর্শকে জীবনে সম্যক জ্ঞান করতে হবে।"

৫। "শুচিতার পন্থা হিসাবে আমার ধর্মে যেসব নির্দেশের কথা বলা হয়েছে তা হল : প্রাণীকে আঘাত না করা : পরদ্রব্য অপহরণ না করা : মিথ্যাভাষণ না করা ঃ ব্যভিচার না করা : উত্তেজক পানীয় গ্রহণ না করা।

৬। "এই নির্দেশগুলি অবশ্যপালনীয়। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনধারণে একটি সুনির্দিষ্ট ধারা থাকা বাঞ্ছনীয়। তার কাজের মধ্যে দিয়েই তার চিন্তার সেই স্বকীয়তা ধরা পড়ে। এই নির্দেশগুলিকে আমি একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো দিয়েছি।

৭। "সর্বত্রই পিছিয়ে পড়া মানুষ আছেন পতিত বলে যাঁরা চিহ্নিত। তবে এই পতিতদের দুটি শ্রেণী। এদের এক শ্রেণীর তবু মর্যাদা রয়েছে, অন্য শ্রেণীর তা নেই।

৮। "নিজে যে কতখানি অপাঙক্তেয় মর্যাদাহীন পতিত সে-কথাও জানে না। নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক সচেতন না হওয়ায় চিরদিন সে অপাঙক্তেয় থেকে যায়। অন্যদিকে যে পতিতের কিঞ্চিৎ মর্যাদাবোধ আছে নিজের অপাঙক্তেয় দশা কাটিয়ে উঠতে সে সতত প্রয়াসী। কেন? এর উত্তর হল সে জানে তার নিজের অবস্থার কথা।

৯। "কারও জীবনে মর্যাদাবোধ থাকা আর না-থাকার এই হল পার্থক্য। অধঃপতিত অবস্থাও ততটা সমস্যা নয়, সমস্যার হল মর্যাদাহীনতার।

১০। "হে পরিব্রাজকগণ, আপনাদের জিজ্ঞাস্য হতেই পারে, জীবনে মর্যাদাবোধের বিকাশে আমার এই নীতি ব্যক্তিজীবনে কতখানি সহায়ক?

১১। "আপনারা নিজেরা নিজেকে জিজ্ঞেস করলেই এর উত্তর পাবেন। এ ছাড়াও আপনাদের জিজ্ঞাস্য হতে পারে, সমাজকল্যাণের বিকাশে এগুলি কতটা সহায়ক?

১২। "এইসব প্রশ্নের উত্তর যদি 'হ্যাঁ' সূচক হয় তাহলে তার অর্থ আমার নীতিগুলি শুচিতার পথে প্রকৃত মান নির্ণয়ে প্রণিধানযোগ্য।"

৪. বুদ্ধের প্রথম দীক্ষা দান (পুনশ্চ)

অষ্টাঙ্গ মার্গ বা ন্যায়ের পথ

১। বুদ্ধ অতঃপর অষ্টাঙ্গ মার্গ নিয়ে পরিব্রাজকদের কাছে অমৃতবচন করলেন। এই অষ্টাঙ্গ মার্গ হল আটটি পথ।

২। অষ্টাঙ্গ মার্গের প্রথম পথ, সম্যক দৃষ্টি (সাম্য দিতি)। তিনি তার ব্যাখ্যা প্রদান করলেন।

৩। বুদ্ধ পরিব্রাজকদের বললেন, "সম্যক দৃষ্টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে হলে—

৪। "হে পরিব্রাজকগণ, আপনাদের অনুধাবন করতে হবে যে, বিশ্ব এক অন্ধ কারাগার এবং মানুষ সেই বন্দীশালায় বন্দী।

৫। এই বন্দীশালা ঘোর তমসাবৃত। এতই গহন অন্ধকারময় যে, প্রায় কিছুই ঠাহর করা যায় না। বন্দী স্বয়ংও বলতেও পারে না যে, সে বন্দী।

৬। "বস্তুতপক্ষে, এই অন্ধকারে নিমজ্জিত থেকেই সে কেবল অন্ধই নয়, আলো বলতে যা বলা হয় তা আছে কিনা, তা নিয়েই তার মনে সংশয়।

৭। "মন-ই সেই আধার, যার মধ্যে দিয়ে আলো আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে।

৮। "তবে বন্ধীশালার বন্দীদের মনকে এই অর্থে যথার্থ আধার বলা যায় না।

৯। বন্দীশালার অন্ধকার ফুঁড়ে যে আলোকে প্রবেশ করে, তার প্রভাবে চক্ষুষ্মানেরাই কেবল অনুধাবন করতে পারেন এই অন্ধকার কী।

১০। "এর থেকেই বুঝা যায় যে, প্রকৃতিগত ভাবে তা ত্রুটিসম্পন্ন।

১১। "কিন্তু পরিব্রাজকগণ জানবেন যে বন্দীদের বাহ্যত যতটা হতাশাক্লিষ্ট মনে হয়, তারা তদনুরূপ নয়।

১২। "কারণ, মানুষের মধ্যে এমন একটা জিনিস রয়েছে যাকে ইচ্ছাশক্তি বলা হয়। যখন প্রকৃত উদ্দেশ্য দেখা দেয় তখন সেই ইচ্ছাশক্তি জাগ্রত হয় এবং চালিত হয়।

১৩। "যেটুকু আলো এসে প্রবেশ করছে তাতে আমরা ইচ্ছাশক্তির দিক চিহ্নিত করতে পারি, এই ইচ্ছাশক্তিকেই যদি সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারি তা হলে তা আমাদের মুক্তির পথ দেখাবে।

১৪। "যদিও মানুষ বন্দী, তথাপি সে মুক্ত। যে কোনও মুহূর্তেই সে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে, শেষ পর্যন্ত তাই তাকে মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।

১৫। "কারও কোনও পছন্দের দিকে মনকে পরিচালিত করা যায় বলেই এটা সম্ভব, যতই আমাদের জীবনালয়ে বন্দী করেছে, এক্ষেত্রে আমরা মনে দাস।

১৬। "তবে মন যে বন্ধন রচনা করেছে, মন আবার বন্ধনমোচনও করতে পারে। মন যদি মানুষের দাসত্ববন্ধন ঘটায়, মন-ই পারে তাকে মুক্তির পথে দিশারি করতে।

১৭। "সম্যক দৃষ্টিই (সাম্য দিতি) এই লক্ষ্যে সমর্থ।

১৮। "সম্যক দৃষ্টির শেষ কোথায়? পরিব্রাজকগণ জিজ্ঞেস করলেন। বুদ্ধ প্রত্যুত্তরে বললেন ,"সম্যক দৃষ্টি হল ভ্রান্ত দৃষ্টির মিচ্ছা দিঠি বিপরীত অজ্ঞানতার (আজীব) বিনাশেই এই শেষ।

১৯। "অজ্ঞানতা হল পরম সত্যকে বুঝতে পারা, দুঃখকে কারণ না বুঝতে পারা এবং দুঃখ বিচ্ছুরিত করাকে না বুঝা।

২০। "আচারানুষ্ঠানের প্রতি পরার্থলাভে নির্ভরশীল এবং শাস্ত্রের পবিত্রতার প্রতি অনড় বিশ্বাসের পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন সম্যক দৃষ্টির।

২১। "অন্ধবিশ্বাস এবং অধিভৌতিকতাকে ঠেলে ফেলতে প্রয়োজন সম্যক দৃষ্টির।

২২। "যেসব উপদেশ কেবল অনুমাননির্ভর বাস্তব অভিজ্ঞতা বর্জিত, তা পরিত্যাগের জন্য প্রয়োজন সম্যক দৃষ্টির।

২৩। "মুক্ত মন এবং মুক্ত চিন্তার জন্য প্রয়োজন সম্যক দৃষ্টির।

২৪। "প্রত্যেক মানুষের জীবনে উদ্দেশ্য রয়েছে। সংকল্প ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা রয়েছে। এইসব উদ্দেশ্য সংকল্প, উচ্চাকাঙ্ক্ষা মহত্তর ও প্রশংসাই হবে। মহত্ত্বহীন ও নিন্দনীয় হবে না। এই হল সম্যক সংকল্পর (সম সংকল্প) শিক্ষা।

২৫। "সম্যক বাক্যর (সম বাচ্) শিক্ষা হল :

১) যা সত্য, সদা তাই বোলো।

২) যা মিথ্যা তা বোলো না।

৩) অন্যের ক্ষতিকারক কিছু বোলো না।

৪) অন্যের চরিত্রহনন থেকে বিরত থাকো।

৫) একে অন্যের প্রতি ক্রোধাতুর ও নিন্দনীয় ভাষা প্রয়োগ কোরো না।

৬) ক্ষমাশীল ও সৎবাক্য প্রয়োগ করো।

৭) অর্থহীন ও বোকার মতো বাক্য প্রয়োগে বিরত থাকো। বাক্য যুক্তিগ্রাহ্য ও সদ্ভাবসম্পন্ন হওয়া উচিত।

২৬। "আমার বলেছি ভয় ও পক্ষপাতপূর্ণ বাক্য নয়। উর্ধ্বতন কারও যাতে না মনে হয় তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই কোনও কাজ করা হচ্ছে। ন্যায়বাক্যও যেন সৎগুণ বিগর্হিত না হয়।

২৭। "ন্যায়বাক্য বিধিবদ্ধভাবে কোনও উর্ধ্বতনের নির্দেশে নয়, বা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতার হেতুও না হয়।

২৮। "সম্যক কর্ম (সম্ম কামান্ত) সদাচারণের শিক্ষা দেয়। এই শিক্ষায় বলে, অন্যের অধিকার ও অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে প্রতিটি কর্মের ভিত্তি সুদৃঢ় হওয়া উচিত।

২৯। "সম্যক কর্মের বিচারপদ্ধতি কী? এই পদ্ধতি হল মৌলিক অস্তিত্ব নির্ভর সঙ্গতিপূর্ণ আচরণধারা।

৩০। "কর্ম যখন এই তত্ত্বের সঙ্গতিপূর্ণ, তখন তা সম্যক কর্মের অনুসারী বলা যায়।

৩১। "প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন নির্বাহের জন্য জীবিকা অর্জন করতে হয়, কিন্তু এই জীবিকা অর্জনেরও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। এই পদ্ধতির কতকগুলি ভাল, কতকগুলি মন্দ। কারও প্রতি অন্যায় পক্ষপাত এবং আঘাত না করে সৎ উপায়ে জীবিকা অর্জনকে বলা হয় সম্যক জীবিকা বা সম্যক জীবন (সম্ম আজীব)।

৩২। "সম্যক প্রযত্ন হল অজ্ঞতা দূর করার প্রাথমিক প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টায় বন্দীশালার পথ পেরিয়ে সেই দুয়ারপ্রান্তে অবতীর্ণ হওয়া যায় যা বন্দীশালার দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয়।

৩৩। "সৎ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য চারটি।

৩৪। "অষ্টাঙ্গমার্গের সঙ্গে মনের সংঘাতকে জয় করতে হবে।

৩৫। "যে সব মানসিক সংঘাত ইতোমধ্যেই প্রাবল্য পেয়েছে, তা দূর করা জরুরি।

৩৬। "তৃতীয়ত, অষ্টাঙ্গ মার্গের আবশ্যকীয় শর্ত পূরণের জন্য মনকে গড়ে তোলা জরুরি।

৩৭। "চতুর্থত, মনের এই জাতীয় বিকাশকে উত্তরোত্তর প্রশস্ত ও সমৃদ্ধ করে তোলা উচিত।

৩৮। "সদ্বিবেচনা ও মননশীলতার জন্য সম্যক স্মৃতির প্রয়োজন। যার অর্থ, মনকে সদাজাগ্রত রাখা এবং অসৎ প্রবৃত্তিগুলিকে বিদূরিত করতে মনকে সক্রিয় রাখা।

৩৯। "হে পরিব্রাজকগণ, সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক জীবিকা এবং সম্যক প্রযত্নের পথে রয়েছে পাঁচটি বাধা।

৪০। "এই পাঁচটি বাধা হল : লিপ্সা, দ্বেষ, আলস্য, জড়ত্ব সন্দেহ এবং দ্বিধা। এইসব প্রতিকূলতাগুলি জয় করা জরুরি এবং সমাধির মাধ্যমেই তা সম্ভব। কিন্তু পরিব্রাজকগণ মনে রাখবেন সম্যক সমাধি এবং সমাধি এক নয়। এই দুইয়ে মধ্যে কিঞ্চিৎ বৈপরীত্য রয়েছে।

৪১। "সমাধি হল সাধারণ মনোনিবেশ, তবে নিঃসন্দেহে এই মনোনিবেশ পঞ্চবিধ বাধাকে দূরে রেখে ধ্যানের অবস্থায় পৌঁছে দেয়।

৪২। "তবে এই ধ্যানমগ্ন অবস্থা হল সাময়িক। বাধাগুলিকে দূরে রাখাও তাৎক্ষণিক। যা প্রয়োজন তা হল মনের স্থায়ী পরিবর্তন। সম্যক সমাধির মাধ্যমেই এই স্থায়ী পরিবর্তন সম্ভব।

৪৩। "সাধারণ সমাধি নঞর্থক, কারণ তা এই বাধাসমূহকে সাময়িকভাবে দূরে রাখতে পারে। তবে এতে মনকে চালনা করার মতো শক্তি নেই। সম্যক সমাধি হল সদর্থক। কারণ মনোনিবেশ কালে তা কুশল চিন্তা (সৎকর্ম এবং সৎ চিন্তা) জাগ্রত করে। এই বাধাসমূহের ফলে অকুশল কর্মের (কু-কর্ম ও কু-চিন্তা) মনে যে প্রবৃত্তি জাগে, পঞ্চবিধ বাধায় মনে যে অসৎ প্রবৃত্তি জন্ম নেয় তা দূর করতে পারে।

৪৪। "সম্যক সমাধি মনে সৎ-চিন্তার একটা অভ্যাস গড়ে তোলে এবং সৎ-কর্মের জন্য মনের প্রয়োজনীয় চালিকাশক্তি জোগায়।

৫. বুদ্ধের প্রথম দীক্ষা দান (পুনশ্চ)

শীল পথ

১। বুদ্ধ অতঃপর পরিব্রাজকদের শীল পথ ব্যাখ্যা করে শোনান।

২। তিনি তাদের বলেন এই দশ শীল হল :

(১) শীল, (২) দান, (৩) উপেক্ষা, (৪) নৈষ্ক্রম, (৫) বীর্য, (৬) ক্ষান্তি, (৭) সত্য, (৮) অধিষ্ঠান, (৯) করুণা এবং (১০) মৈত্রী।

৩। পরিব্রাজকগণ বুদ্ধকে এই দশ শীলের অর্থ বুঝিয়ে বলতে অনুরোধ করলেন।

৪। বুদ্ধও তাদের সেই অনুরোধ রক্ষা করেন।

৫। "শীল হল নৈতিকতার এক অবস্থা, অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকা, সৎ কর্মের প্রবৃত্তি। অসৎ কর্মের জন্য লজ্জাবোধ এর অঙ্গ, শাস্তির ভয়ে ক্ষতিসাধন এড়িয়ে যাওয়া হল শীল, শীল হল অসৎ কর্মের প্রতি ভয়।

৬। "নৈষ্ক্রম হল জাগতিক ভোগসুখ পরিহার।

৭। দান বলতে বোঝায় সত্ত্বত্যাগকে। যার অর্থ, অন্যের হিতের স্বার্থে বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা না করে শোণিত, অঙ্গ এবং জীবন ত্যাগ।

৮। "বীর্য হল সৎসাহস, এর অর্থ অভীষ্ট থেকে সরে না এসে বরং সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই অভীষ্ট পূরণ করা।

৯। "ক্ষান্তি হল সহিষ্ণুতা। যার মূলকথা হল ঘৃণ্যের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন না করা, কারণ ঘৃণ্যকে ঘৃণাদ্বারা জয় করা সম্ভব নয়। সহিষ্ণুতাই সেই শক্তি, যা দিয়ে ঘৃণাকেও জয় করা যায়।

১০। "সুক্ক হচ্ছে সত্য। একজনের কখনও মিথ্যাচারণ উচিত নয়। সত্য এবং সত্য ভিন্ন অন্য কিছুই তার বলা উচিত নয়। সর্বদা সত্যের পথ তার পরিগ্রহ করা উচিত।

১১। "অধিষ্ঠান হল লক্ষ্যে পৌছনোর জন্য সংকল্প।

১২। "করুণা হল মানুষের প্রতি দয়ালুতা প্রদর্শন।

১৩। "মৈত্রী হচ্ছে সকলের প্রতি সমান সৌহার্দ্য প্রদর্শন। কেবল একজন বন্ধুর বা একজন শত্রুর প্রতি নয়, বন্ধু-শত্রু নির্বিশেষে সকলের প্রতিই সেই মৈত্রীভাব থাকা জরুরি।

১৪। "উপেক্ষা হল অনাসক্তি। নিরপেক্ষতা থেকে যাকে আলাদা করা হয়েছে। এটা হল মনের এমন এক অবস্থা, যেখানে পছন্দ-অপছন্দ বলে কিছু নেই। ফলের জন্য সংকল্পচ্যুত না হয়ে স্থিতপ্রজ্ঞ থাকাকে বোঝানো হয়।

১৫। "স্বীয় সামর্থ্য অনুযায়ী এই দশ শীল মেনে চলা উচিত। এই কারণে এদের একত্রে উপপারমিতা (উৎকর্ষদশা) বলা হয়ে থাকে।

৬. বুদ্ধের প্রথম দীক্ষা দান (সমাপ্ত)

১। তাঁর ধর্ম এবং ধর্মের ভিত্তি ব্যাখ্যা করে বুদ্ধ পরিব্রাজকদের বললেন : "পৃথিবীতে সততার ভিত্তি কী আত্মশুদ্ধি নয়?" তদুত্তরে তারা বললেন, "আপনি যথার্থই বলেছেন।"

২। তিনি বললেন, "পৃথিবীতে যাবতীয় ভালর মূলে কী ব্যক্তিগত সততা নয়?" তাঁরা বললেন "আপনি যথার্থই বলেছেন।"

৩। তিনি পুনরায় বললেন : "আত্মশুদ্ধি কী কামনা, আসক্তি, অজ্ঞতা, জীবনহানি, চৌর্য, ব্যভিচার এবং মিথ্যাচার দ্বারা বিনষ্ট হয় না? আত্মশুদ্ধির জন্য কী চরিত্রবল গড়ে তোলার দরকার নেই, যাতে এইসব অসততাকে কাটিয়ে ওঠাও যায়?" প্রত্যুত্তরে তাঁরা বললেন, "আপনি যথার্থই বলেছেন।"

৪। "তা হলে কেন অন্যকে স্ববশে রাখা এবং দাসত্বে পর্যবসিত করা নিয়ে কারও মনে কোনও সঙ্কোচ নেই? অন্যের জীবন থেকে আনন্দ কেড়ে নেওয়াতেও কেন তারা বিচলিত নন? এর কারণ কী একের অন্যের প্রতি আচরণে ন্যায়পরায়ণতার অভাব নয়?" উত্তরে তাঁরা সম্মতি জানালেন।

৫। "সৎ দৃষ্টি, সৎ লক্ষ্য, সৎ বাক্য, সৎ জীবিকা, সৎ উপায়, সৎ মন, সৎ অধ্যবসায় এবং সৎ চিন্তা অষ্টমার্গের এই পথ সংক্ষেপে যা ন্যায়পরায়ণতার পথ, তা যদি সকলের দ্বারা অনুসৃত হয়, তা হলে মানুষে মানুষে যে অবিচার আর নিষ্ঠুরতা তা কী মুছে ফেলা যাবে না?" তাঁরা সকলে বললেন, "যথার্থ।"

৬। "এর পর শীল পথ প্রসঙ্গে তিনি বললেন, "অভাবগ্রস্ত ও অকিঞ্চনদের দুঃখ দূর করে সাধারণের হিতার্থে দান কী প্রয়োজনীয় নয়? দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্তদের সাহায্যে কী করুণার প্রয়োজন নেই? স্বার্থশূন্য কাজের জন্য কী প্রয়োজন নেই নৈষ্ক্র্যম্যের? ব্যক্তিগত লাভ নেই জেনেও নিরলস সৎ প্রচেষ্টার জন্য উপেক্ষা কী অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়?

৭। "মানুষের প্রতি ভালবাসা কী জরুরি নয়?" তাঁরা বললেন, "যথার্থ।"

৮। বুদ্ধ বললেন, "এ ছাড়াও আমি বলব, ভালবাসাই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন মৈত্রীর ভালবাসার থেকেও তা প্রশস্ত। এর দ্বারা কেবল মানুষের সঙ্গে নয়, সকল জীবের সঙ্গে সৌহার্দ্যকে বোঝানো হয়। ব্যক্তি মানুষের মধ্যেই যা আবদ্ধ নয়, এই জাতীয় মৈত্রী কী আবশ্যক নয়? একে অন্যের হিতার্থে উদার নিরপেক্ষ মন নিয়ে সকলের জন্য ভালবাসা ও সদ্ভাব গড়ে তুললে, ঘৃণ্য দৃষ্টি পরিহার করলেই তা সম্ভব।"

৯। তাঁরা সকলে বললেন, "যথার্থ।"

১০। "এইসব শীলের চর্চার সঙ্গে প্রজ্ঞাকে যুক্ত করতে হবে, প্রজ্ঞা অর্থে জ্ঞান।"

১১। "প্রজ্ঞার কী প্রয়োজন নেই? পরিব্রাজকগণ কোনও উত্তর দিলেন না। প্রশ্নের উত্তর দিতে তাঁদের প্রবুদ্ধ করতেই বুদ্ধ অতঃপর সৎ মানুষের গুণাবলী প্রসঙ্গে অমৃতবচন করলেন : অসৎ কর্ম কোরো না, অসৎ চিন্তা কোরো না, অসৎ উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করো না। অন্যের মনকে আঘাত দিতে পারে এই জাতীয় অসৎ কোনও বাক্য প্রয়োগ কোরো না।" উত্তরে তাঁরা বললেন, "যথার্থ।"

১২। "তা বলে চোখ বুজে সৎ কর্ম কী প্রশংসার্হ?" বুদ্ধ প্রশ্ন করলেন, "আমি বলব, না, তা যথেষ্ট নয়।" পরিব্রাজকদের বুদ্ধ বললেন, "তা যদি যথেষ্ট হত একটি শিশুকেই যাবতীয় কাজের উপযুক্ত বলা যেত, এই বয়সে দেহ বলতে বা দেহের প্রয়োজন সম্পর্কেও কোনও বোধই তার নেই, ক্রীড়াচ্ছলে হাত পা ছোড়া ছাড়া কিছু সে জানে না, ক্ষতিকর কিছু সম্বন্ধে বোঝাতে দূরের কথা, বাক্য বলতে কী তা সে জানে না। ক্রন্দনের বাইরে সমানে কিছু আধো কথাই সে মুখ দিয়ে বলতে পারে। চমকে গিয়ে কেঁদে ফেলতেই সে জানে, চিন্তা কী তা জানে না। জীবিকা অর্জন কী, সে বোধ তার নেই, অসৎ উপায়ে তা অর্জন করা বলতেও সে সেই একই, তার কোনও বোধ নেই। মাতৃদুগ্ধ পানই তার মোক্ষ।"

১৩। "শীল পথ তাই প্রজ্ঞার পরীক্ষাশর্ত-নির্ভর। এতা বলতে বোঝায় বোধ ও বুদ্ধিকে।"

১৪। প্রজ্ঞাপারমিতা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ এবং আবশ্যকপূর্ণ তার পেছনে আরও

একটা সুগভীর যুক্তি আছে। দান ছাড়া প্রজ্ঞার ভিন্ন ফল হতাশাব্যঞ্জক। করুণা ভিন্ন তা প্রজ্ঞা অসাধুতাতেই পর্যবসিত হয়। পারমিতাকে প্রজ্ঞাপারমিতা দিয়ে বিচার করতে হবে। প্রজ্ঞাপারমিতা হল বিজ্ঞতার অপর নাম।

১৫। "আমি প্রাক্‌কথায় বলতে চাই যে, অসদাচারণ কী এবং তার উৎপত্তির কারণই বা কী, সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান এবং সচেতনতা জরুরি। পাশাপাশি সদাচার এবং অসদাচার কী, সে সম্পর্কেও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ও সম্যক সচেতনতা থাকতে হবে। প্রাজ্ঞতাকে বাদ দিয়ে কাজ ভাল করা হলেও তা প্রকৃত ভাল হিসেবে গণ্য হতে পারে না। সেইজন্যই আমি বলছি যে, প্রজ্ঞা হল এবং আবশ্যক শীল।"

১৬। এর পর পরিব্রাজকদের নিম্নোক্ত উপায়ে সতর্ক করে দিয়ে বুদ্ধ তাঁর বাণী সমাপ্ত করলেন :

১৭। "আপনারা হয়তো আমার ধর্মকে দুঃখবাদ আখ্যা দেবেন, কারণ মানবের যে দুঃখ তার প্রতি এতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আমি আপনাদের বলছি যে, আমার ধর্ম সম্বন্ধে এ ধারণা অত্যন্ত সরলীকৃত।

১৮। "সন্দেহ নেই যে, আমার ধর্মে দুঃখের কারণকে চিহ্নিত করা হয়েছে, কিন্তু ভুললে চলবে না এতে দুঃখ নিরসনের প্রতিও অনুরূপ জোর দেওয়া হয়েছে।

১৯। "আমার ধর্মকে ঘিরে রয়েছে আশাবাদ ও উন্নত উদ্দেশ্য।

২০। "দুঃখকে ঘিরে আমাদের যে অজ্ঞতা, উদ্দেশ্য বলতে আমি সেই অজ্ঞতাকে দূর করাকেই বোঝাতে চেয়েছি।

২১। "এতে দুঃখ দূর করার পন্থা আশাবাদ বলে চিহ্নিত।

২২। "আপনারা এ ব্যাপারে সহমত না ভিন্নমত পোষণ করেন?" পরিব্রাজকগণ তদুত্তরে বললেন, "আমরা সহমত পোষণ করি।"

৭. পরিব্রাজকদের উত্তর

১। পঞ্চ পরিব্রাজক এই ধর্মের মাহাত্ম্য বুঝতে পারলেন এবং তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে, এই ধর্ম বস্তুতই নতুন। জীবনের সমস্যাদি নিরসনের এমন বস্তুনিষ্ঠ পথ খুঁজে পেয়ে তাঁরা আশ্চর্য হলেন। সমস্বরে বলে উঠলেন,

"ধরাধামে এ পর্যন্ত কোনও ধর্মপ্রতিষ্ঠাতা মানুষের দুঃখের কারণকে ধর্মের মূল ভিত্তি বলে সূচিত করেননি।

২। "এমন কোনও ধর্মপ্রতিষ্ঠাতা নেই, যিনি বলেছেন মানুষের দুঃখ দূর করাই হল ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

৩। "নির্বাণ বা অনুরূপ পন্থার কথাও পৃথিবীতে এ পর্যন্ত কেউ বলেননি। আত্মা, ঈশ্বর এবং জন্মান্তরে বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরোধী এই পন্থা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র।

৪। "এটা ভিন্ন পৃথিবীতে এমন আর একটি ধর্মের নজির নেই দেবজ্ঞার সঙ্গে যা সম্পর্কিত নয়। যে ধর্মের নির্দেশিকা রচিত হয়েছে মানুষের সামাজিক প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে, বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঈশ্বরের নির্দেশে নয়।

৫। "পৃথিবীর ইতিহাসে এ পর্যন্ত এমন আর একটি নির্বাণের কথা বলা হয়নি নির্বাণকে আনন্দ আশিস বলে যাতে চিহ্নিত করা হয়েছে। ন্যায়পরায়ণ হলে পৃথিবীতে মানুষ তার জন্মেই সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রচেষ্টায় নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম।"

৬। এই নতুন ধর্মের কথা বুদ্ধের মুখ থেকে শ্রবণের পর পরিব্রাজকগণ এইরূপ মনোভাব ব্যক্ত করলেন।

৭। তাঁরা অনুভব করলেন যে, বুদ্ধের মধ্যে তাঁরা এমন এক সংস্কারককে খুঁজে পেয়েছেন, যিনি নীতিবান। সমসাময়িক সাংস্কৃতিক প্রজ্ঞায় যিনি বিভূষিত। সম্পূর্ণ ভিন্ন এই মত প্রকাশের মৌলিকত্ব ও সৎ সাহস যাঁর মধ্যে বিদ্যমান, নির্বাণের যিনি এক প্রবক্তা, যিনি বলেছেন আত্মসংযম এবং নিজ সাংস্কৃতিক শিক্ষার অভ্যাসের দ্বারা মনের অন্তর্গত পরিবর্তনের মধ্যেই এই নির্বাণ লাভ সম্ভব।

৮। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁদের মন এমন উদ্বেলিত হল যে, তৎক্ষণাৎ তাঁরা তাঁর পদতলে লুণ্ঠিত হয়ে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণের আর্জি জানালেন।

৯। এর পর বুদ্ধ তাঁদের 'হে ভিক্ষুগণ' বলে সম্বোধন করে ভিক্ষু সংঘের অন্তর্ভুক্ত করলেন। তাঁরাও তখন পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষু বলে চিহ্নিত হলেন।

□ □ □

পর্ব-৩

ধনবান ও সজ্জন ব্যক্তিদের দীক্ষান্তকরণ

১. যশের দীক্ষান্তকরণ

২. কাশ্যপদের দীক্ষান্তকরণ

৩. সারিপুত্ত এবং মোগ্‌গলায়নের দীক্ষান্তকরণ

৪. রাজা বিম্বিসারের দীক্ষান্তকরণ

৫. অনাথপিণ্ডিকের দীক্ষান্তকরণ

৬. রাজা পসেনদির দীক্ষান্তকরণ

৭. জীবকের দীক্ষান্তকরণ

৮. রথপালের দীক্ষান্তকরণ
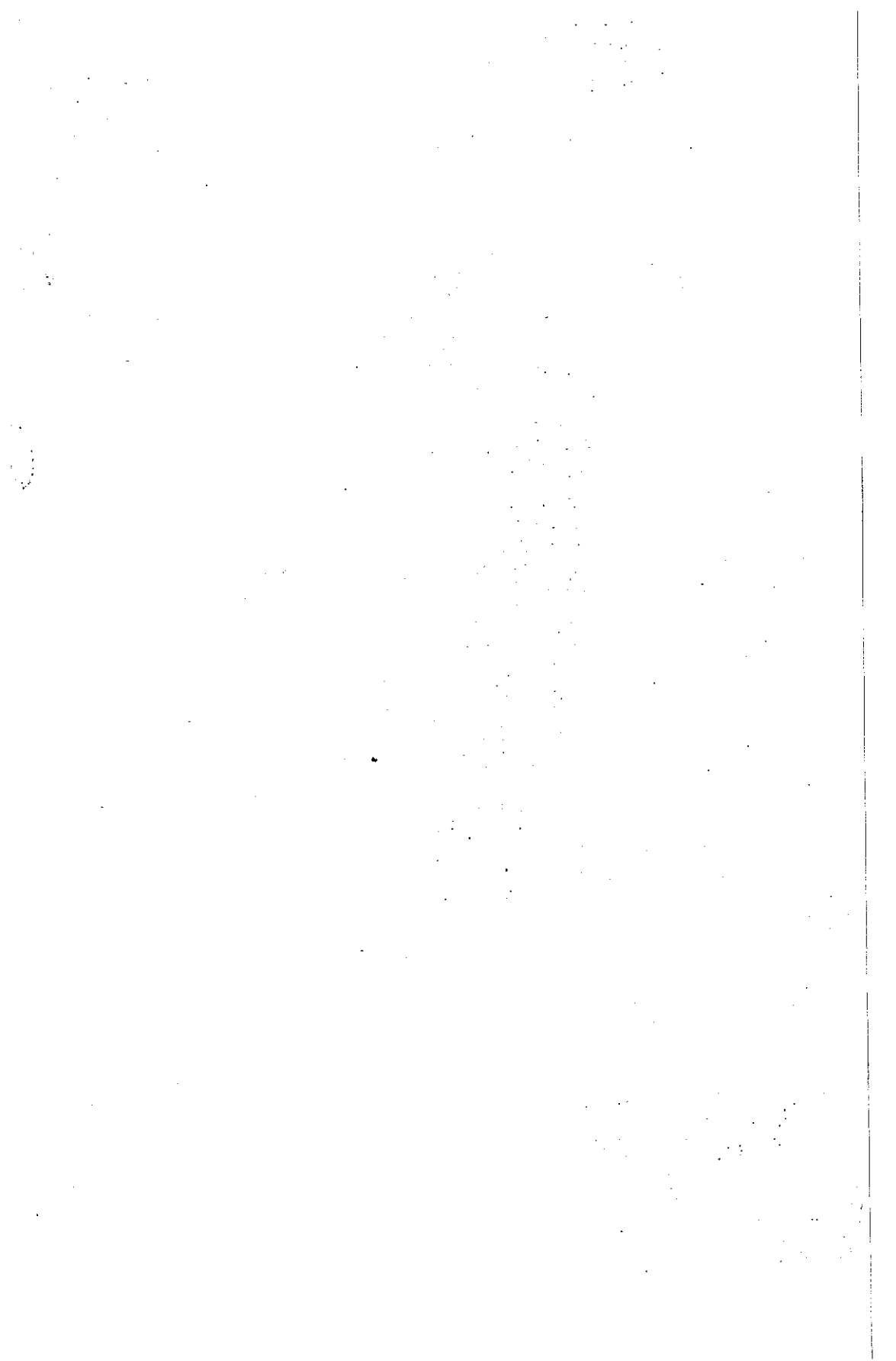
১. যশের দীক্ষান্তকরণ

১। বারানসী শহরে এক সজ্জন ব্যক্তির পুত্র যশ বাস করতেন। বয়সে তিনি ছিলেন নবীন এবং অত্যন্ত সুচরিত। পিতামাতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র যশ প্রাচুর্য ও বিলাসিতার মধ্যে জীবন কাটাতেন। যশের ছিল অনেক অনুচরবৃন্দ এবং বিরাট অন্তঃপুর। নৃত্য, পানাহার এবং রতিক্রীড়ায় তাঁর দিন কাটত।

২। ক্রমেই একধরনের বৈরাগ্য তাঁকে গ্রাস করল, পানাহার আর এই উচ্ছৃঙ্খল জীবন থেকে মুক্তির উপায় কী তা নিয়ে তাঁর গভীর চিন্তা হল। উন্নত কোনও জীবন কী সম্ভব? এই প্রশ্নকে ঘিরে সংশয়ে আকূল যশ অবশেষে পিত্রালয় ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

৩। এর পর একদিন রাতে তিনি তাঁর পিত্রালয় ছেড়ে এসে উদ্দেশ্যহীনের মতো পথ হাঁটতে থাকেন। ঘটনাচক্রে ঋষিপত্তনের দিকে তিনি অগ্রসর হন।

৪। পথিমধ্যে পরিশ্রান্ত মনে হওয়ায় বিশ্রামের জন্য তিনি একজায়গায় বসলেন। বসে থাকাকালীন এক অন্তর্গত প্রশ্ন তাঁর মনকে তোলপাড় করতে লাগল। 'আমি কোথায়, কিবা পন্থা? হায় এ দুর্দশা! হায় এ কী বিপদ!'

৫। সে রাত্রেই ঋষিপত্তনে পঞ্চ পরিব্রাজক ভিক্ষুকে পরমজ্ঞানী বুদ্ধ তাঁর প্রথম দীক্ষান্তকরণ সম্পন্ন হল। যশ যখন ঋষিপত্তনে এলেন, বুদ্ধ তখন সেখানেই। প্রভাতে সূর্যোদয়ে তিনি মুক্ত বাতাস সেবনের জন্য বের হয়েছেন। দেখলেন শ্রেষ্ঠীযুবক যশ বিলাপ করতে করতে সেইদিকে আসছেন। মর্মপীড়ায় আকুল এই যুবককে বিলাপ করতে দেখে প্রভু তাঁকে আশ্বস্ত করলেন।

৬। তিনি যুবককে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "কোনও পীড়া নেই, কোনও বিপদ নেই। এসো আমি তোমায় সেই পথ দেখাব।" মহিমান্বিত প্রভু যশকে তাঁর উপদেশাবলী শোনালেন।

৭। প্রভুর উপদেশ শোনা মাত্র যশর মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সোনার পাদুকাদ্বয় ছেড়ে মহিমান্বিত বুদ্ধের কাছে বসে শ্রদ্ধাভরে তাঁকে প্রণতি জানালেন।

৮। উপদেশাবলী শোনার পর যশঃ বুদ্ধের শিষ্য হওয়ার জন্য কাতর অনুনয় করলেন।

৯। বুদ্ধ তাঁকে ভিক্ষু হতে বলায় যশ সম্মত হলেন।

১০। এদিকে যশের অন্তর্ধানে তাঁর পিতা-মাতার অবস্থা হল নিদারুণ শোকাবহ। পুত্রকে হারিয়ে দুঃখে তাঁরা আকুল হয়ে পড়লেন। পুত্রের খোঁজে তাঁর বাবা বেরিয়ে পড়লেন। পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে তিনি এমন এক জায়গায় এসে পড়লেন, যেখানে প্রভু বুদ্ধ ও ভিক্ষুবেশে যশ বসে রয়েছেন। তাঁদের অতিক্রম করে যাওয়ার সময় বুদ্ধকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "দয়া করে বলুন, আমার পুত্র যশকে আপনি দেখেছেন নাকি?"

১১। প্রভু তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, "আসুন এখানে, আপনি আপনার পুত্রকে দেখতে পাবেন।" প্রভুর অনুরোধে তিনি যেখানে বসলেন, তার পাশেই বসে তাঁর পুত্র। কিন্তু পুত্রকে তিনি চিনতে পারলেন না।

১২। যশের বাবাকে প্রভু বললেন, কীভাবে যশর সঙ্গে দেখা হল এবং তাঁর কথা শোনার পর যশ কীভাবে ভিক্ষু হলেন। বাবা এর পর পুত্রকে চিনতে পারলেন। পুত্র যে সঠিক পন্থাই বেছে নিয়েছে তা ভেবে মনে মনে তিনি নিরতিশয় খুশিও হলেন।

১৩। পিতা বললেন, "যশ পুত্র আমার, তোমার মা অত্যন্ত পীড়িত ও কাতর হয়ে পড়েছেন। বাড়ি ফিরে তুমি তোমার মায়ের জীবনরক্ষা করো।"

১৪। প্রভু কী বলেন তা জানার জন্য যশ প্রভুর দিকে তাকালেন। মহিমান্বিত দেব তাঁর পিতাকে বললেন, "আপনারা কি চান যশ পুনরায় গৃহজীবনে ফিরে গিয়ে পূর্বের ন্যায় যথেষ্ট আনন্দ, বিনোদনের পথ বেছে নিক?"

১৫। উত্তরে যশের বাবা বললেন, "আমার পুত্র যশ যদি আপনার সঙ্গে থাকাটাই ফলদায়ক মনে করে, তা হলে সে তাই করুক।" যশ ভিক্ষু থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করলেন।

১৬। সেই স্থানে যাওয়ার আগে যশের বাবা প্রভুকে বললেন, "মহিমাময় হে দেব, যশ যাতে বাড়িতে পরিবার পরিজনের সঙ্গে একত্রে আহার গ্রহণ করতে পারে সে অনুমতি অন্তত দিন।"

১৭। প্রভু তখন তাঁর উত্তরীয় প্রতিস্থাপন করে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে যশর সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গেলেন।

১৮। সেখানে পৌঁছে যশের মা এবং পূর্বতন স্ত্রীর মুখোমুখি হলেন তাঁরা। আহার গ্রহণের পর মহিমাময় প্রভু পরিবারের সদস্যদের কাছে তাঁর উপদেশ শোনালেন। তাঁরাও তা শুনে যারপরনাই খুশি হলেন এবং বুদ্ধের উপদেশকেই জীবনের আশ্রয় করে নেওয়া স্থির করলেন।

১৯। যশের চারজন বন্ধু ছিলেন বারাণসীর ধনশালী পরিবারের সন্তান। এঁরা হলেন বিমল, সুবাহু, পুণ্যজিৎ এবং গবম্পতি।

২০। যশের বন্ধুরা যখন শুনলেন, যশ বুদ্ধধর্মগ্রহণ করে ভিক্ষু হয়েছেন তখন তাঁরাও ভাবলেন, যশের ক্ষেত্রে যা ভাল হয়েছে তাঁদের ক্ষেত্রেও নিশ্চয়-ই তা ভাল হবে।

২১। তাঁরা বুদ্ধের শিষ্য হতে চেয়ে যশের কাছে গিয়ে অনুরোধ করলেন, সে যদি প্রভু বুদ্ধকে তাঁদের এ ইচ্ছার কথা জানায়।

২২। যশ সম্মত হলেন এবং বুদ্ধের কাছে গিয়ে তিনি বললেন, "হে মহিমাময়, আমার এই চার বন্ধুকে উপসম্পদা দিন।" সে-কথা শুনে বুদ্ধ যশের চার বন্ধুকে উপসম্পদা প্রদান করলেন।

২. কাশ্যপদের দীক্ষান্তকরণ

১। বারণসীতে কাশ্যপ নামে এক পরিবারের বাস ছিল। পরিবারে তাঁরা ছিলেন তিন সন্তান। এঁরা সকলেই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। কঠোর অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে তাঁদের জীবন কাটতো।

২। কিছুদিন পর জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্ন্যাস নেওয়া মনস্থ করলেন। গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়ে তিনি তখন উরুবেলা অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে গিয়ে তিনি আশ্রম গড়ে তুললেন।

৩। তাঁর ছোট দুই ভাইও তাঁকে অনুসরণ করে সন্ন্যাসী হলেন।

৪। সকলেই তাঁরা ছিলেন অগ্নিহোত্রী অর্থাৎ অগ্নির উপাসক। বড় বড় চুল রাখত বলে তাঁদের জটিলাও বলা হত।

৫। এই তিন ভাই হলেন উরুবেল-কাশ্যপ, নদী-কাশ্যপ (নদী কাশ্যপ, নদী অর্থে নৈরঞ্জনা), এবং গয়া-কাশ্যপ (গয়ের গ্রাম)।

৬। এই কাশ্যপদের মধ্যে উরুবেল-কাশ্যপের পাঁচশো জটিল শিষ্যের সংখ্যা ছিল পাঁচশো। ফলে নদী-কাশ্যপের তিনশো জন জটিল শিষ্য এবং গয়া কাশ্যপের দুশো জন জটিল শিষ্য ছিল। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন উরুবেল-কাশ্যপ।

৭। উরুবেল-কাশ্যপের খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। জীবদ্দশায় তিনি মুক্তি (নির্বাণ) লাভ করেন বলেও জনশ্রুতি আছে। ফল্গু নদীর তীরে তাঁর আশ্রমে বহু দূর দূর থেকে লোকেরা আসত।

৮। মহিমাময় প্রভু উরুবেল-কাশ্যপের সুখ্যাতির কথা জানতে পারেন। তাঁর কাছে নিজের ধর্মপ্রচার করা তিনি মনস্থ করেন। সম্ভব হলে তাঁকে তাঁর ধর্মে দীক্ষিত করার কথাও তিনি ভাবলেন।

৯। তিনি কোথায় আছেন জেনে মহিমান্বিত প্রভু উরুবেলায় যাত্রা করলেন।

১০। মহিমান্বিত প্রভু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁকে উপদেশাবলী প্রদান করে ধর্মে দীক্ষিত করার অনুমতি চাইলেন : "আপনার যদি অসম্মতি না থাকে কাশ্যপ, আপনার আশ্রমে আমাকে রাত্রিযাপন করতে দিন।"

১১। কাশ্যপ বললেন, "আমি রাজি নই। মুচলিন্দ নামে এক নাগরাজ এই এলাকার শাসনকর্তা। এমনিতেই সে ভীষণ শক্তিধর। অগ্নির উপাসনা করে যেসব তপস্বী, এই নাগরাজ তাদের মারাত্মক শত্রু। রাত্রি গভীর হলে সে তাদের আশ্রমে উঁকি দিয়ে ভয়ঙ্কর কোনও ক্ষতি করে দিয়ে যায়। আমার আশঙ্কা এই কারণেই যে, সে আপনারও ক্ষতি করতে পারে।"

১২। কাশ্যপ জানতেন না নাগরা মহিমান্বিত প্রভুর মিত্রজন। মহিমান্বিত দেব তা বুঝেছিলেন।

১৩। ফলে কাশ্যপকে রাজি করতে প্রভু বারংবার তাঁকে সেই অনুরোধ করলেন। তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, "কাশ্যপ, নাগরাজ আমার কোনও ক্ষতি করবে না। দয়া করে আপনি আমাকে এক রাত্রি অগ্নিশালায় থাকার অনুমতি দিন।"

১৪। কাশ্যপ নানা অসুবিধের কথা বললেন, প্রভু কিন্তু তাঁর নিজের কথা বলেই গেলেন।

১৫। কাশ্যপ হতোদ্যম হয়ে বললেন, "আমি এই নিয়ে কোনও বিতর্কে জড়াতে চাই না। আমার আশঙ্কার কথা আপনাকে বললাম, তবে আপনি আপনার যা পছন্দ করুন।"

১৬। মহিমাময় দেব সেই অগ্নিশালায় প্রবেশ করে উপবেশন করলেন।

১৭। নাগরাজ মুচলিন্দ সে রাত্রে অগ্নিশালায় এলেন। কাশ্যপের জায়গায় তিনি দেখলেন মহিমান্বিত প্রভু সেখানে উপবিষ্ট।

১৮। প্রভুর অপরূপ নির্মল কান্তি, সুপ্রসন্ন মুখ দেখে তাঁর মনে হল, যেন স্বর্গের কোনও দেব সেখানে উপবিষ্ট। মস্তক আনত করে নাগরাজ প্রভুর অর্চনায় নিযুক্ত হলেন।

১৯। অতিথির কী হল এই দুশ্চিন্তায় কাশ্যপের রাতের ঘুম বারংবার বিঘ্নিত হল। প্রভু আগুনে ভস্মীভূত হয়েছেন এই অমূলক আশঙ্কায় তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন।

২০। সকাল হতেই কাশ্যপ আর কৌতূহলী কয়েকজন জানলা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিলেন। তাঁদের বিস্ময়ের অবধি রইল না দেখলেন নাগরাজ মুচলিন্দ প্রভুর অর্চনা করছেন।

২১। কাশ্যপ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

২২। তিনি যারপরনাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এ ঘটনা তাঁর কাছে অভূতপূর্ব। মহিমাময় দেবকে তিনি সেখানে এক আশ্রম গড়ার অনুরোধ করলেন। তাঁর দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করবেন, এমন প্রতিশ্রুতিও দিলেন।

২৩। এর পর কাশ্যপের কথায় প্রভু সেখানে থেকে যাওয়াই স্থির করলেন।

২৪। দু'জনের উদ্দেশ্য কিন্তু ছিল দু'রকম, কাশ্যপ চাইছিলেন নাগরাজ মুচলিন্দের কোপানল থেকে রেহাই পেতে ; অন্যদিকে মহিমাময় দেব ভাবছিলেন কাশ্যপ নিশ্চয় তাঁকে তাঁর উপদেশাবলী ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেবেন।

২৫। কাশ্যপের এ ব্যাপারে কোনও আগ্রহ দেখা গেল না। মহিমাময় দেবকে একজন সিদ্ধপুরুষ ছাড়া অতিরিক্ত কিছু তিনি ভাবতেন না।

২৬। এর পর একদিন প্রভু পুনরায় এ ব্যাপারে কাশ্যপকে বুঝাবেন স্থির করে স্বতপ্রবৃত্ত হয়েই কাশ্যপকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কী অর্হৎ?"

২৭। "অর্হৎ-ই যদি না হন, তাহলে অগ্নিহোত্র আপনার কী কাজে লাগে?

২৮। কাশ্যপ তদুত্তরে বললেন, "অর্হৎ বলতে কী বোঝায় তা আমি জানি না। আপনি কী দয়া করে বিষয়টি আমার কাছে ব্যাখ্যা করবেন?"

২৯। প্রভু তখন কাশ্যপকে বললেন, "কামের যে অভিলাষ অষ্টমার্গের পথে বাধা তা যারা জয় করতে পারে, তাদেরকেই বলে অর্হৎ।"

৩০। কাশ্যপ এমনিতে ছিলেন অহঙ্কারী। কিন্তু মহিমময় প্রভুর বক্তব্যে ধারালো যুক্তিতে তিনি আকৃষ্ট হলেন। এতে তাঁর মনেও এক পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি স্বীকার করলেন বিশ্বের প্রজ্ঞাপিত সর্বজ্ঞ দেবের জ্ঞানের কাছে তাঁর জ্ঞান নিতান্তই মামুলি।

৩১। সন্দেহের নিরসন হলে উরুবেল-কাশ্যপ নিজেকে বুদ্ধের কাছে সমর্পণ করলেন, বুদ্ধের উপদেশ শিরোধার্য করে তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করলেন।

৩২। কাশ্যপের দেখাদেখি তাঁর অনুগতরাও বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করলেন এবং বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলেন।

৩৩। উরুবেল-কাশ্যপ এর পর আনুষঙ্গিক ব্যবহার্য সামগ্রী এবং উপচার পাত্র নদীতে ফেলে দিলেন। নদীর জলস্রোত সেগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

৩৪। নদীর ভাটিতেই বাস করতেন নদী আর গয়া-কাশ্যপ। ঐসব উপচার সামগ্রী ভেসে আসতে দেখে তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, "এগুলি আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার। নিশ্চয়-ই তাঁর কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে। তা না হলে এইসব জিনিস নদীতে ভেসে এল কীভাবে।" এর পর দু'ভাই পাঁচশো করে অনুচর নিয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সন্ধানে নদীর উজানের দিকে যাত্রা করলেন।

৩৫। উরুবেল-কাশ্যপের দেখাদেখি সব অনুরাগীরা ভিক্ষুর চীবর পরিধান করেছেন, কৌতূহলোদ্দীপক তাঁদের মন। উৎসুক তাঁরা এর প্রকৃত কারণ জানতে, উরুবেল-কাশ্যপ তাঁর দীক্ষান্তরিত হওয়ার কথা অবশেষে তাঁদের বললেন।

৩৬। দু'ভাইও তখন ভাবলেন, "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যখন এই ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন, আমরাই বা কেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করব না?"

৩৭। তাঁরা তাঁদের ইচ্ছার কথা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে জানালেন। অগ্নিবলি নিয়ে বুদ্ধ তাঁর ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করছেন। সবাই এসে সমবেত হলেন তা শোনার জন্য।

৩৮। এ নিয়ে দু'ভাইরে সঙ্গে বুদ্ধ তাঁর আলোচনা-শেষে বললেন, "অজ্ঞতার কৃষ্ণধূম্র ছড়িয়ে পড়ে। অসংলগ্ন চিন্তা কাঠে কাঠে ঘর্ষণের ন্যায় অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়।

৩৯। "কাম, ক্রোধ, প্রবঞ্চনা এগুলি সব রোষতপ্ত অগ্নির মতো, এগুলি সবকিছুকে পুড়িয়ে খাক করে দেয়। পৃথিবীতে দুঃখ আর কষ্টকে ডেকে আনে।

৪০। "একবার যদি পথ স্থির করে এই কাম, ক্রোধ ও প্রবঞ্চনা নির্মূল করা যায়, তা হলে জন্ম নেয় সম্যক দৃষ্টি, জ্ঞান আর সচ্চরিত্রের।

৪১। "পাপ কাজের জন্য মানুষের মনে যদি আত্মগ্লানি জন্ম নেয়, তা হলেই সেই আত্মগ্লানি কামনার ইচ্ছাকে বিদূরিত করে। সেই সঙ্গেই জন্ম নেয় বৈরাগ্য।"

৪২। মহান ঋষিবর্গ তাঁর কথা শ্রবণের পর অগ্নি উপাসনার যাবতীয় আসক্তি হারালেন, বুদ্ধের শিষ্য হওয়ার দৃষ্টান্ত তাঁদের মনে প্রবল হল।

৪৩। কাশ্যপকে দীক্ষান্তরিত করা মহিমাময় বুদ্ধের এক বিরাট সাফল্য, কারণ সে সময় জনসাধারণের মনে কাশ্যপের বিরাট প্রভাব ছিল।

৩. সারিপুত্ত ও মৌদগল্যায়নের দীক্ষান্তকরণ

১। প্রভু বুদ্ধ তখন রাজগৃহে, এখানেই বাস করতেন সঞ্জয় নামে স্বনামধন্য এক লোক। তাঁর সঙ্গে ছিল আরও প্রায় আড়াইশো পরিব্রাজক। এঁরা সবাই ছিলেন সঞ্জয়ের শিষ্য।

২। শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন সারিপুত্ত ও মৌদগল্যায়নের নামে দুই ব্রাহ্মণ।

৩। সঞ্জয়ের শিক্ষায় সারিপুত্ত এবং মৌদগল্যায়নের মনে কোনও সন্তুষ্টি ছিল না ; তাই তাঁরা উন্নত কোনও শিক্ষার সন্ধানে উৎসুক ছিলেন।

৪। একদিন পূর্বাহ্নে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর অন্যতম শ্রদ্ধেয় অশ্বজিৎ তাঁর অন্তর্বস্ত্র এবং বহির্বস্ত্র পরিধান করে ভিক্ষাপাত্র হাতে নগর রাজগৃহে প্রবেশ করল।

৫। সারিপুত্ত তাঁকে লক্ষ্য করছিলেন, তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁকে অভিভূত করল। শ্রদ্ধেয় আসজিকে দেখে সারিপুত্ত ভাবলেন, এই ভদ্রজন প্রকৃতই প্রথম সারির শ্রদ্ধেয় ভিক্ষুদের অন্যতম। কিন্তু কী করে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, "বন্ধুবর আপনি কী সাংসারিক মোহ ত্যাগ করতে পেরেছেন? কে আপনার প্রভু? কার ধর্ম আপনি প্রচার করছেন!"

৬। তবে সারিপুত্ত ভেবে দেখলেন : "তাঁকে এ-কথা জিজ্ঞেস করার উপযুক্ত সময় এটা নয়। ভিক্ষার জন্য বাড়ির উঠানে প্রবেশ করেছেন তিনি। প্রত্যাশী ব্যক্তিগণের মতো আমিও কী তাঁকে অনুসরণ করব?

৭। এদিকে অশ্বজিৎ রাজগৃহে বিহার, শেষে ভিক্ষান্ন যা পেলেন তাই নিয়েই ফিরে গেলেন। সারিপুত্তও তাঁকে অনুসরণ করলেন। এর পর আসজির সম্মুখে এসে তিনি সৌজন্য বিনিময় করলেন।

৮। পাশে দাঁড়িয়ে পূজনীয় অশ্বজিৎকে সারিপুত্ত বললেন, "আপনার দেহে এক অরূপ কান্তি, মুখমণ্ডল নির্মেঘ, উজ্জ্বল, চিন্তাবিবর্জিত। কার নামে আপনি সাংসারিক জগতের মোহ ত্যাগ করেছেন? কে আপনার প্রভু? কার ধর্ম আপনি প্রচার করছেন?"

৯। অশ্বজিৎকে উত্তরে বললেন, "বন্ধু, যার আকর্ষণে আমি এই সাংসারিক জগতের মোহ ত্যাগ করেছি, শাক্য বংশের মহান উপাসক মহিমান্বিত বুদ্ধ আমার প্রভু, তাঁর ধর্মেরই আমি অনুগামী।"

১০। "মহাশয়, আপনার গুরুর আদর্শ কী? তিনি আপনার কাছে কী প্রচার করছেন?"

১১। "বন্ধু, আমি কেবল তাঁর এক অর্বাচীন শিষ্য, সম্প্রতি আমি ভিক্ষুব্রত নিয়েছি, এই ধর্ম সম্বন্ধে আমি তেমন পারদর্শী নই, ফলে আমি এই ধর্ম সম্বন্ধে আপনাকে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিতে পারব না। তবে এই ধর্ম কী, তা আপনাকে সংক্ষেপে বলছি।"

১২। এর পর ভ্রাম্যমাণ ভিক্ষু অশ্বজিৎকে সারিপুত্ত বললেন, "তবে এই ধর্মকে ঘিরে আপনার আকর্ষণের কারণ ব্যাখ্যা করুন। বিষয়টি সম্বন্ধে আমি পরিপূর্ণ অবগত হতে চাই। এই মানুষটিকে ঘিরে কেন এত আকর্ষণ।"

১৩। শ্রদ্ধেয় অশ্বজিৎ এর পর সারিপুত্তের কাছে বুদ্ধের শিক্ষার সারবত্তা ব্যাখ্যা করে শোনালেন। সারিপুত্তও তাতে যারপরনাই খুশি হলেন।

১৪। সারিপুত্ত এবং মৌদগল্যায়ন ভাই না হলেও তাঁরা ছিলেন ভ্রাতৃপ্রতিম, পরস্পরকে তাঁরা কথা দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সত্যের সন্ধান যে প্রথম পাবে সে অপরজনকে প্রথম তা জানাবে, পারস্পরিক এই ছিল তাঁদের শপথ।

১৫। সারিপুত্ত তখন মৌদগল্যায়নের কাছে গেলেন। সারিপুত্তকে দেখে তিনি বললেন, "তোমার অবয়ব সুনির্মল, স্বচ্ছ, পবিত্র ও উজ্জ্বল। তা হলে কী অবশেষে তুমি সত্যোপলব্ধি করতে পেরেছ?"

১৬। "হ্যাঁ বন্ধু, আমি সেই পরম সত্যের সন্ধান পেয়েছি।" "কিন্তু কী করে তা সম্ভব হল?" সারিপুত্ত তখন তাঁকে বললেন অশ্বজিতের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা।

১৭। মৌদগল্যায়ন সারিপুত্তকে বললেন, "তা হলে বরং চলো মহিমান্বিত প্রভুর সঙ্গে যোগ দিই। তাকেই আমরা প্রভু বলে গ্রহণ করি।"

১৮। সারিপুত্ত প্রত্যুত্তরে বললেন, "কিন্তু বন্ধু, আমাদের সঙ্গে এই দুশো পঞ্চাশজন পরিব্রাজককে প্রথমে পরিষ্কার করে বুঝানো দরকার আমাদের উদ্দেশ্যের কথা, কারণ তারা আমাদের সম্মান করে। আমাদের দায়িত্ব, তাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে তাদের পরিষ্কার করে বুঝানো, কেন আমরা তাদের ছেড়ে যাচ্ছি। তারপর তারা যা ভাল বুঝবে, করবে।"

১৯। সারিপুত্ত এবং মৌদগল্যায়ন দু'জনে তখন তাদের কাছে গেলেন। তাদের সঙ্গে দেখা করে তাঁরা তাদেরকে সে-কথা বললেন। তারা বলল, "বন্ধুরা, আমরা বুদ্ধের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি, বুদ্ধই এখন আমাদের প্রভু।"

২০। তারা তখন বলল "প্রভু, আপনাদের-ই আমরা শ্রদ্ধা করি। আপনাদের জন্যই আমরা এখানে রয়েছি প্রভু, আপনারাই যখন এই মহান শ্রমণের অধীনে পবিত্র জীবনের অভিলাষী আমরাও তবে তাই।"

২১। সারিপুত্ত ও মৌদগল্যায়ন সঞ্জয় যেখানে ছিলেন সেখানে গেলেন ; তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁরা বললেন, "বন্ধু, আমরা পবিত্র বুদ্ধের সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছি। বুদ্ধ আমাদের প্রভু।"

২২। সঞ্জয় বললেন, "না বন্ধু, যেও না। আমরা তিনজনে বরং একত্রে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ দেখাশোনা করি।"

২৩। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার সারিপুত্ত এবং মৌদগল্যায়ন ঐ কথা বললেও সঞ্জয় তাঁর সেই কথা বলেই গেলেন।

২৪। সারিপুত্ত এবং মৌদগল্যায়ন দুশো পঞ্চাশজন ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসীকে নিয়ে রাজগৃহের বেণুবনে বুদ্ধের কাছে গেলেন।

২৫। মহান বুদ্ধ দেখলেন সারিপুত্ত ও মৌদগল্যায়ন তাঁর দিকে আসছেন। তাঁদের দেখে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বুদ্ধ বললেন, "ভিক্ষুগণ, ঐ যে দু'জন আসছেন এরা হলেন সারিপুত্ত ও মৌদগল্যায়ন। এঁরা আমার শিষ্য হবেন এবং এই শিষ্যেরাই হবেন মঙ্গল জোড়।"

২৬। বেণুবনে এসে পৌঁছনোর পর পরম বুদ্ধের পদে শরণাপন্ন হয়ে তাঁরা বললেন, "প্রভু, আমাদের ভিক্ষু সংঘের অন্তর্ভুক্ত করুন।"

২৭। বুদ্ধ তাতে সম্মত হলেন, এবং প্রথাগত সাধুবাদ উচ্চারণ করে বললেন,

"এহি ভিক্ষু।" (এসো ভিক্ষু)। সারিপুত্ত, মৌদগল্যায়ন এবং আরও দুশো জটিল তখন বুদ্ধের শিষ্য হলেন।

৪. রাজা বিম্বিসারের দীক্ষান্তকরণ

১। মগধের রাজা শ্রেণিক বিম্বিসারের রাজধানী ছিল রাজগৃহ।

২। বহু মানুষের বৌদ্ধ ভিক্ষু হওয়ার ঘটনায় বুদ্ধকে ঘিরেই শহরের জনশ্রুতি গড়ে উঠল।

৩। এমন সময় রাজা বিম্বিসার নগরে বুদ্ধের আগমন বার্তা জানতে পারলেন। মনে ভাবলেন—

৪। "নিরতিশয় গোঁড়া এবং উদ্ধত এই জটিলদের ধর্মান্তরিত করা তো খুব সহজ কাজ নয়।" তিনি আরও ভাবলেন, মহাপ্রতিম বিশুদ্ধবাদী বুদ্ধ জগৎ সংসারকে সম্যক বোঝেন, পবিত্র তিনি, সর্বজ্ঞ চিন্তা, চেতনা, জ্ঞানগরিমায় এক উজ্জ্বল আধার, এই শ্রেষ্ঠীবর মানবও ঈশ্বরের অগ্রদূত, তিনি সত্যের শিক্ষাই দিচ্ছেন, অধিকন্তু তাঁর এই শিক্ষা উপলব্ধিসঞ্জাত।

৫। "এও নিশ্চিত যে, তিনি যে ধর্মের কথা প্রচার করছেন তা সর্বৈব সুন্দর। নীতিগত ও চরিত্রশুদ্ধির জন্য তা অনুরূপ অর্থবহ। পরমোৎকর্ষ পরিপূর্ণ শুদ্ধ ও পবিত্র জীবনেরই তিনি প্রচার করছেন। তাঁর ন্যায় পরম গুণ সমন্বিত ব্যক্তির করুণা পাওয়াও পরম সৌভাগ্যের বইকী!"

৬। রাজা বিম্বিসার দ্বাদশ অযুত মাগধী ব্রাহ্মণ এবং গৃহবাসী পরিবৃত হয়ে বুদ্ধের কাছে গেলেন। বুদ্ধকে দর্শনের পর করজোড়ে বুদ্ধের কাছে বসলেন। তাঁর দেখাদেখি দ্বাদশ অযুত মগধী ব্রাহ্মণ ও সেইসব গৃহস্থরাও তাই করলেন। হাতজোড় করেই তাঁরা সেখানে বসে রইলেন। স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে কেউ তাঁদের নাম ও বংশপরিচয় জানালেন, অপর কেউ নীরবে বসেই রইলেন।

৭। সেই দ্বাদশ অযুত মাগধী ব্রাহ্মণ ও গার্হস্থ্য এমন সময় উপবিষ্ট ভিক্ষুদের মধ্যে উরুবেল-কাশ্যপকে দেখতে পেলেন। এতে আশ্চর্য হয়ে তাঁরা ভাবলেন, "এর অর্থ কী?" সন্দেহ হল তাঁদের তা হলে কী উরুবেল-কাশ্যপের শিক্ষাই প্রভু গ্রহণ করেছেন, না কী প্রভুর শিক্ষাই উরুবেল-কাশ্যপ নিলেন।

৮। দ্বাদশ অযুত ব্রাহ্মণ ও গার্হস্থ্যের মনের এ সংশয় প্রভু বুদ্ধ তৎক্ষণাৎ অনুমান করতে পারলেন। শ্রদ্ধেয় উরুবেল-কাশ্যপকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, "আপনিই তো সেই শ্রেষ্ঠ অগ্ন্যুপাসক, তা হলে ছাড়লেন কেন অগ্ন্যুপাসনা? কীভাবেই বা তা ছাড়লেন?"

৯। কাশ্যপ বললেন, "শব্দ, দৃশ্য, আস্বাদন, প্রেয়সীর প্রতি কামাসক্তি অগ্ন্যুপাসনার বাসনাকে উদ্বেলিত করে, যেহেতু আমি সেই অপরিশুদ্ধ বাসনা থেকে নিজেকে মুক্ত করেছি ; তাই সে পূজা, অর্ঘ্য আর যজ্ঞের প্রতিও আমার আর কোনও আসক্তি নেই।

১০। "যদি কিছু মনে না করেন তো বলুন, কেন সহসা আপনার মধ্যে এই পরিবর্তন?"

১১। উরুবেল-কাশ্যপ এর পর তাঁর আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে পরম বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হলেন। বললেন, "পরম বুদ্ধ আমার প্রভু, আমি তাঁর অনুগত শিষ্য।" এই দেখে সেই দ্বাদশ অযুত মাগধী ব্রাহ্মণ ও গার্হস্থ্যের বুঝতে কোনও অসুবিধে রইল না, উরুবেল-কাশ্যপ নামের এই শ্রেষ্ঠীবর বুদ্ধের আদর্শ গ্রহণ করেছেন।

১২। দ্বাদশ অযুত মাগধী ব্রাহ্মণ এবং গৃহস্থরা কী ভাবছেন, বুদ্ধ তৎক্ষণাৎ তা অনুভব করতে পারলেন। এর পর বুদ্ধ যখন তাঁদেরকে তাঁর ধর্মের কথা বললেন, অদ্ভুত এক পরিবর্তন দেখা দিল তাঁদের মধ্যে, দাগহীন কোনও স্বচ্ছ সাদা কাপড় যেমন চট করে রং ধরে নেয়, তাঁরাও তেমনই এই ধর্মের রঙে রাঙায়িত হলেন। তাঁদের এক অযুত এই সংঘের জীবন বেছে নেবেন স্থির করলেন।

১৩। মাগধী রাজা শ্রেণিক বিম্বিসার এই অভূতপূর্ব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে এই ধর্মের গভীরে অন্তঃশীল শক্তিকে সম্যক বুঝতে পারলেন। সংশয়যুক্ত মন নিয়ে এর পর তিনি পরমজ্ঞানী বুদ্ধকে বললেন, "প্রভু, আমি যখন রাজপুত্র ছিলাম, পাঁচটি বাসনায় আমি ছিলাম লালায়িত। আমার সে-সব বাসনা এখন পূর্ণ হয়েছে।

১৪। "রাজপুত্র থাকাকালীন আমার প্রথম বাসনা ছিল, আমি যদি রাজপদে অভিষিক্ত হতাম! সে বাসনা এখন পূর্ণ। দ্বিতীয় বাসনা ছিল, একজন অর্হৎ যদি আমার রাজ্যে আসতেন! তাও পূর্ণ হয়েছে। তৃতীয় বাসনা

ছিল, আমি সেই সাধ্বী মানবকে সম্যক প্রযত্ন করব! প্রভু এ ছিল আমার তৃতীয় বাসনা। সে বাসনাও চরিতার্থ হয়েছে। সেই অর্হৎ আমাকে তাঁর ধর্মোপদেশ প্রদান করবেন! এই ছিল চতুর্থ বাসনা, তাও পূর্ণ হয়েছে। আমি তাঁর ধর্ম সম্যক বুঝতে পারব! আমার সে পঞ্চম ও শেষ বাসনাও পূর্ণ হল। রাজপুত্র থাকাকালীন এই পঞ্চ বাসনাতেই আমি লালায়িত ছিলাম।"

১৫। অত্যাশ্চর্য প্রভু! অত্যাশ্চর্য, এ একেবারে উলটে থাকা কিছুকে নিজের চেষ্টায় সোজা করার মতো। অপ্রকাশ্য গূঢ় কিছুকে প্রকাশ্য করা, এ যেন পথভ্রষ্ট কাউকে পথের দিশা দেওয়ার মতো, বুদ্ধের এই শিক্ষা দৃষ্টিকে আরও গভীর করে চক্ষুষ্মান করে তোলে, আমি বুদ্ধের শরণাপন্ন হতে চাই, ভিক্ষু সংঘের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই, প্রভু বুদ্ধ আমাকে তাঁর শিষ্য হিসাবে বরণ করে নিন। আমি আজীবন এই সংঘের একনিষ্ঠ থাকব।

৫. অনাথপিণ্ডিকের দীক্ষান্তকরণ

১। কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তীপুরে বাস করতেন সুদত্ত। সে রাজ্যের শাসক ছিলেন পসেনদি। সুদত্ত ছিলেন রাজার কোষপাল। দরিদ্রদের মুক্ত হাতে দান করতেন বলে সুদত্তকে অনাথপিণ্ডিক বলা হত।

২। প্রভু যখন রাজগৃহে, অনাথপিণ্ডিক তখন ব্যক্তিগত কোনও কারণে সেখানে এসেছেন। সেখানে এসে তিনি তাঁর বোনের কাছে উঠলেন। বোনের বিয়ে হয় রাজগৃহের এক পৌরপ্রশাসকের সঙ্গে।

৩। রাজা পৌঁছে দেখলেন, তাঁর ভগ্নিপতি প্রভুর আহারের প্রস্তুতি করছেন এবং চতুর্দিক ভিক্ষু সমাকীর্ণ। রাজা ভাবলেন, নিশ্চয়-ই কোনও বিবাহের আয়োজন চলেছে। এজন্যই হয়তো তিনি নিমন্ত্রিত।

৪। ঘটনা কী তা প্রকৃত জানার পর রাজা প্রভু বুদ্ধের দর্শনের জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়লেন, সেই রাতেই তিনি প্রভুকে দর্শনের জন্য বের হন।

৫। অনাথপিণ্ডিককে দেখামাত্র প্রভু তাঁর মনের ভাব বুঝে নিলেন। সুমিষ্ট বচনে বুদ্ধ তাঁকে অভিবাদন জানালেন। আসন গ্রহণ করে অনাথপিণ্ডিক বুদ্ধের ধর্মের ব্যাখ্যা শুনলেন। তিনি তখন তাঁর মনের কথা প্রভুকে জানান।

৬। সে-কথা জেনে প্রভু প্রশ্ন করলেন, "আমাদের জীবনের নির্মাতা কে? আমাদের সৃষ্টি করেছেন কী কোনও ব্যক্তি না ঈশ্বর? ঈশ্বরই যদি স্রষ্টা

হন তা হলে জীবিত সকলকেই সেই স্রষ্টার অনুগত থেকে জীবন নিবেদন করা উচিত। তবে প্রশ্ন হল, বিশ্ব যদি ঈশ্বর সৃষ্ট হত তা হলে কুম্ভকারের হাতে নির্মিত পাত্রের ন্যায় সবই হত অনুরূপ। কোনও দুঃখ, বিপর্যয়, অধর্ম বলে কিছু থাকত না, কারণ এ সবেরই তিনি হতেন নিয়ামক। আর তা না হলে তার অর্থ দাঁড়ায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব অসাড়, তা হলে দেখুন ঈশ্বরের অস্তিত্বকে নস্যাৎ করা যায়।

৭। "আরও ব্যাখ্যা করে বলা যায়, আমাদের চতুর্দিকে সবই নিমিত্ত স্বরূপতা। বীজ পুঁতলে যেমন তা থেকে গাছ হয়, কার্য-কারণ সম্বন্ধ ছাড়াও তেমনই কী কিছু হয়? কোনওভাবেই তা সম্ভব নয়।

৮। "আরও বলা হয় স্বয়ং স্রষ্টা, কিন্তু তাও কি সম্ভব? তা হলে তো সবই হত স্ফূর্তিদায়ক আর পরিতোষ বিধানকারী। দুঃখ ও আনন্দ এ সবই হল বাস্তবিক এবং বিষয়মুখী। তা হলেই বা তারা স্বয়ং স্রষ্টা হয় কীভাবে?

৯। "অধিকন্তু প্রচলিত আরও সব বিশ্বাস যদি গ্রহণীয় হয়, তার অর্থ স্রষ্টা নেই, ভাগ্যও নির্দিষ্ট হয়ে আছে, কার্য-কারণ সম্বন্ধ বলেও কিছু হয় না। প্রশ্ন হল, তা হলে আর প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জীবন রচনার মূল কী?

১০। "অতএব আমরা দ্বিমত পোষণ করে বলতে পারি, যার অস্তিত্ব রয়েছে, সেই অস্তিত্বের পেছনে কারণও রয়েছে। ঈশ্বরও নয়, চিরন্তনও নয়, আত্মাও নয়, অকারণ কোনও সম্বন্ধও স্রষ্টা নয়। ভাল বা মন্দ এ সবই হল আমাদের কর্মের ফলশ্রুতি।

১১। "সমগ্র বিশ্বই নিমিত্ত স্বরূপতার সূত্রে বাঁধা। কর্মও মনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। স্বর্ণের দ্বারা নির্মিত পেয়ালা যেমন স্বর্ণনির্মিত পেয়ালাই হয়, এও তেমনই।

১২। "অতএব ঈশ্বরকে ঘিরে সর্বৈব এই প্রচলিত বিশ্বাস ত্যাগ করাই উচিত। ঈশ্বর কল্পনা ভ্রান্ত। মামুলি এ কল্পনায় নিজের অস্তিত্ব না বিকিয়ে দেওয়াটাই সমীচীন। স্বার্থ ও স্বার্থমগ্নতা এ দুইই ত্যাগ করা উচিত। কার্যকারণের সম্বন্ধ দ্বারাই যখন সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তখন সু (ভাল)কেই আমাদের বেছে নেওয়া উচিত। নিজেদের কাজের মধ্যে দিয়েই আমরা সু-ফল পেতে পারি।

১৩। অনাথপিণ্ডিক বললেন, "মহিমান্বিত প্রভু যে সত্যের কথা বলেছেন, আমি

তা বুঝেছি। আমি আমার সব মনের কথা বলতে চাই, তা শুনে প্রভু পরামর্শ দিন, আমার কী করণীয়।

১৪। "আমার জীবন কর্মময় ; বিত্ত, সম্পদ এ সব-ই আমার প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এখনও আমি নিষ্ঠাভাবে কাজ করি এবং আমার কাজকে উপভোগ করি। বহু মানুষ আমার ওপর নির্ভরশীল। আমার কাজের সুফলের ওপর তাদের ভালমন্দ নির্ভরশীল।

১৫। "মহিমান্বিত প্রভুর শিষ্যরা যে তাঁর ধর্মের গুণকীর্তন করছেন তা শুনতে পাচ্ছি। পৃথিবীতে যাবতীয় অস্থিরতা দমনে তাঁরা যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাও শুনেছি। প্রভুর নিজের রাজ্য ছিল তা তিনি ত্যাগ করেছেন, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ ত্যাগ করেছেন। ন্যায়পরায়ণতার পথ তিনি খুঁজে পেয়েছেন। নির্বাণ লাভের উপায় কী, বিশ্বকে তা তিনি জানিয়েছেন। বস্তুত তা করে তিনি এক নিদর্শন স্থাপন করেছেন।

১৬। "সঠিক পন্থার খোঁজেই আমার হৃদয়ের আকুতি, আমার কর্ম যেন আমার পরিজনের মঙ্গল করে। প্রভু আমাকে বলুন, আমি কী ত্যাগ করতে পারি। এই ধর্মের কাজে তিনি নিজেকে ব্যাপৃত করতে গৃহ, অর্থকরী কাজ, এমনকী গৃহত্যাগেও আমি রাজি।"

১৭। পরম প্রভু প্রত্যুত্তরে বললেন, "প্রত্যেক মানুষ মহান অষ্টমার্গের পন্থা অবলম্বন করলে ধর্মীয় জীবনের সুধা লাভে সক্ষম। যিনি সম্পদে অভিলাষী তাঁর উচিত এই অভিলাষে মনকে বিষাক্ত না করে, বরং সে মোহ ত্যাগ করা। সম্পদের অভিলাষী যিনি নন, ধনী হওয়ার বাসনাও যাঁর নেই, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে তিনিই সক্ষম, পরিজনদের কাছে তিনি আশীর্বাদ তুল্য।

১৮। "আমি আপনাদের উপদেশ দেব, আপনারা যে যার কর্মপথে থেকে নিজেদের উদ্যোগে শামিল হন। শামিল হন অধ্যবসায় ও কর্মনিষ্ঠার সঙ্গে। জীবন, সম্পদ ও ক্ষমতা মানুষকে দাসে পরিণত করে না। এসবের লিপ্সাই মানুষকে দাসে পর্যবসিত করে।

১৯। "সংসার ছেড়ে এসে ভিক্ষু জীবনকে কেবলমাত্র আয়েশি জীবন হিসাবে গ্রহণ করলে তাতে মোক্ষলাভ হয় না। অলসতার পথ ঘৃণ্য, শক্তিহীনতা অবজ্ঞাতুল্য।

২০। "তথাগতের ধম্ম বলে, কোনও ব্যক্তির বাধ্যতামূলক সংসারত্যাগী হওয়ার দরকার নেই। যখন সে ঐহিক জগতের মায়াবন্ধন ছিন্ন করে সংসার ত্যাগ প্রয়োজন মনে করে, তখনই ভিক্ষুত্ব অবলম্বন করতে পারে। তথাগতের ধর্মে আবশ্যিক হল আত্মসুখ থেকে মুক্তি। মনের পরিশুদ্ধি, ভোগবাসনার লিপ্সা ত্যাগ করে ন্যায়পরায়ণ জীবনযাপন।

২১। "যে কোনও বৃত্তির-ই মানুষ হোক না কেন, তা কারিগরি বৃত্তিই হোক, বণিক, করণিক বা রাজা অথবা সংসার জীবন ত্যাগ করে ধর্মীয় জীবন পরিগ্রহ বা অন্য যে কোনও কাজই হোক না কেন, তাতে আত্ম মনোনিবেশ, উদ্যম ও একাগ্রতা প্রয়োজন। পদ্মের ন্যায় তারা যদি বিকশিত হয় যে পদ্ম জলেই বড় হয় অথচ জলের স্পর্শ তার গায়ে লাগে না। তারা যদি কোনও অসূয়া ও বিদ্বেষকে প্রশ্রয় না দিয়ে জীবন সংগ্রামে ব্যাপৃত হয়, আত্মপরতার পথে না গিয়ে যদি তারা সত্যের পথে জীবন যাপন করে, তা হলেই তাদের জীবন সরল বিশুদ্ধ আনন্দে, শান্তিতে সুধাময় হয়ে উঠবে।"

২২। অনাথপিণ্ডিক অনুধাবন করলেন, সত্যের পথ এক অনিন্দ্যসুন্দর পথ।

২৩। এই সত্য ধর্মাদর্শে প্রত্যয়াপন্ন হয়ে শ্রদ্ধায় করজোড়ে বুদ্ধের পদে তার অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন।

৬. রাজা পসেনদির দীক্ষান্তকরণ

১। প্রভুর আগমন বার্তা শুনে রাজা পসেনদির রাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে জেতবন বিহারে গেলেন। করজোড়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে প্রভুকে তিনি বললেন :

২। "আপনার আগমনে আমার এই বিপদসঙ্কুল রাজ্য ধন্য হল। সত্যরাজ, ধর্মরাজ মহান প্রভুর আগমনের পর আর কী দুর্যোগ বিপর্যয়ের আশঙ্কা থাকতে পারে?

৩। "আমি এখন আপনার শরণাপন্ন। আমাকে আপনার ধর্মোপদেশের সুধাবারি দান করুন।

৪। "জাগতিক লাভ ক্ষণস্থায়ী, ভঙ্গুর, কিন্তু ধর্মীয় ফল শাশ্বত, অবিনশ্বর। একজন মানুষ তিনি রাজা হলেও নানা সমস্যাদীর্ণ, একজন সাধারণ ধর্মীয় মানুষের কতই না মানসিক শান্তি!

৫। রাজার মন যে কামসুখ এবং অন্য জাগতিক বৈভবে ভীষণভাবে নিরাসক্ত হয়ে পড়েছে, মহিমান্বিত প্রভু তা বুঝলেন। অবশেষে তাঁকে ধর্মোপদেশ প্রদান করবেন মনস্থ করলেন।

৬। "একজন পতিত সেও কোনও ধার্মিক মানুষকে দেখে শ্রদ্ধাবনত হয়। তা হলে একজন রাজা যিনি জীবনে বহু ক্লেদাক্ত স্মৃতি বহন করছেন, তাঁর কী অবস্থা হতে পারে?"

৭। প্রভু বললেন, "আমার ধর্মোপদেশ দয়া করে শ্রবণ করুন। আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপে তা ব্যাখ্যা করছি। অর্থ উপলব্ধির চেষ্টা করুন যা বলছি তার প্রতি দৃঢ় অন্বিষ্ট হোন।"

৮। "আমাদের ভাল ও মন্দ কর্ম এ সবই আমাদেরকে ছায়ার ন্যায় আমাদের সঙ্গে রয়েছে।

৯। "সর্বাপেক্ষা জরুরি হল সহৃদয়তার মন।

১০। "মানুষকে সন্তান জ্ঞান করুন। তাদের শোষণ থেকে বিরত থাকুন। লালসা দূর করুন, অন্যায়ের পথ ত্যাগ করে ন্যায়ের পথ অবলম্বন করুন। অন্যকে কষ্ট দিয়ে নিজের আনন্দ চরিতার্থ করবেন না। সন্তানদের সন্ন্যাসের উপশম করুন, তাদের প্রতি বন্ধুপরায়ণ হন।

১১। "রাজকীয় দম্ভ ত্যাগ করুন। চাটুকারিতায় ভুলবেন না।

১২। "কঠোর সন্ন্যাসব্রতে কোনও ফল নেই। ধর্মের প্রতি চিন্তাশীল হন। ন্যায়ের পথ অবলম্বন করুন।

১৩। "দুঃখ, জরায় চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত। সত্যপন্থা অবলম্বন করেই আমরা দুঃখকে জয় করতে পারি।

১৪। "পক্ষপাতিত্বে ফল কী?"

১৫। "যারা দৈহিক কামনা ও লালসাকে দমন করতে পারেন, তাঁরাই পারেন কামকে উপেক্ষা করতে এবং আধ্যাত্মিক জীবন মার্গের অন্বেষায় প্রবৃত্ত হতে।

১৬। "যখন একটি বৃক্ষ অনলে ভস্মীভূত হচ্ছে তখন পাখিরাও কী সেখানে আশ্রয় নিতে পারে! আসক্তি যেখানে রয়েছে সেখানে সত্য নেই। শিক্ষিত মানুষ যতক্ষণ না তা উপলব্ধি করতে পারছেন, ততক্ষণ তাঁরা অজ্ঞানীই থেকে যাবেন।

১৭। "যাদের এই সম্যক জ্ঞান হয়েছে তাঁরাই প্রকৃত প্রজ্ঞাবান। এই প্রজ্ঞালাভে লক্ষ্য স্থির হওয়া দরকার। একে অবহেলার অর্থ, জীবনে ব্যর্থতাকে ডেকে আনা।

১৮। "যে-কোনও শিক্ষার এটাই অভীষ্ট পথ। এতদ্‌ভিন্ন অন্য কোনও পথ থাকতে পারে না।

১৯। "কেবল গুহাবাসীদের জন্যই এ শিক্ষা নয়, প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রেই এ শিক্ষা সমান জরুরি। তা তিনি সন্ন্যাসী হোন আর সংসারী হোন। আর ভিক্ষু হোন, এর কোনও অন্যথা নেই। একজন গুহাবাসী ঋষিও সর্বনাশে পতিত হতে পারেন, আবার একজন সাধারণ গৃহস্থও ঋষির মর্যাদায় উন্নীত হতে পারেন।

২০। "লাস্যের তাড়না সকল জীবনের ক্ষেত্রেই বিপজ্জনক। পৃথিবীকে তা প্রমত্ত স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে প্রজ্ঞা হল এক সহজ পানসি, প্রতিফলন যার হালস্বরূপ। ধর্মপথের দ্বারাই দস্যু মারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

২১। "যেহেতু আমাদের কর্মফল থেকে মুক্তি নেই, তাই উচিত সৎ কর্ম করা।

২২। "আমাদের চিন্তার ধারাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, যাতে আমরা অন্যায় থেকে দূরে থাকতে পারি। কারণ আমরা জানি যে, বীজ যেমন পোঁতা যাবে, ফলও আমরা তেমনই পাব।

২৩। "আলোর পরেই যেমন অন্ধকার, তেমনই অন্ধকারের পরেই রয়েছে আবার আলোর পথ। প্রায়ান্ধকার থেকে যেমন আসে গভীর তমসা, তেমনই প্রভাতই নিয়ে আসে মধ্যাহ্ন। বিজ্ঞজন যত বেশি জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হবেন ততই তাঁর চক্ষু উন্মীলিত হবে। সত্যান্বেষণের পথে ততই তিনি এগিয়ে যেতে থাকবেন।

২৪। "সদাচারের মধ্যে দিয়েই মনের প্রকৃত উৎকর্ষকে তুলে ধরুন। ঐহিক বস্তুসমূহের অসাড়তার কারণ, সমীক্ষা করুন জীবনে অস্থিরমতিত্বের কারণ বুঝতে চেষ্টা করুন।

২৫। "মনকে উন্নত করুন। সংহত ও একনিষ্ঠ বিশ্বাস নিয়ে, উন্নত পথের অন্বেষণ করুন। রাজার সদাচরণবিধি লঙ্ঘন করবেন না। সুখের জন্য বাহ্যিক বস্তুসকলের প্রতি আসক্ত না হয়ে আত্মসমীক্ষণ করুন। তা হলেই আপনি ন্যায়স্তম্ভ আগামী দিনের জন্য রচনা করে যেতে পারবেন।

২৬। রাজা শ্রদ্ধাবনত হয়ে বুদ্ধের এই উপদেশ শ্রবণ করলেন এবং হৃদয় দিয়ে তা উপলব্ধি করলেন। বুদ্ধের শিষ্যত্ব লাভের জন্যও মন স্থির করলেন।

৭. জীবকের দীক্ষান্তকরণ

১। রাজগৃহের গণিকা শালবতীর পুত্র ছিলেন জীবক।

২। অবৈধ বলে জন্মের পর তাকে একটা ঝুড়িতে করে আস্তাকুঁড়ের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়।

৩। বহু মানুষ সেই আস্তাকুঁড়ের ধারে দাঁড়িয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবে শিশুটিকে দেখছিলেন। সে সময় রাজকুমার অভয় ঘটনাচক্রে সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকদের জিজ্ঞেস করায় তাঁরা বললেন, "শিশুটি জীবন্ত।"

৪। এর থেকেই শিশুটির নাম হল জীবক। অভয় তাকে পোষ্যপুত্র হিসেবে বড় করে তোলেন।

৫। জীবক বড় হয়ে জানতে পারলেন, কীভাবে তাঁর জীবন রক্ষা পেয়েছিল। অন্যের জীবন রক্ষা করার জন্যও তিনি নিজেকে উপযুক্ত করে তুলতে চাইলেন।

৬। অভয়কে কিছু না জানিয়ে তিনি তখন তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন। সেখানে গভীর মনোনিবেশ সহকারে চিকিৎসাশাস্ত্রে পাঠ নিলেন।

৭। এর পর রাজগৃহে ফিরে এসে চিকিৎসাবৃত্তি গ্রহণ করলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে এই পেশায় তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হল।

৮। তাঁর প্রথম রোগী সাকেত নগরের শ্রেষ্ঠী পত্নী। তাঁকে সুস্থ করে তিনি উপহার পেলেন ষোলো হাজার কর্ষাপন, সঙ্গে একজন পরিচারক ও পরিচারিকা, একটা ঘোড়া ও কোচওয়ান।

৯। তাঁর চিকিৎসার অনুশীলনের কাজে অভয় তাঁকে একটি বাড়ি দিলেন।

১০। রাজগৃহে তিনি বিম্বিসারকে ভগন্দর রোগ থেকে সুস্থ করেন। বিম্বিসারও তাকে পাঁচশত পত্নীর যাবতীয় স্বর্ণালঙ্কার প্রদান করলেন।

১১। যে-সব চিকিৎসার ফলে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে তা হল রাজগৃহের শ্রেষ্ঠীর শিরে তিনি অস্ত্রোপচার করে রোগ নিরাময় করেন। এর পর বারণসীর সেতীর অন্ত্রের দুরারোগ্য ব্যাধিও তিনি দূর করেন।

১২। জীবক রাজা এবং তাঁর উপপত্নীদের চিকিৎসায় নিযুক্ত হলেন।

১৩। এ-সব সত্ত্বেও জীবক কিন্তু ছিলেন মহিমান্বিত প্রভুরই অনুরাগী। প্রভু ও সংঘের চিকিৎসক হিসেবেও তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।

১৪। শিষ্য করে নিলেও প্রভু কিন্তু তাঁকে ভিক্ষত্ব প্রদান করলেন না। কারণ তিনি চেয়েছিলেন জীবক জরাগ্রস্ত ও অসুস্থদের সেবাতেই নিয়োজিত থাকুন।

১৫। রাজা বিম্বিসারের মৃত্যুর পর জীবক তাঁর পুত্র অজাতশত্রুর চিকিৎসক হন। অজাতশত্রু ছিলেন এক জীবনহন্তক। সৎপথে আনতে জীবক অজাতশত্রুকে বুদ্ধের কাছে নিয়ে এলেন।

৮. রথপালের দীক্ষান্তকরণ

১। অনেক ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে প্রভু বিহারে বেরিয়ে কুরু রাজ্যের থুল্লকথিতায় (Thullakotthita) উপস্থিত হলেন। এ সেই করুনগর।

২। বুদ্ধকে শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য সকলে সেখানে এসে ভিড় করলেন।

৩। সকলে উপবিষ্ট হলে বুদ্ধ তাঁর ধর্মোপদেশ প্রদান করলেন। উপদেশাবলী শ্রবণের পর থুল্লকথিতার সমস্ত ব্রাহ্মণ প্রধানরা উঠে দাঁড়িয়ে বুদ্ধকে অভিবাদন জানালেন। এর পর ধীরে ধীরে তাঁরা সেখান ছেড়ে গেলেন।

৪। এঁদের মধ্যে ছিলেন নবীন রথপাল। এলাকার এক অগ্রণী পরিবারের সে সন্তান। তিনি ভাবলেন, 'আমি দেখছি প্রভুর উপদেশাবলীর মধ্যে এক অন্তর্লীন গভীরতা রয়েছে। গার্হস্থ্যে হয়ে উচ্চমার্গীয় এই জীবন ধারণ করলে তার অর্থ পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ এবং ত্রুটিহীন জীবননির্বাহ সম্ভব।

৫। "আচ্ছা, ধর্মযাত্রার উদ্দেশে গৃহত্যাগ করে আমি যদি চুল, দাড়ি চেঁছে চীবর ধারণ করি, তা হলে কী হয়?

৬। ব্রাহ্মণরা তখনও বেশিদূর এগিয়ে যাননি, রথপাল ফিলে এলেন, শ্রদ্ধা নিবেদনের পর মনের চিন্তার কথা তিনি প্রভুকে জানালেন। সংঘভুক্ত হতে চেয়ে তিনি বুদ্ধের কাছে অনুরোধ করলেন।

৭। প্রভু তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "রথপাল, আপনি যা চাইছেন তাতে কী আপনার পিতামাতার সম্মতি আছে?"

৮। "না প্রভু, নেই।"

৯। "পিতামাতার অনুমতি ছাড়া তো আমি কাউকে সংঘের অন্তর্ভুক্ত করি না।"

১০। "ঠিক আছে প্রভু। আমি তাঁদের সম্মতি আদায় করব।" এই বলে যুবক বুদ্ধকে প্রণাম জানিয়ে সেই স্থান ত্যাগ করলেন। পিতামাতার কাছে গিয়ে তিনি তাঁর ইচ্ছার কথা তাঁদেরকে জানালেন। ভিক্ষু হতে তাঁদের সম্মতি চাইলেন।

১১। রথপাল'র পিতা-মাতা যা উত্তর দিলেন তা এই : "রথপাল, তুমি আমাদের একমাত্র সন্তান। অত্যন্ত স্নেহের, আদরের আর ভালবাসার। এখন তুমি আরামে আছ। আরামের মধ্যে তুমি বড় হয়েছ, দুঃখকষ্টের আঁচড় কখনও তোমার গায়ে লাগেনি, যাও, খাও দাও, আনন্দ করো। তোমায় আমরা ভিক্ষু হওয়ার অনুমতি দিতে অপারগ।

১২। "তোমার মৃত্যু হলে আমাদের আপনজন বলে কেউ থাকবে না। জীবনে আনন্দ বলেও আর কিছু থাকবে না। তা হলে বলো তুমি থাকতে ভিক্ষু হওয়ার অনুমতি দিয়ে আমরা তোমায় হারাব কেন?"

১৩। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার রথপাল তাঁর সে অনুরোধ করলেন। তাঁর পিতামাতা তাতে কর্ণপাত করলেন না।

১৪। পিতামাতার সম্মতি অর্জনে ব্যর্থমনোরথ হয়ে রথপালা তখন মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে চিৎকার করে বলতে থাকলেন হয়ত তাকে ভিক্ষু হতে দিতে হবে, নয়তো তিনি সেখানেই জীবনপাত করবেন।

১৫। পিতামাতা বারবার নানাভাবে চেষ্টা করলেন তাকে বুঝাতে। বিভিন্ন রকম ভয় দেখালেন। ভিক্ষু হওয়াতে তাঁদের আপত্তির কথা বললেন। কিন্তু রথপাল তো নাছোড়। দু'বার তিনবার তাঁরা তাদের সে-কথা বললেন, কিন্তু যুবকের মন ফেরাতে পারলেন না।

১৬। পিতামাতা অনন্যোপায় হয়ে তার সঙ্গীদের ডেকে পাঠালেন। তাঁরা রথপালকে যা বলেছেন তা বুঝিয়ে বলার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন।

১৭। তিন-তিনবার বন্ধুরা রথপালকে কাতর অনুরোধ করল কিন্তু তিনি কোনও উত্তর দিলেন না। তাঁর পিতামাতাকে এ-কথা জানাতে বন্ধুরা ফিরে এল : "একেবারে মাটির ওপর সে চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে, বলছে হয় সে মরবে, নতুবা ভিক্ষু হবে। আপনারা যদি অনুমতি না দেন তা হলে জীবিতাবস্থায় সে আর সেখান থেকে উঠবে না। আপনারা তাকে সম্মতি

দিন। ভিক্ষু অবস্থায়ও আপনারা তাকে দেখতে পাবেন। ভিক্ষু হওয়া ছাড়া আর কীই-বা তার করার আছে। পিতামাতা উত্তর দিলেন, এ-কথা বলতে আসার কী প্রয়োজন ছিল?" বন্ধুগণ বললেন, "আপনাদের সম্মতি দিয়ে দিন!"

১৮। "আচ্ছা আমরা সম্মত; কিন্তু ভিক্ষু হয়ে তাকে আমাদের দেখতে আসতে হবে।"

১৯। বন্ধুরা তাঁর পিতামাতার এই কথা শোনামাত্র রথপালের কাছে ফিরে গিয়ে তাঁদের সম্মতির কথা তাকে জানালেন এবং ভিক্ষু হওয়ার পর তার পিতামাতাকে দেখতে আসতে হবে, সেই শর্তের কথাও বললেন।

২০। এর পর যুবক মাটি ছেড়ে উঠলেন, ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে প্রভুর কাছে গেলেন। প্রভুকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের পর তাঁর পার্শ্বে উপবেশন করে বললেন, "ভিক্ষু হওয়ার জন্য আমি আমার পিতামাতার অনুমতি পেয়েছি। সংঘের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এবার আমি প্রভুর কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।"

২১। প্রভু তাঁকে সংঘের অন্তর্ভুক্তির জন্য সম্মত হলেন এবং উপসম্পদা প্রদান করলেন। থুল্লকথিতায় সৎ দিবস ইচ্ছা যাপনের পর শ্রাবস্তিতে গিয়ে তিনি ভিক্ষান্বেষণে বিহারে বের হলেন। অনাথপিণ্ডিকের ইচ্ছায় জেতবনে আশ্রয় নিলেন।

২২। নির্জনে নিঃসঙ্গ অবস্থায় কৃচ্ছ্র জীবন নির্বাহ করতে থাকলেন রথপাল। যৌবনে গৃহত্যাগী হয়ে ভিক্ষাব্রত গ্রহণের পর আত্মচিত্তশুদ্ধির জন্য তিনি সমস্ত কঠোর বিধির মধ্যে দিয়ে গিয়ে সেসব নির্বাহ করলেন। এই ভিক্ষুত্ব মহান জীবনের মহার্ঘ্য পুরস্কার।

২৩। অতঃপর তিনি প্রভু দর্শন করলেন। প্রভুকে বিনীত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন এবং পিতামাতার সঙ্গে দেখা করবার স্ব-ইচ্ছা জানিয়ে প্রভুর অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

২৪। রথপালের হৃদয়ের আর্তি প্রভু নিজেকে দিয়ে সম্যক অনুধাবন করতে পারলেন এবং রথপালা যে এই অনুশীলন ত্যাগ করে সাধারণ গৃহীর জীবনে ফিরে যেতে পারবেন না, তা বুঝে প্রভু তখন তাঁকে স্বীয় অনুমতি দিলেন যে, ইচ্ছে হলে তিনি তাঁর পিতামাতার কাছে যেতে পারেন।

২৫। বুদ্ধকে প্রণিপাতের পর রথপালা সেই স্থান ছেড়ে উঠে তাঁর আবশ্যকীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চীবর এবং ভিক্ষাপাত্র সহ থুল্লকথিতায় ভিক্ষান্বেষণে বের হলেন। সেখানে তিনি কুরুরাজের মৃগবনে আশ্রয় নিলেন।

২৬। পরের দিন অতি-প্রত্যুষে চীবর পরিহিত হয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে তিনি শহরে বের হলেন। কোনওরকম বাছ-বিচার না করে এ-বাড়ি সে-বাড়ি ঘুরে অবশেষে তিনি তাঁর পিত্রালয়ে উপস্থিত হলেন।

২৭। ভেতরের ঘরে তাঁর বাবা তখন চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। দূর থেকে রথপালাকে আসতে দেখে তিনি বললেন, "এইসব মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসীরা আমার একমাত্র আদরের সন্তানকে ভিক্ষুতে পরিণত করেছে।"

২৮। ফলে রথপাল তাঁর নিজের পিত্রালয়ে কেবল গালমন্দ ছাড়া কিছুই পেলেন না, এমনকী প্রত্যাখ্যানও নয়।

২৯। এমন সময় বাড়ির দাসী আগের দিনের বাসি ভাত যখন ফেলে দিতে যাবে তখন রথপালা তাকে বলল, "বোন, এই ভাত যদি ফেলে দেওয়া হয় তো আমার ভিক্ষাপাত্রে দিন।"

৩০। চাকরানি সেই ভাত ভিক্ষাপাত্রে দিতে যাবে সেই সময় রথপালার হাত-পা দেখে আর গলা শুনে চিনতে পেরে গেল। সোজা সে অন্তঃপুরে গৃহিণীর কাছে ছুটে গিয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, "আপনি কী জানেন গিন্নিমা, ছোটপ্রভু ফিরে এসেছেন।"

৩১। "তুই যা বলছিস তা যদি সত্যি হয়, তা হলে তুই আর আজ থেকে দাসি না।" গিন্নিমা পুত্রের আগমনবার্তা তৎক্ষণাৎ পুত্রের পিতাকে জানাতে ছুটলেন।

৩২। রথপাল যখন ঝোপের আড়ালে বসে সেই বাসি ভাত খাচ্ছেন, তাঁর বাবা তখন সেখানে পৌঁছে হায় হায় করে উঠে বললেন, "এটাও কী সম্ভব, প্রিয় পুত্র আমার,. তুমি বাসি ভাত খাচ্ছ? তুমি কী তোমার নিজের বাড়িতে আসোনি?"

৩৩। রথপাল বললেন, "হে গৃহস্বামী নিজ গৃহ কী? গৃহ থেকেও যারা গৃহহারা হচ্ছে তাদেরকে কী আমরা গৃহে আশ্রয় দিতে পারছি? আমি আপনার বাড়িতে এলাম কিন্তু কেবল গালমন্দ ছাড়া আর কীই-বা পেলাম? প্রত্যাখ্যান হলেও হত।"

৩৪। "এসো পুত্র আমরা ভেতরে যাই।" রথপাল বললেন, "না স্বামী, আমার আজকের আহার গ্রহণ সমাপ্ত।"

৩৫। "ঠিক আছে, তা হলে পুত্র নিশ্চিত করে বলো আগামীকাল তুমি এখানে মধ্যাহ্নের আহার গ্রহণ করবে।"

৩৬। মৌনভাবে ভিক্ষু রথপাল সম্মতি জানালেন।

৩৭। এর পর পিতা অন্দরে গেলেন—সেখানে সহস্র স্বর্ণ অযুত ধনরাশি স্তূপীকৃত করার আদেশ দিলেন। রথপালের পত্নীদের স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত থাকতে নির্দেশ দিলেন, কারণ রথপালা তাঁদের স্বর্ণালঙ্কারে শোভিত দেখতে ভালবাসতেন।

৩৮। রাত্রি গত হলে পিতা নানাবিধ সুস্বাদু আহার ও ব্যঞ্জন প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। অতঃপর আয়োজন সম্পন্ন করে তিনি রথপালকে আহার গ্রহণের নিমিত্ত ডাকলেন। ভিক্ষু চীবর পরিহিত হয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে তাঁর জন্য প্রস্তুত আসনে উপবেশন করলেন।

৩৯। সেই মণিমুক্তা মহার্ঘ সম্পদ সকল উন্মুক্ত করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন, এবং পিতা রথপালকে বললেন, "এইসব সম্পদের এই অংশ এসেছে তোমার মাতার কাছ থেকে, এটা এসেছে তোমার পিতার, আর এই তোমার পিতামহের কাছ থেকে। সদৃচ্ছাবশত তুমি এইসব ভোগ করতে পারো এবং সৎকর্মে ব্যবহার করতে পারো।"

৪০। "এসো পুত্র, তোমার এই ভিক্ষাব্রত পরিত্যাগ করে গৃহীর ন্যায় জীবন যাপন করো, সৎকর্মের মধ্যে জীবনের প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করো।"

৪১। "আপনি যদি আমার উপদেশ গ্রহণ করেন তা হলে আপনাকে আমি অনুরোধ করব, এইসব ধনসম্পদ এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করুন। কেন? কারণ তাতে আপনি দুঃখ, শোক, পীড়ন, মাথাব্যথা ও শারীরিক যন্ত্রণার কারণ নিরূপণ করতে পারবেন।"

৪২। ভিক্ষু রথপালের পত্নীরা তাঁর পা জড়িয়ে ধরে এই বলে বিলাপ করতে থাকলেন যে, কোনও অপ্সরীদের মোহে আকৃষ্ট হয়ে রথপালা এই কৃচ্ছ্রব্রত অবলম্বন করেছেন।

৪৩। রথপাল বললেন, "ভগ্নীগণ, কোনও স্বর্গীয় অপ্সরীর মোহ নয়।"

৪৪। তাদের ভগ্নী সম্বোধনে সেই সমস্ত রমণীগণ ভূতলে মূর্ছা গেলেন।

৪৫। রথপাল তাঁর বাবাকে বললেন, "খাদ্য যদি দিতে হয় তো দিন, অযথা আমার বিড়ম্বনা বাড়াবেন না।"

৪৬। "খাদ্য প্রস্তুত। পুত্র গ্রহণ করো"— এই বলে পিতা তাঁকে খাদ্য পরিবেশন করতে থাকলেন, একবারের জন্যও না থেমে পুত্রের উদর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি পরিবেশন করে গেলেন।

৪৭। খাদ্য গ্রহণ শেষ হলে তিনি কুরুরাজের মৃগবনের উদ্দেশে যাত্রা করলেন এবং মধ্যাহ্নের দাবদাহ এড়াতে সেখানে একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় নিলেন।

৪৮। ভিক্ষু রথপাল আসতে পারেন এ-কথা শুনে রাজা সেই মৃগবনকে সুসজ্জিত করার জন্য শিকারিদের নির্দেশ দেওয়ায় তাঁরা সে কাজে নিযুক্ত হলেন। সে সময় তাঁরা রথপালাকে বৃক্ষচ্ছায়ায় বসে থাকতে দেখলেন। সত্বর রাজার কাছে গিয়ে বললেন, "বাগান সম্পূর্ণ সুসজ্জিত। তবে রথপালা, রাজন যাঁর নাম প্রায়শই শুনেছেন, তিনি একটি বৃক্ষছায়ায় বসে আছেন।"

৪৯। রাজা বললেন, "বাগান নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হওয়ার আর দরকার নেই। শ্রদ্ধেয় রথপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আমি নিজেই যাচ্ছি।" যাত্রার যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়ার পর রথে করে রাজা রথপালার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হলেন।

৫০। রথে করে যতদূর যাওয়া সম্ভব গিয়ে তারপর অমাত্যদের সঙ্গে পায়ে হেঁটে অবশেষে রাজা রথপালার কাছে এলেন। সৌজন্য বিনিময়ের পরও রাজা দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেখে রথপালা তাঁকে পুষ্পগুচ্ছের ওপর উপবেশন করতে বললেন। রাজা আপত্তি করায় রথপালা বললেন,

৫১। "না, রাজন—আপনি এখানে উপবেশন করুন, আমার আসনও রয়েছে।"

৫২। বসার পর রাজা বললেন, জীবনে চারটি জিনিস হারানোর আছে। সেগুলি হারালে মানুষ চুল দাড়ি চেঁছে চীবর পরিধান করে গৃহত্যাগে বাধ্য হয়। এই চার অবস্থা হল—(১) বৃদ্ধাবস্থা, (২) ভগ্নস্বাস্থ্য, (৩) দারিদ্রাবস্থা, (৪) জ্ঞাতির মৃত্যু।

৫৩। এমন একজন মানুষের কথা ধরুন যিনি বয়োবৃদ্ধ, জীবনে অনেকখানি পথ পেরিয়েছেন, কষ্টের বেশ কিছু সময় যিনি অতিবাহিত করেছেন, বর্তমানে যিনি নিজের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক সচেতন। নতুন সম্পদ আহরণের

অসুবিধে তিনি জানেন। আর যে সম্পদ রয়েছে তা দিয়েও যে স্বচ্ছন্দ জীবন নির্বাহ সম্ভব, তাও জানেন। প্রায় অতিক্রান্ত জীবনে এসে গৃহত্যাগী হওয়া যায়। বৃদ্ধাবস্থায় এই ত্যাগ মেনে নেওয়া সম্ভব, কিন্তু ভাগবদ, আপনি এখন সদ্য যৌবনে পা রেখেছেন, কৃষ্ণকালো আপনার কেশ। ধূসরতার ছাপ এখনও কেশাগ্র স্পর্শ করেনি। যৌবনের অপরূপ ক্লান্তি আপনার মধ্যে। ঐ বৃদ্ধের ন্যায় ত্যাগী জীবন তো আপনার নয়! কী জেনেছেন? কী দেখেছেন বা কী শুনেছেন, যা আপনাকে গৃহত্যাগী হতে প্রবুদ্ধ করেছে।

৫৪। একজন ভগ্নস্বাস্থ্যের মানুষের কথাই ধরুন, অথবা এমন একজন মানুষের কথা ধরুন, যিনি দুরারোগ্য রোগযন্ত্রণায় আক্রান্ত। এক্ষেত্রে নতুন সম্পদ সংগ্রহে তাঁর অনীহা থাকতে পারে অথবা যে সম্পদ তাঁর রয়েছে তা ব্যবহারে অক্ষম হয়ে পড়েছেন ; এমতাবস্থায় গৃহত্যাগী হওয়া সহজ কিন্তু আপনি ভগবদ অসুস্থ নন ; বাত, পিত্ত এসব অসুখে ঠান্ডা-গরম প্রভৃতি নিয়ম আপনাকে মানতে হয় না। স্বাস্থ্যহানির কোনও লক্ষণ আপনার মধ্যে নেই। তা হলে—আপনি কী দেখেছেন? কী জেনেছেন বা কী শুনেছেন, যা আপনাকে গৃহত্যাগী হতে প্রবুদ্ধ করেছে? অথবা এমন একজন মানুষের কথা ধরুন, যিনি ধনী ও সম্পদশালী ছিলেন। ক্রমে সেসব সম্পদ তিনি হারিয়েছেন। এখন আর নতুন কোনও সম্পদ সংগ্রহে এবং স্বচ্ছন্দ জীবন নির্বাহে তাঁর অনীহা পেয়ে বসেছে। এই অবস্থায় তিনি তীর্থের পথ গ্রহণীয় মনে করতে পারেন। এই ত্যাগ তাঁর অবস্থার সঙ্গে মানায় কিন্তু এই থুল্লকথিতায় রথপালা এক অগ্রণী পরিবারের সন্তান। জীবনে কোনও ক্ষয়-ক্ষতির ভীতির আঁচড় তাঁর গায়ে লাগেনি, তা হলে রথপালা কী দেখেছেন, কী জেনেছেন বা কী শুনেছেন, যে তিনি গৃহত্যাগী হলেন। প্রশ্ন থেকেই যায়, তা হলে কী রথপাল কোনও আপনজনকে হারিয়েছেন? কিন্তু রথপালা মনে রাখবেন, জ্ঞাতি কুটুম্ব এ-সবই ক্রমক্ষীয়মাণ। কিছুক্ষণ থেকে আবার বললেন, "আমারও অনেক জ্ঞাতি-পরিচিতজন ছিল, আত্মীয়-কুটুম্ব ছিল কিন্তু তাদের সবাইকে একে একে আমায় হারাতে হয়েছে। আমার কাছে এখন আর আনন্দ সুখের নয়।" রথপালকে কি তা হলে কোনও আত্মীয় বিয়োগে ভারাক্রান্ত হয়ে চুল দাড়ি চেঁছে চীবর পরিধান করে গৃহত্যাগী হয়েছেন। এই জাতীয় বৈরাগ্য জ্ঞাতি কুটুম্বের মৃত্যুতে আসতেও পারে কিন্তু আপনার তো অনেক আত্মীয় বন্ধু রয়েছেন। জ্ঞাতির মৃত্যুকষ্টও

আপনার নেই, তা হলে আপনি কী দেখেছেন, কী জেনেছেন, বা কী শুনেছেন, যাতে আপনি গৃহত্যাগী হয়েছেন?"

৫৫। রথপাল বললেন, "রাজন আমি গৃহত্যাগী হওয়া শ্রেয় মনে করেছি, কারণ— পরমজ্ঞানী বুদ্ধ যে চারটি জীবনদর্শনের কথা বলেছেন তা আমি গভীরতা দিয়ে দেখেছি, জেনেছি এবং হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছি। চক্ষুষ্মান বুদ্ধ নিজস্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এইসব প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সম্যক জেনেছেন। যে চারটি জীবনদর্শনের কথা বলেছেন, তা হল: (১) বিশ্বে নিয়ত উত্থান-পতন রয়েছে। এ বিশ্ব হল নিয়ত পরিবর্তনশীল। (২) বিশ্বের কোনও রক্ষাকর্তাও নেই, কোনও সংরক্ষকও নেই। (৩) আমাদের নিজের বলতে কিছুই নেই, সবই আমাদের পেছনে ফেলে রেখে যেতে হয়। (৪) বাসনার দাস হওয়ায় বিশ্বে অভাব ও লালসা রয়েছে।"

৫৬। রাজা বিমুগ্ধ হয়ে বললেন, "অসাধারণ, অত্যাশ্চর্য! প্রভুর এই সমস্ত উপদেশ কতই না সত্য!"

□ □ □

পর্ব-৪

গৃহের ডাক

১. শুদ্ধোদনের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ

২. যশোধরা ও রাহুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ

৩. বুদ্ধের প্রতি শাক্যদের অভ্যর্থনা

৪. তাঁকে গার্হস্থ্য জীবনে ফিরিয়ে আনার শেষ চেষ্টা

৫. বুদ্ধের উত্তর

৬. মন্ত্রীর প্রত্যুত্তর

৭. বুদ্ধের সংকল্প
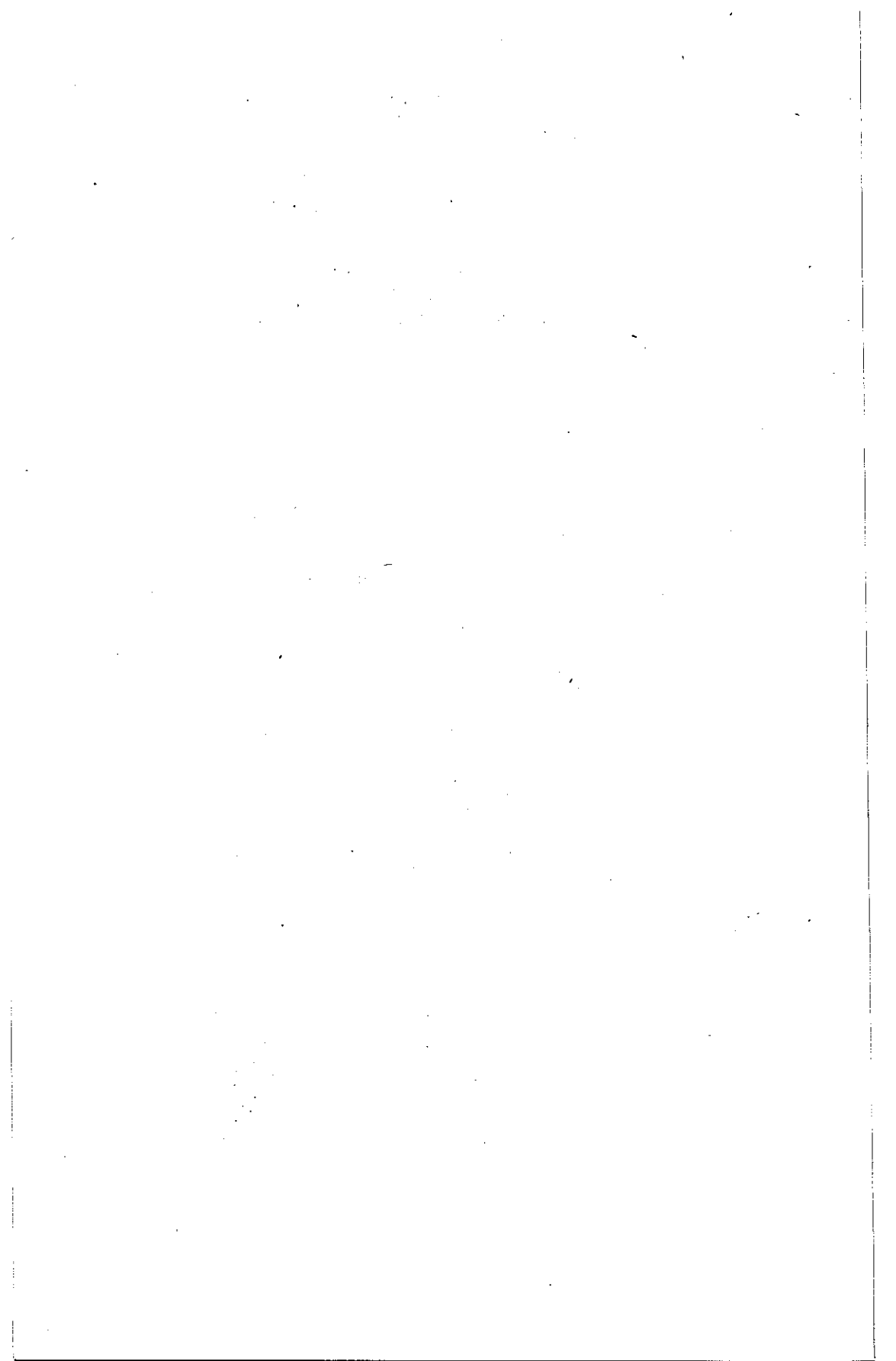
১. শুদ্ধোদনের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ

১। সারিপুত্ত ও মৌদগল্যায়নের দীক্ষান্তকরণের পর রাজগৃহে প্রভু দু'মাস অতিবাহিত করলেন।

২। রাজগৃহে প্রভু রয়েছেন জেনে তাঁর পিতা শুদ্ধোদন তাঁর কাছে বার্তা পাঠিয়ে বললেন, "মৃত্যুর পূর্বে আমি আমার পুত্রকে দেখতে চাই, অন্যরা সব তাঁর উপদেশাবলী লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, কিন্তু তাঁর পিতা বা জ্ঞাতিবর্গের এই সুযোগ এখনও হয়নি।"

৩। শুদ্ধোদনের সভাষদদের একজনের পুত্র কালুদায়ি-এর হাতে এই বার্তা পাঠানো হল।

৪। দূত সেখানে পৌঁছে বললেন, "হে বিশ্ববিশ্রুত তথাগত, আপনার পিতা আপনার আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। লিলিফুল যেমন উদিত সূর্যের সংশ্রব প্রত্যাশা করে, তাঁর প্রতীক্ষা অনুরূপ।"

৫। পিতার অনুরোধে মহিমান্বিত বুদ্ধ সম্মত হলেন। অনেক শিষ্য পরিবৃত হয়ে তিনি তাঁর পিত্রালয়ের দিকে যাত্রা করলেন।

৬। যাত্রাপথে প্রভু ধীর পদক্ষেপে চললেন। মহিমান্বিত বুদ্ধ যে আসছেন, সে-কথা শুদ্ধোদনকে জানাতে কালুদায়ি তাঁর আগে-আগেই চললেন।

৭। শাক্য দেশে সেই বার্তা রটে গেল ; যুবরাজ সিদ্ধার্থ বোধিলাভের জন্য গৃহত্যাগ করে সাধনার পর বৌদ্ধত্ব লাভ করেছেন। তিনি এখন কপিলাবস্তুতে নিজের বাড়িতে আসছেন সে-কথা প্রত্যেকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

৮। শুদ্ধোদন এবং মহাপ্রজাপতি জ্ঞাতি ও মন্ত্রিবর্গকে সঙ্গে নিয়ে পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উদ্বেলিত মনে প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। দূর থেকে পুত্রকে তাঁরা দেখলেন, কী নিদারুণ সৌন্দর্য, গাম্ভীর্য ও দীপ্তিময় তাঁর কান্তি। হৃদয় আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠল। মন ভাবাবেগে এমন আপ্লুত হল যে, ভাবপ্রকাশের ভাষাই তাঁরা খুঁজে পেলেন না।

৯। তাদের পুত্র সিদ্ধার্থ। কী অপরূপ কান্তি তার দেহে! মহান শ্রমণ তাদের হৃদয়ের কত কাছাকাছি। এতদ্‌সত্ত্বেও কী বিস্তর ব্যবধান তাঁদের মধ্যে। এই মহান মুনি আর তাঁদের পুত্র সিদ্ধার্থ নন। তিনি এখন বুদ্ধ। মহিমাময় পবিত্র সত্যসিদ্ধ প্রভু মানবতার উদ্‌গাতা!

১০। শুদ্ধোদন তাঁর পুত্রের মাহাত্ম্যের কথা ভেবেই রথ থেকে অবতরণ করলেন। এবং তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন, তারপর বললেন, "তোমাকে শেষ দেখেছি প্রায় সাত বছর হয়ে গেল ; পুনর্বার দেখব কাঙ্ক্ষিত এই মুহূর্তের জন্য আমরা প্রতীক্ষা করে আছি।"

১১। শুদ্ধোদন তাঁর পুত্রের মুখোমুখি বসে আকুল দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ছেলের নাম ধরে ডাকার কী ইচ্ছাই না তাঁর হল, কিন্তু সাহস করলেন না। সিদ্ধার্থ এই আনন্দধ্বনি নীরবে উচ্চারণ করলেন, "সিদ্ধার্থ তোমার বৃদ্ধ পিতার কাছে ফিরে এসো, পুনরায় তার পুত্র হও।" এই আকুতি তাঁর মনকে তোলপাড় করতে লাগল। কিন্তু পুত্রের স্থিতপ্রজ্ঞ মুখের দিকে তাকিয়ে বহু কষ্টে আবেগ সংবরণ করলেন। তাঁর এবং মহাপ্রজাপতির হৃদয় নিরানন্দ এবং ভারাতুর হয়ে উঠল।

১২। পিতা পুত্রের মুখোমুখি বসে কখনও বা বিষাদে, কখনও অর্বাচীন আনন্দে শ্রুতিরব করলেন। আনন্দে বিষাদে অভিসিঞ্চন করলেন। পুত্রের প্রতি গর্ববোধ করলেও পাশাপাশি পুত্র যে আর তাঁর উত্তরাধিকারী হবে না, এই বিষাদ বেদনায় তাঁর মন ভারাক্রান্ত হল।

১৩। রাজা বললেন, "আমি তোমার হাতে রাজ্য তুলে দিতাম, কিন্তু তুমি তাকে ছাই ভস্ম ছাড়া কিছুই গণ্য করতে না।"

১৪। কিন্নর কণ্ঠে প্রভু বললেন, "আমি জানি, রাজার হৃদয় ভালবাসায় পূর্ণ। পুত্রের জন্য তাঁর মন আকুল। হারানো সন্তানের প্রতি আপনার মন যে গভীর ভালবাসায় আবদ্ধ, সেই ভালবাসা দিয়ে আপনি জগৎ সংসারের সমস্ত মানুষকে ভালবাসুন, তা হলেই দেখবেন পুত্র সিদ্ধার্থের জায়গায় আরও বড় কাউকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারবেন। তা হলেই সত্যের উদ্গাতা ন্যায়পরায়ণতার প্রবক্তা এবং শান্তি ও নির্বাণের বার্তাবাহককে আপনি হৃদয়ে তুলে নিতে পারবেন।"

১৫। মহিমান্বিত পুত্র বুদ্ধের সুশ্রাব্য বচনে শুদ্ধোদনের মন আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠল। অশ্রুসজল নয়নে ছেলের হাত চেপে ধরলেন, "কী মহিমাময় এই পরিবর্তন! পিতার হৃদয়-সমাচ্ছন্ন দুঃখ বিদূরিত হল। প্রথমে দুঃখে আমার হৃদয় ভারাতুর হয়ে উঠেছিল। তবে এখন আমি তোমার এই মহান আত্মত্যাগের ফল উপলব্ধি করছি। পৃথিবীজোড়া দুঃখ তোমার হৃদয়কে

স্পর্শ করেছে, ধর্মীয় নিষ্ঠার এই মহৎ পন্থালাভের উদ্দেশ্যে জীবনের আনন্দ বিনোদনের পথ তোমায় ত্যাগ করতেই হবে। জীবনে যারা মুক্তির পদপ্রার্থী, তোমার স্বীয় পথ এখন তুমি তাদের উদ্দেশ্যে প্রচার করো।

১৬। শুদ্ধোদন তাঁর গৃহে ফিরে গেলেন আর বুদ্ধ সেই কুঞ্জবনে তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে থেকে গেলেন।

১৭। পরের দিন প্রত্যুয়ে মহিমান্বিত প্রভু ভিক্ষাপাত্র হাতে কপিলাবস্তুর উদ্দেশ্যে বিহারে বের হলেন।

১৮। বার্তা রটে গেল : অনুচর পরিবৃত হয়ে সিদ্ধার্থ এসেছেন নগরে, যেখানে একসময় রথে আরোহণ করে পরিভ্রমণে বেরোতেন, আজ সেখানেই তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করছেন। তাঁর চীবর তপ্ত লোহিত পিণ্ডের ন্যায়। হাতে ভিক্ষাপাত্র।

১৯। এই কথা শোনামাত্র শুদ্ধোদন দ্রুতপদে সেখানে ছুটে গেলেন। বেদনাদীর্ণ কণ্ঠে আকুল প্রার্থনা করলেন: "এভাবে কেন তুমি আমায় কলঙ্কিত করছ। তুমি এবং তোমার ভিক্ষুমণ্ডলীকে অনায়াসে খাদ্য জোগানোর সামর্থ্য আমার আছে, তা কী তোমার জ্ঞাত নয়?

২০। প্রভু প্রত্যুত্তরে বললেন, "আমার অনুশাসনের এটা পন্থা।"

২১। "কিন্তু কেন? তুমি তো তাঁদের একজন নও, অন্নের জন্য যাঁদের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়।"

২২। "ঠিক-ই পিতা।" প্রভু শান্ত স্বরে বললেন, "আপনি রাজবংশে সমোদ্ভূত দাবি করতে পারেন, তবে আমার পূর্বপুরুষ বুদ্ধগণ, অন্নের জন্য তাদের ভিক্ষা করতে হয়, ভিক্ষা করেই তাঁরা জীবন নির্বাহ করেন।"

২৩। শুদ্ধোদন কোনও সমুচিত উত্তর খুঁজে পেলেন না। মহিমান্বিত প্রভু আরও বললেন, "প্রথানুসারে যখন কোনও ব্যক্তি গুপ্তধন প্রাপ্ত হন, তখন তার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট রত্ননিচয় তাঁর পিতাকে উপহার প্রদান তাঁর কর্তব্য, অতএব ধর্মরূপ যে রত্ন আমি প্রাপ্ত হয়েছি, তা আপনাকে প্রদান করতে চাই।"

২৪। মহিমান্বিত প্রভু তাঁর পিতাকে বললেন, "আপনি যদি স্বপ্নের বিলাসিতা

থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন, মনকে যদি সত্যের কাছে উন্মুক্ত করতে পারেন, যদি শক্তিক্ষম হন, ন্যায়পরায়ণ হন, তা হলে আপনি আশীর্বাদধন্য হবেন।

২৫। নীরবে সেই অমৃতবচন শ্রবণের পর শুদ্ধোদন বললেন, "পুত্র আমার! তুমি যা বললেন তা সর্বতো সার্থক করতে আমার চেষ্টার কোনও ত্রুটি হবে না।"

২. যশোধরা ও রাহুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ

১। মহিমান্বিত প্রভুকে শুদ্ধোদন গৃহমধ্যে নিয়ে গেলেন। পরিবারের সকলেই শ্রদ্ধাবনত হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন।

২। তবে রাহুলের মাতা যশোধরা দেখা দিলেন না। শুদ্ধোদন গেলেন যশোধরাকে ডাকতে। যশোধরা অধোবদনে বললেন, "প্রকৃতই আমার যদি সম্মান বলে কিছু থাকে, সিদ্ধার্থ স্বয়ং আসবেন আমার সঙ্গে দেখা করতে।"

৩। মহিমান্বিত প্রভু সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ সৌজন্য বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করলেন, "যশোধরা কোথায়?" যশোধরা সেখানে আসতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন একথা জানামাত্র তিনি সরাসরি যশোধরার কক্ষের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন।

৪। প্রভু তাঁর শিষ্য সারিপুত্ত ও মৌদগল্যায়নকে বললেন, "আমি মুক্ত।" এই বলে তাদের তিনি সঙ্গে নিয়ে যশোধরার কক্ষে প্রবেশ করলেন। শিষ্যদের তিনি এও বললেন, "যশোধরা কিন্তু এখনও মুক্ত নন। দীর্ঘদিন আমাকে না দেখে সম্ভবতই নিদারুণ দুঃখতপ্ত। দুঃখপ্রকাশ করতে না পারলে বিদীর্ণ হবে তাঁর মন। নিজের দুঃখ সংবরণ করতে না পেরে তিনি যদি তথাগতকে আকুল বেদনায় স্পর্শ করতে চান, তোমরা তাতে বাধা দিও না।"

৫। কক্ষমধ্যে যশোধরা তখন গভীর অন্তঃ-সমীক্ষণে নিমগ্ন। প্রবেশ করলেন প্রভু। উপচে পড়া কলস যেমন আর জলভার চেপে রাখতে পারে না, যশোধরার আকুল পরাণ তেমনই নিজেকে সংবরণ করতে পারল না।

৬। যাকে তিনি ভালবেসেছিলেন, সে এখন বুদ্ধ, বিশ্বের প্রভু, সত্যের প্রবক্তা, এসব হিতাহিত জ্ঞান তখন আর রইল না। বুদ্ধের পা দু'খানি চেপে ধরে শব্দ করে কেঁদে ফেললেন তিনি।

৭। শুদ্ধোদন সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এ-কথা মনে হওয়ামাত্র যশোধরা নিজেকে সংবরণ করে কিছুটা ব্যবধানে মাথা নিচু করে বসলেন।

৮। যশোধরার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে শুদ্ধোদন বললেন, গভীর ভালবাসা বশতই সে তার এই আবেগ সংবরণ করতে পারেনি, তবে এটা নিতান্তই তাৎক্ষণিক। এই যে সাত বছর সে তার স্বামীকে হারিয়েছে, এর মধ্যে যখন সে শুনেছে তার স্বামী মস্তক মুণ্ডন করেছে, সেও তাই করেছে। যখন সে জানতে পেরেছে তার স্বামী সৌগন্ধ ব্যবহার এবং অলঙ্কার ত্যাগ করেছে, তখন সে নিজেও তাই করেছে। স্বামীর মতোই দিনের নির্দিষ্ট সময়ে মৃৎপাত্রে সে তার খাবার খায়।

৯। এটা যদি তাৎক্ষণিক আবেগের অতিরিক্ত কিছু হয়, তবে তা মনে সাহস পাওয়ার জন্যই।

১০। প্রভু যশোধরার কাছে ক্ষমা চেয়ে বললেন, তিনি যখন পরিব্রাজক হন যশোধরা তখন কী গভীর সাহস এবং স্থিতধী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে যশোধরার শুচিতা, বিনয় এবং নিষ্ঠা অমূল্য সংগ্রহের মতো রয়ে গেছে। মানবতার মহান আদর্শ ও লক্ষ্যপূরণে যশোধরার সবই তাঁকে নিরন্তর প্রেরণা জুগিয়েছে, যশোধরার জন্যই তিনি বুদ্ধ হতে পেরেছেন।

১১। যশোধরার দুঃখ অবর্ণনীয়, তবে তার অমায়িক জ্ঞানের জন্য তার আধ্যাত্মিক সত্তাকে ঘিরে যে জ্যোতির্বলয় রচিত হয়েছে, ক্রমেই তা বিকশিত হচ্ছে। সর্বগুণমণ্ডিত এক অনন্য ব্যক্তিরূপেই যশোধরা আত্মপ্রকাশ করেছেন।

১২। যশোধরা তাঁর সপ্তমবর্ষীয় পুত্র রাহুলকে রাজপুত্রের অলঙ্কারে ভূষিত করে দিয়ে, বললেন,

১৩। "এই পবিত্র মানুষটি, যাঁর প্রকাশের বর্ণচ্ছটায় মহান ব্রহ্মার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন, ইনি তোমার পিতা, তাঁর কাছে মহার্ঘ সম্পদের যে ভাণ্ড রয়েছে আমি এখনও প্রত্যক্ষ করতে পারিনি। যাও তুমি, তোমার পিতার কাছ থেকে তোমার উত্তরাধিকারিত্ব কী তা চেয়ে নাও।"

১৪। রাহুল তখন বলল, "কে আমার পিতা। শুদ্ধোদন ছাড়া তো আর কাউকে আমি পিতা বলে চিনি না।"

১৫। যশোধরা তখন পুত্রের হাত ধরে জানলা থেকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বুদ্ধকে দেখালেন। বুদ্ধ তখন সন্নিকটেই ভিক্ষুদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করছেন। যশোধরা পুত্রকে বললেন, ইনি-ই তার পিতা, শুদ্ধোদন নন।

১৬। রাহুল তাঁর কাছে গিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে নির্ভয়ে অধোস্বরে বলল :

১৭। "আপনি কী আমার পিতা নন?" "হে শ্রমণ আপনার ছায়াসম্পাতও আশীর্বাদপূর্ণ।" মহিমান্বিত প্রভু নীরব রইলেন।

১৮। তথাগত তাঁর আহার সমাপনান্তে সকলকে আশীর্বাদ প্রদানের পর প্রাসাদ ছেড়ে বেরোলেন কিন্তু রাহুল তাঁর পিছু ছাড়ল না। বলল, উত্তরাধিকার সূত্রে তার যা প্রাপ্য তা তাকে প্রদান করা হোক।

১৯। কিছুতেই কেউ সেই শিশুপুত্রকে বুঝাতে পারল না, মহিমান্বিত প্রভুও নন।

২০। প্রভু এর পর সারিপুত্তর দিকে ফিরে বললেন, "আমার পুত্র তার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য চাইছে। ক্ষয়িষ্ণু কোনও সম্পদ, যা দুঃখ আর আসক্তি বহন করে আনে, আমি তা দিতে পারি না। কিন্তু আমি তাকে পবিত্র এই জীবনের উত্তরাধিকারিত্ব দিতে পারি। এ সম্পদের কোনও ক্ষয় নেই।"

২১। সুগভীর ভালবাসায় রাহুলকে সম্ভাষণ করে বুদ্ধ বললেন, "স্বর্ণ রৌপ্য এবং অন্য অলঙ্কারাদি আমার কিছুই নেই। কিন্তু তুমি যদি আধ্যাত্মিক সম্পদ গ্রহণে ইচ্ছুক হও এবং জীবনে তা নিয়ে চলার মতো কঠিন মন যদি থাকে, তা হলে সে সম্পদের আমার অভাব নেই। আমার এই আধ্যাত্মিক সম্পদ হল ন্যায়পরায়ণতার পন্থা। মনের উৎকর্ষ সাধনে এই উন্নত মার্গীয় পন্থায় যাঁরা নিবেদিত, তাঁদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বে তুমি কী গ্রথিত হতে চাও?"

২২। রাহুল দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল, "আমি চাই।"

২৩। শুদ্ধোদন যখন শুনলেন যে রাহুল ভিক্ষু সংঘে যোগ দিয়েছে, তখন তাঁর আর দুঃখের অবধি রইল না।

৩. বুদ্ধের প্রতি শাক্যদের অভ্যর্থনা

১। শাক্যভূমিতে ফিরে আসার পর প্রভু দেখলেন যে তাঁর নগরবাসীগণ দুটি আলাদা শিবিরে বিভক্ত। একদল তাঁর পক্ষে, অন্যদল বিপক্ষে।

২। তাঁর মনে পড়ল শাক্যসংঘে মতভেদ নিয়ে বিবাদের কথা। শাক্য এবং কোশলীদের মধ্যে বিসংবাদের সময় কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তিনি পালন করেছিলেন, সে-কথাও তাঁর মনে পড়ল।

৩। তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা তখন তাঁর অনুগত থাকতে এবং তাঁর মহত্ত্বকে অস্বীকার করেন। আর যাঁরা তাঁর পক্ষে তাঁরা ইতিমধ্যেই ঠিক করেছেন যে, একটি মহাচক্র গড়ে তুলতে তারা তাঁদের প্রত্যেক পরিবার থেকে একজন করে পুত্র বুদ্ধের হাতে তুলে দেবেন। এঁরা সবাই দীক্ষান্ত হওয়ার মনোবাসনা নিয়ে বুদ্ধের সঙ্গে রাজগৃহের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

৪। যে-সব পরিবার তাঁদের একটি করে পুত্র বুদ্ধকে সমর্পণ করবেন মনস্থ করেছিলেন তাদের অন্যতম হল অমৃতোদনের পরিবার।

৫। অমৃতোদনের দুই পুত্র। একজন অনুরুদ্ধ, অত্যন্ত আয়েশে তিনি বড় হয়েছিলেন। আর ছিল মহানাম।

৬। মহানাম অনুরুদ্ধের কাছে গিয়ে বললেন, "হয় তুমি ভিক্ষুত্ব নাও, নতুবা আমি নিই।" অনুরুদ্ধ বললেন, "আমি অত্যন্ত আয়েশের মধ্যে বড় হয়েছি। গৃহীর জীবন ছেড়ে ভিক্ষুত্ব বরণ আমার পক্ষে অসম্ভব! তুমি বরং করো।" মহানাম তখন বলল :

৭। "কিন্তু বুঝতে চেষ্টা করো প্রিয় অনুরুদ্ধ, সংসার জীবনে কতই না অসুবিধে, প্রথমত, তোমায় জমি চাষ করতে হবে। চাষ শেষ হলে তাতে বীজ বুনতে হবে। বীজ বোনা হলে তাতে জল সেচন করতে হবে। পুনরায় জল সেচন প্রয়োজন হবে। এর পর চারাগুলি বড় করতে হবে। ফসল পাকলেই তা কাটতে হবে। কাটা হলে তা বইতে হবে। সে ফসল আলাদা আলাদা গোছা করে বাঁধতে হবে, সেসব ঝাড়তে হবে। ঝাড়া হলে তা পরিষ্কার করতে হবে। পরিষ্কার হয়ে গেলে আস্ত ফসল ভাঙাতে হবে। তাও হয়ে গেলে সেগুলি গোলা ভর্তি করতে হবে। পরের বছর আবার সেই একই কাজের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এর পর বছরের পর বছর ঐ এক-ই কাজ করতে হবে।"

৮। কর্মের কোনও সমাপন নেই। শ্রমের অবসান কেউ প্রত্যক্ষ করেননি। আমাদের কর্মের সমাপন কোথায়? কখন হতে পারে আমাদের কর্মের নিবৃত্তি? কীভাবেই বা পঞ্চেন্দ্রিয়কে সক্রিয় রেখেও আরামদায়ক জীবন যাপন করতে পারি। হ্যাঁ প্রিয় অনুরুদ্ধ, কর্মের কোনও অবসান নেই। শ্রমের নিবৃত্তিও আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নয়।

৯। অনুরুদ্ধ বললেন, "তা হলে কী তুমি গৃহকর্মের দায়িত্বে থাকাই মনস্থ করেছ, আমি তা হলে গৃহ ছেড়ে সন্ন্যাস জীবনের পথে অগ্রসর হচ্ছি।"

১০। এর পর শাক্য অনুরুদ্ধ তাঁর মায়ের কাছে গেলেন, মাকে তিনি বললেন, "আমি গৃহ ছেড়ে সন্ন্যাসী হতে চাই। তোমার অনুমতি দাও।"

১১। মা বললেন, "প্রিয় অনুরুদ্ধ, তোমরা দু'জন আমার পুত্র, আমার একান্ত স্নেহের এবং তাতে আমি দোষের কিছু দেখি না। আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও মৃত্যুতে আমায় তোমাদের কাছ ছেড়ে যেতে হবে কিন্তু এই জীবিতাবস্থায় আমি তোমায় কীভাবে কাছ ছাড়া করব? তুমি যা চাইছ, গৃহী থেকে সন্ন্যাসী জীবন, আমি কী করে তাতে সম্মতি দিই।"

১২। পুনর্বার অনুরুদ্ধ একই প্রার্থনা করলেন কিন্তু উত্তরে কোনও হের-ফের হল না। তৃতীয়বারও অনুরুদ্ধ মায়ের কাছে একই অনুরোধ করলেন।

১৩। সেই সময় শাক্যরাজ ছিলেন ভদ্দিয়। শাক্য কুলের এই শাসক ছিলেন অনুরুদ্ধর বন্ধু। অনুরুদ্ধের মা চিন্তা করে দেখলেন রাজা কখনও ঐহিক জগতের মোহবন্ধন ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবেন না, তিনি তাঁর পুত্রকে বললেন, "প্রিয় অনুরুদ্ধ, শাক্যরাজ ভদ্দিয় যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তুমি তা হলে তাঁর সঙ্গে সন্ন্যাসী হতে পারো।

১৪। এরপর অনুরুদ্ধ ভদ্দিয়র কাছে গিয়ে বললেন, "প্রিয় বন্ধু, ঐহিক জগতের মোহ আমার তোমার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।"

১৫। "বন্ধু সে বাধা দূর করো। আমিও তোমার সঙ্গে আছি। তোমার ইচ্ছামতোই ঐহিক জগৎ ত্যাগে প্রস্তুত।"

১৬। "এসো বন্ধু, তাহলে আমরা দু'জনেই বরং সংসারত্যাগী হই।"

১৭। ভদ্দিয় বললেন, "বন্ধু, আমি গৃহী জীবন ত্যাগ করতে পারব না, অন্য আর যা কিছু বলো আমি করতে প্রস্তুত। তুমি বরং একাই সন্ন্যাসী হও।"

১৮। "বন্ধু, আমার মা বলেছেন, তুমি সন্ন্যাসী হলে তবেই তিনি এ-কাজে সম্মতি দেবেন। আর তা-ছাড়া এখনই তুমি জোর গলায় বলেছ, তোমার এই সন্ন্যাসী হওয়া যদি কোনওভাবে আমার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় তা হলে সেই বাধা বরং দূর করাই উচিত। এজন্য ঐহিক জগতের মোহ ছিন্ন করতেও আমি প্রস্তুত। তা হলে এসো বন্ধু, আমরা দু'জনেই ঐহিক জগতের মায়া ত্যাগ করি।

১৯। শাক্যরাজ ভদ্দিয় তখন অনুরুদ্ধকে বললেন, "সাত বছর অপেক্ষা করো বন্ধু, সপ্তম বর্ষ অবসান্তে আমরা দু'জনেই সংসারত্যাগী হব।"

২০। "সাত বছর বড় দীর্ঘ সময় বন্ধু। এতদিন অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

২১। ভদ্দিয় সে সময়সীমা কমিয়ে ছয়, আরও কমিয়ে এক বছর ও আরও কমিয়ে সাত মাস, তার থেকে কমিয়ে এক মাস, আরও কমিয়ে অবশেষে পনেরো দিনে এসে থামলেন, প্রত্যেকবারেই ভদীয় এই প্রকারে অনুরুদ্ধকে বললেন, "অপেক্ষা করার জন্য এ বড় দীর্ঘ সময় হয়ে যাচ্ছে।"

২২। অবশেষে ভদ্দিয় বললেন, "তা হলে বন্ধু, সাতদিন, সাতদিন অপেক্ষা করো। এর মধ্যে আমি রাজ্যভার আমার ভ্রাতাদের বুঝিয়ে দিই।"

২৩। অনুরুদ্ধ বললেন, "সাতদিন অবশ্য খুব বেশি সময় নয়। আমি অপেক্ষা করতে পারব।"

২৪। সেইদিন শাক্যরাজ ভদ্দিয় অনুরুদ্ধ আনন্দ ভগু (Bhagu), কিম্বিল (Kimbila) এবং দেবদত্ত বেরিয়ে পড়লেন। পূর্বে তাঁরা যেমন প্রায়শই আমোদে যোগ দিতে অমাত্যজনের সঙ্গে অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে বেরোতেন, এবারও তেমনই বেরোলেন। উপালি নাপিতকে সঙ্গে নিয়ে তাদের সংখ্যা দাঁড়াল সাত।

২৫। কিছুদূর যাওয়ার পর অন্য সব অনুচরবৃন্দকে ফিরিয়ে দিলেন। প্রতিবেশী সীমা ছেড়ে এসে তাঁদের দুর্মূল্য অলঙ্কারাদি খুলে একটা কাপড়ে বেঁধে উপালি নাপিতকে বললেন, "উপালি তা হলে তুমি এখন কপিলাবস্তুতে ফিরে যাও। এসবে তোমার জীবন কেটে যাবে। আমরা মহিমান্বিত প্রভুর সাধনাতে যাচ্ছি। আমরা তাঁর শিষ্য হব।" এই বলে তাঁরা এগিয়ে চললেন।

২৬। তাঁরা চলে গেলে উপালি তখন ফেরার পথ ধরল।

৪. তাঁকে গার্হস্থ্য জীবনে ফিরিয়ে আনার শেষ চেষ্টা

১। পুত্র চলে যাচ্ছে, আর কখনও তাঁর দেখা পাওয়া যাবে না এ-কথা ভেবে শুদ্ধোদন কেঁদে আকুল হলেন।

২। কুলপুরোহিত ও অন্য উপদেষ্টাদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করলেন তাঁরা কোনওভাবে যদি তাঁর পুত্রকে গৃহী জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারেন।

৩। রাজার ইচ্ছানুসারে পারিবারিক পুরোহিত অন্য রাজন্যবর্গকে সঙ্গে নিয়ে মহামান্য প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

৪। যথাযথ শ্রদ্ধা নিবেদনের পর অনুমতি মতো তাঁরা তাঁর পাশে উপবেশন করলেন।

৫। বুদ্ধ তখন তরুবৃক্ষমূলে বসে আছেন। পারিবারিক পুরোহিত তাঁকে সম্বোধন করে বললেন,

৬। ''হে রাজপুত্র,, একবারের জন্য হলেও সংবেদনশীল মন নিয়ে অন্তত রাজার কথাটা ভেবে দেখুন। চোখের জল তাঁর বাঁধ মানছে না। আপনার এই বিচ্ছেদে তাঁর হৃদয় দীর্ণ। আপনাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তিনি ব্যগ্র। তা হলে তিনি শান্তিতে চোখ বুজতে পারেন।

৭। ''আমি জানি আপনার কঠোর সঙ্কল্পের কথা। এও জানি, আপনার এই উদ্দেশ্য পথ বদলাবে না। কিন্তু আপনার এই অবস্থায় আমরা ভস্মীভূত হচ্ছি। কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না প্রতিনিয়ত বেদনার আগুনে আমরা পুড়ছি।

৮। ''আপনি কর্তব্যপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ, কর্তব্যের অন্যথা আপনার হয় না। তাই অনুরোধ, পরিবারে ফিরে আসুন।

৯। ''সংসার জীবনের এই অনাবিল আনন্দ পুলকিত চিত্তে উপভোগ করুন। শাস্ত্রবিধিতে যে বয়ঃসীমার নির্দেশ রয়েছে সে সময়েই না হয় আপনি বানপ্রস্থে যাবেন। পরিবার পরিজনদের এই হৃদয়ভাবকে উপেক্ষা করবেন না। সকলের প্রতি সহমর্মিতাই ধর্ম।

১০। ''বনচারী হলেই ধর্মপালন হয় না। সন্ন্যাসীর নির্বাণ তা তো নগরে থেকেও

সম্ভব। সৎচিন্তা এবং প্রচেষ্টাই হল আসল কথা। কর্তব্য উপেক্ষা করে বনবাসী হওয়া ভীরুতার লক্ষণ।

১১। "শাক্যরাজ গভীর বেদনাভারাক্রান্ত হয়ে আছেন। চতুর্দিকে বিড়ম্বনার কারণই আপনি। উদ্ধার করুন রাজাকে তার এখন সমুদ্রে ডুবে যাওয়া ষাঁড়ের মতো অসহায় ও অরক্ষিত অবস্থা।

১২। "রানির কথাই ভাবুন, যিনি আপনাকে আদরে যত্নে বড় করে তুলেছেন। অগস্ত্যের ধর্ম পর্যন্ত তিনি গ্রহণ করেননি। সন্তানহারা গাভীর যেমন বিলাপ, সেও তো সেইরূপ। আপনি কী তার এই বেদনায় কর্ণপাত করবেন না?

১৩। "রাজহংসীকে রাজহংস থেকে আলাদা করে দিলে যেমন হয়, হস্তী তার হস্তিনী জঙ্গলের মধ্যে ফেলে চলে গেলে যেমন হয়, আপনি জীবিত থাকা সত্ত্বেও আপনার স্ত্রীর আজ বৈধব্যের দশা। তাঁকে রক্ষা কী আপনার কর্তব্য নয়।"

১৪। ন্যায় বলতে কী বুঝায়? কাকে বলে, সে ব্যাপারে সম্যক জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও পারিবারিক পুরোহিতের এইসব কথা শুনে প্রভু কয়েক মুহূর্তের জন্য গভীর চিন্তান্বিত হলেন। অতঃপর মহিমান্বিত বুদ্ধ অমৃতবচন করলেন:

৫. বুদ্ধের উত্তর

১। "রাজার পিতৃহৃদয়ের সুকোমল ভালবাসার কথা আমি জানি। তিনি প্রকৃতই আমায় ভালবাসেন। প্রকৃতপক্ষে এতদসত্ত্বেও পৃথিবীর দুঃখ ও জরায় সমাচ্ছন্ন দেখে তার পরিত্রাণের পথ খুঁজতে বাধ্য হয়েই আমি প্রিয়জনদের ছেড়ে এসেছি।

২। "কেই-বা চায় স্বজনকে হারাতে! কিন্তু এও তো এক অবশ্যম্ভাবী সত্য। আর তা আছে যখন থাকবেই। পিতার নিগূঢ় ভালবাসার বন্ধন ছেড়ে আমিও তাই এসেছি।

৩। "আর এ ভবিতব্য তো রাজা তাঁর স্বপ্নেই দেখেছিলেন। ফলে আপনি যে বলছেন রাজার দুঃখের কারণ আমি। আপনার এ-কথায় আমি সম্মত নই।

৪। "চিন্তা বহুধা স্রোতে প্রবাহিত হয়। এই বহুত্বকে উপলব্ধি করে আপনি অন্তত আপনার চিন্তাকে একটা জায়গায় সন্নিবদ্ধ করুন। সন্তান বা প্রিয়জন কখনও দুঃখের কারণ নয়, অজ্ঞানতাই হল দুঃখের মূল।

৫। "প্রিয়জনকে হারানো জীবনে এক নির্মম সত্য। জীবনের পথ অনেকটা পথিকের সঙ্গে পথহাঁটার মতো। গন্তব্য এলেই যে যার মতো চলে যায়। প্রিয়জন হারানোর এ ব্যথা যতই স্পর্শকাতর হোক, বিজ্ঞজন তাতেও দুঃখের জয়গান করেন।

৬। "আমাদের এক-একজনের চলার পথ এক-একরকম, যে যে পথে চলেছি সে পথের মায়াবন্ধ ঘুচিয়েও আবার নতুন পথের দিশা খুঁজতে হয়। এ মুক্ত মানব তাই তাদের নিয়ে ভেবে আর কী করবে?

৭। "মাতৃজঠর ছেড়ে বেরিয়ে আসার মুহূর্তেই মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের চরিত্রগত সম্বন্ধ জুড়ে যায়। তা হলে সন্তানের জন্য এই আকুতি কেন? আমার এই বানপ্রস্থকে আপনিই বা তা হলে অসময়োচিত বলছেন কেন?

৮। "লক্ষ্য অর্জনে অসময় বলে কিছু হয় না। সবকিছুই একে অপরের সঙ্গে এক গভীর সম্বন্ধসূত্রে বাঁধা। মহাকাল বিশ্বকে এক সময় থেকে অন্য সময়ের পথে নিয়ে চলেছে। এও সুন্দর ও প্রশংসার্হ।

৯। "রাজা আমাকে তাঁর রাজ্য দিতে চাইবেন, পিতার পক্ষে এ চিন্তাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত; কিন্তু আমার পক্ষে তা গ্রহণ করা অনৈতিক। এর পরিণাম তা হলে মুমূর্ষু কোনও ব্যক্তির লোভ বশবর্তী হয়ে অপাচ্য খাদ্য গ্রহণের মতোই হবে।

১০। "মোহাচ্ছন্ন যে আলয়, বাসনা আর ক্লান্তি যাকে প্রতিনিয়ত গ্রাস করছে, একের কর্মে অন্যের অধিকার ভঙ্গ হচ্ছে প্রতিনিয়ত, সেই রাজপদে বিজ্ঞজন কীভাবে অধিষ্ঠিত হতে পারেন?

১১। "স্বর্ণপ্রাসাদ আমার কাছে অগ্নিতে বিসর্পিত সুস্বাদু খাদ্য যেন গরলমিশ্রিত, পদ্মের কোমল শয্যা গম্ভীরাকীর্ণ।

৬. মন্ত্রীর প্রত্যুত্তর

১। বুদ্ধের গুণান্বিত, প্রজ্ঞাপূর্ণ, বাসনাবর্জিত পূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ শ্রবণের পর মন্ত্রী প্রত্যুত্তর করলেন :

২। "অসাধারণ আপনার এই সংকল্প। এ সংকল্প অনুপযুক্ত নয়, কেবল বর্তমান সময়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। বৃদ্ধাবস্থায় দুঃখের মধ্যে পিতাকে ফেলে এসে আপনি যা করেছেন তাতে আর যাই হোক দায়িত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না।

৩। "প্রকৃতই আপনার মন সর্বেক্ষণশীল নয়, দায়িত্ব কর্তব্যের সঙ্গে সম্পদ আর স্বাচ্ছন্দ্যের পার্থক্য নিরূপণেও তা অপারগ। কাল্পনিক এক লক্ষ্য চরিতার্থ করতে আপনি বাস্তব পরিণামকে উপেক্ষা করেছেন।

৪। "কেউ বলে থাকেন পুনর্জন্মের কথা, কেউ, বা দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করেন। বিষয়টি সামগ্রিকভাবে গভীর সন্দেহপূর্ণ হওয়ায় আর সময়ক্ষেপ না করে বরং জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে পরিপূর্ণ উপভোগ করুন।

৫। "তারপর যদি কিছু করার থাকে তা হলে তা করা আটকাবে না। আর করার যদি কিছু নাই থাকে, তা হলে তো মুক্তই বলা চলে।

৬। "কেউ কেউ বলেন ভবিষ্যৎ জীবনের কথা, কিন্তু কীসে মুক্তি তা তাঁরা স্পষ্ট করেন না। প্রকৃতিদত্ত ভাবে অগ্নি যেমন তপ্ত, জল যেমন তরল, তেমনই তাঁদের বিশ্বাস, আমাদের কর্মের মধ্যে নিহিত রয়েছে বিশেষ শক্তি।

৭। "কেউ কেউ মনে করেন, ভাল ও মন্দ, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব, স্বাভাবিক নিয়মেই এসবের উদ্ভব। যেহেতু স্বতস্ফূর্তভাবে এই পৃথিবীর উদ্ভব, চেষ্টা করে তাই স্বাভাবিক নিয়মে পরিবর্তনের কোনও চেষ্টা এক বিফল প্রয়াস।

৮। "যেহেতু আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের কর্মক্ষমতা নির্দিষ্ট, ঠিক তেমনই বাহ্যিক বস্তুসকলের উপযোগিতা ও অনুপযোগিতাও নির্দিষ্ট। প্রথম থেকে যা যন্ত্রণার কারণ, পরিবর্তন করা হলে তাতে কী নতুন কোনও সুরাহা মিলবে? স্বাভাবিক নিয়মেই কী এসব ঘটছে না?

৯। "অগ্নি জলে নির্বাপিত হয়। আবার অগ্নিই জলকে বাষ্পে পরিণত করে আমাদের দেহের বিভিন্ন উপাদান একত্রিত হয়ে দৈহিক ক্রিয়ার জন্ম দেয়। বিশ্বকে ধরে রাখে।

১০। "হাত, পা, পেট, পিঠ, মাথা, এইসব নিয়েই জঠরে ভ্রূণের আকৃতি গড়ে

ওঠে। এই ভ্রূণের সঙ্গেই যুক্ত হয় আত্মা। বিজ্ঞেরা বলেন জঠরে ভ্রূণের এই আকৃতি স্বতস্ফুর্ত।

১১। "কাঁটাকে ধারালো করেছেন কে? বনের নানা পশুপাখিদের সৃষ্টিকর্তা কে? এ সবই স্বতস্ফূর্ত। কর্মের সঙ্গে বাসনা জড়িত নয়, ইচ্ছা বলেই বা তাহলে কী থাকতে পারে!

১২। "কেউ বলেন সৃষ্টির পেছনে রয়েছেন ঈশ্বর, আত্মার তা হলে আর চেষ্টার কী রইল? পৃথিবীতে লয়ের কারণ যেমন নির্দিষ্ট, লয়ের বিনাশের কারণও তেমনই নির্দিষ্ট।

১৩। "কেউ বলেন সমুৎপত্তিই বলুন বা বিনাশই বলুন এ সবেরই কারণ আত্মা, কিন্তু তাঁরা বলেন কোনওরকম প্রয়াস ছাড়াই সমুৎপত্তির উদ্ভব, মুক্তি অর্জনও তেমনই।

১৪। "কোনও ব্যক্তি পূর্বপুরুষদের প্রতি ঋণ শোধ করেন সন্তানের জন্ম দিয়ে, পূর্বপুরুষদের প্রতি ঋণ শোধ করেন পবিত্র লোককথায়, ঈশ্বরের প্রতি ঋণশোধ করেন পশুবলি দিয়ে। এই তিনপ্রকার ঋণের বোঝা রয়েছে। যিনি এই ঋণ মুক্ত তিনিই মুক্ত।

১৫। "বিজ্ঞের মত বলে নিয়ম মেনে চললে মুক্তি লাভ সম্ভব। তবে মুক্তির যারা অভিলাষী, হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের কেবল ক্লান্তিই গ্রাস করে।

১৬। "ফলে সুধী ও যুবকবৃন্দ, মুক্তির জন্য যদিও আপনাদের গভীর অনুরাগ, তাও বলছি স্বাভাবিক নিয়ম মেনে চলুন। তা হলেই আপনারা মুক্তি লাভ করতে পারবেন, আমারও যাবতীয় মনস্তাপ দূর হবে।

১৭। "জীবনে শুভাশুভ নিয়ে আপনাদের চেষ্টার অবসান হতে পারে এই বনবাস থেকে গৃহে ফিরে গেলেই, এ নিয়ে অকারণ বিড়ম্বিত হবেন না। অতীতেও প্রাজ্ঞরা বনবাস থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন।" তিনি অম্বরিষ দ্রুমকেস, রাম, এঁদের উদাহরণ দিলেন।

৭. বুদ্ধের সংকল্প

১। মন্ত্রীর এই মিষ্টভাষণ ও রাজকীয় বাক্যালাপ প্রভু শুনলেন বটে, কিন্তু রাজার চোখে মান এই রাজপুত্রের সংকল্প বদলাল না। সংকল্পে দৃঢ়নিষ্ঠ

থেকে তিনি উত্তর দিলেন, উত্তরে কিছু বাদ দিলেন না, বা একের জায়গায় অন্য কিছু বলে দায়সারা কাজ সারলেন না।

২। "কোনও কিছুর অস্তিত্ব আছে না নেই, এই সন্দেহের নিরসন আমার অন্যের কথা শুনে হবে না। তপশ্চর্যা অথবা প্রশান্ত মনে ধ্যানের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পূর্ণতার দ্বারা সত্য নিরূপণের পর সত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কিছু আমি নিজেই আত্মস্থ করতে পারব, এই বিশ্বাস আমার আছে।

৩। "তর্কসাপেক্ষ কোনও কিছুর ওপর যে তত্ত্বনির্ভর, আমার পক্ষে তা গ্রহণ সম্ভব নয়। শতাধিক পূর্বশর্ত জড়িয়ে আছে, এমন তত্ত্ব আমার কাছে গ্রহণীয় নয়। অন্যের পরিচালনায় বিজ্ঞ কি কখনও পরিচালিত হন? মনুষ্যসমাজ হল অন্ধকে অন্ধের দ্বারা অন্ধকারের পথ দেখানোর মতো।

৪। "সত্যের পথ আমি নিরূপণ করতে না পারলেও, সু আর কু নিয়ে যদি তর্ক করতে হয় তো আমার বলতে বাধা নেই সু-এর পথ অবলম্বনই শ্রেয়। ব্যর্থ শ্রমের হলেও এই পথই আত্মপরিশুদ্ধ ব্যক্তির গ্রহণীয় হওয়া উচিত।

৫। "পরম্পরাগত বিশ্বাস যদি নাও মেলে তাও জানুন যে, বিশ্বস্ত ব্যক্তি যা বলছেন তার ওপর নির্ভর করা যায়। আরও জানুন, বিশ্বস্ততার অর্থ অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত হওয়া। যিনি অসম্পূর্ণতা মুক্ত, তিনি কখনও অসত্য উচ্চারণ করেন না।

৬। "অতএব গৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য আপনি যা বলেছেন, যে উদাহরণ আপনি দিয়েছেন, তা প্রণিধানযোগ্য নয়। কর্তব্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আপনি যাঁদের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন তাঁরা নিজেরাই ব্যক্তিগত জীবনে শপথভঙ্গকারী।

৭। "অতএব সূর্য যদি পৃথিবীতে পতিতও হয়, পর্বত হিমবত যদি তার দৃঢ়তাও হারায়, তবে গৃহে ফিরে গিয়ে সংসারী হওয়া আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। কারণ আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় এখন বাহ্যিক চেতনাসম্ভূত, সে লক্ষ্য পূরণে নিবদ্ধ।

৮। "এসব কথা বলতে তাঁর প্রবল অনিচ্ছা ছিল এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি যখন তা বললেন তখন তা দৃপ্ততার সঙ্গেই বললেন।

৯। মন্ত্রী এবং ব্রাহ্মণ দু'জনেরই চোখ সজল হয়ে তখন জলধারা নামছে। তাঁর কঠিন সংকল্প শোনার পর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বেশ কিছুক্ষণ তারা তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। দুঃখ সংবরণ করে এর পর তাঁরা কপিলাবস্তুর দিকে রওনা হলেন।

১০। রাজার প্রতি অটল ভক্তি আর রাজপুত্রের প্রতি সুগভীর ভালবাসার পথে কতবারই না তাঁরা পিছু তাকালেন! প্রভু বুদ্ধ তাদের সম্মুখে নেই, তবু তাঁর দৃষ্টির কথা মনে হতেই তাঁরা ফেলে আসা পথের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলেন না। প্রভু সূর্যের মতো নাগালের বাইরে, অথচ কী তেজদীপ্ত কিরণসঞ্জাত।

১১। তাঁকে গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়ে মন্ত্রী ও পুরোহিত উভয়েই দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে এগোতে থাকলেন। চিন্তান্বিত তাঁদের মুখ মাঝেমধ্যেই দু'জনে দু'জনকে বললেন—তাঁরা কীভাবে রাজাকে এ-কথা বলবেন, কীভাবেই বা রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন?

□ □ □

পর্ব-৫

তার্থিক ও ব্রাহ্মণদের দীক্ষান্তকরণ

১. তার্থিকদের দীক্ষান্তকরণ

২. উত্তরাবতীর ব্রাহ্মণদের দীক্ষান্তকরণ
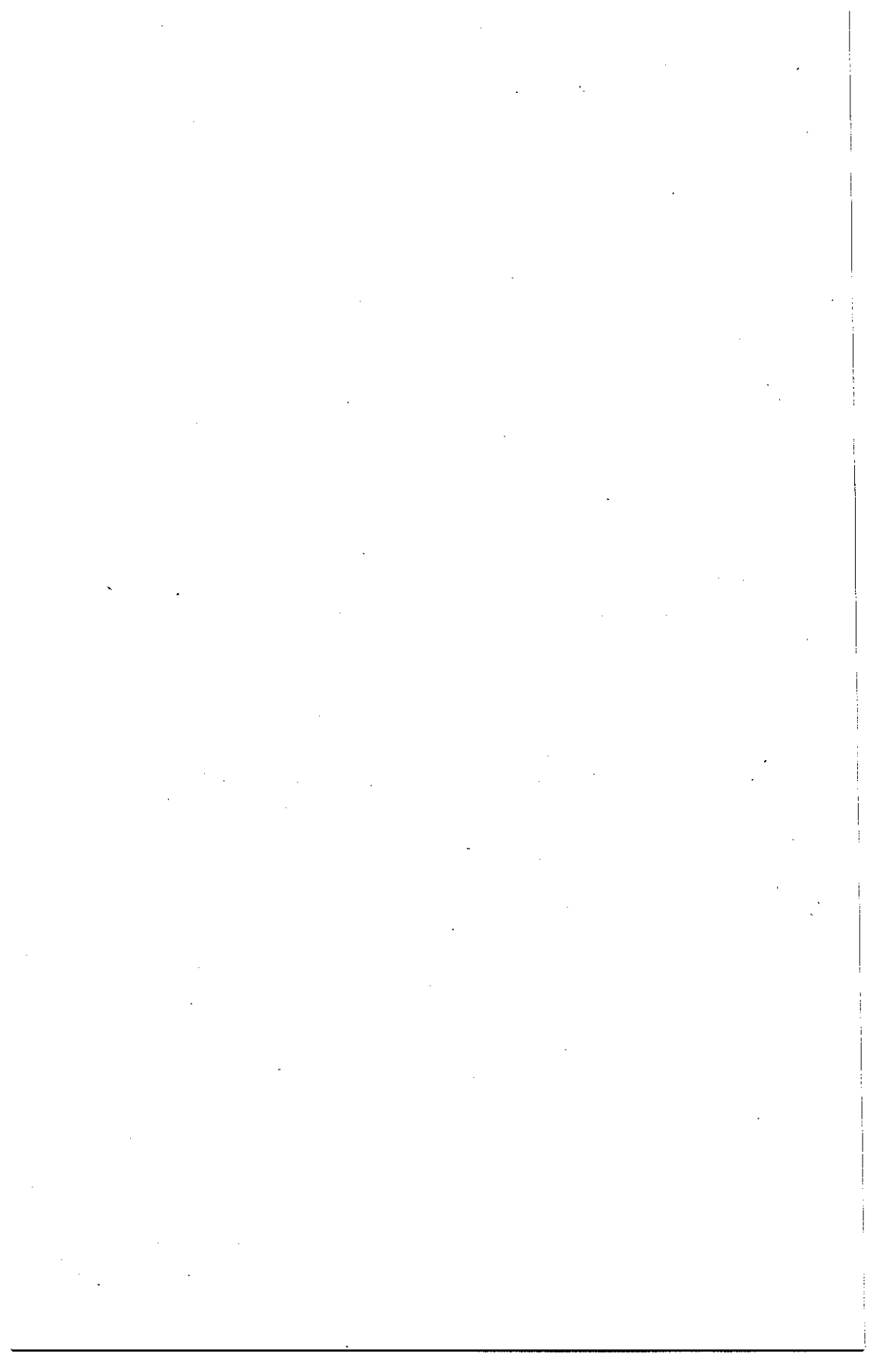
১. তার্থিকদের দীক্ষান্তকরণ

১। রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতের সানুদেশে একটি গ্রাম ছিল। সেখানে বাস করত সত্তরটিরও বেশি পরিবার, এঁরা সকলেই ব্রাহ্মণ।

২। এঁদের দীক্ষান্তকরণের উদ্দেশ্য নিয়ে বুদ্ধ সেখানে গেলেন। সেখানে এক বৃক্ষমূলে তিনি উপবেশন করলেন।

৩। বুদ্ধের অত্যুজ্জ্বল দেহকান্তি আর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে লোকেরা তাঁর চতুর্দিকে ভিড় করতে থাকল। বুদ্ধ তখন সেই ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞেস করলেন, "কতদিন ধরে তাঁরা সেখানে রয়েছেন, তাঁদের পেশা কী, প্রভৃতি।"

৪। তাঁরা বললেন, "গত ত্রিশ প্রজন্ম ধরে আমরা এখানে বাস করছি, পশুচারণ আমাদের পেশা।"

৫। তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস কী তা নিয়ে বুদ্ধ প্রশ্ন করায় তাঁরা বললেন, "বিভিন্ন ঋতুতে আমরা সূর্য, চন্দ্র, বৃষ্টি (জল) এবং অগ্নি-এঁদের উপাসনা করি এবং এঁদের সন্তুষ্ট রাখতে যজ্ঞ করি।

৬। "আমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু হলে আমরা সমবেত হয়ে প্রার্থনা করি ব্রহ্মার স্বর্গে যেন সে জন্ম নেয়। যাতে পুনর্জন্মের এই বিড়ম্বনা সে এড়াতে পারে।"

৭। বুদ্ধ বললেন, "আপনাদের এ পথ ঠিক নয়, এ-পথ ধরে চললে কোনওদিনই আপনাদের কোনও উপকার হবে না। আমাকে অনুসরণ করুন। আমি যা বলছি সেটাই আদর্শ পথ। প্রকৃত সন্ন্যাসী হোন। পূর্ণ আত্মসংযমের অভ্যাস করুন।" তিনি আরও অনেক কথা বললেন।

৮। "সত্যকে মিথ্যা বলে জানা আর মিথ্যাকে সত্য জ্ঞান করা ; ত্রুটিপূর্ণ প্রচলিত বিশ্বাসের তা নামান্তর। এভাবে কোনওদিন মোক্ষলাভ হয় না।

৯। "তবে সত্যকে সত্য বলে জানা, মিথ্যাকে মিথ্যা বলে চেনা, এই হল প্রকৃত ন্যায়ের পথ, এ পথেই মোক্ষলাভ হয়।

১০। "পৃথিবীর সর্বত্র মৃত্যু পরিব্যাপ্ত, এর থেকে কোনও মুক্তি নেই।

১১। "যে কোনও অবস্থাতেই একে সত্য বলে ধরে নিলে বোঝা কঠিন নয় যে, মৃত্যুকে অস্বীকার করে কোনও কিছু জন্মাতে পারে না। ফলে জন্ম ও মৃত্যু থেকে মুক্তি ধর্মসত্যে আত্মসমীক্ষণের সঙ্গে যুক্ত।

১২। সত্তরজন ব্রাহ্মণ এ-কথা শুনে শ্রমণ হতে চাইলেন, বুদ্ধ তাঁদের সে ইচ্ছায় সম্মতি দিলেন। তাঁরাও তখন মস্তক মুণ্ডন করে বৌদ্ধ ভিক্ষু হলেন।

১৩। এর-পর তাঁরা সমবেত হয়ে বিহারের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে তাঁদের পত্নী ও পরিবারের চিন্তা নানাভাবে তাঁদের মনকে ভারী করল। ঠিক সেই সময় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এল। তাঁরাও আর সম্মুখে এগোতে পারলেন না।

১৪। রাস্তার ধারে ছিল দশটি বাড়ি। এখানে তাঁরা আশ্রয় নেবেন মনস্থ করলেন। এই ঘরগুলির একটিতে প্রবেশের পর তাঁরা দেখলেন সে বাড়ির ছাউনি ভাঙা, সেখান দিয়ে বৃষ্টির জল ঘরের ভেতরে পড়ছে।

১৫। এতে বুদ্ধ অমৃতবচন করলেন। তিনি বললেন : "এ বাড়ির ছাউনি যেহেতু সুরক্ষিত নয়, তাই বৃষ্টিধারা। আমরাও যদি আমাদের চিন্তাধারাকে সযত্নে লালিত করতে না পারি, তা হলে শীঘ্রই সৎ সংকল্প বাসনা (কর্মের আসক্তি) দ্বারা ছিন্ন হবে।

১৬। "কিন্তু একটা বাড়ির ছাউনি যদি নিপুণভাবে নির্মিত হয়, তা হলে আর জল ছাউনি ভেদ করে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে বাসনাকে নিয়ন্ত্রিত করে সুচিন্তিতভাবে কোনও কাজ করলে বাসনা আর বিড়ম্বনা ঘটাতে পারে না।"

১৭। এই কথা শোনার পর সেই সত্তরজন ব্রাহ্মণ ভেবে দেখলেন, তাঁদের যাবতীয় বাসনাই নিন্দনীয়। মনের সন্দেহ কিন্তু তাঁদের পুরোপুরি দূর হল না, তবে দ্বিরুক্তি না করে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চললেন।

১৮। কিছুদূর গিয়ে তাঁরা দেখলেন এক মোড়কে কিছু পড়ে রয়েছে। বুদ্ধ শিষ্যদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করলেন। শিষ্যদের তিনি দেখালেন মাছের নাড়িভুঁড়ি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। এর পর তিনি যা বললেন তা হল :

১৯। "নীচতার সঙ্গে যারা ঘর করে, জঘন্য জিনিসপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে তাদের চরিত্রও অনুরূপ হয়, ত্রুটিপূর্ণ হয়ে ওঠে তাদের মানসিক গঠন।"

২০। "তবে বিজ্ঞ যিনি (বিজ্ঞতার সঙ্গে যাঁর বাস) অনুকরণীয় তার চরিত্র। সুগন্ধীর যাঁরা কারবারি, সুগন্ধ তাঁদের গায়ে লেগে থাকে, উন্নত মার্গীয় পথের যিনি শরিক, উন্নত মার্গের এই অভ্যাসই তাঁর জীবনচর্চা। প্রতিনিয়ত তিনি তার উৎকর্ষ সাধনে ব্যাপৃত রয়েছেন।"

২১। এসব শুনে সত্তরজন ব্রাহ্মণ গৃহের বাসনা, ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার মোহ যে অসততার নামান্তর তা বুঝলেন। এ-কথা বুঝে বাসনা ত্যাগ করা সমীচীন তাঁরা মনস্থ করলেন। বিহারে এসে অবশেষে তাঁরা অর্হৎব্রত অবলম্বন করেন।

২. উত্তরাবতীর ব্রাহ্মণদের দীক্ষান্তকরণ

১। বুদ্ধ এ সময় শ্রাবস্তীর জেতবনে ছিলেন। পূর্বাঞ্চলে উত্তরাবতী নামে এক জায়গায় পাঁচশো ব্রাহ্মণের মধ্যে তিনি তাঁর উপদেশাবলী প্রচার করেন।

২। গঙ্গার তীরে নির্গ্রন্থ সন্ন্যাসীর আশ্রমে যাওয়া তাঁরা মনস্থ করলেন। ঋষিদের নানাবিধ শঠতা ও পাকচক্রে সেই নির্গ্রন্থ ঋষি নিজেকে একসার করেছিলেন।

৩। মরুভূমি দিয়ে যাওয়ার সময় তৃষ্ণায় তাদের গলা ফেটে এল। একটা গাছ দেখে তাঁরা ভাবলেন ধারেকাছে নিশ্চয়ই কোনও মনুষ্যবাস রয়েছে। দ্রুতপদে তাঁরা সেদিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে জীবনের কোনও ছিন্ন তাঁদের চোখে পড়ল না।

৪। এই দেখে তাঁরা বিলাপ করতে লাগলেন। হঠাৎ সে গাছ থেকে এক অশরীরী আত্মার গলা তাঁরা শুনতে পেলেন। সেই অশরীরী আত্মা তাঁদের জিজ্ঞেস করছে তাঁদের আক্ষেপের কারণ কী। কারণ জানতে পেরে প্রচুর মাংস পানীয় সে তাদের সামনে এনে দিল।

৫। খাদ্যগ্রহণ করবেন স্থির করে তাঁরা সেই অশরীরী আত্মাকে জিজ্ঞেস করলেন তার জন্মবৃত্তান্তের কথা।

৬। অশরীরী আত্মা বলল, সুদত্ত যখন বুদ্ধকে তাঁর কুঞ্জবন প্রদান করেছেন সে সময় শ্রাবস্তীতে এক ঋষি সমাবেশ হয়। সেই সমাবেশে সারারাত্রি ধরে বুদ্ধের ধর্মকথা শোনার পর তার মনে এক পরিবর্তন এল। তখন সে পরিপূর্ণ এক জলপাত্র তাদের এনে দিল।

৭। পরদিন বাড়ি ফিরলে রাগে তার বউ মুখঝামটা দিয়ে উঠে বলে, কী এমন তার রাগ হয়েছিল যে, সারারাত ধরে তাকে বাইরে কাটাতে হল। বউকে সে বুঝিয়ে বলে, অন্য কিছু নয়, জেতবনে সে বুদ্ধের ধর্মপ্রচার শুনছিল।

৮। এর পর তার বউ বুদ্ধকে যা-তা বলে বুদ্ধের নামে গালিগালাজ করতে লাগল। "এই গৌতম হল এক খ্যাপা প্রচারক, মানুষকে নানাভাবে বঞ্চনা

করা আর ঠকানোই তার কাজ,” এইরকম আরও হাজারও অ-কথা কু-কথা সে বলতে লাগল।

৯। “বউয়ের এই কথাকে প্রতিবাদ না করে বরং সে-কথাকেই আমি মেনে নিলাম। ফলে মৃত্যুর পর আমি অশরীরী আত্মা হয়ে জন্মালাম। তবে আমি ভিতু বলে এই গাছেই আমার আশ্রয় হল।” এর পর সে আরও নানা কথা বলল।

১০। “যজ্ঞ আর দেবসেবায় এসব নানা কাজ দিবারাত্র মানসিক উদ্বেগ আর অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল।

১১। “দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে এবং দেহের উপাদানসমূহের বিনাশের জন্য সমস্ত ধর্মে (বিশ্ব ঋষিদের) সাংসারিক যে বিধানের কথা বলা হয়েছে, তা থেকে নির্বাণের লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে।”

১২। ব্রাহ্মণেরা এ-কথা শুনে শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের কাছে যাবেন মনস্থ করলেন। বুদ্ধের কাছে গিয়ে আগমনের কারণ ব্যাখ্যা করায় বুদ্ধ বললেন :

১৩। “মানুষ যদি বেণীবন্ধ চুল উন্মুক্ত করে উলঙ্গ হয়ে ঘুরতে পারে, গাছের পাতা আর বাকল দিয়ে দেহ ঢাকতে পারে, ছাইভস্ম মেখে পাথরের ওপর নিদ্রা যেতে পারে, তা হলে আর কু-চিন্তা থেকে নিবৃত্তির প্রয়োজন কী?

১৪। “কিন্তু যিনি কখনও প্রাণীর জীবনহানি ঘটাননি, অথবা অগ্নিতে কোনও আহুতি দেন না, জয়ী হওয়ার অভিলাষ যাঁর মধ্যে নেই, বিশ্বের মঙ্গল কামনায়, সৎচিন্তায় নিবেদিত যিনি, কোনও অসৎ চিন্তা তাঁর মনে আশ্রয় পেতে পারে না।

১৫। “যজ্ঞ দিয়ে ফলের আশা করে যে, তার জীবনে সুখ আর নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগে বিশ্বাসী কারও জীবনে সুখ এককথা নয়।

১৬। “সৎ স্বভাব এবং অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনে যিনি নিষ্ঠাবান, বৃদ্ধাবস্থাকে যিনি শ্রদ্ধা করেন, নিজের ব্যক্তি জীবনেও তিনি শান্তি পান।

১৭। স্বামীর কাছে এসব কথা শুনে অবশেষে বউয়ের মন থেকে রাগ দূর হল।

□ □ □

পর্ব-৬

অস্পৃশ্য ও নিম্নবর্গীয়দের দীক্ষান্তকরণ

১. উপালি নাপিতের দীক্ষান্তকরণ

২. ঝাড়ুদার সুনিতার দীক্ষান্তকরণ

৩. অস্পৃশ্য সোপক ও সুপ্পিয়র দীক্ষান্তকরণ

৪. সুমঙ্গল ও অন্য নীচু জাতদের দীক্ষান্তকরণ

৫. কুষ্ঠরোগী সুপ্রবুদ্ধর দীক্ষান্তকরণ
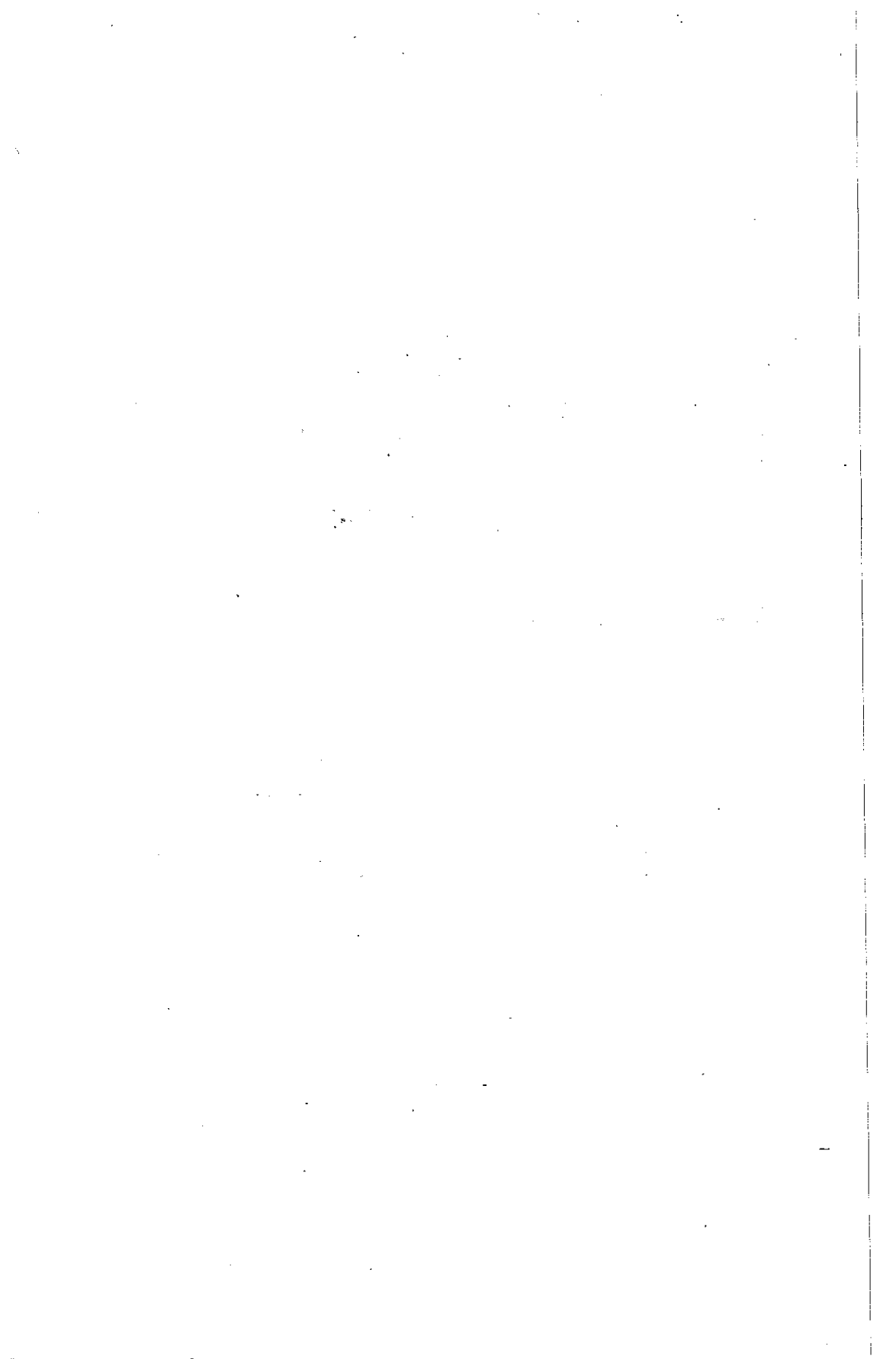
১. উপালি নাপিতের দীক্ষান্তকরণ

১। ফিরে যাওয়ার পথে উপালি নাপিত কী করবে কী করবে, কিছু না পেয়ে আরও একটু ভাবল, "শাক্যরা খুবই হিংস্র, আমি যদি এইসব অলঙ্কার নিয়ে যাই, রাস্তায় আমায় একা দেখলে তারা ভাবতে পারে আমি আমার সঙ্গীদের নিধন করে তাদের অলঙ্কার নিয়ে পালাচ্ছি। বরং শাক্য যুবকরা যে পথ নিয়েছেন আমি না হয় তাঁদের অনুসরণ করি।

২। উপালি তখন একটা গাছের সঙ্গে ঐ অলঙ্কারের থলে বেঁধে রেখে ভাবল : "কেউ যদি এগুলি নেওয়া জরুরি মনে করে তো নিয়ে যাক।" শাক্য যুবকরা যে পথ ধরে গেছেন সেও তখন সে পথ ধরল।

৩। শাক্য যুবকরা উপালিকে আসতে দেখে বললেন, "কী ব্যাপার উপালি, তুমি আবার এখানে এলে?"

৪। সে তখন তার মনের কথা তাদেরকে বলায় তাঁরা বললেন, "ফিরে না গিয়ে উপালি তুমি বরং ভালই করেছ। শাক্যরা হিংস্র, তারা হয়তো তোমায় মেরেই ফেলত!"

৫। এর পর উপালিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা মহান বুদ্ধের কাছে গেলেন। সেখানে পৌঁছে প্রভুকে শ্রদ্ধানিবেদনের পর তাঁর একপাশে উপবেশন করে তাঁরা বুদ্ধকে বললেন :

৬। "প্রভু, আমাদের এই শাক্যদের লোকেরা হিংস্র ও উদ্ধত বলে থাকে। এই উপালি নাপিত দীর্ঘদিন আমাদের কাজকর্ম করে। দয়া করে প্রভু আপনি একে উপসম্পদা দিন। তাকে যেন শ্রদ্ধাভক্তি করি, বয়স্ক যে তাকে যেন শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে পারি। আমাদের মধ্যে শাক্যদের এই ঔদ্ধত্য যেন সঙ্কুচিত হয়।"

৭। বুদ্ধ এর পর সেই উপালি নাপিতকে এবং অন্য শাক্য যুবকদের উপসম্পদা প্রদান করে তাদের ভিক্ষু সংঘের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

২. ঝাড়ুদার সুনিতার দীক্ষান্তকরণ

১। রাজগৃহে সুনিতা নামে এক ঝাড়ুদার থাকত। রাস্তা ঝাঁট দিয়েই তাকে জীবিকা আহরণ করতে হত। গৃহস্থরা রাস্তার ধারে যে ময়লা ফেলত সে সে সব পরিষ্কার করত। বংশগতভাবে এই কাজ তার ওপরেই বর্তেছিল।

২। একদিন দিবসের প্রথমভাগে মহিমান্বিত প্রভু নিদ্রাত্যাগ করে উঠেছেন। পোশাক পরে ভিক্ষার জন্য তিনি রাজগৃহের উদ্দেশে বিহারে বের হয়েছেন। তাঁকে অনুসরণ করে চলল বহুসংখ্যক ভিক্ষু।

৩। সেই সময় সুনিতা রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছিল। আবর্জনা আর ছেঁড়া জিনিসপত্র একটা ঝুড়িতে করে বলদের পিঠে নিয়ে সে যাচ্ছিল।

৪। প্রভু সে পথ দিয়ে শিষ্য পরিবৃত হয়ে আসছেন দেখে তার মন আনন্দে আশঙ্কায় উদ্বেলিত হল।

৫। রাস্তায় আড়াল করার মতো কোনও জায়গা না পেয়ে বলদটাকে সে এমনভাবে রাখল যেন সে প্রাচীরে বাধা পেয়েছে। এর পর নিজে সে এমন একটা ভাব করল, যেন সে প্রভুকে হঠাৎই দেখল। করজোড়ে সে প্রভুকে প্রণাম করল।

৬। প্রভু সম্মুখে এসে তাকে ডাকলেন, "সুনিতা।" সে ডাক যেন কিন্নর কণ্ঠের মতো তার কানে ভেসে এল। প্রভু বললেন, "আপনার একি দৈন্য দশা? গৃহ ছেড়ে আপনি কী সংঘভুক্ত হতে চান!"

৭। সুনিতা এতে অমৃতসুধা পানের সুগভীর তৃপ্তি বোধ করল। তার মনে হল, "মহামান্যের মতো একজন যদি এই সংঘের জীবন স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারেন আমিই বা তা পারব না কেন?" সে তখন বলল, "প্রভু, দয়া করে আমাকে এই সংঘের অন্তর্ভুক্ত করুন।"

৮। প্রভু তাকে "এই ভিক্ষু!" বলে সম্বোধন করলেন। উপসম্পদা নিয়ে সুনিতা এর পর সংঘভুক্ত হল। তাকে চীবর ও ভিক্ষাপাত্র দেওয়া হল।

৯। প্রভু তাকে ধর্মশিক্ষা দিলেন। শিষ্য হওয়ার সহায়ক শিক্ষাও দিলেন। প্রভু তাকে বললেন, "পবিত্র জীবনের এই পন্থা গ্রহণ করুন। জীবনে বাসনা ত্যাগ করুন, কৃচ্ছ্রসাধন এবং আত্মসংযমের মধ্যে দিয়ে পবিত্র হয়ে উঠুন।"

১০। সুনিতার এই পরিবর্তন কী করে সম্ভব হল এ-কথা জিজ্ঞেস করায় বুদ্ধ বললেন, "রাজপথে আবর্জনার স্তূপে লিলিফুল যেভাবে প্রস্ফুটিত হয়, সংসারে আবদ্ধ জনের মাঝে সুনিতা সেভাবে নিজেকে বিকশিত করেছে।"

৩. অস্পৃশ্য সোপক ও সুপ্পিয়র দীক্ষান্তকরণ

১। শ্রাবস্তীর এক পতিত ছিল সোপক। তার জন্মের সময় তার মা প্রসব

বেদনায় মূর্ছা যান। তাঁর স্বামী ও আত্মীয়বর্গ বললেন, "সে মারা গেছে।" শ্মশানে নিয়ে গিয়ে তার শবদাহ করার প্রস্তুতি হল।

২। কিন্তু প্রবল ঝঞ্ঝা বাতাস আর বৃষ্টিতে আগুনে সেই দেহ পুড়ল না। সোপকের মাকে চিতাকাঠের ওপর ফেলে রেখে তারা সকলে চলে গেল।

৩। সোপকের মা কিন্তু তখনও মারা যায়নি, তার মৃত্যু হয় পরে। মৃত্যুর আগে সে একটি সন্তানের জন্ম দেয়।

৪। সেই শ্মশানের যে প্রহরী সে সেই সোপককে গ্রহণ করে এবং নিজ কন্যা সুপ্পিয়র সঙ্গে বড় করে তোলে। মাতৃবংশের নামানুসারেই তার নামকরণ হল সোপক।

৫। মহামান্য প্রভু ঘটনাচক্রে একদিন সেই শ্মশানের ধার দিয়ে পথ পেরোচ্ছিলেন। সোপক প্রভুকে দেখে সেইদিকে এগিয়ে এল। প্রভুকে অভিবাদন জানিয়ে সোপক তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করতে চাইল।

৬। সোপক তখন কেবল সাত বছরের। প্রভু তাই তাকে সংঘে অন্তর্ভুক্তি করার আগে তার পিতার অনুমতি চাইলেন।

৭। সোপক গিয়ে তার বাবাকে নিয়ে এল। তার বাবা প্রভু বুদ্ধকে প্রণতি নিবেদনের পর তার পুত্রকে সংঘের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার জন্য বুদ্ধের কাছে অনুরোধ করল।

৮। পতিত সম্প্রদায়ের হলেও প্রভু তাকে উপসম্পদা প্রদান করে শিষ্যরূপে গ্রহণ করলেন। এর পর উপদেশাবলী প্রদান করলেন।

৯। সোপকই পরে একজন থেরা হন।

১০। সুপ্পিয় এবং সোপক দু'জনেই একসঙ্গে বড় হয়েছিল—সুপ্পিয়র বাবাই সোপককে গ্রহণের পর যত্নে বড় করে তোলেন, সোপকের কাছ থেকে সুপ্পিয় বুদ্ধের উপদেশাবলী ও অনুশাসনের কথা জানতে পারল। পরে সংঘের অন্তর্ভুক্ত হতে চাইলে সে সোপককে সেই ইচ্ছার কথা জানাল। এমনিতে সোপক যে পতিত বংশের তা সুপ্পিয়র বংশের অবস্থান তার থেকেও নীচে।

১১। সোপক তার কথায় সম্মত হল। শ্মশানে প্রহরীদের কাজ করার মতো ঘৃণ্য এক পরিবারের সন্তান হলেও—তা সুপ্পিয়র বুদ্ধ ভিক্ষু হতে কোনও বাধা হল না।

৪. সুমঙ্গল ও অন্য নীচু জাতদের দীক্ষান্তকরণ

১। সুমঙ্গল শ্রাবস্তীর এক চাষা। লাঙল, কোদাল এবং কাস্তে দিয়ে জমি চাষ করে সে তার জীবিকা নির্বাহ করত।

২। চন্ন কপিলাবস্তুর এক আদিবাসী। শুদ্ধোদনের বাড়িতে সে ছিল দাস।

৩। ধন্নিয় (Dhanniya) রাজগৃহের বাসিন্দা। সে ছিল এক কুম্ভকার।

৪। কপ্পট কুড় (Kappata-Kura) শ্রাবস্তীর আদিবাসী। ছেঁড়া কাপড় পরে সরাই হাতে শস্য-চাল ভিক্ষা করে বেড়াত। শেষে তার থেকে তার নাম হল কাপড় কুড়া—অর্থাৎ 'ছেঁড়া কাপড় এবং চাল'।

৫। ভিক্ষুত্ব বরণ করে সংঘভুক্ত হতে এরা সবাই বুদ্ধের অনুমতি চাইল। তারা অস্পৃশ্য, তাদের পূর্বের অবস্থা কী ছিল এসব নিয়ে কোনও দ্বিধা বা ভ্রূক্ষেপ না করেই বুদ্ধ তাদের সংঘের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

৫. কুষ্ঠরোগী সুপ্রবুদ্ধর দীক্ষান্তকরণ

১। রাজগৃহে বেণুবনের কাছে তখন প্রভু রয়েছেন, এই জায়গায় প্রচুর কাঠবিড়ালি দেখা যেত।

২। রাজগৃহে সেই সময় সুপ্রবুদ্ধ নামে এক কুষ্ঠরোগী ছিল—তার জীবন ছিল বড় কষ্টের।

৩। মহামান্য প্রভু সে সময় বিপুল উৎসাহী জনতার মধ্যে ধর্মশিক্ষার প্রচার করছিলেন।

৪। সুপ্রবুদ্ধ দূর থেকে সেই বিপুল উদ্বেলিত জনতাকে দেখল। সেদিকে তাকিয়েই তার মনে হল—নিঃসন্দেহে এই বিপুল জনতা অন্নের জন্য এখানে ভিড় করেছে। আমি যদি এই ভিড়ে মিশতে পারি তা হলে শক্ত বা নরম যে, কোনও রকম খাবার নিশ্চয়ই মিলবে।

৫। ফলে কুষ্ঠরোগী সুপ্রবুদ্ধ তখন সেই ভিড়ের দিকে এগোলো। কাছাকাছি গিয়ে জনবেষ্ঠিত মহামান্য বুদ্ধকে সেখানে বসে থাকতে দেখল। প্রভুকে দেখে সে ভাবল, "না এখানে ভিক্ষার কোনও ব্যাপার নেই, এখন এই গৌতম এই সমাবেশে ধর্মের প্রচার করছেন। আমি যদি তাঁর এই ধর্মশিক্ষা শ্রবণ করতে পারতাম!"

৬। একপাশে বসে সে ভাবতে থাকল, "আমিও বরং তাঁর উপদেশগুলি শ্রবণ করব।"

৭। এই সমবেত বিপুল জনতা কী ভাবছে প্রভু তা ভেবে দেখতে চেষ্টা করলেন। তিনি ভেবে দেখলেন, "সমবেত এই বিপুল মানুষের মধ্যে কে যে প্রকৃত সত্য বুঝতে পেরেছে তা নিয়েই আমার ধন্দ।" এর পর তিনি সেই বিপুল জনতার মধ্যে কুষ্ঠরোগী সুপ্রবুদ্ধকে বসে থাকতে দেখলেন। তাকে দেখেই তিনি বুঝলেন যে, "এই মানুষটি নিশ্চয়ই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবে।"

৮। কুষ্ঠরোগী সুপ্রবুদ্ধের সাহায্যার্থে প্রভু তখন উপদেশাবলীতে সুপ্রবুদ্ধের বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করলেন। স্বর্গীয় জগৎ, পবিত্র জীবন ছাড়াও ভিক্ষান্বেষণ বিষয়ের ওপর তিনি আলোকপাত করলেন। বাসনায় ইচ্ছার সঙ্গে যে নীচতা কুশ্রীতা জড়িত, তার প্রতি তিনি আলোকপাত করলেন। মাৎসর্য থেকে মুক্তির বিষয়েও তিনি আলোকপাত করলেন।

৯। মহামান্য প্রভু বুদ্ধ তখন চক্ষু মেলে দেখলেন যে, সুপ্রবুদ্ধের মন ধীরে ধীরে নরম হয়ে আসছে। তার মন সবল হচ্ছে, তার মনে উৎফুল্লতা দেখা দিচ্ছে, তার মনে বিশ্বাসের জন্ম হচ্ছে। দুঃখের কারণ, দুঃখের নিবারণের পন্থা নিয়ে বুদ্ধধর্ম কতখানি উৎকর্ষ, তাও তিনি সকলের কাছে ব্যাখ্যা করলেন।

১০। কোনওরকম দাগাদাগ নেই এমন স্বচ্ছ সাদা কাপড় রংটা যেভাবে ধারণ করে, সুপ্রবুদ্ধের মনও তেমন-ই বুদ্ধ ধর্মের রঙে রাঙায়িত হল। এক অন্তর্দৃষ্টি সুপ্রবুদ্ধের মধ্যে দেখা গেল, যার শুরু আছে তার যে শেষও আছে এই জ্ঞান তার হল। এই সুপ্রবুদ্ধ সত্যসন্দর্শন করল, সত্যকে অনুধাবন করল এবং যাবতীয় সংশয়কে জয় করে সত্যের গভীরে সে অবগাহন করল। যাবতীয় সংশয় থেকে তার মুক্তি হল। আত্মপ্রত্যয় লাভ করল, এর বেশি সে আর কিছু চাইল না। বুদ্ধের উপদেশে সে আস্থা পেল। এর পর ধীরে বুদ্ধের সন্নিকটে গিয়ে তাঁর পাশে সে উপবেশন করল।

১১। সেখানে বসে মহান বুদ্ধকে সে বলল "অসাধারণ প্রভু, অসাধারণ! এ যেন পতিতকে উদ্ধার করা। লুক্কায়িতকে প্রকাশ্যে আনা। দিকহারাকে পথের দিশা দেওয়া। অন্ধকারের মাঝে আলোক দিকচিহ্নের মতো।" বলল যাদের চোখ আছে এখন থেকে তারা চোখ দিয়ে সত্যকে অবলোকন করতে

পারবে। বুদ্ধের ধর্মব্যাখ্যা শোনার পর সেই কুষ্ঠরোগী বলল, ‘‘আমি প্রভু আপনার শরণাপন্ন। ভিক্ষু সংঘে আমি যোগ দিতে চাই। মহান প্রভু আমাকে তাঁর শিষ্য বলে গ্রহণ করুন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি আপনার আশ্রয়ে থাকতে চাই।’’

১২। কুষ্ঠরোগী সুপ্রবুদ্ধের মনের যাবতীয় তাড়না দূর হল। মনের সব অন্ধকার দূর হয়ে মনে আনন্দ ফিরে এল। প্রভুর কথায় আপ্লুত হয়ে সে সেই ধর্মের মহিমার গুণকীর্তন করতে লাগল। অতঃপর ডান হাত দিয়ে বুদ্ধকে প্রণাম করে সে সেই স্থান ত্যাগ করল।

১৩। পথিমধ্যে এক নিদারুণ শোকাবহ ঘটনা ঘটল। একটা গোরু সুপ্রবুদ্ধকে শিং দিয়ে গুঁতিয়ে মাটিতে ফেলে মেরে ফেলল।

পর্ব-৭

রমণীদের দীক্ষান্তকরণ

১. মহাপ্রজাপতি গৌতমী, যশোধরা ও তাঁর অন্য সঙ্গীদের দীক্ষান্তকরণ

২. চণ্ডালিকা প্রকৃতির দীক্ষান্তকরণ
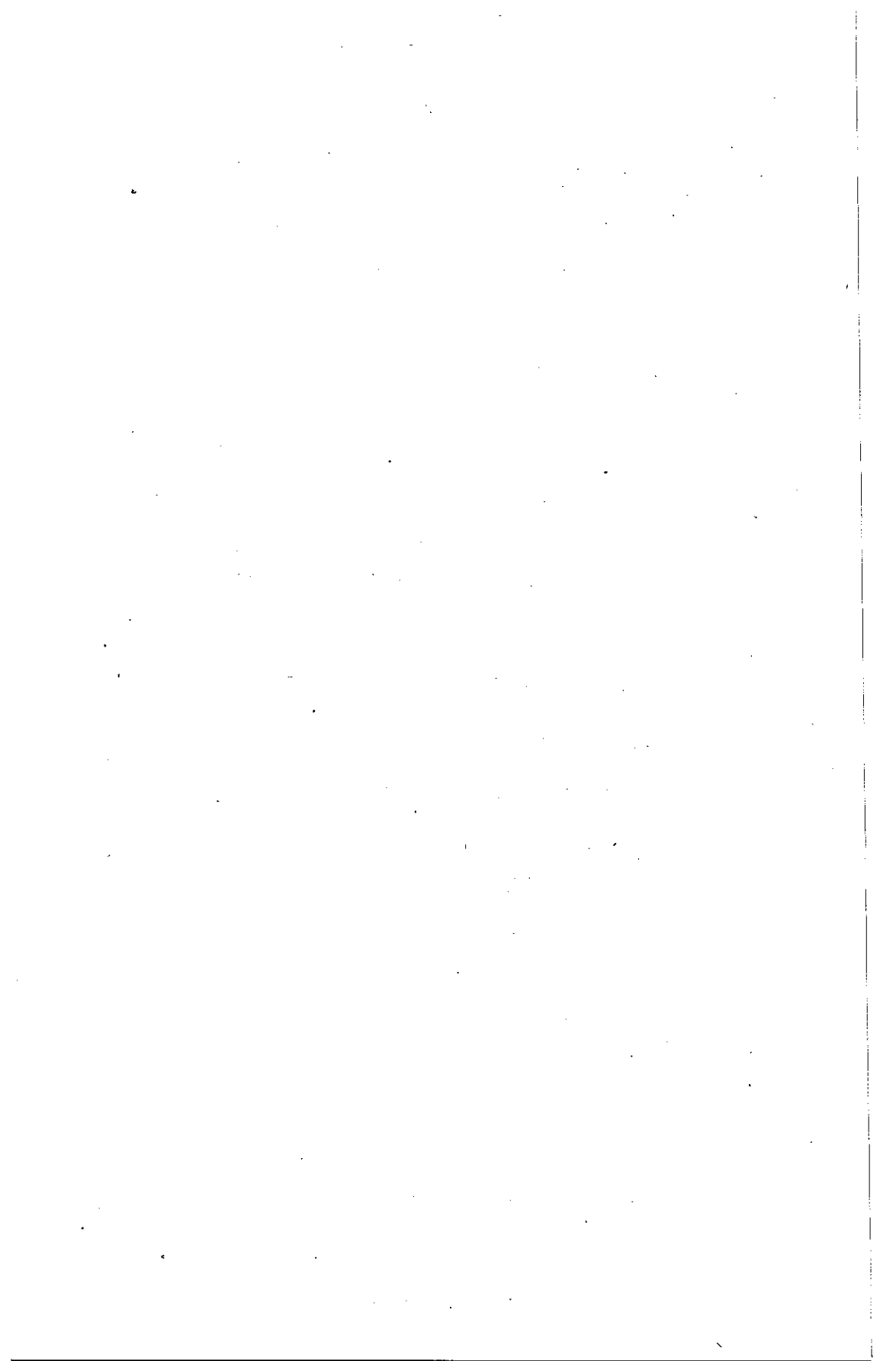
১. মহাপ্রজাপতি গৌতমী, যশোধরা ও অন্য সঙ্গীদের দীক্ষান্তকরণ

১। মহাজ্ঞানবান বুদ্ধ যখন তাঁর পিত্রালয়ের উদ্দেশে বিহারে বেরিয়েছেন, তখন শাক্য পুরুষদের মতো শাক্য রমণীদের মধ্যে বৌদ্ধ সংঘে যোগ দেওয়ার প্রবল আকুতি দেখা দেয়।

২। এই মহিলামণ্ডলীর নেত্রী ছিলেন স্বয়ং মহাপ্রজাপতি গৌতমী।

৩। নিগ্রোধারামে শাক্যদের মধ্যে প্রভু বুদ্ধ যখন রয়েছেন, মহাপ্রজাপতি গৌতমী তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, "প্রভু, রমণীগণকে যদি পরিব্রাজক হওয়ার অনুমতি দেন এবং তথাগতের উপদেশ ও অনুশাসন অনুসারে তাদের যদি সংঘের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয় তা হলে তাতে ধর্মেরই ভাল হবে।"

৪। যথেষ্ট হয়েছে হে গৌতমী। এই জাতীয় চিন্তা কদাচিৎ মনে প্রশ্রয় দেবেন না। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার মহাপ্রজাপতি অনুরূপ অনুরোধ করেও সেই একই প্রত্যুত্তর পেলেন।

৫। নিদারুণ ব্যথিত দুঃখতাপে মহাপ্রজাপতি গৌতমী তখন মহাজ্ঞানী প্রভুর চরণতলে উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে থাকলেন।

৬। নিগ্রোধারামে ত্যাগ করে প্রভু বিহারে বের হলে মহাপ্রজাপতি ও অন্য শাক্য রমণীরা তখন সমবেত হয়ে বৌদ্ধসংঘে যোগ দেওয়া নিয়ে পুনরায় বিচার-বিবেচনায় বসলেন। তবে তাঁদের এই চিন্তায় বুদ্ধের প্রশ্রয় মিলল না।

৭। শাক্যরমণীগণ এতেও বুদ্ধের প্রত্যাখ্যান চূড়ান্ত বলে মেনে নিলেন না। পরিব্রাজকের পরিচ্ছদ ধারণ করে তাঁরা সামনে উপস্থিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। উদ্দেশ্য সাধন না হলে স্বীয় জীবন সমর্পণ করবেন।

৮। সেইরূপ মহাপ্রজাপতি গৌতমী তাঁর মস্তক মণ্ডনের পর চীবর পরিধান করে শাক্যর মন্ত্রীমণ্ডলীকে নিয়ে বুদ্ধের দর্শনে বের হলেন। বুদ্ধ তখন বৈশালীর কূটাগারশালায় মহাবনবিহারে।

৯। দীর্ঘপথ পরিভ্রমণে তাঁদের ধুলিময় পা ফুলে উঠেছে। মহাপ্রজাপতি গৌতমী তার সঙ্গীদলকে নিয়ে কূটাগারশালায় পৌছলেন।

১০। বুদ্ধ তখন নিগ্রোধারামে। গৌতমী পুনর্বার প্রভুর কাছে গিয়ে সে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু পুনর্বার তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হল।

১১। এবারও অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় মহাপ্রজাপতি হতবুদ্ধি হয়ে কূটাগারের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। কী করবেন স্থির করতে পারলেন না। সে সময় কূটাগারের দিকে আসছিলেন আনন্দ। গৌতমীকে তিনি চিনতে পারলেন।

১২। মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার এ কী দশা! ধূলিময় পদোদয়। আনত দুঃখদীর্ণ মুখ, চোখে জল। আপনি অলিন্দের বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?" মহাপ্রজাপতি বললেন, "কী আর বলব আনন্দ, মহিমান্বিত প্রভু তথাগত রমণীগণকে সংঘের অন্তর্ভুক্ত করতে নারাজ। তাঁর ধর্মে রমণীগণের সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষু বরণে স্বীকৃতি নেই।"

১৩। এ-কথা শুনে পবিত্র আনন্দ বুদ্ধের কাছে গিয়ে প্রণতি নিবেদনের পর তাঁর পাশে উপবেশন করে বলেলেন, "প্রভু, অলিন্দের বাইরে প্রতীক্ষ্যমাণ মহাপ্রজাপতি গৌতমী, তাঁর পদোদয় ধূলিময়, দুঃখভারাক্রান্ত মুখ, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। প্রভু রমণীগণকে সংঘের অন্তর্ভুক্ত করতে সম্মত না হওয়ায় তাঁর এই হতোদ্যম চেহারা। তিনি যা চাইছেন তা মেনে প্রভু যদি রমণীগণকে ভিক্ষুণী করেন, তা হলে তাতে ধর্মের প্রকৃত মঙ্গল হবে।

১৪। "মহাপ্রজাপতি গৌতমী কী প্রভুর প্রতি অসীম কর্তব্যবোধের পরিচয় দেননি, শৈশবাবস্থায় মাসি ও পালিকা হিসাবে তিনি তাঁর শুশ্রূষা করেছেন। মায়ের মৃত্যুর পর তিনিই আপনাকে নিজ স্তন্য দিয়েছেন। প্রভু স্বীয় ধর্মে যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালবাসার কথা বলেছেন তা মেনে রমণীগণকে সংঘের অন্তর্ভুক্ত করাই বাঞ্ছনীয়।"

১৫। "যথেষ্ট বলেছ আনন্দ, আর নয়! রমণীগণকে ভিক্ষু সংঘে অন্তর্ভুক্তির সম্মতি দেওয়া যায় না। আনন্দ বারবার তার সেই অনুরোধ জানাল কিন্তু প্রভুর উত্তরের কোনও ব্যতিক্রম হল না।

১৬। আনন্দ আজ প্রভুকে বললেন, "মহিলাদের প্রব্রজ্যা দানে আপনার অসম্মতির কারণ কী?"

১৭। "প্রভু জানেন যে ব্রাহ্মণরা মনে করেন, শূদ্র আর রমণীরা মোক্ষ বা নির্বাণ লাভে অক্ষম। কারণ তারা অপবিত্র এবং অপকৃষ্ট। তারা তাই শূদ্র এবং রমণীকে প্রব্রজ্যা হতে দেন না। মহিমান্বিত প্রভুর দৃষ্টিও কী তা হলে ব্রাহ্মণদেরই অনুরূপ?

১৮। "মহিমান্বিত প্রভু যেমন ব্রাহ্মণদের সংঘের অন্তর্ভুক্ত করেছেন তেমনই

শূদ্রদেরও কী তিনি সংঘের অন্তর্ভুক্ত করেননি? রমণীদের ক্ষেত্রে তা হলে প্রভুর এই ভিন্ন দৃষ্টির কারণ কী?

১৯। "তা হলে কী প্রভুর ধারণা, মহিমাময় তিনি যে নির্বাণের কথা বলেছেন মহিলারা তা অর্জনে অক্ষম!"

২০। মহিমান্বিত প্রভু বললেন, "আনন্দ তুমি আমায় ভুল বুঝো না। পুরুষদের মতো রমণীরাও নির্বাণ লাভে অনুরূপ সক্ষম বলেই আমি মনে করি, আমায় ভুল বুঝো না আনন্দ। নারী-পুরুষ অসাম্যের তত্ত্বে আমি বিশ্বাসী নই। মহাপ্রজাপতির অনুরোধ প্রত্যাখ্যানের দিনে এই ভিন্নদৃষ্টি কোনও কারণ নয়। বাস্তবমুখী হয়েই আমি একাজ করেছি।"

২১। "প্রকৃত কারণ জানতে পেরে আমি খুশি প্রভু। এতদ্‌সত্ত্বেও বলছি, কেবল বাস্তব কিছু অসুবিধের কারণেই যদি প্রভু তাঁর এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে থাকেন, তা হলে কী তা ধর্মের প্রতি অসম্মান করা নয়! ভেদাভেদের অভিযোগকেই কী তাতে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না! বাস্তব যে-সব অসুবিধে নিয়ে প্রভু উদ্বিগ্ন, তা দূর করতে প্রভু কী নতুন তত্ত্বের উদ্ভব ঘটাতে পারেন না!"

২২। "তথাস্তু আনন্দ, মহাপ্রজাপতি গৌতমী যদি প্রব্রজ্যা গ্রহণে প্রকৃতই আগ্রহী, তবে তিনি তাই হন। তবে মহাপ্রজাপতিকে আটটি নিয়ম পালন করতে হবে, এটাই তাঁর প্রাথমিক কাজ।"

২৩। প্রভুর কাছ থেকে আটটি নিয়ম পালনের কথা শুনে আনন্দ তখন মহাপ্রজাপতি গৌতমীর কাছে গিয়ে সে-কথা বললেন।

২৪। মহাপ্রজাবতি সে-কথা শুনে বললেন "হে আনন্দ, কোনও তরুণবয়স্কা রমণী স্নানান্তে অলঙ্কার পরিধানের পর যেভাবে পদ্ম, জুঁই, পুষ্পমাল্য ধারণ করে, আমিও তেমন-ই এই আটটি নিয়ম পালন অতি আহ্লাদের সঙ্গে শিরোধার্য করলাম। আমার জীবদ্দশায় এর কোনও অন্যথা হবে না।"

২৫। আনন্দ এর পর বুদ্ধের কাছে ফিরে গিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পর বুদ্ধের পাশে বসে বললেন, "মহাপ্রজাপতি গৌতমী এই আটটি নিয়ম পালনে সম্মত। এখন তাঁকে উপসম্পদা প্রদান করে সংঘের অন্তর্ভুক্ত করা হোক।"

২৬। মহাপ্রজাপতিকে উপসম্পদা প্রদান করা হলে তাঁর সঙ্গে আসা আরও পাঁচশো জন রমণীকেও উপসম্পদা দেওয়া হল। উপসম্পদার পর মহাপ্রজাপতি বুদ্ধের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন। প্রভুও তাঁকে ধর্ম উপদেশ এবং পারমিতা শিক্ষা দান করলেন।

২৭। বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য নন্দক অন্য আর পাঁচশো ভিক্ষুণীকে উপসম্পদা প্রদান করলেন।

২৮। মহাপ্রজাপতির সঙ্গে অন্য যে পাঁচশো রমণী ভিক্ষুণী হল, যশোধরা তাদের অন্যতম, উপসম্পদার পর তার নাম হল ভদ্র কন্যা।

২. চণ্ডালিকা প্রকৃতির দীক্ষান্তকরণ

১। শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবনে তখন প্রভু বুদ্ধ রয়েছেন।

২। তাঁর শিষ্য আনন্দ একদিন ঘটনাচক্রে নগরে গিয়েছেন ভিক্ষা করতে। আহারের পর আনন্দ পানীয় জলের জন্য নদীতে যাচ্ছিলেন।

৩। আনন্দ দেখলেন একটি বালিকা নদীতে কলস ভরছে। আনন্দ তার কাছে পানীয় জল চাইলেন।

৪। প্রকৃতি নামে মেয়েটি আনন্দকে জল দিতে অস্বীকার করল, সে বলল যে, "সে চণ্ডালিকা।"

৫। আনন্দ তাকে বললেন, "আমি তোমার কাছে পানীয় জল চেয়েছি, তোমার জাত দিয়ে আমি কী করব! "এ-কথা শুনে সেই মেয়ে তখন তার কলস থেকে তাঁকে জল দিল।

৬। আনন্দ জেতবনের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। সে মেয়েও আনন্দের পিছু নিল। কোথায় সে থাকে তা সে জানবে। জানল যে, তার নাম আনন্দ, প্রভু বুদ্ধের সে শিষ্য।

৭। বাড়ি ফিরে গিয়ে মা মাতঙ্গীকে যে ঘটনা ঘটেছে তার আনুপূর্বিক বর্ণনা দিল। তারপর মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল।

৮। কাঁদছে কেন, তার মা তার কাছে জানতে চাইলেন। মেয়ে তার মনের কথা মাকে বলল, "তুমি যদি আমায় বিয়ে দিতে চাও তো একমাত্র আনন্দকেই আমি বিয়ে করতে পারি। আনন্দ ছাড়া অন্য কেউ নয়।"

৯। মা এর কারণ জানার জন্য খোঁজ-খবর করলেন। পরে তিনি তার মেয়েকে বললেন, "তার এই ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার নয় কারণ আনন্দ ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত।"

১০। সে-কথা শুনে মেয়ের দুঃখ চাপা রইল না। নাওয়াখাওয়া সে একপ্রকার পরিত্যাগ করল। নিয়তির বিধানবলে দাঁতে কুটোটিও কাটল না। মাকে সে বলল, "মা, তুমি তো জাদুবিদ্যা জানো, জানো তো? তা হলে কেন এক্ষেত্রে তা ফলাচ্ছ না?' তাকে শান্ত করে মা বললেন, "আমি চেষ্টার ত্রুটি করব না।"

১১। মাতঙ্গী একদিন আনন্দকে তাঁর বাড়িতে আহারে নেমন্তন্ন করলেন। মেয়েটি দারুন খুশি। মাতঙ্গী আনন্দকে বললেন তাঁর কন্যা তাকে বিয়ে করতে চায়।" আনন্দ এ-কথা শুনে বললেন, "আমি ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত, আমি কোনওদিনই কোনও রমণীকে বিয়ে করতে পারব না।"

১২। মাতঙ্গী তখন আনন্দকে বললেন, "তুমি যদি আমার কন্যাকে বিয়ে না করো তা হলে সে আত্মাহুতি দেবে।" আনন্দ তাও বললেন, "আমি অপারগ।"

১৩। মাতঙ্গী ঘরে গিয়ে কন্যাকে সে-কথা বললেন। তিনি বললেন, "আনন্দ তাকে বিয়েতে অসম্মত।"

১৪। এ-কথা শুনে মেয়ে তো তারস্বরে চিৎকার করে উঠল। সে বলল, "তা হলে মা তোমার জাদুবিদ্যার কী ক্ষমতা?" মা বললেন, "আমার জাদুবিদ্যা তথাগতের ধর্মের কাছে খাপ খায় না।"

১৫। মেয়ে তাতে আরও রেগে চিৎকার করে বলল, "দরজা বন্ধ করে দাও। তাকে বাইরে যেতে দিও না। আজ রাতেই সে যাতে আমার স্বামিত্ব বরণ করে আমি তার ব্যবস্থা করছি।"

১৬। মেয়ের কথা শুনে মা তাই করলেন। রাত্রি হলে মা ঘরের মধ্যে শয্যার বন্দোবস্ত করলেন। আনন্দের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মেয়েও যতভাবে পারা যায় নিজেকে আকর্ষণীয় বেশভূষায় সজ্জিত করে ঘরের মধ্যে সন্তর্পণে প্রবেশ করল। আনন্দ কিন্তু এতে বিচলিত হলেন না।

১৭। মেয়ের মা তখন তাঁর জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করলেন। ঘরের মধ্যে আচম্বিতে আগুন জ্বলে উঠল। আনন্দের কাপড় ধরে টেনে মেয়েটির মা বললেন,

"তুমি যদি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি না হও, তা হলে তোমায় আগুনে পুড়িয়ে মারব।" আনন্দকে কিন্তু এতেও টলানো গেল না। মা ও মেয়ে এর পর হতোদ্যম হয়ে আনন্দকে মুক্তি দিল।

১৮। আনন্দ ফিরে গিয়ে প্রভু বুদ্ধকে সবিস্তারে ঘটনার কথা জানালেন।

১৯। পরের দিন সেই মেয়েটি জেতবনে আনন্দের খোঁজে এল। আনন্দ তখন ভিক্ষায় বের হচ্ছেন। আনন্দ তাকে দেখে এড়িয়ে যেতে চাইলেন, মেয়েটি কিন্তু তাঁর পিছু ছাড়ল না।

২০। আনন্দ জেতবনে ফিরে এসে দেখলেন, সেই মেয়ে দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষা করছে।

২১। আনন্দ তখন প্রভুর কাছে সে-কথা বললেন। প্রভু তখন মেয়েটিকে ডেকে পাঠালেন।

২২। মেয়েটি প্রভুর কাছে এলে প্রভু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সে কেন আনন্দের পিছু নিয়েছে। মেয়েটিও বলল সে আনন্দকে বিয়ে করতে চায়, "আমি শুনেছি সে অবিবাহিত, আমিও অবিবাহিত।"

২৩। ভগবান বললেন, "আনন্দ ভিক্ষু। তাঁর মস্তক মুণ্ডিত। তুমি যদি তোমার মস্তক মুণ্ডন কর, তা হলে আমি ভেবে দেখতে পারি কী করা যায়।"

২৪। মেয়েটি বলল, "আমি প্রস্তুত।" ভগবান তদুত্তরে বললেন, "মস্তক মুণ্ডনের জন্য তোমার মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া দরকার।"

২৫। মেয়ে বাড়িতে ফিরে গিয়ে তার মাকে বলল, "মা, তুমি যা পারলে না আমি তাতেই সফল হলাম। মস্তক মুণ্ডন করলে ভগবান আমায় আনন্দের সঙ্গে বিয়ে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"

২৬। মা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "এ কাজ তোমার কিছুতেই করা হবে না। তুমি আমার মেয়ে, মাথায় তোমার চুল রাখতেই হবে। আনন্দের মতো একজন শ্রমণকে বিয়ে করার তোমার এত দায়? কীসের জন্য এর থেকে উপযুক্ত কোনও পাত্রের সঙ্গে আমি তোমার বিয়ে দেব।"

২৭। সে প্রত্যুত্তরে বলল, "আনন্দকে বিয়ে না করলে আমি মরব। এছাড়া তৃতীয় কোনও বিকল্প আমার কাছে লেখা নেই।"

২৮। মা তাকে তিরস্কার করে বললেন, "আজ আমায় অপমান করছ কেন?"

মেয়ে তার উত্তরে বলল "তুমি যদি আমায় ভালবাস, তা হলে আমি যা চাইছি তা আমায় করতে দেওয়া তোমার উচিত।"

২৯। মাও এর কোনও দ্বিরুক্তি করলেন না। এর পর তার মেয়ে নিজের মস্তক মুণ্ডন করল।

৩০। এর পর বুদ্ধের কাছে গিয়ে সে বলল, "আপনার নির্দেশমতোই আমি মস্তক মুণ্ডন করেছি।"

৩১। মহিমান্বিত প্রভু তাকে বললেন, "কী তোমার অভিপ্রায়? আনন্দের কোন অঙ্গটি তোমার সর্বাধিক কাঙ্ক্ষিত?" মেয়ে উত্তরে বলল, "আমি তার নাক ভালবাসি, তার মুখ ভালবাসি, তার কান ভালবাসি, তার গলা ভালবাসি, তার চোখ ভালবাসি, তার চুল ভালবাসি।"

৩২। মহিমান্বিত প্রভু তখন সেই মেয়েকে বললেন, "চক্ষু যে অশ্রুভাণ্ড তা কী তুমি জানো, নাসিকা হল পঙ্কিলাধার, মুখ হল থুতুর আলয়, কানে নোংরা ভিত করে, আর দেহ হল মলমূত্রের আধার।"

৩৩। "নারী-পুরুষের সঙ্গমে শিশু জন্ম নেয়। তবে জন্মমাত্রই রয়েছে মৃত্যু, মৃত্যু মানেই বিচ্ছেদ। প্রিয় বালিকা, আনন্দকে বিয়ে করে তুমি নতুন কী পাবে আমি তা জানি না।"

৩৪। মেয়েটি তখন ভারী চিন্তায় পড়ল। আনন্দকে বিয়ে করাটাও নিষ্ফল, সে-কথা সে বুঝল। বুদ্ধকে তখন সে-কথা জানাল। তার যা অভিপ্রায় ছিল তাতে আনন্দের সঙ্গে তার বিয়ে করাটা বস্তুত তার উদ্দেশ্য সম্পূরণ করতে পারবে না। বুদ্ধকেও সে সে-কথা জানাল।

৩৫। মহিমাময় প্রভু বুদ্ধকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে কিশোরী অতঃপর বলল, "অজ্ঞতাবশতই আমি আনন্দকে বিয়ে করবার জন্য উৎসুক হয়েছিলাম। আমি এখন সঠিক দিশা খুঁজে পেয়েছি (আমার মন এখন আলোকিত)। আমি সেই নাবিকের মতো, দুর্ঘটনা কবলিত হওয়ার পরে যে ডাঙা খুঁজে পেয়েছে। আমি সেই অরক্ষিতা যুবতীর মতো, অবশেষে যে খুঁজে পেয়েছে তার সুরক্ষা। আমি সে অন্ধের মতো, অবশেষে যে ফিরে পেয়েছে তার দৃষ্টি। মহিমান্বিত প্রভু তাঁর সুবচনে আমার নিদ্রা ভাঙিয়েছেন।"

৩৬। আশীর্বাদধন্য হন প্রকৃতি, চণ্ডালিকা হলেও তুমি হবে উচ্চশীলা নারী ও

পুরুষের কাছে এক উদাহরণ-স্বরূপিণী। নীচু জাতের হলেও ব্রাহ্মণরা তোমার কাছ থেকে শিক্ষা নেবে। সততা ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকলে সিংহাসনে আরূঢ় মহীয়সী রানির মহিমাকেও তুমি ছাপিয়ে যাব।

৩৭। বিবাহের প্রয়াস ব্যর্থ হল। তবে ভিক্ষুণী সংঘে যোগ দেওয়ার পথ তার সামনে খোলা রইল।

৩৮। নীচুতম জাতের হওয়া সত্ত্বেও সদিচ্ছা থাকায় শেষে সে ভিক্ষুণী সংঘে প্রবেশ করল।

পর্ব - ৮

পতিত ও অপরাধীদের দীক্ষান্তকরণ

১. এক ভবঘুরের দীক্ষান্তকরণ
২. দস্যু অঙ্গুলিমালের দীক্ষান্তকরণ
৩. অন্য অপরাধীদের দীক্ষান্তকরণ
৪. দীক্ষান্তকরণের ঝুঁকি
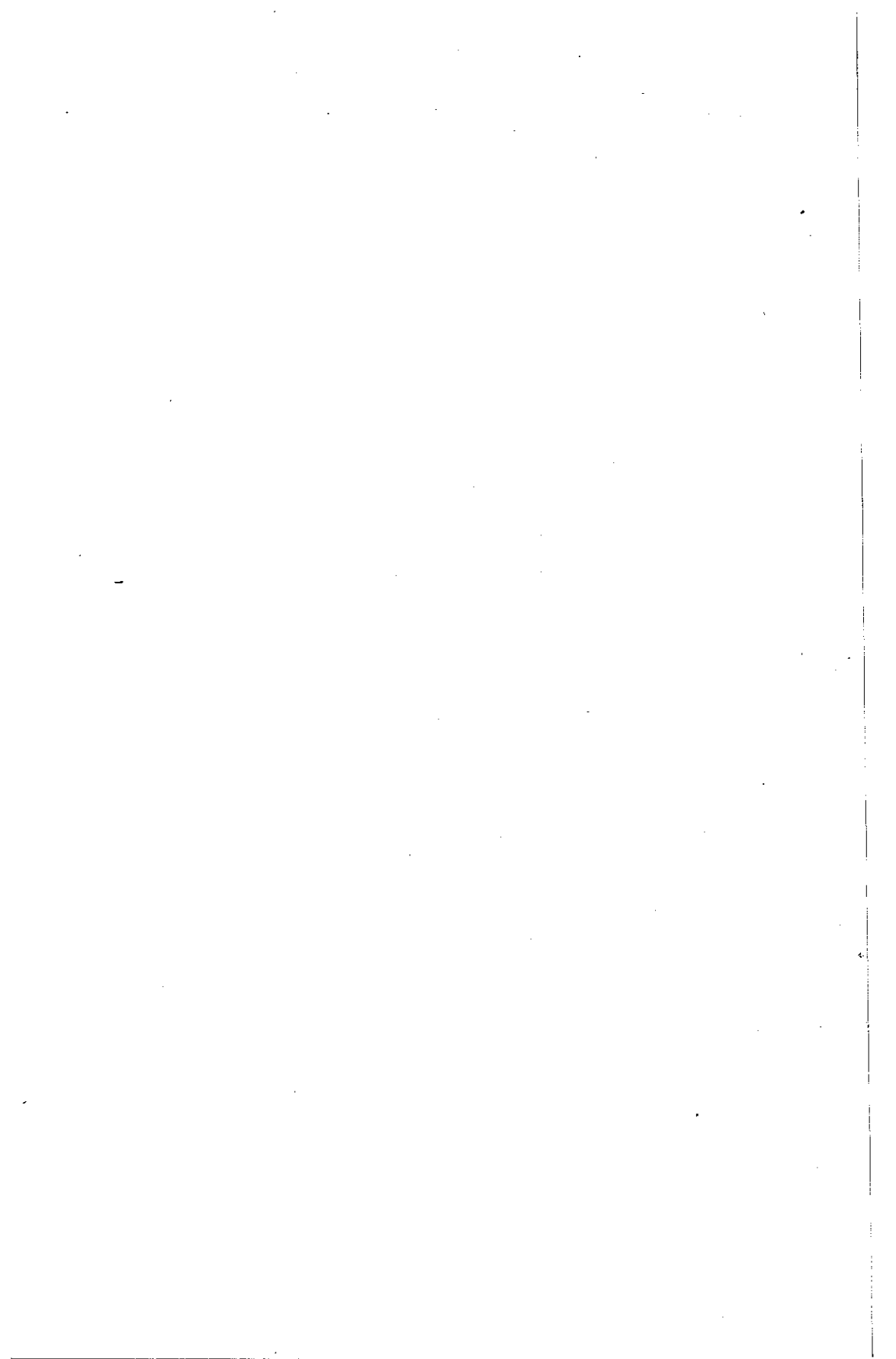
১. এক ভবঘুরের দীক্ষান্তকরণ

১। বহুদিন আগে রাজগৃহে এক অস্থিরমতি মানুষ বাস করতেন। তিনি তাঁর পিতামাতাকে শ্রদ্ধাভক্তি করতেন না—পদাধিকারীদেরও কোনও সম্মান করতেন না। কিন্তু যখনই তিনি কিছু ভুল করতেন তখনই সূর্য, চন্দ্র, অগ্নির উপাসনা করতেন। পশুবলি দিতেন এইসব করতেন, তাদের মন পেতেন আর আত্মসন্তুষ্টির জন্য তিনি এসব করতেন।

২। এই জাতীয় পূজা, অর্ঘ্য, উপাসনা সত্ত্বেও মনে তিনি কোনও শান্তি খুঁজে পেলেন না। দীর্ঘ তিন বছর নিরন্তর অধ্যবসায়ের পরেও এর কোনও সুরাহা হল না।

৩। অবশেষে শ্রবস্তীতে গিয়ে তিনি বুদ্ধের খোঁজ করবেন মনস্থ করলেন। সেখানে পৌঁছে বুদ্ধের দেবোপম কান্তি ও অপার মহিমায় বিহ্বল হয়ে তিনি তাঁর পদদলে নিপতিত হলেন। বুদ্ধকে দেখে তিনি যে কী খুশি, তাও বললেন।

৪। বুদ্ধ তাঁর সুবচনে বললেন, যজ্ঞ, পুজার্চনা কতখানি অন্তঃসারশূন্য। তিনি বললেন, হৃদয়কে যা স্পর্শ করে না, এইসব আচারসর্বস্বতা কতখানি অন্তঃসারশূন্য। যেসব নিয়ে এইসব আচারনিষ্ঠ থাকা, বুদ্ধ বললেন তার কোনও অস্তিত্বই নেই। অবশেষে বুদ্ধ কয়েকটি গাথা পাঠ করলেন তাঁর মহিমা বিভূষিত সেই সময় গাথা চতুর্দিক স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো অত্যুজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত করে তুলল।

৫। এই ঘটনায় গ্রামবাসী, বিশেষত পিতামাতারা তাঁদের শিশুসন্তানদের নিয়ে বুদ্ধের অর্চনায় সেখানে সমবেত হলেন।

৬। তাঁদের দেখে দেব পিতামাতার কাছ থেকে তাঁদের শিশুসন্তানদের নানা চিন্তার কথা শুনে বুদ্ধ বিনম্র হাসলেন এবং গাথা পাঠ করলেন।

৭। "মহান যিনি, তিনি লালসাকে জয় করেছেন, আলোকসন্ধানী তিনি আলোকস্বরূপা। দুঃখ তাঁর পথ আকীর্ণ করলেও নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে তিনি সে দুঃখ কাটিয়ে ওঠেন। দুঃখেও তিনি আনন্দের জয়গান করেন। এতেই তাঁর প্রজ্ঞা প্রকাশ পায়।

৮। "জ্ঞানী জন (ভদ্র) কখনও জাগতিক লাভের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন না। সম্পদে তাঁর মোহ নেই। সন্তান ও অধিকার (জমি) প্রমত্ত তিনি নন। সর্বদা একনিষ্ঠ থেকে আলোর পথে এগিয়ে যান। আচার ও সংস্কারাদিতে তিনি নির্লিপ্ত।

৯। "বিজ্ঞ মানুষ অস্থিতিশীলতার স্বরূপ কী জানেন। জীবনের পথে অস্থিরমতি বন্ধুসঙ্গ তাঁর নয়। অশুদ্ধি থেকে তিনি শুদ্ধির পথসন্ধানী। সর্বদাই তিনি সেই পথগ্রাহী।"

২. দস্যু অঙ্গুলিমালের দীক্ষান্তকরণ

১। কোশলের রাজা পসেনদির শাসনকালে অঙ্গুলিমাল নামে এক দস্যু বাস করত। নরঘাতক এই অঙ্গুলিমালের হাত সবসময় রক্তে লাল হয়ে থাকত। কারও প্রতি দয়ামায়া বলে তার কিছু ছিল না। হয় হত্যা নয় বিঘ্ন ঘটানো, এতেই ছিল তার আনন্দ। তাই এই নারকীয় দস্যুতায় গ্রাম আর গ্রাম রইল না। নগর আর নগর রইল না। পল্লী আর পল্লী রইল না।

২। নরঘাতক অঙ্গুলিমাল তরবারি দিয়ে মানুষের মাথা কাটত। মৃতের একটা আঙুল সে কেটে নিত গলার মালা তৈরির জন্য। এইজন্যই তার নাম হয় অঙ্গুলিমাল।

৩। একবার প্রভু বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে জেতবনে রয়েছেন। অঙ্গুলিমালের এই বর্বরোচিত প্রবৃত্তির কথা তাঁর কানে এল। মহিমান্বিত প্রভু স্থির করলেন এই অঙ্গুলিমালকে তিনি সৎপথে আনবেন। এর পর একদিন আহারান্তে প্রয়োজনীয় সামগ্রী রেখে চীবর পরে ভিক্ষুপাত্র হাতে দস্যু অঙ্গুলিমালের খোঁজে প্রভু বেরিয়ে পড়লেন।

৪। বুদ্ধকে সেদিকে যেতে দেখে গোপালক রাখাল, পথিক, যেই দেখল সাবধান করে দিয়ে বলল, "সন্ন্যাসী, এ-পথে যেও না। গেলে দস্যু অঙ্গুলিমালের হাতে বিপদ হবে।"

৫। "তা যদি হয় তাহলে দশ, কুড়ি, ত্রিশ, চল্লিশজন এ-পথে দলবদ্ধভাবে যাচ্ছ কেন।" অতঃপর কোনও বাক্যব্যয় না করে নিঃশব্দে প্রভু তাঁর পথ ধরে এগিয়ে গেলেন।

৬। আগে-পরে সবাই বারংবার তাঁকে সে পথে যেতে নিষেধ করল। প্রভু কিন্তু সে-কথায় কর্ণপাত করলেন না।

৭। খানিক দূর থেকেই দস্যু অঙ্গুলিমাল প্রভুকে আসতে দেখল, এবং যারপরনায় বিস্মিত হল। যে পথে দশ থেকে পঞ্চাশজন যাত্রী দল বেঁধে আসে। কেউ সে পথে একা আসার সাহস করতে পারে, তা যেন তা বিশ্বাস-ই হল না। দেখল সন্ন্যাসী একাকী নির্ভয়ে সে-পথে আসছেন। দস্যু অঙ্গুলিমাল সন্ন্যাসীকে বধ করবে স্থির করল। ঢাল, তলোয়ার, শর, ধনুক নিয়ে সে প্রভুর পিছু নিল।

৮। প্রভু তাঁর স্বাভাবিক স্বভাবসিদ্ধ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন। দস্যু হাজারো চেষ্টা করেও তাঁকে ধরতে পারল না।

৯। দস্যু ভাবল, "এ তো ভারী অদ্ভুত! দ্রুতগতিতে দৌড়েও হাতি, ঘোড়া, ছ্যাকড়া গাড়ি, হরিণ, এরাই আমার সঙ্গে পারে না। অথচ এই সন্ন্যাসী স্বাভাবিক গতিতে হাঁটছে, আর আমি এত চেষ্টা করেও তাকে ধরতে পারছি না।" অনন্যোপায় হয়ে দস্যু তখন চিৎকার করে প্রভু বুদ্ধকে থামতে বলল।

১০। দু'জনে মুখোমুখি হলে প্রভু বুদ্ধ তাকে বললেন, "আপনার জন্যই আমি থামলাম। অঙ্গুলিমাল, আপনিও তা হলে এবার এ অসৎ কর্ম থেকে বিরত হোন। আমি আপনার কাছে অনুরোধ করছি অঙ্গুলিমাল, আপনাকে সততার পথে নিয়ে আসতেই আমি এ-কথা বলছি। আপনার মধ্যেকার ভালত্ব এখনও পুরোপুরি নষ্ট হয়নি। আপনি একবার সুযোগ দিলে আমি আপনার মধ্যে এক সামগ্রিক পরিবর্তন আনতে পারি।"

১১। মহিমান্বিত প্রভুর কথায় অঙ্গুলিমালের মন গলল, নিজেই সে বলল, "অবশেষে এই সাধকই আমার মন ভোলাল।"

১২। অঙ্গুলিমাল বুদ্ধকে বলল, "আপনি আমায় হিংসার পথ ছাড়ার কথা বলছেন, আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

১৩। অঙ্গুলিমাল তার সেই অঙ্গুলিমালা ছুড়ে ফেলে দিল। এই মালা পরেই সে ঔদ্ধত্য দেখিয়ে বেড়াত। এর পর সংঘভুক্ত হতে চেয়ে অঙ্গুলিমাল প্রভুর পায়ে পড়ে কাতর অনুনয় করল।

১৪। দেব ও মানবের পথপ্রদর্শক প্রভু বুদ্ধ অঙ্গুলিমালাকে বললেন, "ভিক্ষু, আমায় অনুসরণ করুন।" এই সম্বোধনের অর্থই অঙ্গুলিমাল ভিক্ষু হলেন।

১৫। বুদ্ধ তখন সেই ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে শ্রাবস্তীর প্রাসাদ নগরীর দিকে অগ্রসর হলেন। রাজা পসেনদির প্রাসাদের ফটকদ্বার তখন জনোচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছে। দস্যু অঙ্গুলিমালকে প্রভু জয় করেছেন বলে সকলে বিজয়োল্লাস করতে লাগল। এই দস্যু সাধারণ নিরীহ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এদের ওপর লুঠপাট চালিয়েছে। হত্যা, জঘন্য নারকীয় কাণ্ড চালিয়েছে। আঙুল দিয়ে অঙ্গুলিমালা করেছে। একে সমুচিত শিক্ষা দিন। তারা চিৎকার করতে লাগল। রাজা পসেনদি তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলতে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, কিন্তু পারেননি।

১৬। একদিন সকালে রাজা পসেনাদি বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। বুদ্ধ কৌতূহলভরে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী সমস্যা মহারাজ? মগধের শ্রেনিক বিম্বিসার, বৈশালীর লিচ্ছবি, বা অন্য কোনও বিরুদ্ধ শক্তি কী সমস্যার সৃষ্টি করেছে?"

১৭। "না, না, তেমন কোনও সমস্যা নয় প্রভু। আমার রাজ্যে অঙ্গুলিমাল নামে এক দস্যু একরকম অরাজকতার সৃষ্টি করেছে, রাজ্যবাসীকে সে নানাভাবে উৎপীড়িত করছে। আমি তাকে পর্যুদস্ত করার নানা চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি।"

১৮। "কিন্তু মহারাজ, আপনি যদি এখন সেই অঙ্গুলিমালকেই মুণ্ডিত মস্তক, চীবর পরিহিত রূপে দেখেন, সে হত্যা করে না, চুরি করে না, মিথ্যা বলে না, দিনে একবার আহার স্পর্শ করে, সততা এবং প্রকৃত ন্যায়পরায়ণতায় উন্নত, উৎকৃষ্ট জীবনযাপন করছে, তা হলে আপনি তাকে কী করবেন?"

১৯। "তা হলে প্রভু আমি তাকে অভিনন্দন জানাব—অথবা সাক্ষাতের জন্য উঠে দাঁড়াব। অথবা তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আসন পেতে দেব। তার পরিধেয় বস্ত্র তুলে দেব, সুরক্ষা জোগাব, প্রতিরক্ষা ও সহায়ক অন্য যা কিছু তার প্রয়োজন, তাই তাকে দেব।" কিন্তু এরূপ উন্নত মার্গীয় উৎকট জীবন কীভাবে তার মতো এক ঘৃণ্য, নীচ দুর্বৃত্তকে স্পর্শ করতে পারে?

২০। প্রভুর পাশেই নীরবে উপবিষ্ট মান্যবর অঙ্গুলিমাল তখন তাঁর ডান হস্ত প্রসারিত করে বললেন: "মহারাজ, আমিই অঙ্গুলিমাল।"

২১। এই দেখে রাজা হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তাঁর দেহে প্রতিটি লোমকূপ খাড়া হয়ে উঠল। তাঁর এই অবস্থা দেখে প্রভু তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, "ভয় পাবেন না মহারাজ, ভয় পাবেন না। এখানে ভীত হওয়ার কিছু নেই।"

২২। মহারাজও তাঁর ভয় কাটিয়ে উঠে সন্দিগ্ধমনে অঙ্গুলিমালের পাশ কাটিয়ে গিয়ে বললেন, "এই অত্যুজ্জ্বল কান্তি আপনি অঙ্গুলিমাল?" উত্তর এল, "হ্যাঁ মহারাজ।"

২৩। "মান্যবর, তা হলে আপনি বলুন, আপনার পিতৃপরিচয় কী? কী আপনার মাতৃপরিচয়?" অঙ্গুলিমালা জানাল, "মহারাজ, আমার পিতা ভার্গব, আমার মা মন্তানি।"

২৪। জয়োল্লাস করুন ভার্গব, মন্তানি। "পুত্র, আপনার সাহায্যের জন্য আবশ্যক যাবতীয় কিছু আমি সরবরাহ করব। আমি প্রতিশ্রুত রইলাম।"

২৫। অঙ্গুলিমাল তখন বানপ্রস্থে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। ভিক্ষুত্ব অবলম্বন স্থির করেছেন। বিবর্জিত পরিধেয় তাঁর, তাও তিনের অধিক নয়। রাজার এই অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন এই মর্মে যে, তিনখানি পরিধেয় তাঁর রয়েছে।

২৬। এর পর মহারাজ প্রভুর কাছে গিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পর একপাশে উপবেশন করলেন। আবেগঘন কণ্ঠে বললেন, "এ অত্যাশ্চর্য প্রভু, এ এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। বশ্যতা যে কখনও মানেনি, প্রভু তাকে বশ করলেন। অন্যায়কে করেছেন শান্ত, দুর্দমনীয়কে করছেন স্থিত। এ এমন একজন যাকে আমি লাঠি দিয়ে তরবারি দিয়ে পর্যুদস্ত করতে পারিনি। প্রভু তাঁকে এসব ছাড়াই প্রশমিত করেছেন। অগত্যা আমায় যেতে হবে প্রভু, আমার অনেক কাজ বাকি।"

২৭। মহারাজের যা ইচ্ছা! মহারাজ এর পর আসন ছেড়ে উঠে প্রভুকে প্রণতি জানিয়ে সেই স্থান ত্যাগ করলেন।

২৮। একদিন অঙ্গুলিমাল চীবর পরে ভিক্ষাপাত্র হাতে শ্রাবস্তীতে ভিক্ষান্বেষণে গেছেন। সহসা এক ব্যক্তি তাঁকে মাটির ঢেলা ছুড়ে মারল। এর পর কেউ তাঁকে লাঠি দিয়ে মারল। কেউ মাটির পাত্র ছুড়ে মারল—আঘাতদীর্ণ অঙ্গুলিমালের মাথা রক্তে ভেসে যেতে লাগল। তাঁর ভিক্ষাপাত্র ভেঙে গেল, তার চীবর ছিঁড়ে খানখান হল। এই অবস্থায় তিনি প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তাঁকে সম্মুখে এগিয়ে আসতে দেখে প্রভু অঙ্গুলিমালকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, "এসব সহ্য করো অঙ্গুলিমাল, এ সহ্য করো।"

২৯। দস্যু অঙ্গুলিমাল এর পর প্রকৃতই বুদ্ধের শিক্ষায় সত্য ব্যক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেন।

৩০। প্রভুর উপদেশে, আশীর্বাণীতে পরম তুষ্ট অঙ্গুলিমাল বললেন, "সহিষ্ণুতা বলে যার কিছু ছিল না, তাকে তিনি দেখিয়েছেন সহিষ্ণুতা কী, তার কলঙ্কিত অতীতকে প্রভু ঢেকে দিয়েছেন। যৌবনে এখন সে বুদ্ধের প্রতি আসক্ত। প্রশান্ত চাঁদের মতো পৃথিবীর আলোয় ধুয়ে দিচ্ছে।"

৩১। “আমার বিরুদ্ধরাও প্রভুর এই উপদেশ শুনুন, এই পথে আশ্রয় নিয়ে অমৃতস্য পুত্রদের তাঁরা অনুসরণ করুন—তাঁরা প্রতিনিয়ত শ্রবণ করুন, ভালবাসার বাধাই হল নিবর সহ নদীলতা—এই আদর্শে তাঁরা তাঁদের জীবন নিবেদিত করুন।

৩২। “অঙ্গুলিমাল দস্যু আমি স্বকৃতকর্মে অন্ধকার অতলে তলিয়ে যাচ্ছিলাম, প্রভু আমাকে উদ্ধার করে থিতু করেছেন অঙ্গুলিমাল, যে রক্তে হাত রাঙা করেছিল সে এখন মুক্ত।”

৩. অন্য অপরাধীদের দীক্ষান্তকরণ

১। রাজগৃহের দক্ষিণে ছিল এক উত্তুঙ্গ পর্বত। নগর থেকে তা প্রায় দুশো লি দূরে।

২। এই পর্বতের মধ্যে দিয়ে ছিল এক গিরিপথ। গভীর আর নির্জন এই গিরিপথ বেয়ে রাস্তা দক্ষিণ ভারতের দিকে গিয়েছে।

৩। এই শৈলপথে পাঁচশো দস্যু বাস করত। যাত্রীরা সবাই ঐ পথ দিয়ে যেতেন, দস্যুরা তাঁদের সব লুঠ করে অবশেষে তাঁদের খুন করত।

৪। রাজা বহুবার চেষ্টা করেছেন সৈন্য পাঠিয়ে তাদের দৌরাত্ম্য বন্ধের। কিন্তু বারংবার ব্যর্থ হয়েছেন।

৫। বুদ্ধ তখন নিকটবর্তী এক স্থানেই ছিলেন। এইসব দুষ্কৃতীদের কথা শুনে তিনি ভাবলেন যে, এরা সব জিঘাংসায় আত্মমগ্ন। এ নিয়ে এদের মধ্যে কোনও প্রশ্ন নেই। অথচ তিনি নিজে পৃথিবীতে এসেছেন এইসব মানুষদের সৎপথে আনতে। আসলে এইসব মানুষদের চক্ষু এখনও মসিলিপ্ত। তারা এখনও তাঁকে দেখেনি। তাঁর ধর্মাদেশাবলী এখনও কানে যায়নি। বুদ্ধ মনস্থ করলেন তিনি তাদের কাছে যাবেন।

৬। বুদ্ধ তখন এক উচ্চ সম্ভ্রান্ত ধনকুবেরের বেশ ধারণ করে বহুমূল্য সব বেশবাস, তৈজস, পাথর ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে অনেক স্বর্ণাঅলঙ্কার নিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠলেন। সঙ্গে নিলেন তরবারি ও ধনুক।

৭। সেই গিরিপথ এসে তেজাল ঘোড়া চিঁহি চিঁহি করে ডেকে উঠল। হ্রেষাধ্বনি শুনে পাঁচশো দুষ্কৃতী সচকিত হয়ে উঠল। যাত্রীকে অনুসরণের পর তারা সবিস্ময়ে বলে উঠল, “এত সব মহার্ঘ জিনিসপত্রের দেখা ইতিপূর্বে আর মেলেনি। এই ঘোড়াকে আটকানো যাক।”

৮। তারা এগিয়ে এসে সেই ঘোড়সওয়ারিকে ঘিরে ফেলল। মনে ভাবল, ঘোড়সওয়ার নিশ্চয় প্রতিরোধের চেষ্টা করবে। কিন্তু ঘোড়সওয়ার দেখেই তারা সব মাটিতে পড়ে গেল।

৯। এভাবে মাটিতে পড়ে গিয়ে তাদের বিস্ময়ের অবধি রইল না। সমস্বরে তারা বলে উঠল, "এ কোনও ঈশ্বর? এ কোন ঈশ্বর?

১০। ঘোড়সওয়ার তখন তাদের উদ্দেশে বললেন। তারা অন্যদের যে পরিমাণ কষ্ট দিয়েছে সে তুলনায় তাদের এ কষ্ট নগণ্য। পৃথিবীতে তারা যে দুঃখভার নিয়ে এসেছে, অবিশ্বাস ও সন্দেহে পৃথিবীর বুকে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে একমাত্র ধর্মজ্ঞান লাভ করলেই তারা তাদের ভুল শোধরাতে পারবে। অতঃপর তিনি এই সুবচন করলেন:

১১। দুঃখের এতবড় ভার পৃথিবীতে গভীর আর নেই। এর যা ক্ষত, কোনও সুচলো তির তাদের বড় ক্ষত করতে পারে না। ধর্মীয় অনুশাসন ছাড়া অন্য কোনও সুরাহাও নেই। এবং এই ধর্মীয় অনুশাসন মানলে অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পায়। বিপথগামী সঠিক পথের দিশা পায়।

১২। চোখহারাদের চক্ষুদানের মতো এই ধর্মের পথও তাদের পথ দেখায়।

১৩। তাদের যাবতীয় অবিশ্বাস দূর করে যাবতীয় সন্তাপ মুছে দেয়। যারা শ্রবণ করে শ্রবক যারা, প্রাজ্ঞতার এই উৎকর্ষ পথ তাদের মনে আনন্দ জোগায়।

১৪। পরম জ্ঞানীরা উপসম্পন্ন হন। (পরম প্রজ্ঞেয়) এই তাদের উপাধি।

১৫। এই অমৃতবচন শ্রবণের পর দস্যুদের প্রবল অনুতাপ হল। নিজেদের জীবনে তারা যে কুকর্ম ঘটিয়েছে তা তাদের অত্যন্ত অন্যায় বলে মনে হল। তারা ধনুর্বাণ ত্যাগ করল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ক্ষতও সেরে গেল।

১৬। অতঃপর তারা বুদ্ধের শিষ্যত্ব বরণ করে শান্তিতে এবং নির্বিঘ্নে জীবন অতিবাহিত করল।

৪. দীক্ষান্তকরণের ঝুঁকি

১। বহুদিন আগে রাজগৃহ থেকে পাঁচশো লি দূরে এক গ্রামে বুদ্ধ অবস্থান করছিলেন, এই গ্রামকে ঘিরে ছিল পর্বতমালা। এখানে একশো বাইশ জনের এক সম্প্রদায়ের বাস ছিল। পশুশিকার করে মাংস খেয়ে তাদের জীবন কাটত।

২। সেইখানে একদিন সকালে বুদ্ধ রমণীদের দীক্ষান্তরিত করেন। তাদের স্বামীরা তখন পশুশিকারে বেরিয়েছিল। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে এই পংক্তিগুলি সংযোজিত হয়েছে।

৩। "যিনি মানুষ তিনি কখনও প্রাণিহত্যা করেন না। অথবা প্রাণিহত্যা না করাই হল মানবিকতা। যে অন্যের জীবন সংহার করে না, সেই সর্বদা জীবন (তার নিজেরই) সংরক্ষণ করতে পারেন।

৪। এই সূত্র (চু) হল অবিবরতা, যিনি তা মান্য করেন কোনও প্রলয় তাঁর ক্ষতিসাধন করতে পারে না।

৫। "বিনয়, পক্ষপাতহীনতা, জীবননাশ না করা, মনে বিরক্তির কোনও জায়গা না রাখা—এই হল ব্রহ্মার স্বর্গের (দেব ব্রহ্ম) বিধান।

৬। "অশক্তের প্রতি চিরদিন ভালবাসা প্রদর্শনের কথা বুদ্ধের উপদেশে বলা হয়েছে। যা পেয়েছি তাতে সন্তুষ্ট থাকা, আর কোথায় থামতে হয় সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, পুনর্জন্ম থেকে মুক্তির এই হল উপায়।

৭। "এই কথা শুনে সেখানকার মহিলারা দীক্ষান্তরিত হন। তাদের স্বামীরা বাড়িতে ফিরে এসে তা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ঠিক করল তারা বুদ্ধের জীবন নাশ করবে। তাদের পত্নীরাই অবশ্য এ-কাজে তাদের বাধা দেয়। পত্নীদের মুখে বুদ্ধের এই উপদেশাবলী শোনার পর তারাও কিন্তু দীক্ষান্তরিত হল।

৮। বুদ্ধ অতঃপর সংযোজন করলেন:

৯। "জীবনের প্রতি যাঁরা ভালবাসায় আসক্ত, যাঁরা ক্ষমাশীল, ন্যায়নিষ্ঠ, এগারো রকমের সুফল তাঁরা পান।"

১০। "তাঁদের শরীর সদা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল (খুশি)। তারা নিশ্চিন্ত নিদ্রা যাপন করতে পারেন। একাগ্রচিত্তে অনুশীলন করতে পারেন।"

১১। "কোনও কু-স্বপ্ন তিনি কখনও দেখেন না। স্বর্গ (দেবগণ) তাঁর সহায়, বিষও মানুষ তাঁকে ভালবাসে। তাঁদের জীবননাশ করতে পারে না, মন্দ করার কথা তাঁরা কখনও ভাবেন না। অগ্নি ও জলেও তাঁর কোনও বিপদ নেই।"

১২। "সর্বত্রই তিনি জয়ী। মৃত্যুর পর ব্রহ্মার স্বর্গে আশ্রয় পান। এই হল একাদশ সুবিধে।"

১৩। এ-কথা বলে সেই পুরুষ ও রমণীগণকে ভিক্ষু সংঘে অন্তর্ভুক্ত করলেন। এর পর তিনি বিশ্রামে শায়িত হলেন।

পর্ব-৯

বুদ্ধের উপদেশাবলী

- তাঁর ধম্মে তাঁর স্থান
- বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বুদ্ধের ধর্ম
- ধর্ম কী
- যা ধর্ম নয়
- সদ্ধর্ম কী

অধ্যায়-১

তাঁর ধম্মে তাঁর স্থান

১। বুদ্ধ দাবি করেছিলেন, তাঁর নিজের ধম্মে তাঁর কোনও স্থান নেই।

২। বুদ্ধ মুক্তিদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন তিনি মার্গদাতা (পথ আবিষ্কর্তা) এবং মোক্ষদাতা (মুক্তিদাতা) নন।

৩। বুদ্ধ তাঁর এবং তাঁর ধর্মের জন্য কোনও দেবত্ব দাবি করেন নি। এটা মানুষের জন্য মানুষের আবিষ্কার। এটা কোনও প্রচার নয়।

১. বুদ্ধ দাবি করেছিলেন তাঁর নিজের ধর্মে তাঁর কোনও স্থান নেই

১। যিশুখ্রিস্ট নিজেকে খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তক মহাপুরুষ হিসাবে দাবি করেছিলেন।

২। তিনি আরও দাবি করেছিলেন যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র।

৩। যিশুখ্রিস্ট আরও শর্ত আরোপ করেছিলেন যে, একজন ব্যক্তি ততক্ষণ মুক্তি পাবে না, যতক্ষণ না সে মেনে নেবে যে যিশুখ্রিস্ট ঈশ্বরের পুত্র।

৪। এইভাবে যিশুখ্রিস্ট নিজের স্থান সুরক্ষিত রেখেছিলেন যে, খ্রিস্টানদের মুক্তি নির্ভর করছে যিশুখ্রিস্টকে ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ এবং ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে মেনে নেওয়ার মাধ্যমে।

৫। মহম্মদ, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক, দাবি করেছিলেন যে, তিনি ছিলেন আল্লাহ্ প্রেরিত ধর্মপ্রবর্তক।

৬। তিনি আরও দাবি করেছিলেন যে, কেউ-ই মুক্তি পাবে না যতক্ষণ না সে আরও দুটি শর্ত মেনে নেবে।

৭। ইসলাম ধর্মে একজন মুক্তি মুক্তিকামীকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে যে, মহম্মদ ঈশ্বরের ধর্মপ্রবর্তক।

৮। ইসলাম ধর্মে একজন মুক্তিকামীকে মুক্তির পরে এটাও মেনে নিতে হবে যে তিনিই হলেন শেষ ধর্মপ্রবর্তক।

৯। ইসলামে তাঁরাই মুক্তিপ্রাপ্ত হবেন, যাঁরা এই দুটি শর্ত মেনে নেবেন।

১০। মুসলমানদের মুক্তি নির্ভর করছে মহম্মদকে ঈশ্বর প্রেরিত ধর্মপ্রবর্তক হিসেবে মেনে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে। এটা তৈরি করে মহম্মদ তাঁর নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন।

১১। এরকম কোনও শর্ত কিন্তু বুদ্ধ কখনও আরোপ করেননি।

১২। তিনি দাবি করেছিলেন যে, তিনি শুদ্ধোদন এবং মহামায়ার সন্তান মাত্র, তার বেশি কিছু নয়।

১৩। তিনি তাঁর ধর্মের নিজের স্থান নির্ণয়ের জন্য এরকম কোনও শর্তাবলী আরোপ করেননি, যেমন মুক্তির জন্য যিশুখ্রিস্ট বা মহম্মদ করেছিলেন।

১৪। এটাই কারণ, যার ফলে আমরা তাঁর সম্বন্ধে খুব অল্পই জানতে পেরেছি। যদিও প্রচুর উপকরণ ছিল সহজলভ্য।

১৫। যতদূর জানা যায়। প্রথম বৌদ্ধ মহাসম্মেলন আহূত হয়েছিল বুদ্ধের মৃত্যুর পরপরই রাজগৃহে।

১৬। কাশ্যপ পৌরোহিত্য করেছিলেন ঐ মহাসম্মেলনে, আর ছিলেন কপিলাবস্তুর আনন্দ, উপালি এবং আরও অনেকে, যাঁরা তিনি যেখানে গেছেন সেখানেই তাঁকে অনুসরণ করেছেন এবং আমৃত্যু তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

১৭। কিন্তু অধ্যক্ষ কাশ্যপ কী করেছিলেন?

১৮। তিনি আনন্দকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ধর্ম মুখস্থ বলে মহাসম্মেলনে এই প্রশ্ন তুলতে "এটা কী ঠিক?" তাঁরা সদর্থক উত্তর দিয়েছিলেন। এবং তারপর কাশ্যপ প্রশ্ন করা বন্ধ করেছিলেন।

১৯। এর পর তিনি উপালিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বিনয় মুখস্থ বলতে এবং মহাসম্মেলনে এই প্রশ্ন তুলতে, "এটা কী ঠিক?" তারা সদর্থক উত্তর দিয়েছিলেন, কাশ্যপ তারপর প্রশ্ন করা বন্ধ করেছিলেন।

২০। এর পর কাশ্যপের নিশ্চিতভাবে তৃতীয় প্রশ্ন করা উচিত ছিল মহাসম্মেলনে উপস্থিত এক ব্যক্তিকে যে, তিনি যেন বুদ্ধের জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নথিভুক্ত করেন।

২১। কিন্তু কাশ্যপ তা করেননি। তিনি ভেবেছিলেন, ঐ প্রশ্ন দুটিই মাত্র করা যায়, যা কিনা সংঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

২২। যদি কাশ্যপ বুদ্ধের জীবনী লিপিবদ্ধ করতেন, তা হলে আমরা আজ বুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ জীবনী পেতাম।

২৩। কেন কাশ্যপের এটা মনে হয়নি যে, বুদ্ধের জীবনী লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন?

২৪। এটা উপেক্ষণীয় ছিল না। একমাত্র উত্তর হিসাবে একজন যা বলতে পারে তা হল বুদ্ধ তাঁর ধর্মে তাঁর নিজের কোনও স্থান রাখেননি।

২৫। বুদ্ধ এবং তাঁর ধর্ম ছিল পৃথক।

২৬। বুদ্ধ তাঁর আর এক ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিলেন তাঁর ধর্মকে বাদ দিয়ে যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় কোনও উত্তরাধিকারী মনোনয়ন প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে।

২৭। দু'বার বা তিনবার বুদ্ধের শিষ্যরা তাঁকে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

২৮। বুদ্ধ প্রত্যেকবার তা প্রত্যাখ্যান করেন।

২৯। তাঁর উত্তর ছিল, "ধম্ম নিজেই তার উত্তরসূরি।"

৩০। "মূলতত্ত্বে তাঁর নিজের মধ্যেই বেঁচে থাকা উচিত এবং তা কখনওই মানুষের কর্তৃত্বে নয়।"

৩১। "যদি মূলতত্ত্বে কোনও ব্যক্তি-কর্তৃত্বের প্রয়োজন হয় তবে তা মূলতত্ত্বই নয়।"

৩২। "যদি সবসময় ধম্মের কর্তৃত্ব কার্যকর করার জন্য প্রতিষ্ঠাতার নামের সাহায্য প্রার্থনা করা জরুরি হয় তাহলে তা ধম্মই নয়।"

৩৩। ধম্ম সম্বন্ধে এই ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যা তিনি তাঁর নিজের স্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছিলেন।

২. বুদ্ধ মুক্তিদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন, তিনি মার্গদাতা (পথ আবিষ্কর্তা), মোক্ষদাতা (মুক্তিদাতা) নন।

১। বেশিরভাগ ধম্মই বর্ণিত হয়েছে দৈবজ্ঞান হিসাবে, কিন্তু বুদ্ধের ধর্ম কোনও দৈবজ্ঞান নয়।

২। একটি দৈবধর্ম হল তথাকথিত ধর্ম, কারণ এটা হল তাঁর সৃষ্ট বস্তুগুলির প্রতি ঈশ্বরের এক বাণী যাঁরা তাদের সৃষ্টিকর্তার, (অর্থাৎ ঈশ্বর) পুজো করবেন এবং তাঁদের আত্মাগুলিকে রক্ষা করবেন।

৩। প্রায়-ই বাণী প্রেরিত হয় এক নির্বাচিত ব্যক্তির মাধ্যমে, যাঁকে বলা হয় ধর্মপ্রবর্তক এবং যিনি জনগণের কাছে তা প্রচার করেন। তখন এটাকে ধর্ম বলা হয়।

৪। ধর্ম প্রবর্তকের কর্তব্য, বিশ্বাসীদের মুক্তি নিশ্চিত করা।

৫। বিশ্বস্তদের মুক্তি মানে নরকগমন থেকে তাঁদের আত্মাকে এই শর্তে রক্ষা করা যে, তাঁরা ঈশ্বরের আদেশ মান্য করবেন এবং তাঁর বার্তাবহ হিসেবে ধর্মপ্রবর্তককে স্বীকার করবেন।

৬। বুদ্ধ কোনওদিন নিজেকে ধর্মপ্রবর্তক বা ঈশ্বর প্রেরিত দূত হিসেবে বর্ণনা করেননি। এই ধরনের বর্ণনাকে তিনি বর্জন করেছিলেন।

৭। এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণকারী দিক হল, তাঁর ধর্ম হল এক আবিষ্কার। যেমন একে নিশ্চিতভাবে অন্য ধর্ম থেকে আলাদা করা, যায় যাকে বলা হয় দৈবজ্ঞান।

৮। তাঁর ধর্ম হয় এক আবিষ্কার এই অর্থে যে, এটা হল জগতে মানবজীবনের নানা অবস্থার প্রশ্ন ও অনুসন্ধানের ফল, এবং মানুষের সঙ্গে নিয়ে জন্মানো সহজাত প্রবৃত্তির কাজকর্ম, তার সহজাত প্রবৃত্তি ও মেজাজের ছাঁচে তৈরি জিনিস, যা কিছুকে মানুষ আকৃতি দিয়েছিল ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ফলস্বরূপ এবং যা তাঁর ক্ষতি হিসেবে কাজ করছে তা বোঝা।

৯। মুক্তির ব্যাপারে সব ধর্মপ্রবর্তক-ই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। বুদ্ধ একমাত্র গুরু যিনি এরকম প্রতিজ্ঞা করেননি। তিনি মার্গদাতা ও মোক্ষদাতার মধ্যে এক তীক্ষ্ণ পার্থক্য তৈরি করেছিলেন। তাঁরা যথাক্রমে এইরকম একজন যিনি মুক্তি দেন এবং অন্যজন যিনি পথ দেখান।

১০। তিনি শুধুমাত্র মার্গদাতা ছিলেন, একজন মানুষ কেবলমাত্র তাঁর নিজের চেষ্টাতেই মুক্তির সন্ধান পান।

১১। তিনি ব্রাহ্মণ মৌদগল্যায়নকে এটা খুব পরিষ্কার বুঝিয়েছিলেন নিম্নলিখিত সূত্রে :

১২। "একদা শ্রাবস্তীর পূর্বের বাগানে, মিগারার মায়ের একাধিক তলবিশিষ্ট বাড়িতে এক মহান ব্যক্তি অবস্থান করেছিলেন।

১৩। "তখন ব্রাহ্মণ, মৌদগল্যায়ন, একজন হিসেবরক্ষক ঐ মর্যাদাবান ব্যক্তির কাছে গিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্ভাষণ জানান এবং কুশল বিনিময়ের পর দু'জন পাশাপাশি বসেন। উপবিষ্ট অবস্থায় হিসাবরক্ষক ব্রাহ্মণ, মৌদগল্যায়ন মর্যাদাবান ব্যক্তিকে বলেন :

১৪। "যেমন, প্রভু গৌতম, একবার ক্রমান্বয়ে দেখেন এই বহুতল বাড়ি, এত উন্নতি, এক ক্রমিক অংশে বিভক্ত রাস্তা এবং এইভাবে সিঁড়ির শেষধাপ পর্যন্ত উচ্চতা, যেমন ঠিক আমাদের ব্রাহ্মণদের ধাপে ধাপে এগোনো শিক্ষার মতো : যেটাকে বলা হয়, বেদে আমাদের শিক্ষার ক্রমোন্নতি।"

১৫। "গৌতম, যেমন, আমাদের ব্রাহ্মণদের তীরন্দাজি শিক্ষাক্রমে—শিক্ষা, অগ্রগতি, দৃষ্টিভঙ্গি, ক্রমোন্নতির পর্যায় ভিত্তিক, উদারহণস্বরূপ বলা যায় গণনার কথা।"

১৬। "যখন আমরা এক ছাত্রকে গণনা করতে শেখাই এই পদ্ধতিতে, 'একবার এক, দু'বার দুই, তিনবার তিন, চারবার চার এবং এইভাবে একশো পর্যন্ত,' প্রভু গৌতম আপনার ধর্মে আপনার অনুগামীরা কী এইভাবে ক্রমশ উন্নতির শেষ বিন্দুতে পৌঁছতে পারে।"

১৭। "ব্রাহ্মণ, এটা প্রায় সেরকম। ব্রাহ্মণ সেই চালাক ঘোড়া শিক্ষকের ঘটনাটা ধরুন। সে তার ভালজাতের ঘোড়াটাকে তার প্রথম পাঠ শেখাচ্ছিল লাগাম ও লাগামের লোহার তৈরি অংশটা হাতে ধরে এবং তারপর সে পরে যা শেখানো হবে তা শুরু করল।"

১৮। "ব্রাহ্মণ একরকম ভাবে তথাগত ও একজন মানুষকে তাঁর হাতে নেন শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং তাঁকে তাঁর প্রথম পাঠ দেন এভাবে : "তুমি এসো, ভাই! ধার্মিক হও, প্রতীক্ষা করো ও কর্তব্যকর্মে অস্বাভাবিক সংযম আনো।"

১৯। "সৎ ব্যবহার অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে দক্ষ হও, সামান্য ভুলের মধ্যে কোনও বিপদ দেখলে তুমি সে শিক্ষাই গ্রহণ করো এবং নৈতিকতার ছাত্র হও।"

২০। "এই শিক্ষা আয়ত্ত করার সঙ্গে-সঙ্গেই তথাগত তাকে দ্বিতীয় পাঠ দিলেন, তা এইরকম : 'তুমি এসো, ভাই! চোখে কোনও জিনিস দেখে, তার স্বাভাবিক উপস্থিতি বা পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনেও মোহিত হবে না।"

২১। "বিষাদ নিয়ন্ত্রণের কাজে অবিরত লেগে থাকো, যা আসে তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে, অনিয়ন্ত্রিত দর্শনেন্দ্রিয় যার কারণ ; এইসব অশুভ জিনিস, যা কিনা একজন ব্যক্তিকে বন্যার মতো আপ্লুত করে তা থেকে নিজের দর্শনেন্দ্রিয়কে রক্ষা করো, জয়ী হও নিজের দর্শনেন্দ্রিয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে।"

২২। "এরকম-ই করো নিজের অন্য ইন্দ্রিয়গুলোর ব্যাপারেও, যখন তুমি কান দিয়ে কিছু শুনছ, বা নাক দিয়ে কোনও সুঘ্রাণ গ্রহণ করছ, জিব দিয়ে কিছুর আস্বাদ গ্রহণ করছ বা স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শযোগ্য কিছু অনুভব করছ এবং যখন মন দিয়ে কোনও জিনিসের অস্তিত্ব টের পাও তখন এদের স্বাভাবিক উপস্থিতি বা পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনেও মোহিত হবে না।"

২৩। "ঐসব শিক্ষাদানের পরপরই তথাগত পরবর্তী পাঠ শুরু করলেন এভাবে : 'তুমি এসো ভাই! খাওয়ার ব্যাপারে সংযত হও, খাওয়ার সময় খাবার গ্রহণ করবে মনোযোগী ও আন্তরিকভাবে, কৌতুকচ্ছলে বা কোনও কিছু চরিতার্থতার জন্য নয়, ব্যক্তিগত সৌন্দর্যলাভের জন্য বা দেহে শান্তিলাভের জন্য নয়, কিন্তু এটা করা উচিত শরীর বজায় রাখা, অপকারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া এবং সৎ জীবন যাপনের অনুশীলন বজায় রাখার জন্য ; এই চিন্তার সঙ্গে ; 'আমি মিলিয়ে দেখি আমার আগের অনুভূতি, বলা যায়, কোনও

নতুন অনুভূতিই আমি তুলে আনতে পারব না, যা আমার রক্ষণাবেক্ষণ ও আরামের সহায়ক।'

২৪। "তারপর, ব্রাহ্মণ, যখন খাবারের ব্যাপারে সে আত্মনিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়েছিল তখন তথাগত তাকে পরবর্তী পাঠ দেন : 'তুমি এসো ভাই! প্রতীক্ষা করো সতর্কতার সঙ্গে। দিনে যখন চলাফেরা বা বসে থাকবে তখন হৃদয় শুদ্ধির চেষ্টা করবে সে সব জিনিস থেকে, যা তোমার পক্ষে বাধাস্বরূপ হতে পারে, রাতে প্রথম প্রহর কাটাবে ওপর নীচে চলাফেরা করে বা বসে এবং এভাবেই তা যাপন করবে, রাত, দ্বিতীয় প্রহরে সিংহের ভঙ্গিতে ডানদিকে ফিরে শোবে এবং এক-পা অন্যটির ওপর রাখবে। সতর্কতা ও প্রশান্তি বজায় রাখবে এবং উদ্যমের ধারণা থাকবে তোমার চিন্তায়। এর পর রাত তৃতীয় প্রহরে শয্যাত্যাগ করবে এবং পায়চারি করবে বা বসবে এবং হৃদয়শুদ্ধি করবে সে সমস্ত জিনিস থেকে, যা তোমার পক্ষে বাধাস্বরূপ হতে পারে।"

২৫। "তারপর ব্রাহ্মণ যখন ভাই সতর্কতার দীক্ষায় উৎসর্গীকৃত তখন তথাগত পরবর্তী পাঠ দিলেন, এরূপ : 'তুমি এসো ভাই! মনোযোগ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারী হও, এগিয়ে যাওয়া বা পিছিয়ে আসা যে কোনও কাজেই যেন তোমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে, আগে বা পেছনে তাকানোর সময়, নত হওয়া বা শিথিল হওয়ার সময়, পোশাক পরা বা পোশাক ও পাত্র বহন করার সময়, খাওয়া, চিবোনো আস্বাদগ্রহণ, স্বাচ্ছন্দ্যের সময়, কোথাও যাওয়ার সময়, দাঁড়ানো, বসা, শোয়া, ঘুমোনো বা চলাফেরার সময়, কথা বলা বা মৌনতার সময় তোমার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখবে।"

২৬। "তারপর ব্রাহ্মণ, যখন সে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারী, তথাগত তাকে পরবর্তী পাঠ দেন এভাবে : 'তুমি এসো, ভাই! খুঁজে বার করো এক নির্জন আবাস, বন বা গাছের গুঁড়িতে, পর্বতে বা গুহায় বা কৃত্রিম শিলাগৃহে কবরস্থানে, বনভূমিতে, খোলা জায়গায় বা খড়ের গাদায়, এবং সে এরকম করবে, এবং যখন সে খাবে, তাকে বসতে হবে এক পায়ের ওপর অন্য পা দিয়ে, তার শরীর থাকবে সোজা, এভাবে সে চাররকম সমাধি অনুশীলনে অগ্রসর হবে।"

২৭। "এখন ব্রাহ্মণ, সব ভাইয়েরা যারা ছাত্র, যারা এখনও মনের ওপর সমগ্র প্রভুত্ব অর্জন করেনি। যারা সাগ্রহে অপেক্ষা করছে তাদের জন্য আমার শিক্ষার ধারা এরূপ।"

২৮। "কিন্তু সেইসব ভাইয়েদের কাছে যারা অর্হৎ, যারা ধ্বংস করেছিল অসবদের যারা সঠিক জীবনযাপন করেছিল, তাদের কাজ করেছিল, তাদের কাজের বোঝা নামিয়েছিল, নিজেদের মুক্তি নিজেরা অর্জন করেছিল, তাদের পায়ের সুন্দর শৃঙ্খল মোচন করেছিল এবং সম্পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা মুক্ত ছিল যারা, এরূপে তাদের কাছে এসব জিনিস বর্তমান জীবন ও মনোযোগী আত্মনিয়ন্ত্রণের সহায়ক হয়েছিল।"

২৯। "যখন এসব বলা হয়েছিল তখন হিসাবরক্ষক, ব্রাহ্মণ, মৌদগল্যায়ন মর্যাদাবান ব্যক্তিকে বলেছিলেন :

৩০। "কিন্তু প্রভু গৌতম আমাকে বলুন, গুণবান গৌতমের সব শিষ্যই কী চরম পূর্ণতা বা নির্বাণ লাভ করেছে, না কি সাধন লাভে কেউ কেউ অকৃতকার্য?"

৩১। "ব্রাহ্মণ, আমার কিছু শিষ্য এভাবে আমার দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষিত, যাতে তারা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছয়, অন্যরা তা পারে না।"

৩২। "কিন্তু প্রভু গৌতম, এর কারণ কী? প্রভু গৌতম এর উদ্দেশ্য কী? এখানে আমাদের পাই নির্বাণ আছে। এখানে আমাদের আছে নির্বাণের পথ, গুণবান গৌতম এখানে আছেন আমাদের শিক্ষক হিসাবে। আমি বলি কেনই বা কিছু শিষ্য জ্ঞানপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষিত হবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য এবং কেনই বা অন্যরা তা পাবে না, এর কারণ কী?"

৩৩। "ব্রাহ্মণ, ঐ যে প্রশ্ন তার উত্তর আমি দেব, কিন্তু প্রথমে আপনি আমাকে উত্তর দিন, যা আপনি ঠিক মনে করেন, ব্রাহ্মণ, এখন আপনি বলুন তো—আপনি রাজগ্রহের রাস্তা সম্বন্ধে কী যথেষ্ট ওয়াকিবহাল?"

৩৪। "প্রভু, আমি রাজগৃহের রাস্তা সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে যথেষ্ট দক্ষ।"

৩৫। "ঠিক এইভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত, পরামর্শগ্রহণ করার পর যদি কেউ ভুল রাস্তা ধরে এবং পশ্চিমদিকে মুখ করে যাত্রা শুরু করে, তা হলে।"

৩৬। "তারপর ধরুন দ্বিতীয় ব্যক্তি এল এক-ই অনুরোধ নিয়ে এবং আপনি তাকে একই নির্দেশ দিলেন। তিনি আপনার পরামর্শ অনুযায়ী নির্বিঘ্নে পৌঁছলেন।"

৩৭। "ওটা আমার কাজ কী?"

৩৮। "ব্রাহ্মণ, আমিই বা কী করে এই ব্যাপারে আসি? আসলে তথাগত হলেন এমন একজন, যিনি কেবলমাত্র পথই দেখান।"

৩৯। এই হল একটা পুরো বিবরণী যে, তিনি মুক্তিদানের প্রতিশ্রুতি দেননি। তিনি কেবলমাত্র পথ দেখান।

৪০। এ ছাড়া মুক্তি কী?

৪১। মহম্মদ ও যিশুর মতে মুক্তির অর্থ ধর্মপ্রবর্তকের মধ্যস্থতায় নরকে যাওয়া থেকে আত্মাকে রক্ষা করা।

৪২। বুদ্ধের কাছে মুক্তির অর্থ নির্বাণ এবং নির্বাণের অর্থ ভাবাবেগের নিয়ন্ত্রণ।

৪৩। এরকম ধর্মে মুক্তির প্রতিশ্রুতি কীভাবে থাকতে পারে?

৩. বুদ্ধ নিজে তাঁর ধর্মের জন্য কোনও দেবত্ব দাবি করেননি। এটা মানুষের জন্য আবিষ্কার করেছিলেন। এটা কোনও প্রত্যাদেশ নয়।

১। প্রত্যেক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হয় নিজের না হয় তাঁর উপদেশাবলীর দেবত্ব দাবি করেন।

২। মোজেস যদিও তাঁর নিজের জন্য দেবত্ব দাবি করেননি কিন্তু তাঁর উপদেশাবলীর দৈব উৎপত্তি দাবি করেছেন। তিনি তাঁর অনুগামীদের বলেছিলেন যে, যদি তারা দুধ ও মধুর দেশে যেতে চান, তা হলে ঐ উপদেশাবলী গ্রহণ করতে হবে, কারণ ঐগুলো ভগবান জিহোবার উপদেশাবলী।

৩। যিশু তাঁর নিজের দেবত্ব দাবি করেছিলেন। তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে দাবি করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর উপদেশাবলী ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ গ্রহণ করেছিল।

৪। কৃষ্ণ বলেছিলেন, তিনি নিজেই ভগবান এবং গীতা তাঁরই বাণী।

৫। বুদ্ধ তাঁর নিজের অথবা তাঁর শাসনের জন্য এরূপ দাবি করেননি।

৬। তিনি দাবি করেছিলেন যে, তিনি আর পাঁচজন মানুষের মধ্যে একজন এবং জনসাধারণের কাছে তাঁর বাণী ছিল মানুষের কাছে মানুষের বাণী।

৭। তাঁর বাণীকে তিনি অভ্রান্ত দাবি করেননি।

৮। তিনি শুধুমাত্র এই দাবি করেছিলেন যে, তাঁর বাণীই মুক্তির প্রকৃত পথ, যেমনটা তিনি মনে করেন।

৯। এটা প্রতিষ্ঠিত ছিল পৃথিবীতে মানব জীবনের বিশ্বজনীন অভিজ্ঞতার ওপর।

১০। তিনি বলেছিলেন প্রশ্ন করে, পরীক্ষা করে, এর মধ্যে কী সত্য আছে তা খুঁজে বার করার পথ সকলের কাছে খোলা।

১১। কোনও প্রবর্তকই তাঁর ধর্মকে এরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা আহ্বান করে পুরোপুরি উন্মুক্ত করেননি।

□ □ □

অধ্যায়-২

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বুদ্ধের ধর্ম

১। অন্যেরা তাঁকে যেভাবে বুঝেছেন তাঁর শিক্ষার মধ্যে দিয়ে

২। বুদ্ধের নিজের বিভিন্ন ধর্মের শ্রেণীবিভাগ।

১. অন্যেরা তাঁকে যেভাবে বুঝেছেন তাঁর শিক্ষার মধ্যে দিয়ে

১। "বুদ্ধের শিক্ষাগুলি কী?"

২। এটা একটা প্রশ্ন, যাতে বুদ্ধের দু'জন অনুগামী বা ছাত্র একমত হবেন না।

৩। তাঁর শিক্ষার মুখ্যভাগের কিছুটা সমাধি।

৪। এটা খানিকটা বিপ্লাসন (একধরনের প্রাণায়াম)।

৫। কিছু লোকের কাছে বুদ্ধধর্ম কিছুটা গূঢ়, অন্যদের কাছে এটা সহজবোধ্য।

৬। কারুর কাছে এটা নীরস অধিবিদ্যা।

৭। আবার কারুর কাছে এটা অতীন্দ্রিয়বাদ।

৮। কেউ কেউ মনে করেন এটা পৃথিবী থেকে স্বার্থপর বস্তুনিরপেক্ষতা।

৯। কারুর কাছে এটা প্রত্যেক আবেগের রীতিবদ্ধ অবদমন এবং হৃদয়ের আবেগ (উত্তেজনা)।

১০। বুদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আরও অনেক ধারণা সংগৃহীত হয়েছে।

১১। এই সমস্ত পরস্পর থেকে ক্রমশ দূরগামী ধারণা আশ্চর্যজনক।

১২। এর মধ্যে কোনও কোনও ধারণা এমন মানুষদের, যাদের পছন্দ কেবল নির্দিষ্ট কিছু বিষয়। এরকমই কিছু মানুষ আছে, যাঁরা বিশেষ করে দেখেন যে, বুদ্ধধর্মের অস্তিত্ব নিহিত সমাধি বিপ্লাসন বা গূঢ়তত্ত্বে।

১৩। অন্য ধারণাগুলি ঘটনার ফলস্বরূপ, কারণ বুদ্ধধর্ম নিয়ে যাঁরা লেখেন তাঁদের বেশিরভাগই প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্র। তাঁদের বুদ্ধধর্ম সম্বন্ধে পড়াশোনা আকস্মিক ও সাময়িক।

১৪। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বুদ্ধধর্মের ছাত্রই নন।

১৫। এমনকী তাঁরা নৃতত্ত্ববিদ্যারও ছাত্র নন। এর বিষয়বস্তু, যা কিনা ধর্মের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি নিয়ে কাজ করে।

১৬। এখন যে প্রশ্নটা উঠছে তা হলে "বুদ্ধের কী তা হলে : সমাজসম্বন্ধীয় বাণী কিছু ছিল না?"

১৭। যখন জোর করে এর উত্তর চাওয়া হল তখন বুদ্ধধর্মের ছাত্ররা দুটি নির্দিষ্ট

অলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ করেন। তাঁরা বলেন—

১৮। "বুদ্ধ অহিংসা শিক্ষা দিয়েছেন।"

১৯। "বুদ্ধ শিক্ষা দিয়েছেন শান্তি!"

২০। প্রশ্ন করা হয়েছিল—"বুদ্ধ কী আর কোনও সমাজ সম্বন্ধীয় বাণী রেখেছিলেন?"

২১। "বুদ্ধ কী ন্যায়ের শিক্ষা দিয়েছিলেন?"

২২। "বুদ্ধ কী ভালবাসার শিক্ষা দিয়েছিলেন?"

২৩। "স্বাধীনতার শিক্ষা কী বুদ্ধ দিয়েছিলেন?"

২৪। "বুদ্ধ কী সাম্যের শিক্ষা দিয়েছিলেন?"

২৫। "বুদ্ধ কী ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দিয়েছিলেন?"

২৬। "বুদ্ধ কী উত্তর দিতে পেরেছিলেন কার্ল মার্কস সম্বন্ধে?"

২৭। বুদ্ধের ধর্ম আলোচনায় এইসব প্রশ্ন খুব অল্পই উত্থাপিত হয়।

২৮। আমার উত্তর এই যে, বুদ্ধের সমাজসম্বন্ধীয় বাণীও আছে। তিনি সব প্রশ্নের উত্তর দেন। কিন্তু সে সমস্তই আধুনিক লেখকদের দ্বারা সমাহিত।

২. বুদ্ধের নিজের বিভিন্ন ধর্মের শ্রেণীবিভাগ

১। ধর্মের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ বুদ্ধ গ্রহণ করেছিলেন।

২। প্রথম শ্রেণীকে তিনি ধর্ম বলেছিলেন।

৩। তিনি সৃষ্টি করেছিলেন এক নতুন শ্রেণী, যাকে বলা হত ধর্ম নয় বা অধর্ম, যদিও এটা ধর্ম নামে প্রচলিত ছিল।

৪। তিনি সৃষ্টি করেছিলেন এক তৃতীয় শ্রেণী, যাকে তিনি বলতেন সদ্ধর্ম।

৫। ধর্মের দর্শন হিসেবে তৃতীয় শ্রেণীর অন্য নামও ছিল।

৬। কেউ যদি তাঁর ধর্মকে বুঝতে চান তা হলে তাঁকে পুরো তিনটিকেই বুঝতে হবে যথা ধর্ম, অধর্ম ও সদ্ধর্ম।

□ □ □

অধ্যায়-৩

ধম্ম কী?

১। জীবনের শুদ্ধতা বজায় রাখাই ধম্ম।

২। জীবনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়াই ধম্ম।

৩। নিব্বানে সমুজ্জ্বল হওয়া ধম্ম।

৪। তীব্র আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা ধম্ম।

৫। সব যৌগিক পদার্থ অনিত্য, এই বিশ্বাসই ধম্ম।

৬। কর্ম নৈতিক শৃঙ্খলার যন্ত্র, এই বিশ্বাসই ধম্ম।

১. জীবনের শুদ্ধতা বজায় রাখাই ধম্ম

১। এই তিনধরনের বিশুদ্ধতা রয়েছে এবং শারীরিক শুদ্ধতা কী?

২। এক নির্দিষ্ট ব্যক্তি জীবনহরণ, চুরি করা, পাপপূর্ণ জীবনযাপন করা থেকে নিবৃত্ত হয়। একেই বলা হয় 'শারীরিক বিশুদ্ধতা'।

৩। এবং বাক্যের শুদ্ধতা বলতে কী বোঝায়?"

৪। এখানে এক নির্দিষ্ট ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা থেকে নিবৃত্ত হয়।

৫। এবং মনে শুদ্ধতা কী?

৬। এখানে একজন সন্ন্যাসীকে সতর্ক করে বলা হয় যদি তার নিজের কোনও ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়সুখ সম্বন্ধীয় আকাঙ্ক্ষা থাকে : 'তা হলে আমার মধ্যে সেই ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণতার আকাঙ্ক্ষা থাকবে' যদি এরকম কিছু না হয় তবু সে সতর্ক থাকবে। সে আরও সতর্ক থাকবে যাতে ইন্দ্রিয়সুখ সম্বন্ধীয় আকাঙ্ক্ষা না ঘটে, এবং এরকম ঘটে গেলে কীভাবে তা পরিত্যাগ করা যায় এবং ভবিষ্যতে যাতে এরকম না ঘটে।

৭। যদি তার মধ্যে কোনও ঈর্ষাপরায়ণতার জন্ম হয় তা হলে যেন সে সতর্ক থাকে ; সেই ঈর্ষাপরায়ণতা আমার মধ্যে জন্মাবে, এরূপ অবস্থার উৎপত্তি যাতে না হয় এ ব্যাপারেও সে সতর্ক থাকবে, এবং উৎপত্তি হলে তা পরিত্যাগ করবে এবং ভবিষ্যতে যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তা দেখবে।

৮। যদি তার ব্যক্তিগত কোনও অলসতা ও জড়তা, উত্তেজনা ও চঞ্চলতা থাকে, যদি তার কোনও দ্বিধা ও দোলাচল থাকে, তা হলে তার সে বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। এও দেখতে হবে যে এগুলো করে আসছে, তা পরিত্যাগ করা এবং ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তি না হওয়া। একে বলা হয় 'মনের শুদ্ধতা'।

(II)

১, শুদ্ধতা তিন ধরনের—শারীরিক, বাক্যের ও মনের।

২। এবং শারীরিক শুদ্ধতা কী?

৩। এক নির্দিষ্ট ব্যক্তি নিজেকে নিবৃত্ত রাখে জীবনহরণ, চুরি করা, ইন্দ্রিয়সুখ পরায়ণতার ভুল, অভ্যাস থেকে, একেই বলা হয় 'শারীরিক শুদ্ধতা'।

৪। এবং বাক্যের শুদ্ধতা কী?

৫। এক নির্দিষ্ট ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা, নিরর্থক কথাবার্তা বলা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখে, একেই বলা হয় 'বাক্যের শুদ্ধতা'।

৬। এবং মনের শুদ্ধতা কী?

৭। এক নির্দিষ্ট ব্যক্তি লোভী বা মনের দিক থেকে ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন না এবং তার সৎ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। একেই বলা হয় 'মনের শুদ্ধতা'। এই হল তিন ধরনের শুদ্ধতা।

(III)

১। পাঁচধরনের দুর্বলতা আছে, যা হল শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে দুর্বলতার মূল কারণ। পাঁচটা কী?

২। জীবন নেওয়া, যা কিছু তোমার দেওয়া নয় তা নেওয়া, কামনাময় খারাপ অভ্যাস সমূহ, মিথ্যাকথা বলা এবং মদ্যপান প্রশ্রয় দেওয়া, এসবই অলসতার কারণ।

৩। এই পাঁচটি কারণই অকৃতকার্যতার পথে নিয়ে যায়।

৪। যখন শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে দুর্বলতার পাঁচটি মূল কারণ দূর হয় তখন মনোযোগিতা চারভাবে উৎপন্ন হওয়া উচিত পরিণতির জন্য।

৫। জাগতিক প্রবল ইচ্ছা ও অসন্তোষ উভয়ই জয় করে, এক সন্ন্যাসী শারীরিক ভাবে প্রতীক্ষা করতে মনস্থ করেন যা কষ্টসাধ্য, মনোযোগী এবং আত্ম নিয়ন্ত্রণকারী।

৬। তিনি অনুভূতি দিয়ে প্রতীক্ষা করতে মনস্থ করেন।

৭। তিনি মনোযোগী হয়ে প্রতীক্ষা করতে মনস্থ করেন।

৮। জাগতিক প্রবল ইচ্ছা ও অসন্তোষ উভয়ই জয় করে তিনি ধারণাকে ধারণ প্রতীক্ষা করতে মনস্থ করেন যা কাষ্টসাধ্য, লক্ষ্যকারী এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ।

৯। যখন শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে দুর্বলতার মূল যে পাঁচটি কারণ তা তখন পরিণতির জন্য চারভাবে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

(IV)

১। এই তিনধরনের অসাফল্যের উল্লেখ আছে। নৈতিক মনেরও দর্শনের অসাফল্য।

২। নৈতিক অসাফল্য কী? এক, ব্যক্তি যে জীবনহরণ করে, চুরি করে, ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ, মিথ্যাবাদী, অপবাদকারী, তিক্ত এবং নিরর্থক কথা বলে। তা ঐ ব্যক্তির নৈতিক অসাফল্য।

৩। মনে অসাফল্য কী?

৪। এক নির্দিষ্ট ব্যক্তি যে লোভী ও মনের দিক থেকে ঈর্ষাপরায়ণ, তার অসাফল্যকে বলা হয় মনের অসাফল্য।

৫। দর্শনের অসাফল্য কী?

৬। এক ব্যক্তি যিনি নীতিভ্রষ্ট ও বিপথগামী ধারণা পোষণ করেন তার কাছে ভিক্ষাদান, উৎসর্গ করা, উপহার দেওয়া কোনও পুর্ণ্যকর্ম নয়, সে আরও মনে করে কোনও কাজে লাভ করা বা ভাল বা খারাপ কাজের, কোনও ফলাফল পাওয়া যায় না, এই পৃথিবী বা এর বাইরে কিছু নেই, বাবা, মা, বা এই নিরন্তর জন্মের কোনও মূল্য নেই। পৃথিবীতে সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণদের স্থান নেই, যারা শীর্ষে পৌঁছেছে, পূর্ণতা পেয়েছে ও তাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্বতস্ফূর্ত জ্ঞান বলে পরজন্মের ধারণা হৃদয়ঙ্গম করেছিল এবং তা প্রদর্শন করতেও পারবে। সন্ন্যাসী একেই বলা যায় 'দর্শনের অসাফল্য'।

৭। সন্ন্যাসীরা, যখন মৃত্যুর পর শরীর নষ্ট হয়, তা থেকে যখন পুনর্জন্ম হয়, পতন, মৃত্যুর পর আত্মার পাপস্খলনের জায়গায় যাওয়া দুঃখের পথ অনুসরণ করে এ সবই ঐ তিন ধরনের অসাফল্যের মধ্যে পড়ে।

৮। সন্ন্যাসীর তিন ধরনের সাফল্য আছে কোন তিন ধরনের নৈতিক মনের এবং দর্শনের সাফল্য।

৯। নৈতিক সাফল্য কী?

১০। জীবন হরণ করা বা আর সব যেমন তিক্ত বা নিরর্থক কথাবার্তা বলা থেকে যে ব্যক্তি বিরত থাকে তার কাজকে বলা হয় 'নৈতিক সাফল্য'।

১১। মনের সাফল্য কী?

১২। যে ব্যক্তি মনের দিক থেকে ঈর্ষাপরায়ণ বা লোভী নয়, তার সাফল্যকে বলা হয় মনের সাফল্য।

১৩। দর্শনের সাফল্য কী?

১৪। যে ব্যক্তির সৎ দৃষ্টি আছে, যিনি মনে করেন ভিক্ষাদান, উৎসর্গ করা, উপহার দেওয়া পুণ্যকর্ম। সে আরও মনে করে যে কোনও কাজে লাভ করা যায় বা ভাল বা খারাপ কাজের ফলাফল আছে। এই পৃথিবী ও এর বাইরে ও কিছু আছে। বাবা, মা, নিরন্তর জন্ম, এরও মূল্য আছে। পৃথিবীতে সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণের স্থান আছে যারা শীর্ষে পৌঁছেছে, পূর্ণতা পেয়েছে ও তাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্বতস্ফূর্ত জ্ঞান বলে পরজন্মের ধারণা হৃদয়ঙ্গম করেছিল ও তা প্রদর্শন করতে পারে। সন্ন্যাসীরা, একেই বলা হয় 'দর্শনের সাফল্য'।

১৫। এটা হয় এই তিনটি জিনিসের সাফল্যের জন্য, যেমন মৃত্যুর পর শরীর ভাঙে, সৌভাগ্য নিয়ে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে স্বর্গে। সন্ন্যাসীরা, এই হল তিনধরনের সাফল্য।

২. জীবনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়াই ধর্ম

১। তিন ধরনের পূর্ণতার উল্লেখ পাওয়া যায়।

২। শরীর, বাক্য ও মনের পূর্ণতা।

৩। মনের পূর্ণতা কী?

৪। আসবসের (asavas) ধ্বংস সাধন দ্বারা নিজের জীবনে নিজেকে হৃদয়ঙ্গম করো, এটা ভালভাবে জেনো যে, মনের মুক্তি অন্তদর্শনের দ্বারা মুক্তি, যা কিনা আসবস (asavas) ছাড়া এ সমস্ত লাভ করেই প্রতীক্ষা করা। একে বলা হয় 'মনের পূর্ণতা'। এ সমস্তই হল তিনটি শারীরিক পূর্ণতার প্রকাশ।

৫। অন্য পূর্ণতাও আছে। যা বুদ্ধ সুভূতিকে ব্যাখ্যা করেছেন।

৬। সুভূতি : বোধিসত্ত্বের দানের পূর্ণতা কী?

৭। প্রভু : বোধিসত্ত্বের সব ধারণা সমস্ত রকম জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত, উপহার দেওয়া অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক বস্তু, দেওয়া এবং সকলের কাছে তা পৌঁছনো এ সবই তিনি উৎসর্গ করেন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করেন। কিন্তু এসব সম্বন্ধে বোধশক্তি কোথাও ছিল না।

৮। সুভূতি : বোধিসত্ত্বের নৈতিকতার পূর্ণতা কী?

৯। প্রভু : তিনি নিজে সুস্থ কার্যকর দশ পন্থা অনুসরণ করে কর্তব্য পালন করেন এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করেন।

১০। সুভূতি : বোধিসত্ত্বের শক্তির পূর্ণতা কী?

১১। প্রভু : তিনি অধ্যবসায়ের সঙ্গে পাঁচ পূর্ণতা নিয়ে বাস করেন এবং অন্যদেরও তাই করতে উৎসাহিত করেন।

১৪। সুভূতি : বোধিসত্ত্বের মনোযোগের ধ্যান পূর্ণতা কী?

১৫। প্রভু : তিনি সমাধিতে প্রবেশ করেন নিজের দক্ষতাবলে, যদিও তিনি স্বর্গ থেকে পুনর্জন্ম (প্রত্যাবর্তনের) প্রাপ্ত নন, যা তিনি হতে পারতেন এবং অন্যদেরও তাই করতে উৎসাহিত করেন।

১৬। সুভূতি : বোধিসত্ত্বের কাছে জ্ঞানের পূর্ণতা কী?

১৭। প্রভু : তিনি কোনও ধর্মে ছিলেন না। তিনি সমস্ত ধর্মের অনুশীলন করেন এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করেন সব ধর্মের অনুশীলনে।

১৮। পূর্ণতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এটাই ধর্ম।

৩. নিব্বানে সমুজ্জ্বল হওয়া ধর্ম

১। "নির্বাণ ছাড়া কোনওকিছুই প্রকৃত সুখ দিতে পারে না।" বুদ্ধ বলেছেন এ-কথা।

২। বুদ্ধ যেসব মতবাদ শিক্ষা দিয়েছেন তার মধ্যে নির্বাণের মতবাদ প্রধান।

৩। নির্বাণ কী? নির্বাণ সম্বন্ধে বুদ্ধ যা শিক্ষা দিয়েছেন তার অর্থ ও বিষয়বস্তু তাঁর পূর্বপুরুষ কৃত দেয় অর্থের থেকে পুরোপুরি আলাদা।

৪। নির্বাণ বলতে তাঁরা বুঝিয়েছেন আত্মার মুক্তিকে।

৫। নির্বাণ লাভের চারটি উপায় : (১) লৌকিক (বস্তু, খাদ্য, পানীয় এবং আনন্দলাভ) ; (২) যৌগিক ; (৩) ব্রাহ্মণীয় ও (৪) উপনিষদীয়।

৬। ব্রাহ্মণীয় ও উপনিষদীয় নির্বাণের ধারণায় এক সাধারণ অংশ রয়েছে। আত্মাকে এক স্বাধীন সত্তা হিসেবে স্বীকার করেছিলেন তাঁরা, এই বুদ্ধ অস্বীকার করেছিলেন। তার ফলে বুদ্ধকে ব্রাহ্মণীয় ও উপনিষদীয় নির্বাণের শিক্ষাকে বাতিল করতে কোনও অসুবিধে হয়নি।

৭। বুদ্ধের কাছে নির্বাণের লৌলিক ধারণা বড় বেশি বাস্তববাদী ছিল। এর অর্থ আর কিছুই না, মানুষের জান্তব ক্ষুধায় নিবৃত্তি, এর মধ্যে আধ্যাত্মিক কিছু নেই।

৮। নির্বাণের এই ধারণা গ্রহণ করা বুদ্ধের কাছে বড় ভুল হিসেবে অনুভূত হয়েছিল, যা মানুষের পক্ষে গ্রহণীয় হতে পারে।

৯। ক্ষুধার তৃপ্তি আরও ক্ষুধার উদ্রেক করে। তিনি ভেবেছিলেন এই জীবন যাপন কোনও সুখের জন্ম দিতে পারে না। অন্যদিকে বলা যায়, এই সুখ দুঃখ ডেকে আনে।

১০। নির্বাণের যৌগিক ধারণা পুরোপুরি সাময়িক, এটা যে সুখ আনে তা নঞর্থক। পৃথিবীর সঙ্গে এটা সম্পর্কযুক্ত ছিল না। এটা যন্ত্রণারহিত করেছিল কিন্তু সুখ দেয়নি। যা কিছু সুখের কথা বলা হয়েছিল তা যোগের সময়টুকুই বর্তমান থাকত। এটা স্থায়ী ছিল না। এটা ছিল অস্থায়ী।

১১। বুদ্ধের নির্বাণের ধারণা তাঁর পূর্বপুরুষদের থেকে আলাদা।

১২। তাঁর নির্বাণের ধারণার মধ্যে তিনটি মত আছে।

১৩। আত্মার মুক্তির থেকে এক সচেতন ব্যক্তির সুখ আলাদা।

১৪। দ্বিতীয় মত হল, সংসারে সচেতন ব্যক্তির সুখ ততক্ষণই যতক্ষণ, সে জীবিত। বুদ্ধের নির্বাণের ধারণায় মৃত্যুর পর আত্মা বা আত্মার মুক্তি পুরোপুরি বিদেশি।

১৫। তৃতীয় মত যা তাঁর নির্বাণের ধারণায় আছে যে, জলন্ত কামনার শিখাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নিরন্তর অনুশীলন প্রয়োজন।

১৬। কামনা জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায়। এটা ছিল বুদ্ধের এক ধর্মোপদেশের মূল উপজীব্য, যা তিনি গয়ায় থাকাকালীন ভিক্ষুদের দিয়েছিলেন। যা তিনি বলেছিলেন :

১৭। "ভিক্ষুরা, সমস্ত জিনিসই জ্বলন্ত, এবং পুরোহিতরা কী সেইসব বস্তু, যা জ্বলন্ত?"

১৮। "ভিক্ষুরা, চোখ জ্বলন্ত, আকার, চোখের চেতনা, চোখের দ্বারা যে সমস্ত ছবি পাওয়া যায় তা জ্বলন্ত এবং সেইসব ভাল, খারাপ, স্বার্থশূন্য অনুভূতি, যা এক ধরনের চিত্রকল্পের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে, তাও জ্বলন্ত।"

১৯। "এবং কীসের সঙ্গে জ্বলন্ত এইসব জিনিস?"

২০। "আমি বলি কামনার আগুন দ্বারা, ঘৃণার আগুন দ্বারা মোহের আগুন দ্বারা, জন্ম, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু, দুঃখ, শোক, কৃপণতা, দুঃখকষ্ট এবং আশাহীনতা দ্বারা, যা জ্বলন্ত।"

২১। "শ্রবণেন্দ্রিয়, শব্দ, নাক, গন্ধ, জিব, স্বাদ, শরীর ধারণা এবং অনুভূতি, ভাল, খারাপ, স্বার্থশূন্য যেমন গ্রহণ করে এক চিত্রকল্পের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠাকে তাও জ্বলন্ত।

২২। "এবং কীসের সঙ্গে জ্বলন্ত এইসব জিনিস?"

২৩। "আমি বলি কামনার আগুন দ্বারা, ঘৃণার আগুন দ্বারা, মোহের আগুন দ্বারা, জন্ম, বার্ধক্য, মৃত্যু, দুঃখ, শোক, কৃপণতা, দুঃখকষ্ট এবং আশাহীনতার দ্বারা, যা জলন্ত।"

২৪। ভিক্ষুরা, জ্ঞানী ও বিখ্যাতরা এটা উপলব্ধি করেও মনে অত্যন্ত বিরূপভাব পোষণ করে এবং তা করে সে কামনাবর্জিত হয়। কামনার অনুপস্থিতিতে সে মুক্ত হয় এবং যখন সে মুক্ত তখন সে সতর্ক সেই ব্যাপারে।

২৫। নির্বাণ কেমন করে সুখ দেয়? এটা ব্যাখ্যার জন্য উচ্চারিত পরবর্তী প্রশ্ন।

২৬। সাধারণ মত হল, মানুষ অসুখী। কারণ তার চাহিদা। কিন্তু এটা সবসময় সত্যি নয়। মানুষ প্রচুর পেলেও অসুখী।

২৭। লোভের ফল অসুখী হওয়া। যাদের লোভ আছে বা যাদের নেই, সকলের পক্ষেই তা জীবনে সর্বনাশের কারণ।

২৮। বুদ্ধ ভিক্ষুদের কাছে দেয় ধর্মোপদেশে পরিষ্কার বলেছিলেন।

২৯। "ভাইয়েরা লোভের (লোভ) দ্বারা উত্তেজিত, রাগে (দোষ) জ্বলা, মোহে অন্ধ হওয়া, মন অভিভূত হওয়া, মনের দাসত্ব লাভ মানুষের নিজের এবং অন্যদের দুর্ভাগ্য ডেকে আনে, তাদের মানসিক কষ্ট ও রাগের অভিজ্ঞতা হয়।

৩০। যদি লোভ, রাগ, ভ্রান্তি দূরে চলে যায়, তা হলে মানুষের জীবনে দুর্ভাগ্যও আসে না, আবার মানসিক কষ্ট ও রাগের অভিজ্ঞতাও হয় না।

৩১। ভাইয়েরা, এইভাবে নির্বাণ এ জীবনে দৃষ্টিগোচর হয়, ভবিষ্যতে নয়, আগত আকর্ষণীয় সহজগ্রাহ্য হয় জ্ঞানী শিষ্যদের কাছে।

৩২। যা মানুষ গ্রহণ করে এবং যা তাকে অসুখী করে, সবকিছুরই ব্যাখ্যা এখানে রয়েছে। এই আংশিক মিলকে প্রজ্বলিত আগুনের সঙ্গে মানুষের ভাবাবেগের তুলনা করে বুদ্ধ মানুষের অসুখী হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

৩৩। নিজেকে ভাবাবেগের বলি করাই মানুষকে অসুখী করে তোলে। এই ভাবাবেগকে বলা হয় বন্ধন, যা মানুষকে নির্বাণ লাভ থেকে বিরত করে, যে মুহূর্তে সে ভাবাবেগের প্রভাব থেকে মুক্ত হয় অর্থাৎ সে নির্বাণ লাভ করতে শেখে, মানুষের সুখী হওয়ার রাস্তা তার সামনে খুলে যায়।

৩৪। এইসব ভাবাবেগ বুদ্ধের বিশ্লেষণ অনুযায়ী তিন মন্ডলীতে বিভক্ত ;

৩৫। প্রথম : যা উল্লেখ করছে তীব্র আকাঙ্ক্ষা বা আসক্তির, যেমন—কাম, মোহ এবং লোভ (লোভ)।

৩৬। দ্বিতীয় : যা কিছু উল্লেখ করছে চূড়ান্ত বিতৃষ্ণার, যেমন—ঘৃণা, রাগ, বিরক্তি বা অসন্তোষ (দোষ)।

৩৭। তৃতীয় : যা কিছু উল্লেখ করছে চূড়ান্ত অজ্ঞতার যেমন ভ্রান্তি মূঢ়তা, বুদ্ধিহীনতা (মোহ বা অবিদ্যা)।

৩৮। প্রথম এবং দ্বিতীয় উদ্দীপনা, আবেগ এবং একজন মানুষের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্যদের সম্পর্কে তার অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কিত, যখন তৃতীয়টি সম্পর্কিত সেই সমস্ত ধ্যানধারণার সঙ্গে, যা সত্য থেকে বিযুক্ত।

৩৯। বুদ্ধের নির্বাণের মতবাদ নিয়ে কিছু ভুল বোঝাবুঝি আছে।

৪০। শব্দের বুৎপত্তি অনুযায়ী নির্বাণের অর্থ বহির্মুখী, নির্বাণ সাধনকারী।

৪১। এই মূল অর্থ ধরে সমালোচকরা নির্বাণের মতবাদ সম্বন্ধে অযৌক্তিক অর্থ তৈরির চেষ্টা করেছেন।

৪২। তাদের মতে নির্বাণ মানে সমস্ত ভাবাবেগের বিলোপ, যা মৃত্যুর সমান।

৪৩। এই অর্থ ধরে তারা নির্বাণের মতবাদকে হাস্যকর করার চেষ্টা করেছে।

৪৪। এটা নির্বাণের প্রকৃত অর্থ নয়, তা পরিষ্কার হবে যদি কেউ অগ্নি ধর্মোপদেশ পরীক্ষা করে।

৪৫। অগ্নি ধর্মোপদেশে এ-কথা বলা হয়নি যে, জীবন প্রজ্বলন্ত ও মৃত্যু হয় নির্বাপণ। এতে বলা হয়েছে ভাবাবেগ জ্বলন্ত।

৪৬। অগ্নি ধর্মোপদেশে এ-কথা বলা হয়নি যে, ভাবাবেগকে পূর্ণ ধ্বংস করা উচিত। বলা হয়েছে আগুনে জ্বালানি দিও না।

৪৭। দ্বিতীয়ত : সমালোচকরা নির্বাণ ও পরিনির্বাণের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

৪৮। যেমন উদান বলেছেন, পরিনির্বাণ তখনই হয়, যখন শরীর বিনষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়দ্বারা ভ্রান্ত উপলব্ধি স্তব্ধ হয়, সব অনুভূতির মৃত্যু হয়, কার্যকারিতা বন্ধ হয় ও চেতনা লুপ্ত হয়। পরিনির্বাণের অর্থ সম্পূর্ণ নির্বাপন।

৪৯। নির্বাণের কখনও এই অর্থ হতে পারে না। ভাবাবেগের ওপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণই নির্বাণ যার ফলে একজন মানুষ সঠিক পথে চলতে পারে। এর অর্থ কখনওই আলাদা কিছু নয়।

৫০। নির্বাণের আর এক অর্থ ন্যায্য জীবন, যা বুদ্ধ নিজে রাধাকে পরিষ্কার করে বলেছেন।

৫১। একবার বৃদ্ধ ও শ্রদ্ধাস্পদ রাধা এক মর্যাদাবান ব্যক্তির কাছে যান। তাঁকে প্রণামপূর্বক তিনি তাঁর পাশে বসেন। তারপর রাধা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন : "প্রভু, বলুন নির্বাণ কী"।

৫২। "নির্বাণের অর্থ ভাবাবেগ থেকে মুক্তি।" প্রভু উত্তর দিয়েছিলেন।

৫৩। কিন্তু প্রভু, নির্বাণের লক্ষ্য কী?

৫৪। "রাধা, নির্বাণে রয়েছে ন্যায্য জীবন যাপনের কথা, নিব্বাণ এর লক্ষ্য নির্বাণই এর শেষ।"

৫৫। নিম্নলিখিত ধর্মোপদেশে সারিপুত্ত পরিষ্কার বলেছেন নির্বাণের অর্থ নির্বাপন নয়।

৫৬। "একদা আশীর্বাদ প্রাপ্ত প্রভু অনাথপিন্ডিকের আরামে ছিলেন। সেখানে সারিপুত্তও ছিলেন।

৫৭। "ভাইয়েদের উদ্দেশ্য করে প্রভু বলেছিলেন : ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণকারীরা, তোমরা এই কাজে অংশগ্রহণ করে, পৃথিবীর ভালর জন্য নয় বরং আমার মতবাদের জন্য, তোমাদের সকলের প্রতি আমার সহানুভূতি, যা নিশ্চিত করার ব্যাপারে আমি চিন্তিত।

৫৮। "তারপর প্রভু কিছু বলেছিলেন, যিনি পরে উঠে নিজের কক্ষের দিকে চলে যান।"

৫৯। "সারিপুত্ত তখনও ছিলেন ও ভাইয়েরা তাঁকে নির্বাণ কী তার ব্যাখা দিতে বলে।

৬০। সারিপুত্ত উত্তরে ভাইদের বলেন : "ভাইয়েরা, তোমরা বোঝো যে, লোভ নীচ ও নীচতা থেকে আসে রাগ বা বিরক্তি বোধ।

৬১। "এই লোভ ও রাগ বা বিরক্তি বোধ ঝেড়ে ফেললে রয়েছে মধ্যপন্থা, যা আমাদের দেখার চোখ দেয় এবং বুঝতে সাহায্য করে, পরিচালিত করে শান্তি অন্তর্দৃষ্টি, শিক্ষা এবং নির্বাণের দিকে।

৬২। "এই মধ্যপন্থা কী? এটা আর কিছুই নয়, এটা হল মহান অষ্টাঙ্গিক মার্গের সৎ দৃষ্টিভঙ্গি, সৎ লক্ষ্য, সৎ বাক্য, সৎ কর্ম, সৎ মনোযোগ. এবং সৎ একাগ্রতা, ভিক্ষাব্রতীরা, এটাই মধ্যপন্থা।

৬৩। "হ্যাঁ মহাশয়রা : রাগ ও ঈর্ষাপরায়ণতা, হিংসা ও দ্বেষ, কৃপণতা ও লোভ, কপটতা, ঘৃণা ও ঔদ্ধত্য, কোনও কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি ও আলস্য নীচতার পরিচয়।

৬৪। "কোনও কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি ও আলস্য ঝেড়ে ফেললে রয়েছে মধ্যপন্থা—যা আমাদের দেখার চোখ দেয়, আমাদের জানতে দেয়, আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায় সত্য, অন্তর্দর্শন ও শিক্ষালাভের দিকে।

৬৫। "নির্বাণ মহান অষ্টাঙ্গিক মার্গ ছাড়া আর কিছুই নয়।"

৬৬। তখন শ্রদ্ধেয় সারিপুত্ত বলেছিলেন, হৃদয়ে প্রশান্তি আনার কথা, যা উপভোগ করেছিল ভিক্ষোপজীবীরা।

৬৭। নির্বাণের ধারণার মধ্যে রয়েছে সদাচারের মার্গ, কেউ কোনও কিছুর জন্যই নির্বাণে ভুল করতে পারে না।

৬৮। পুরোপুরি ধ্বংসসাধন এক চূড়ান্ত অবস্থা আবার পরিনির্বাণ আর এক চূড়ান্ত অবস্থা। নির্বান এর মধ্য পন্থা।

৬৯। এটা বুঝলে নির্বাণ সম্বন্ধে সব ভুল বোঝাবুঝি অন্তর্হিত হবে।

৪. তীব্র আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা ধর্ম

১। ধর্মপদে বুদ্ধ বলেন : "শরীর ছাড়া আর কোনও বড় সুবিধে নেই এবং সন্তোষে যে (contenment) উৎসাহ, তা ছাড়া মূল্যবান আর কিছুই হয় না।"

২। এই সন্তোষ যে উৎসাহ, বোঝা যাবে না নীচ বশংবদতা বা অবস্থার কাছে আত্মসমর্পণের দ্বারা।

৩। কারণ তা বুদ্ধের অন্যান্য শিক্ষার থেকে প্রায় আলাদা।

৪। বুদ্ধ এ-কথা বলেননি "তারাই আশীর্বাদধন্য, যারা গরিব।"

৫। বুদ্ধ বলেননি যে, যারা দুঃখভোগ করে তাদের উচিত নয় নিজের অবস্থা পরিবর্তনে চেষ্টা করা।

৬। অন্যদিকে তিনি বলেছেন, ধনীরা সুস্বাগত এবং অপরিসীম দুঃখের বদলে তিনি তাদের বীর্য (virya) শিক্ষা দিয়েছেন, যার অর্থ উদ্যমশীল কর্ম।

৭। সবচেয়ে বড় সম্পদ হল তৃপ্তি, এ-কথা বলতে বুদ্ধ কী বুঝিয়েছেন। মানুষের কী তার নিজের লোভ, যার কোনও সীমা নেই, তা দমন করা উচিত নয়।

৮। ভিক্ষু রথপাল বলেছেন : "ধনী ব্যক্তিরা আমি যেমন দেখি, নির্বুদ্ধিতা চালিত কিছু দেওয়ার মনোভাবহীন কিন্তু সঞ্চয় করা, নতুন আনন্দলাভে উৎসুক। রাজা যিনি তাঁর রাজ্যের বিস্তৃতি আসমুদ্র, বিদেশে যাঁর কর্তৃত্ব রয়েছে তিনি দুঃখ পাবেন, তীব্র আকাঙ্ক্ষা তার, এই রাজা ও প্রজারা চলে যাবে। এই অভাববোধ থেকে তারা তাদের শরীর ত্যাগ করবে। এ পৃথিবীতে তারা সুখ পেতে পারে না, উপযুক্ত কর্মপন্থা পরিতৃপ্তি দেয়।"

৯। মহা নিদান সুওনতে বুদ্ধ আনন্দকে ব্যাখা করেছিলেন লোভ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। তিনি এই কথা বলেছিলেন :

১০। "আনন্দ, এটা এই যে মানুষের মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা আসে, কারণ হল কিছু লাভের ইচ্ছা, যখন কিছু লাভের জন্য ইচ্ছা হয় অধিকার লাভের ভাবাবেগ, যখন এই অধিকারের ঝোঁক অধিকারের একগুঁয়েমিতে পৌঁছে দেয়, যা অতিরিক্ত লোভের জন্ম দেয়।

১১। লোভ বা অধিকারবোধ অনিয়ন্ত্রিত সহজাত জ্ঞান অর্জনের জন্য চায় জাগরণ ও রক্ষণ।

১২। "কেন এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা বা লোভ নিন্দনীয়? বুদ্ধ আনন্দকে বলেছেন, কারণ নানা বাজে ও খারাপ জিনিসের উৎপত্তি হয়—আঘাত ও ক্ষত, বিবাদ, অসঙ্গতি ও প্রত্যুত্তর দেওয়া, ঝগড়া করা, নিন্দা ও মিথ্যা কথন থেকে।

১৩। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, এটাই ঠিক ব্যাখ্যা।

১৪। সে কারণে বুদ্ধ লোভ ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণে রাখাকে সমর্থন করেছেন।

৫. সব যৌগিক পদার্থ অনিত্য এই বিশ্বাসই ধর্ম

১। এই অনিত্যতার মতবাদের তিনটি দিক আছে।

২। সংমিশ্র পদার্থ সকল অনিত্য।

৩। একক সত্তা অনিত্য।

৪। শর্তমূলক পদার্থের নিজ প্রকৃতি অনিত্য।

৫। সংমিশ্র পদার্থের অনিত্যতা খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন মহান বৌদ্ধ দার্শনিক আসঙ্গ।

৬। "আসঙ্গ বলেন, সব জিনিসই কারণ ও শর্তাবলীর মিলিত ফল হিসেবে উৎপাদিত হয় এবং তাদের কোনও স্বাধীন (noumenon) নেই। যখন তাদের সম্মেলন অন্তর্হিত হয় তখন তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

৭। "এক জীবিত ব্যক্তির শরীর চারটি প্রধান বস্তুর সম্মেলন, যেমন, ভূ, জল, আগুন ও বায়ু। যখন এই সম্মেলন বিশ্লিষ্ট হয় চারটি মৌলিক উপাদানে, তখন মৃত্যু ঘটে।

৮। "সংমিশ্র বাস্তব পদার্থের অনিত্যতা একেই বলে।"

৯। জীবিত একক সত্তার অনিত্যতা খুব ভালভাবে ব্যাখা করা হয়েছে এই তত্ত্বে—ব্যক্তি হয় সুন্দর (মানানসই)।

১০। এই অর্থে এক ব্যক্তি অতীতে জীবিত ছিল কিন্তু এখন জীবিত নেই বা ভবিষ্যতে জীবিত হবে না। ভবিষ্যতে সে জীবিত থাকবে কিন্তু অতীতে জীবিত ছিলনা বা এখন বেঁচে নেই। ব্যক্তি বর্তমানে জীবিত কিন্তু সে জীবিত ছিল না বা থাকবে না।

১১। সংক্ষেপে একজন মানুষ সবসময়ই পরিবর্তিত হচ্ছে, বাড়ছে। তার জীবনের দুটো আলাদা মুহূর্তে সে কখনও এক নয়।

১২। অনিত্যতার মতবাদের তৃতীয় ভাগ হল তা, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে অনুসরণ করা কষ্টকর।

১৩। এটা অনুভব করা যায় যে, প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিই কোনও না কোনও সময় মারা যাবে এবং এটা খুব সহজবোধ্য কারণ।

১৪। কিন্তু এটা বোঝা খুব সহজ নয় যে, মানুষ কীভাবে নিজেকে মানানসই ভাবে পরিবর্তিত করে, যখন সে জীবিত থাকে।

১৫। এটা কী করে সম্ভব? বুদ্ধের উত্তর ছিল, "এটা সম্ভব, কারণ সবকিছুই অনিত্য।"

১৬। এটা পরবর্তীকালে যাকে শূন্যবাদ বলা হয়, তার জন্ম দেয়।

১৭। বৌদ্ধ শূন্যতার অর্থ সম্পূর্ণ সন্ত্রাসবাদ নয়, এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সম্বন্ধীয় পৃথিবীতে প্রত্যেক মুহূর্তে যে চিরস্থায়ী পরিবর্তন হয়, এর অর্থ তাই।

১৮। খুব কম লোকই অনুধাবন করতে পারে যে, শূন্যতার কারণে সবকিছুই সম্ভব। আবার এটা ছাড়া এ পৃথিবীতে কিছুই সম্ভব নয়। এটা সব জিনিসের প্রকৃতির অনিত্যতার ওপর নির্ভরশীল, যা অন্য সব জিনিসের সম্ভাব্যতার ওপর নির্ভর করে।

১৯। যদি বস্তু পরিবর্তনের বিষয় না হত কিন্তু যদি স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় হত, তা হলে এক ধরন থেকে অন্য ধরনের জীবনে বিবর্তন ও জীবন্ত সত্তার উন্নতি পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে যেত।

২০। যদি মানুষ মারা যেত বা পরিবর্তিত হত নিরন্তর তা হলে ফলাফল কী হত? মনুষ্য প্রজাতির উন্নতি পুরোপুরি থেমে যেত।

২১। খুব বড় অসুবিধের সম্মুখীন হতে হত যদি শূন্যকে নিষ্ফল বা খালি হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

২২। কিন্তু এটা এরকম নয়, শূন্য এক বিন্দুর মতো, যার সারাংশ আছে কিন্তু দৈর্ঘ্য বা প্রস্থ নেই।

২৩। বুদ্ধের দ্বারা প্রচারিত মতবাদ হল, সব বস্তু অনিত্য।

২৪। বুদ্ধের মতবাদের নীতিটা কী? এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

২৫। অনিত্যতার মতবাদের নীতি খুব সাধারণ তা হল কোনও কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে থেকো না।

২৬। এটা হল দূরত্ব বাড়ানো, সম্পত্তি, বন্ধু ইত্যাদিদের থেকে। তিনি বলেছিলেন "এ সবই অনিত্য।"

৬. কর্ম নৈতিক শৃঙ্খলার যন্ত্র, এই বিশ্বাসই ধর্ম

১। এই পৃথিবীতে এক নিয়ম আছে, এটা প্রমাণিত নিম্নলিখিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু দ্বারা।

২। নক্ষত্ররাজির কর্ম ও গতির এক নির্দিষ্ট নিয়ম আছে।

৩। নিত্য ঘটনা হিসেবে ঋতুদের আসা ও যাওয়ার এক নির্দিষ্ট নিয়ম আছে।

৪। যেভাবে বীজ বেড়ে ওঠে গাছ হয়, গাছ দেয় ফল এবং ফল দেয় বীজ, তারও এক নির্দিষ্ট নিয়ম আছে।

৫। বৌদ্ধ পরিভাষায় এগুলিকে বলা হয় নিয়ম, আইন যা উৎপন্ন করে নিয়মানুযায়ী ঘটনার যেমন রুতু নিয়ম, বিজা নিয়ম।

৬। মানুষের সমাজে এরকম কিছু নৈতিক নিয়ম আছে। এটা কেমনভাবে উৎপাদিত হয়? এটাকে কীভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়?

৭। যাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তাঁদের পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত নয়। তাঁদের উত্তরও খুব সহজ।

৮। তাঁরা বলেন, নৈতিক নিয়ম, স্বর্গীয় বণ্টন দ্বারা বজায় থাকে, ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন ও তিনি বিশ্বের সর্বোচ্চ পরিচালক। তিনি নীতি ও প্রাকৃতিক আইনের লেখক।

৯। তাঁদের মতে, নৈতিক আইন মানুষের ভালর জন্য, কারণ এটা স্বর্গীয় ইচ্ছা থেকে ঘটে। মানুষ ঈশ্বরকে মানতে বাধ্য, সে তার সৃষ্টিকর্তা এবং ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য থাকার অর্থ নৈতিক নিয়ম বজায় রাখা।

১০। ঐ দর্শনের স্বপক্ষে এই যুক্তি দেওয়া হয় যে, নৈতিক নিয়ম স্বর্গীয় ইচ্ছার দ্বারা বজায় থাকে।

১১। কোনও মতেই এই ব্যাখ্যা সন্তোষজনক নয়। যদি নৈতিক আইন ঈশ্বরের থেকে উদ্ভূত হয় এবং তিনি যদি নৈতিক নিয়ম শুরু ও শেষে থাকেন এবং যদি মানুষ ঈশ্বরকে মান্য করা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না পারে, তা হলে পৃথিবীতে এত নৈতিক অধঃপতন কেন?

১২। স্বর্গীয় আইনের প্রভুত্ব কী? এবারে আইনের আধিপত্য বলতে কী বুঝায়? এগুলো প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। কিন্তু তাদের কেউ. কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারবে না, যারা নৈতিক নিয়মকে স্বর্গীয় ইচ্ছা বলে বিশ্বাস করে।

১৩। এইসব অসুবিধে জয় করতে তত্ত্বটি বিন্দু পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে।

১৪। এটা বলা হয় : নিঃসন্দেহে সৃষ্টি ফলপ্রদ হয়েছিল ঈশ্বরের আদেশে। এটাও সত্যি, তাঁর নির্দেশ ও ইচ্ছায় ব্রহ্মান্ড তার জীবনে প্রবেশ করেছিল। এটাও সত্যি যে, একদা তিনি বিশ্বব্রহ্মান্ডে সমস্ত শক্তির জন্য অংশপ্রদান করেছিলেন যা বিশাল যন্ত্রনির্মাণের চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল।

১৫। কিন্তু ঈশ্বর নিজে যে আইন তৈরি করেছিলেন, প্রকৃতিকে তার আনুগত্যে কাজ করার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন।

১৬। সুতরাং যদি নৈতিক নিয়ম ঈশ্বর যেভাবে চান সেভাবে কাজ করতে গিয়ে অকৃতকার্য হয় তা হলে তা প্রকৃতির দোষ; ঈশ্বরের নয়।

১৭। এমনকী তত্ত্বে এই অদলবদল সমস্যার কোনও সমাধান করেনি। এটা ঈশ্বরকে তাঁর দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে, প্রশ্ন থেকেই যায়, কেন ঈশ্বর প্রকৃতির হাতে তাঁর নিজের আইনকে কাজে পরিণত করার ভার দিয়েছেন? এইরকম অনুপস্থিত ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

১৮। এই প্রশ্নের বুদ্ধ যে উত্তর দিয়েছিলেন, "নৈতিক নিয়ম কী করে বজায় থাকে? তা পুরোপুরি আলাদা।"

১৯। তাঁর উত্তর ছিল সাধারণ, "এটা কর্ম নিয়ম এবং এ বিশ্বে ঈশ্বর নৈতিক নিয়ম বজায় রাখেন না।" এটা ছিল প্রশ্নের উত্তর, বুদ্ধ কর্তৃক দেয়।

২০। বিশ্বের নৈতিক নিয়ম ভালও হতে পারে বা খারাপও হতে পারে। বুদ্ধের মতানুযায়ী নৈতিক নিয়ম মানুষের ওপর নির্ভর করে, আর কারও ওপর নয়।

২১। কর্মের অর্থ মানুষের কাজ এবং বিপাক এর ফল। যদি নৈতিক নিয়ম খারাপ হয় তা হলে এর কারণ হল মানুষের অকুশল (বাজে) কাজ। যদি নৈতিক নিয়ম ভাল হয় তা হলে এর কারণ হল মানুষের কুশল (ভাল) কাজই।

২২। শুধু কর্মের কথা বলায় বুদ্ধ সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি কর্মের আইনের কথা বলেছিলেন, যা কর্ম নিয়মের আর এক নাম।

২৩। কর্মের আইনের কথা বলতে গিয়ে বুদ্ধ যা জ্ঞাত করাতে চেয়েছিলেন তা

হল, কোনও কাজের ফল সেই কাজকে অনুসরণ করতে বাধ্য ছিল। যেমন রাত দিনকে অনুসরণ করে। এটা একধরনের নিয়ম বা শৃঙ্খলা।

২৪। কুশল কর্মের ভাল ফল থেকে সুবিধে লাভে কেউ অকৃতকার্য হতে পারে না এবং অকুশল কর্মের খারাপ ফল থেকে কেউ দূরে যেতে পারে না।

২৫। অতএব বুদ্ধের উপদেশ ছিল : কুশল কর্ম করো যাতে মনুষ্যত্বের লাভ হয় ভাল নৈতিক নিয়মের দ্বারা ফলে কুশলকর্ম সাহায্য করে রক্ষা করতে, অকুশল কর্ম কোরো না, যার ফলে মনুষ্যত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হবে খারাপ নৈতিক নিয়ম দ্বারা, এবং অকুশল কর্ম সম্পন্ন হবে।

২৬। এটা মনে হয় এইরকম যে কর্ম, যখন করা হয় সেই মুহূর্ত ও যখন তার ফল অনুভূত হয় তার মধ্যে সময়ের বিরতি আছে। এটা প্রায়ই যথেষ্ট।

২৭। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কর্ম হয় (১) দিত্থদম্ম বেদানিয়া কর্ম (তাৎক্ষণিক কার্যকর কর্ম) ; (২) উপপজ্জু বেদনিয়া কর্ম (দূরবর্তী কার্যকর কর্ম) ও (৩) অপরাপরিয়া বেদনিয়া কর্ম (অনিশ্চিতভাবে কার্যকর কর্ম)।

২৮। কর্ম আবার আহোশি কম্মের শ্রেণীতে পড়তে পারে, যেমন কর্ম যা কার্যকর নয়। এই আহোশি কর্ম অন্তর্ভুক্ত করে এইরকম সব কর্মকে, যা চালনা করার পক্ষে দুর্বল, বা যা আরও কর্মের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় সেইসময়, যখন এটার কাজ করা উচিত।

২৯। কিন্তু এইসব কারণগুলো কোমলতার সঙ্গে বিচার করলে ও বুদ্ধ যে দাবি করেছেন তা থেকে কোনওভাবেই একে বাদ দেওয়া যবে না যে কর্মের আইন অনমনীয়।

৩০। কর্মের আইনের তত্ত্বের অপরিহার্য ফলস্বরূপ জড়িত নয় এই ধারণায় যে, কর্মের ফল সংকুচিত হয় যে এই কাজ করে তার ওপর এবং এ ব্যাপারে বেশি কিছু ভাবার নেই। এটা একটা ভুল, কখনও একজনের কাজ অন্যের ওপর ক্রিয়া করে যে কাজ করে তার ওপর নয়। কর্মের আইন কাজ করে একই ভাবে, কারণ হয় এটা নৈতিক নিয়ম অসমর্থন করে, নয় ব্যর্থ করে।

৩১। ব্যক্তিবিশেষরা আসে এবং যায়। কিন্তু বিশ্বের নৈতিক নিয়ম বজায় থাকে ও এরকমই কর্মের আইন, যা এটাকে ধরে থাকে।

৩২। এটা হয় এ কারণে যে, বুদ্ধের ধর্মে নৈতিকতাকে ঈশ্বরের জায়গায় রাখা হয়েছিল।

৩৩। এরূপে ঐ প্রশ্নের জবাবে বুদ্ধের উত্তর, "এ বিশ্বে নৈতিক নিয়ম কীভাবে রক্ষা করা হয়? তা হয় খুব সাধারণ এবং অখন্ডনীয়।"

৩৪। এবং এখনও এর আসল অর্থ হল কদাচিৎ হাতের নাগালে পাওয়া প্রায়ই বা সবসময়ই এটা ভুল বোঝা হয়েছে বা ভুলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে বা ভুল অর্থ করা হয়েছে। বেশিরভাগ লোক এটা বোঝার ব্যাপারে সচেতন নয় যে, কর্মের আইন বুদ্ধের দ্বারা প্রস্তাবিত হয়েছিল এক প্রশ্নের উত্তর হিসেবে—"নৈতিক নিয়ম কীভাবে বজায় রাখা হয়?"

৩৫। যাই হোক এটাই বুদ্ধের কর্মের আইনের উদ্দেশ্য।

৩৬। কর্মের আইনকে কাজ করতে হবে সাধারণ নৈতিক নিয়মের প্রশ্নের সঙ্গে। ব্যক্তির সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য, এর কোনও সম্পর্ক নেই।

৩৭। বিশ্বে নৈতিক নিয়মের রক্ষণাবেক্ষণ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

৩৮। এটা হয় এই কারণে যে, কর্মের আইন হয় ধর্মের অংশ।

□ □ □

অধ্যায়-৪

যা ধম্ম নয়

১। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস ধম্ম নয়—

২। ঈশ্বরে (ভগবান) বিশ্বাস ধম্মের প্রয়োজনীয় অংশ নয়।

৩। ধম্ম ব্রহ্মার সঙ্গে মিলনের ওপর আধারিত হলে হয় নকল ধম্ম।

৪। আত্মায় বিশ্বাস ধম্ম নয়।

৫। যাগযজ্ঞে বিশ্বাস ধম্ম নয়।

৬। অনুধ্যানের ওপর আধারিত বিশ্বাস ধম্ম নয়।

৭। ধম্মের বই পড়া ধম্ম নয়।

৮। ধম্মের বই অভ্রান্ত, এই বিশ্বাস ধম্ম নয়।

১. অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস ধম্ম নয়

১। যখন কোনও আশ্চর্যজনক জিনিস ঘটে তখন মানব জাতি জানতে চায় তা কী করে ঘটেছে, এর কারণই বা কী?

২। কখনও কখনও কারণ ও ফলাফল এত পরবর্তী ও কাছাকাছি যে, ঘটনা হিসেব করা কঠিন নয়।

৩। কিন্তু প্রায় সময়ই ফলাফল কারণ থেকে এতদূরে চলে যায়, যার জন্য ফলাফলের হিসেব করা যায় না। দৃশ্যত এর জন্য কোনও কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না।

৪। তারপর প্রশ্ন ওঠে : কীভাবে এই ঘটনা ঘটেছিল?

৫। সবচেয়ে সাধারণ উত্তর হল, এই ঘটনার সংঘটন হয় কিছু অতিপ্রাকৃত কারণে, যাকে প্রায়ই অলৌকিক ঘটনা বলে।

৬। বুদ্ধের পূর্বসুরিরা এই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দিয়েছিলেন।

৭। পকোদা (Pakauda) কাত্যায়ন অস্বীকার করেছিলেন যে, প্রতি ঘটনার পেছনে কারণ আছে। তিনি বলেছিলেন, ঘটনা ঘটে স্বাধীনভাবে।

৮। মাখালি ঘোষাল মেনে নিয়েছিলেন যে, প্রতি ঘটনার এক নিশ্চিত কারণ আছে। কিন্তু তিনি প্রচার করেছিলেন যে, মানুষের প্রতিনিধিত্বে (human agency) এর কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না কিন্তু তা খুঁজতে হবে প্রকৃতিতে, প্রয়োজনীয়তায়, বস্তুর স্বাভাবিক আইনসমূহে, অদৃষ্টে বা এইরূপ অন্যান্য জিনিসে।

৯। বুদ্ধ এই মতবাদগুলো নিবারণ করেছিলেন, তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন যে, শুধুমাত্র প্রতি ঘটনারই কারণ আছে তা নয় কিন্তু কারণ হল কিছু মানুষের কাজ ও স্বাভাবিক আইনের ফলাফল।

১০। সময়ের মতবাদ, প্রকৃতি, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তি ছিল এই যে, এগুলো কোনও ঘটনা সংঘটনের কারণ।

১১। যদি সময়, প্রকৃতি, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি ঘটনা সংঘটনের একমাত্র কারণ হয়, তা হলে আমরা কারা?

১২। মানুষ কী সময়, প্রকৃতি, সুযোগ, ঈশ্বর, ভাগ্য প্রয়োজনীয়তার হাতের পুতুল?

১৩। মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয়তা কী, যদি সে মুক্ত না হয়? মানুষের বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজনীয়তা কী, যদি সে অতিপ্রাকৃত কারণে বিশ্বাস করে?

১৪। যদি মানুষ মুক্ত হয় তা হলে প্রতি ঘটনাই মানুষের কাজের ফল, না প্রকৃতির কাজ। এমন কোনও ঘটনাই নেই, যা এর মূলে হয় অতিপ্রাকৃত।

১৫। এটা হতে পারে যে কোনও ঘটনা সংঘটনের কারণ মানুষ আবিষ্কার করতে অসমর্থ। কিন্তু যদি তার বুদ্ধিমত্তা থাকে তা হলে সে তার আবিষ্কার করতে নৈতিক ভাবে দায়বদ্ধ।

১৬। মূর্তিমান একজন ঈশ্বর আছেন এবং তিনি প্রকৃতির শক্তি চালনা করেন এই বিশ্বাস ত্যাগ করে বুদ্ধের তিনটি উদ্দেশ্য ছিল।

১৭। তাঁর প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, মানুষকে যুক্তিবাদের পথে চালিত করা।

১৮। তাঁর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, জ্ঞানের খোঁজে যাওয়া মানুষকে মুক্ত করা।

১৯। তাঁর তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিল, কুসংস্কারের সবচেয়ে শক্তিশালী উৎসকে নির্মূল করা। যার ফলাফল জানার ইচ্ছেকে মেরে ফেলে।

২০। একে বলা হয় কর্মের আইন বা হেতুবাদ।

২১। কর্মের এই মতবাদ ও হেতুবাদ বৌদ্ধধর্মের সবচেয়ে কেন্দ্রীয় মতবাদ। এটা প্রচার করছে যুক্তিবাদ এবং বৌদ্ধধর্ম আর কিছু নয়, যদি এটা মুক্তিবাদ না হয়।

২২। সে কারণে অতিপ্রাকৃতের পুজো ধর্ম নয়।

২. ঈশ্বর (ভগবান) বিশ্বাস ধর্মের প্রয়োজনীয় অংশ নয়

১। পৃথিবী কে তৈরি করেছিল, এটা সাধারণ প্রশ্ন। পৃথিবী ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল, এটাও এক সাধারণ উত্তর।

২। ব্রাহ্মণ্য পরিকল্পে ঈশ্বরকে ডাকা হয় বিভিন্ন নামে : প্রজাপতি, ঈশ্বর, ব্রহ্মা বা মহা ব্রহ্মা।

৩। কে হন এই ভগবান ও কেমন করে তিনি অস্তিত্ব লাভ করেছিলেন, এই প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই।

৪। যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তাঁরা তাঁকে বর্ণনা করেন এক সত্তা হিসেবে, যিনি সর্বশক্তিমান অর্থাৎ সবচেয়ে শক্তিশালী, সর্বত্রবিদ্যমান অর্থাৎ তিনি পুরো বিশ্বে বিরাজমান এবং সর্বদর্শী অর্থাৎ তিনি সবকিছু জানেন।

৫। কিছু নৈতিক গুণাবলী আছে, যা ঈশ্বরের ওপর আরোপিত। ঈশ্বরকে বলা হয় ভাল হতে, ন্যায়নিষ্ঠ হতে ও সবাইকে ভাল বাসতে।

৬। প্রশ্ন হল, আশীর্বাদধন্য প্রভু কি ঈশ্বরকে বিশ্বের প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

৭। উত্তর হল, "না তিনি তা করেননি।"

৮। কেন তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের মতবাদ বাতিল করে দিয়েছিলেন, তার অনেক কারণ আছে।

৯। কেউ ঈশ্বরকে দেখেনি। লোকেরা শুধু ঈশ্বর সম্বন্ধে বলে।

১০। কেউ প্রমাণ করতে পারবেন না যে, ঈশ্বর পৃথিবীর সৃষ্টি করেছিলেন। পৃথিবী বিকশিত হয়েছিল ও সৃষ্টি হয়নি।

১২। ঈশ্বর বিশ্বাসে কী সুবিধে থাকতে পারে? এটা অলাভজনক।

১৩। বুদ্ধ বলেছিলেন যে, এক ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম হয় বিবেচনার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

১৪। অতএব এক ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

১৫। এটা শুধুমাত্র শেষ হয় কুসংস্কারে গিয়ে।

১৬। বুদ্ধ এই প্রশ্নটা থেকে বিরত হননি। তিনি বিভিন্ন দিক থেকে এই প্রশ্নটা অলোচনা করেছিলেন।

১৭। যে-যে ভিত্তিতে তিনি এই মতবাদ বাতিল করেছিলেন তা নানারকম।

১৮। তিনি তর্ক তুলেছিলেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের মতবাদ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

১৯। বাসেট্‌ঠ ও ভরদ্বাজ নামের দুই ব্রাহ্মণের সঙ্গে কথোপকথনের সময় তিনি তা পরিষ্কার বলেন।

২০। তখন তাঁদের মধ্যে বিতর্ক উঠেছিল যে, কোনটা মুক্তিলাভের সঠিক মার্গ ও কোনটা ভুল।

২১। সে সময় আশীর্বাদধন্য ব্যক্তি কোশলের মধ্যে দিয়ে ভ্রমণ করছিলেন, সঙ্গে ছিল তাঁর বিশাল ভ্রাতৃবাহিনী। তিনি এক ব্রাহ্মণদের গ্রাম মনস্কতায় থেমেছিলেন ও আকিরাবতী নদীর তীরে আমবাগানে থেকেছিলেন।

২২। এক-ই শহরে বাসেট্‌ঠ ও ভরদ্বাজ থাকতেন। প্রভু তাঁদের শহরে এসেছেন

শুনে তাঁরা তাঁর কাছে যান এবং প্রত্যেকে আগে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেন।

২৩। ভরদ্বাজ বলেছিলেন, "তরুক্ষের মার্গই সোজা পথ। এটা সরাসরি রাস্তা, যা মুক্তির জন্য তৈরি এবং তাকে পথ দেখায় যে, এই অনুযায়ী কাজ করে ব্রহ্মার সঙ্গে মিলনের অবস্থায়।"

২৪। বাসেট্‌ঠ বলেছিলেন, "বিভিন্ন ব্রাহ্মণ, গৌতম, বিভিন্ন মার্গের শিক্ষা দেন, যেমন অধরিয় ব্রাহ্মণরা, তিত্তিরীয় ব্রাহ্মণরা, কণ্ঠোক ব্রাহ্মণরা, ভীহুভর্গীয় ব্রাহ্মণরা। তাঁরা তাঁদের পরিচালিত করে, যাঁরা তাঁদের মতানুযায়ী চলে, ব্রহ্মার সঙ্গে মিলনের অবস্থায়।

২৫। "এই যেমন কোনও ,শহর বা গ্রামের কাছে অনেক ও বিভিন্ন পথ থাকে—যদিও তারা সবগুলোই গ্রামে গিয়ে মেশে—ঠিক সেইরকম বিভিন্ন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার সঙ্গে মিলনের বিভিন্ন মার্গ দেখান।"

২৬। "বাসেট্‌ঠ আপনি কী মনে করেন তাঁরা সঠিক পথে পরিচালিত করেন?" বুদ্ধ জিজ্ঞেস করেছিলেন, " আমি সেরকমই বলি, গৌতম।" বাসেত্তা উত্তর দিয়েছিলেন।

২৭। "কিন্তু বাসেট্‌ঠ, ব্রাহ্মণদের মধ্যে এমন কেউ তিন বেদ জ্ঞাত একজন আছেন যিনি ব্রহ্মাকে মুখোমুখি দেখেছেন।"

২৮। "প্রকৃতপক্ষে কেউ না, গৌতম।"

২৯। "তিন বেদ জ্ঞাত ব্রাহ্মণদের শিক্ষকদের মধ্যে এমন একজন কী আছেন যিনি ব্রহ্মাকে মুখোমুখি দেখেছেন?"

৩০। "প্রকৃতপক্ষে, কেউ না, গৌতম।"

৩১। "কেউ ব্রহ্মাকে দেখেননি। ব্রহ্মা সম্বন্ধে কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ক জ্ঞান নেই।" "সুতরাং এটা হয় এরকম," বলেছিলেন বাসেত্তা, "তা হলে কেমন করে আপনি বিশ্বাস করবেন যে, ব্রাহ্মণেরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, ব্রহ্মার অস্তিত্ব আছে যা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত?

৩২। "বাসেট্‌ঠ যখন একদল অন্ধ ব্যক্তি একে অপরকে জড়িয়ে ধরে তখন প্রথম জন, মাঝের জন বা শেষের জন কেউ কাউকে দেখতে পায় না—সেরকম আমার বোধ হয় বাসেত্তা, ব্রাহ্মণের কথা আর কিছুই নয়, অন্ধ কথাবার্তা। প্রথম জন দেখতে পায় না—মাঝের জন দেখতে পায় না, এমনকী শেষের

জনও দেখতে পায় না। এই ব্রাহ্মণদের কথা হাস্যকর, কেবল কথার কথা, নিষ্ফল ও অসার জিনিস।

৩৩। "বাসেট্‌ঠ, এটা কী এরকম ব্যাপার নয় যে। একজন মানুষ এক ভদ্র মহিলার প্রেমে পড়ছে তাঁকে না দেখেই?" বাসেত্তা উত্তর দিয়েছিলেন, "হ্যাঁ, এটা সেরকম।"

৩৪। "বাসেট্‌ঠ, এখন তুমি কী ভাবছ? যদি লোকেরা তোমায় জিজ্ঞেস করে। বেশ ভাল বন্ধু। এই জগতে সবচেয়ে সুন্দরী ভদ্রমহিলা যাকে তুমি ভালবাসছ দীর্ঘকাল ধরে, তিনি কে? তিনি কী একজন মহান ভদ্রমহিলা বা একজন ব্রাহ্মণ মহিলা বা ব্যবসায়ী শ্রেণীভুক্ত বা একজন শূদ্র?"

৩৫। "মহাব্রহ্মের উৎসমূলে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক যিনি তথাকথিত সৃষ্টিকার্তা," আশীবর্দধন্য প্রভু বলেছিলেন ভরদ্বাজ ও বাসেত্তাকে উদ্দেশ্য করে, "বন্ধুরা, সে প্রাণের জন্ম প্রথম হয়েছিল সে ভাবে এরূপ : আমি ব্রহ্মা, মহান ব্রহ্মা, জয়ী, অপরাস্ত, সর্বদৃষ্টিসম্পন্ন বিন্যাসকারী (Disposer) প্রভু, কারিগর, সৃষ্টিকর্তা, প্রধান, হস্তান্তরকারী, আমার প্রভু, যা আছে বা থাকবে তার পিতা, আমার দ্বারা এসব সত্তা বা প্রকৃতির সৃষ্টি হয়েছিল।

৩৬। তার মানে যা আছে ও থাকবে সেসবের পিতা ব্রহ্মা।

৩৭। "আপনি বলছেন যে পূজ্য ব্রহ্মা জয়ী, অপরাস্ত, যা আছে ও থাকবে তার পিতা, তিনি যাঁর দ্বারা আমরা সৃষ্টি হয়েছিলাম, তিনি হন স্থায়ী, নিরবচ্ছিন্ন, শ্বাশ্বত, অপরিবর্তনীয় ও তিনি সর্বদা এরকম থাকবেন, তা হলে আমরা যারা ব্রহ্মার সৃষ্ট তারা কেন এখানে এসেছিলাম, সব অস্থায়ী, ক্ষণিক, চঞ্চল, ক্ষণজীবী, ভাগ্য কর্তৃক নির্দিষ্ট করা (Pass away) ? "

৩৮। এর কোনও উত্তর বাসেত্তার ছিল না।

৩৯। তাঁর তৃতীয় যুক্তিতে উল্লেখ ছিল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের। "যদি ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হন ও সৃষ্টির যোগ্য কারণ হন, তা হলে এর কারণ হিসেবে বলতে হয় মানুষের কোনও কাজ করার ইচ্ছে নেই, বা কোনও কিছু করার কোনও প্রয়োজনীয়তাও নেই, তাঁর কিছু করার সঙ্কল্প নেই বা আগে যাওয়ার কোনও চেষ্টা নেই, মানুষ জাগতিক কাজকর্মে যোগদান না করে তার নিশ্চেষ্ট ভূমিকায় স্থির থাকবে, যদি এইরকমই হয়, তা হলে ব্রহ্মা কেন মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন?"

৪০। বাসেট্‌ঠ কাছে এরও কোনও উত্তর ছিল না।

৪১। তাঁর চতুর্থ যুক্তি ছিল যে, যদি ঈশ্বর ভাল হন তা হলে কেন মানুষ হত্যাকারী, চোর, লম্পট, মিথ্যাবাদী, নিন্দাবাদী, দুর্মুখ বাচাল, লোভী, বিদ্বেষপরায়ণ ও বিকৃতস্বভাব হয়? এর কারণ নিশ্চিতভাবে ঈশ্বর, যে ভাল তার সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে জড়ানো কী সম্ভব?

৪২। তাঁর পঞ্চম যুক্তি সর্বশক্তিমান, ন্যায়নিষ্ঠ ও দয়ালু ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত।

৪৩। যদি এক প্রধান সৃষ্টিকর্তা থাকেন যিনি ন্যায়নিষ্ঠ, তা হলে এই পৃথিবীতে এত অন্যায়ের প্রাদুর্ভাব হয় কেন? আশীর্বাদধন্য প্রভু জিজ্ঞেস করেছিলেন। "একজন যাঁর চোখ আছে তিনি দেখতে পারেন পীড়িত দৃশ্য ; কেন ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্ট প্রাণীদের সঠিক নির্দেশ দেন না? যদি তাঁর শক্তি এত সুদূরপ্রসারী যা কোনও সীমা দ্বারা সংযত করা যায় না, কেন তাঁর হাত আশীর্বাদের ক্ষেত্রে এত কম প্রসারিত হয়? কেন তাঁর সৃষ্ট বস্তুকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় দুঃখকষ্টের বিচারে? কেন তিনি সবাইকে সুখ দেন না? কেন ঠকানো, মিথ্যা কথন ও অজ্ঞতা জয়ী হয়? কেন মিথ্যা সত্যের ওপর জয়ী হয়? কেন সত্য ও ন্যায় পরাস্ত হয়? আমি আপনাদের ব্রহ্মাকে একজন অন্যায়কারী হিসেবে বিবেচনা করি। যিনি এই পৃথিবী তৈরি করেছেন ভুলকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য।

৪৪। "যদি এমন সর্বশক্তিমান প্রভু কেউ থাকেন যিনি প্রত্যেক প্রাণীর আশা, স্বর্গবাস বা শোক ও কার্যকারিতা ভাল বা খারাপ আশা পূরণ করতে পারেন তা হলে সে প্রভু পাপে কলঙ্কিত হবেন। হয় মানুষ তাঁর ইচ্ছেয় কাজ করে না, বা ঈশ্বর ন্যায়নিষ্ঠ বা ভাল নন, বা ঈশ্বর অন্ধ।"

৪৫। তাঁর পরবর্তী যুক্তি ছিল ঐশ্বরিক মতবাদের বিরুদ্ধে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা অলাভজনক।

৪৬। তাঁর মতে ধর্মের কেন্দ্র মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে সম্পর্ক নিহিত নেই। এটা মানুষ মানুষের সম্পর্কের মধ্যে নিহিত। ধর্মের উদ্দেশ্য হল মানুষকে শিক্ষা দেওয়া কী করে অন্যের সঙ্গে তার ব্যবহার করা উচিত যাতে সবাই সুখী হতে পারে।

৪৭। আরও অন্য কারণও আছে, কেন আশীর্বাদধন্য প্রভু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না।

৪৮। তিনি ধর্মীয় অধিকার, অনুষ্ঠান ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি এগুলোর বিরুদ্ধে ছিলেন, কারণ ওগুলো ছিল কুসংস্কারের আড্ডা ও কুসংস্কার সাম্য দিথির শত্রু ছিল, যা অষ্টাঙ্গ মার্গের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৪৯। আশীর্বাদধন্য প্রভুর মতে ঈশ্বরে বিশ্বাস সবচেয়ে ভয়ানক জিনিস। ঈশ্বরে বিশ্বাস জন্ম দেয় ঈপ্সিত ফললাভের ক্ষমতা ও প্রার্থনায় বিশ্বাসের। আবার ঈপ্সিত ফললাভের ক্ষমতা ও প্রার্থনা পুরোহিতের উপাসনার জন্ম দেয় এবং পুরোহিত বলেন, শয়তানের শিরোমণি যিনি তৈরি করেছেন সব কুসংস্কার ও সাম্য দিথির বৃদ্ধিকে ধ্বংস করেছিলেন।

৫০। এসব যুক্তির বিরুদ্ধে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস রেখে কতকগুলো ছিল ব্যবহারিক কিন্তু তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয়। আশীর্বাদধন্য প্রভু জানতেন যে ওগুলো মারাত্মক ছিল না ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে।

৫১। যাই হোক, এটা ধরে নেওয়া উচিত নয় যে, তার কোনও যুক্তি ছিল না কিছু ভয়ানক তার বিরুদ্ধে একটা কিছু ছিল যা তিনি উপস্থাপিত করেছিলেন, যা ছিল ঈশ্বর বিশ্বাসের সন্দেহাতীত রকম ভয়ানক। তাঁর পতিত সমুৎপাদ মতবাদে এটা আছে, যা বর্ণিত হয়েছে নির্ভরশীলতার মূল মতবাদে।

৫২। এই মতবাদ অনুযায়ী তোলা হয় প্রশ্ন, ঈশ্বর আছে কী নেই এটা প্রধান প্রশ্ন নয়। এটা প্রশ্ন তোলা হয় যে, ঈশ্বর কী বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন যা আসল প্রশ্ন। আসল প্রশ্ন হল কীভাবে ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। ঈশ্বর বিশ্বাসের পেছনে কারণ হল এক সমাপ্তি, যা অনুসরণ করে আমাদের উত্তর থেকে প্রশ্নে কীভাবে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল।

৫৩। জরুরি প্রশ্ন হল : ঈশ্বর কি কিছু সৃষ্টি করেছিলেন শূন্য থেকে, যা তিনি কি কিছু থেকে কিছুর সৃষ্টি করেছিলেন?

৫৪। এটা বিশ্বাস করা অসম্ভব যে, শূন্য থেকে কিছু সৃষ্টি হয়েছিল।

৫৫। যদি তথাকথিত ঈশ্বর কিছু থেকে কিছুর সৃষ্টি করেছিলেন তা হলে কিছু কী, যা থেকে নতুন কিছু সৃষ্টি হয়েছিল, তার অস্তিত্ব নিশ্চয়ই তিনি কিছু সৃষ্টি করেন, যা আগেও ছিল। তা হলে ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলা যায় না। সেসব জিনিস সম্বন্ধে যার অস্তিত্ব তাঁরও আগে ছিল।

৫৬। ঈশ্বর সৃষ্টি করার আগেই যদি কারুর দ্বারা কিছু থেকে কিছুর সৃষ্টি হয়ে থাকে তা হলে ঈশ্বরকে বলা যায় না সৃষ্টিকর্তা বা প্রথম কারণ।

৫৭। এটা ছিল তাঁর শেষ অখন্ডনীয় যুক্তি, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে।

৫৮। তর্কের খাতিরে মিথ্যা প্রমাণিত যে, বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ঈশ্বরে বিশ্বাস ধর্ম নয়, এটা শুধুমাত্র মিথ্যায় বিশ্বাস।

৩. ধর্ম ব্রহ্মার সঙ্গে মিলনের ওপর আধারিত হলে হয় নকল ধর্ম

১। যখন বুদ্ধ তাঁর ধর্মের প্রচার করছিলেন তখন এক মতবাদ প্রচলিত ছিল যাকে বলা হত বেদান্তবাদ।

২। এই মতবাদের নীতিগুলো ছিল সংখ্যায় অল্প ও সাধারণ।

৩। এ বিশ্বের পেছনে আছেন সর্বত্র বিদ্যমান এক সাধারণ জীবনের নীতি, যাকে বলা হয় ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাণ।

৪। এই ব্রহ্মা হল বাস্তবিকতা।

৫। আত্মা বা একক আত্মা হল ব্রহ্মার সমান।

৬। মানুষের স্বাধীনতা অবস্থিত হয় আত্মাকে ব্রহ্মার একজন হিসেবে তৈরি করার জন্য। এটা দ্বিতীয় নীতি।

৭। ব্রহ্মার সঙ্গে এই মিলন আত্মা লাভ করতে পারে এটা অনুভবের দ্বারা যে, এটা ব্রহ্মারই সমান।

৮। 'এবং আত্মাকে অনুধাবন করানোর রাস্তা হল এই যে, এরকমভাবেই ব্রহ্মাণ সংসারত্যাগ করেছিলেন।

৯। এই মতবাদকে বলা হয় বেদান্তবাদ।

১০। এই মতবাদের প্রতি বুদ্ধের কোনও শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি এটাকে দেখতেন মিথ্যা প্রতিজ্ঞা ও মূল্য উৎপাদনকারী নয়, অতএব অযোগ্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হিসেবে।

১১। দুই ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজ ও বাসেত্তার সঙ্গে কথোপকথনের সময় তিনি পরিষ্কার করে বলেন।

১২। বুদ্ধ তর্ক তুলেছিলেন যে, একজন কোনও একটা জিনিসের বাস্তবতাকে গ্রহণ করতে পারে, তার আগে তার হাতে প্রমাণ থাকা চাই।

১৩। প্রমাণের প্রকার দু'রকমের, ধারণা ও সিদ্ধান্ত।

১৪। বুদ্ধ জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেউ কি ব্রহ্মাকে উপলব্ধি করেছ, ব্রহ্মাকে দেখেছ, ব্রহ্মার সঙ্গে কথা বলেছ ; ব্রহ্মার ঘ্রাণ নিয়েছ?

১৫। বাসেট্‌ঠ বলেছিলেন না।

১৬। "প্রমাণের আর একপ্রকার ধারণা হল অপর্যাপ্ত ব্রহ্মার অস্তিত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে।"

১৭। বুদ্ধ জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কী থেকে ব্রহ্মার সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়?" এর কোনও উত্তর ছিল না।

১৮। সেখানে অন্যরা যাঁরা আছেন তাঁরা তর্ক করেন যে, অদৃশ্য কোনও বস্তুর অস্তিত্ব থাকে। সুতরাং তাঁরা বলেন যে, যদিও দেখা যায় না তবু ব্রহ্মার অস্তিত্ব আছে।

১৯। এই নীরস উক্তিতে এটা হয় এক অসম্ভব অবস্থান।

২০। কিন্তু তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া যাক যে, এক জিনিসের অস্তিত্ব আছে অদৃশ্য হলেও।

২১। এর সবচেয়ে ভাল উদাহরণ হল বিদ্যুৎ। এটা অদৃশ্য হওয়া সত্ত্বেও এর অস্তিত্ব আছে।

২২। এই তর্ক যথেষ্ট নয়।

২৩। এক অদৃশ্য বস্তু নিশ্চিতরূপে তার প্রকাশ ঘটাবে অন্য কোনও রূপে, যা দৃশ্যমান। তা হলে একে বলা যেতে পারে বাস্তব।

২৪। কিন্তু যদি কোনও অদৃশ্য বস্তু কোনও দৃশ্যমান রূপে প্রতিভাত না হয়, তা হলে এটা বাস্তব নয়।

২৫। আমরা বিদ্যুতের বাস্তবতাকে গ্রহণ করি, যদিও এটা অদৃশ্য, কারণ এর ফলাফল যা, তা সে উৎপাদন করে।

২৬। বিদ্যুৎ দেয় আলো, আলো থেকে আমরা মেনে নিই বিদ্যুতের বাস্তবতাকে, যদিও তা অদৃশ্য।

২৭। এই অদৃশ্য ব্রহ্মা কী উৎপাদন করেন? এ কি কোনও দৃশ্যমান ফলাফল উৎপাদন করে?

২৮। উত্তর ছিল নঞর্থক।

২৯। অন্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। নীতিতেও এটা হয়, সাধারণ মূল ধারণা হিসেবে একটা গল্পকে গ্রহণ করা হয় এক উক্তি, কোনও অস্তিত্ব প্রমাণিত না হলেও কিন্তু কল্পনা করা হয় সত্য হিসেবে।

৩০। এবং আমরা সবাই এরকম নৈতিক গল্প মেনে নিই।

৩১। কিন্তু কেন এরকম নৈতিক গল্প মেনে নেওয়া হয়?

৩২। একটা নৈতিক গল্প মেনে নেওয়ার কারণ হল, এটা দেয় এক উর্বর ও সঠিক ফল।

৩৩। "ব্রহ্মা এক গল্প, ইনি কী উর্বর ফল দিয়েছেন?"

৩৪। বাসেট্‌ঠ ও ভরদ্বাজ নিরুত্তর ছিলেন।

৩৫। এই তর্ক গৃহমুখী করার উদ্দেশ্য তিনি বাসেত্তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনি ব্রহ্মাকে দেখেছেন?"

৩৬। "তিন বেদ জ্ঞাত এমন কোনও ব্রাহ্মণ কি আছেন, যিনি ব্রহ্মাকে কখনও মুখোমুখি দেখেছেন?"

৩৭। "প্রকৃতপক্ষে না, গৌতম।"

৩৮। "তিন বেদ জ্ঞাত আছেন এমন ব্রাহ্মণদের কোনও একজন শিক্ষকও কী আছেন, যিনি ব্রহ্মাকে মুখোমুখি দেখেছেন?"

৩৯। "প্রকৃতপক্ষে না, গৌতম।"

৪০। "বাসেট্‌ঠ, সাতপুরুষের মধ্যে এমন কোনও একজন ব্রাহ্মণ কি আছেন যিনি ব্রহ্মাকে মুখোমুখি দেখেছেন?"

৪১। "প্রকৃতপক্ষে না, গৌতম।"

৪২। "ভাল বাসেট্‌ঠ তা হলে ব্রাহ্মণদের প্রাচীন ঋষিরা তাঁরা কি এরূপ বলেছিলেন, উক্তি : "আমরা জানি একে, আমরা একে দেখেছি, কোথায় ব্রহ্মা, যেখানে ব্রহ্মা হন?"

৪৩। "সেরকম নয়, গৌতম।"

৪৪। দুই ব্রাহ্মণ বালকের সঙ্গে প্রশ্ন করা বুদ্ধ চালু রেখেছিলেন ও বলেছিলেন :

৪৫। "এখন বাসেট্‌ঠ তুমি কী ভাবো? এটা এরূপে এই সত্তাকে কি অনুসরণ করে না যে, ব্রহ্মার সঙ্গে মিলনের ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের কথা নির্বোধ কথাবার্তায় পরিণত হয়?

৪৬। "বাসেট্‌ঠ যখন একদল অন্ধ ব্যক্তি একে অপরকে জড়িয়ে ধরে তখন প্রথম জন, মাঝের জন বা শেষের জন কেউ কাউকে দেখতে পায় না— সেরকম আমরা বোধ হয় বাসেত্তা, ব্রাহ্মণদের কথা আর কিছুই নয় অন্ধ কথাবার্তা, প্রথম জন দেখতে পায় না, মাঝের জন দেখতে পায়, এমনকী শেষের জনও দেখতে পায় না। এই ব্রাহ্মণদের কথা হাস্যকর, কেবল কথার কথা নিষ্ফল অসার জিনিস।

৪৭। "ঠিক বাসেট্‌ঠ যদি একজন বলে, 'আমি কীভাবে দীর্ঘ সময় ধরে ও কীভাবে এদেশের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলাকে ভালবাসি।

৪৮। "এবং লোকে নিশ্চয়ই তাঁকে জিজ্ঞেস করবে, ঠিক! ভাল বন্ধু! এই দেশের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা আপনি যাঁকে এরূপে ভালবাসো ও দীর্ঘ সময় আপনি ধরে কি জানেন তিনি একজন অভিজাত ভদ্রমহিলা বা ব্রাহ্মণ বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ভুক্ত বা একজন শূদ্র কি না?

৪৯। "কিন্তু যখন এরূপ জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'না।'

৫০। "এবং যখন লোকে তাঁকে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করেছিল, ঠিক। ভাল বন্ধু! সব দেশের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা যাঁকে আপনি এরূপে ভালবাসেন ও দীর্ঘ সময় ধরে, আপনি কী জানেন ঐ সবচেয়ে সুন্দরী ভদ্রমহিলার নাম কি বা কী তাঁর পারিবারিক নাম, তিনি লম্বা বা বেঁটে বা মাঝারি উচ্চতার কিনা, কৃষ্ণবর্ণ বা কালো চামড়া, চোখ, চুল বিশিষ্ট রমণী বা সোনালি রঙের বা কোন গ্রাম শহর বা নগরে তিনি থাকেন? কিন্তু যখন এরূপ জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'না।'

৫১। "এখন, বাসেট্‌ঠ আপনি কী ভাবছেন? এরূপ কি ঘটবে না, যা বিদ্যমান। সুতরাং যে ঐ ব্যক্তির কথা, তা ছিল নির্বোধ কথাবার্তা?"

৫২। "প্রকৃতপক্ষে গৌতম, এটা ওরবাসই, দুই ব্রাহ্মণ বলেছিলেন।"

৫৩। সুতরাং ব্রহ্মা বাস্তব নন ও তাঁর ওপর আধারিত যে কোনও ধর্মই ছিল অপ্রয়োজনীয়।

৪. আত্মায় বিশ্বাস ধর্ম নয়

১। বুদ্ধ বলেছিলেন যে, আত্মার ওপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম বিবেচনার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

২। কেউ আত্মাকে দেখেননি বা আত্মার সঙ্গে কথা বলেননি।

৩। আত্মা হয় অপরিচিত ও অলক্ষিত।

৪। বস্তু যা থাকে তা আত্মা নয়। কিন্তু মন? মন আত্মার থেকে আলাদা।

৫। তিনি বলেছিলেন, আত্মায় বিশ্বাস অলাভজনক।

৬। এক ধর্ম, যা আত্মার ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেজন্য মূল্যবান নয়।

৭। এটা শুধুমাত্র কুসংস্কার গড়ার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়।

৮। বুদ্ধ প্রশ্নটা এখানেই ত্যাগ করেননি। তিনি আলোচনা করেছিলেন এটাকে সমস্ত দিক থেকে।

৯। আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের মতো সাধারণ।

১০। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এক অংশ ছিল আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস।

১১। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে আত্মাকে বলা হয় আত্মা বা আত্মন্।

১২। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে, আত্মন্ হয় এক নাম, যা দেওয়া হয় এক সত্তাকে, যা শরীর থেকে আলাদা হয়ে স্থায়ী হয়েছিল, কিন্তু শরীরের মধ্যে অবস্থান করে নিরবচ্ছিন্নভাবে জীবিত থাকা জন্ম মুহূর্ত থেকে।

১৩। অন্য বিশ্বাসের সঙ্গে আত্মায় বিশ্বাস এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।

১৪। শরীরের সঙ্গে আত্মার মৃত্যু হয় না। এটা জন্ম নেয় অন্য শরীরে, যখন এটা সত্তারূপে প্রকাশ পায়।

১৫। শরীর আত্মার পোশাকের কাজ করে।

১৬। বুদ্ধ কি আত্মায় বিশ্বাস করতেন? না, তিনি তা করতেন না। আত্মা সম্বন্ধে তাঁর মতবাদকে বলা হয় অন-আত্মা, সাত্মা নয়।

১৭। দেহমুক্ত আত্মা নানা প্রশ্নের জন্ম দেয় : আত্মা কী? কোথা থেকে এসেছে এটা? শরীরের মৃত্যুর পর এর কী ঘটবে? এটা কোথায় যায়? এটা কীরূপে থাকে "ভবিষ্যতে," কতদিন এটা থাকে সেখানে? এইসব প্রশ্ন নিয়ে বুদ্ধ আত্মার মতবাদের সমর্থকদের সঙ্গে তর্ক করার চেষ্টা করেছিলেন।

১৮। প্রথমে তিনি চেষ্টা করেছিলেন এটা দেখতে যে, আত্মা সম্বন্ধে এই ধারণা কত অস্বচ্ছ ছিল তাঁর প্রতি পরীক্ষা দ্বারা।

১৯। যাঁরা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন তিনি তাঁদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, আকার ও আয়তনে আত্মা কীরকম ছিল।

২০। আনন্দকে তিনি বলেছিলেন আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত ঘোষণা প্রচুর পরিমাণে হয়। কয়েকটি ঘোষণা, "আমার আত্মা হয় এক রূপ ও এটা হয় অতি সূক্ষ্ম।" অন্যেরা ঘোষণা করে আত্মাকে রূপ ধারণ করতে হয় ও হতে হয় বন্ধনমুক্ত ও অতি সূক্ষ্ম।

২১। "আনন্দ, নানাভাবে আত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত ঘোষণা করা হয়।"

২২। "যাঁরা আত্মায় বিশ্বাস করেন তাঁদের দ্বারা কীভাবে কল্পিত হয়?" বুদ্ধ কি অন্য প্রশ্ন তুলেছিলেন? কেউ কেউ বলেন, "আমার আত্মা হয় অনুভূতি।" অন্যরা বলেন, "না, আমার আত্মা অনুভূতি নয়, আমার আত্মা সচেতন নয়," বা আবার "না আত্মার আত্মা অনুভূতি নয়, আবার সচেতনও নয় ; আমার আত্মার অনুভূতি আছে, এর আছে বোধক্ষমতার গুণ," এইসব বিভিন্ন দিক দিয়ে আত্মাকে কল্পনা করতে হয়।

২৩। বুদ্ধ এর পর অন্যদের জিজ্ঞেস করেছিলেন, যাঁরা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এইরূপ শরীরের মৃত্যুর পর আত্মার অবস্থা হিসেবে।

২৪। তিনি এ প্রশ্নও তুলেছিলেন যে, শরীরের মৃত্যুর পর আত্মা কি দৃষ্ট হয়েছিলেন।

২৫। তিনি সংখ্যায় অনন্ত অস্পষ্ট বয়ান খুঁজে পেয়েছিলেন।

২৬। শরীরের মৃত্যুর পর আত্মা কি তার রূপ বজায় রাখতে পারে? তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন আটটা বিভিন্ন দূরকল্পনার।

২৭। আত্মা কি শরীরের সঙ্গেই মারা যায়? এর পর অসংখ্য দূরকল্পনা আছে।

২৮। শরীর মারা যাওয়ার পর আত্মার সুখ বা দুঃখ নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন। শরীরের মৃত্যুর পর আত্মা কি সুখী হয়? এ প্রশ্নেও সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল। কেউ কেউ বলেছিলেন, এটা পুরোপুরি দুঃখজনক ছিল। কেউ কেউ বলেছিলেন, এটা সুখী ছিল। কেউ বলেছিলেন, এটা সুখী ও দুঃখী দুটোই এবং কেউই বলেছেন, এটা সুখীও নয় দুঃখীও নয়।

২৯। আত্মার অস্তিত্বের সব তত্ত্বে তাঁর উত্তর ছিল একই রকম, যা তিনি কুন্ডাকে দিয়েছিলেন।

৩০। কুন্ডাকে তিনি বলেছিলেন, "এখন, কুন্ডা, যেসব সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণরা যাঁরা বিশ্বাস করেন ও প্রকাশ্যে বলেন এর মধ্যে যে-কোনও একটা দর্শনের কথা, আমি যাই ও বলি এই যে : " বন্ধুরা এটা কীরকম?" এবং যদি তাঁরা উত্তর দেন : "হ্যাঁ, এটাই সত্য অন্য দর্শন অযৌক্তিক।" আমি তাঁদের দাবি মানি না, কেন হয় এটা? কারণ ঐসব প্রশ্নে লোকেরা বিভিন্ন মতামত পোষণ করেন। এই (বা ঐ) দর্শনকে আমি আমার স্তরের বলে মানি না, এটাকে একা উচ্চতর হতে দাও।"

৩১। সাধারণ যুক্তিগুলি তাঁর আত্মাকে অস্বীকার করার পক্ষে যা উপস্থাপিত করেছিলেন সেগুলিই তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করার পক্ষে উপস্থাপিত করেছিলেন।

৩২। তিনি তর্ক তুলেছিলেন যে, আত্মার অস্তিত্বের আলোচনা ঈশ্বরের অস্তিত্ব আলোচনার মতোই অলাভজনক।

৩৩। তিনি তর্ক তুলেছিলেন যে, আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস সাম্য দিথির উন্নতিসাধনের বিরুদ্ধে, যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস।

৩৪। তিনি তর্ক তুলেছিলেন যে, আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস হয় ঈশ্বরে বিশ্বাসের মতো এক কুসংস্কারের উৎস। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মতে, আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের থেকেও বিপজ্জনক। এটা শুধু পুরোহিত তত্ত্বই সৃষ্টি করে না, এটা শুধুমাত্র সব কুসংস্কারের উৎসও নয় কিন্তু এটা পুরোহিত তত্ত্বের হাতে মানুষকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়।

৩৫। এসব সাধারণ যুক্তির কারণে এটা বলা হয় যে, বুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নির্দিষ্ট মতামত দেননি। অন্যরা বলেছিল যে, তিনি আত্মার অস্তিত্বের তত্ত্বকে বর্জন করেননি। বাকিরা বলেছিলেন যে, তিনি এই সমস্যাকে সবসময় পাশ কাটাবেন।

৩৬। এই উক্তিগুলি প্রায় অসত্য, এজন্য মাহালিকে নিশ্চিতভাবে তিনি বলেছিলেন যে, আত্মা বলে কিছু নেই। এই কারণে তাঁর আত্মার তত্ত্বকে বলা হয় অনাত্মা, যা আত্মা নয়।

৩৭। আত্মার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে সাধারণ যুক্তি ছাড়াও বুদ্ধের এক বিশেষ যুক্তি ছিল। সেটাকে তিনি আত্মার তত্ত্বের মতো সাংঘাতিক মনে করতেন।

৩৮। আলাদা সত্তা হিসেবে আত্মার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে তাঁর তত্ত্বকে বলা হয় নাম রূপ।

৩৯। এই তত্ত্ব হয় বিভাজ পরীক্ষার প্রয়োগ, যা সচেতন সত্তার প্রয়োজনীয় উপাদানের তীক্ষ্ণ ও অত্যন্ত নিখুঁত বিশ্লেষণের ফল, অন্যভাবে বলা যায় মানুষের ব্যক্তিত্ব।

৪০। এক সচেতন বস্তুর জন্য নাম রূপ হয় এক সমষ্টিগত নাম।

৪১। বুদ্ধের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, সচেতন সত্তা হয় এক যৌগিক বস্তু নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক ও মানসিক উপাদানে গঠিত। যেগুলিকে বলা হয় খন্ড (khandas)।

৪২। সাধারণত রূপ খণ্ড গঠিত হয় প্রাকৃতিক উপাদানে, যেমন ভূ, জল, আগুন ও বাতাস, এগুলি রূপ বা শরীর গঠন করে।

৪৩। রূপখণ্ড ছাড়া এরূপ আরও বস্তু রয়েছে, যেমন নামখন্ড, যা সচেতন বস্তু গড়ে।

৪৪। এই নামখণ্ডকে বলা হয় বিনান বা সচেতনতা। এই নামখন্ডে আছে তিন ধরনের মানসিক উপাদান : বেদনা (vedana) (পৃথিবীর সঙ্গে ছয় ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে যে সংবেদন হয়), সন্ন (sanna) (অনুভূতি) ; সংখর (Sankhara) (মনের অবস্থা)। চেতনাকে (Chetana) (সচেতনা) কখনও কখনও আরও তিনটি মানসিক অবস্থার সঙ্গে এক বলা হয় আবার এগুলির একটা হিসেবেও বলা হয়। একজন আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ বলেন যে, সচেতনতা হল প্রধান উৎস, যা থেকে অন্য মনস্তাত্ত্বিক বিস্ময়কর বস্তু উঠে আসে। বিনান এক সচেতন সত্তার কেন্দ্র।

৪৫। সচেতনতা হল চারটি উপাদানের সমাহারের ফল, পৃথ্বী (Prithi), অপ (Apa), তেজ (Tej) ও বায়ু (Vayu)।

৪৬। বুদ্ধের দ্বারা প্রস্তাবিত এই সচেতনতা তত্ত্বের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা হয়।

৪৭। এই তত্ত্বে যাঁরা আপত্তি তোলেন জিজ্ঞেস করুন, "কীভাবে সচেতনতা উপস্থাপিত হয়?"

৪৮। এটা সত্যি যে, সচেতনতা জন্মের সময় উৎপন্ন হয় ও মৃত্যুর সঙ্গে শেষ হয়।

৪৯। এটা বুদ্ধের উত্তর ছিল না যে, প্রাকৃতিক উপাদানের সহাবস্থান বা সমষ্টিকরণ সচেতনতা উৎপাদন করে। বুদ্ধ যা বলেছিলেন তা ছিল এই যে, যেখানেই রূপ বা কায়া ছিল সেখানেই সচেতনতাও এগুলির সঙ্গে ছিল।

৫০। বিজ্ঞান থেকে আংশিক মিল দিয়ে বলা হয়, বিদ্যুৎক্ষেত্র হয় এক অবস্থা ও যেখানেই বিদ্যুৎক্ষেত্র থাকে সেখানেই এর সঙ্গে চুম্বকক্ষেত্রও থাকে। কেউ জানে না চুম্বকক্ষেত্র কীভাবে তৈরি হয় বা কীভাবে উৎপন্ন হয়। কিন্তু এটা সবসময় বিদ্যুৎক্ষেত্রের সঙ্গে থাকে।

৫১। সেরকমভাবে শরীর ও সচেতনতার মধ্যে সম্পর্ক কেন থাকা উচিত নয়?

৫২। তড়িৎক্ষেত্রের সঙ্গে বিদ্যুৎক্ষেত্রের সম্পর্কে বলা হয় উৎপাদনকারী ক্ষেত্র। রূপ কায়ার সঙ্গে সম্পর্কে সচেতনতাকে কেন উৎপাদনকারী ক্ষেত্র বলা যাবে না।

৫৩। আত্মার বিরুদ্ধে বুদ্ধের যুক্তি এখনও শেষ হয়নি, এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আরও কিছু তিনি বলতে চেয়েছিলেন।

৫৪। একবার সচেতনতা উৎপন্ন হয় মানুষ পরিণত হয় সচেতন সত্তায়, সুতরাং সচেতনতা মানুষের জীবনে প্রধান জিনিস।

৫৫। সচেতনতা হয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্বন্ধীয় আবেগময়, ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন।

৫৬। সচেতনতা হয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্বন্ধীয় যখন এটা দেয় তারিফ বা উপলব্ধি করার মতো জ্ঞান, তথ্য। অভ্যন্তরীণ তথ্য বা বাইরের জিনিস ও ঘটনার পূর্ণ উপলব্ধি হতে পারে।

৫৭। সচেতনতা হয় আবেগময়, যখন এটা থাকে নির্দিষ্ট অন্তর্মুখী অবস্থায়, আনন্দ বা যন্ত্রণাদায়ক রীতিতে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করায়, যখন আবেগময় সচেতনতা উৎপাদন করে অনুভূতির।

৫৮। সচেতনতা ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন অবস্থায় তৈরি করে এক সত্তা, যা উদ্যোগী হয় কোনও শেষ প্রাপ্তির আশায়, ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন সচেতনতা তুলে ধরে এমন কিছু, যাকে আমরা বলি ইচ্ছাশক্তি।

৫৯। এরূপে এটা পরিষ্কার যে, এক সচেতন সত্তার সব কাজকর্ম সম্পাদিত হয় সচেতন সত্তার দ্বারা এবং তা হয় সচেতনতার ফল হিসেবে।

৬০। এই বিশ্লেষণের পর বুদ্ধ জিজ্ঞেস করেছিলেন কী কাজ যা সম্পাদিত হয় আত্মার দ্বারা? আত্মার জন্য নির্দিষ্ট সব কাজ সচেতনতার দ্বারা সম্পাদিত হয়।

৬১। কোনও কাজ ছাড়া আত্মা হয় অসঙ্গত বিষয়।

৬২। বুদ্ধ এভাবে আত্মার অস্তিত্ব ভুল প্রমাণ করে দিয়েছেন।

৬৩। সে কারণে আত্মার অস্তিত্ব ধর্মের অংশ হতে পারে না।

৫. যাগযজ্ঞে বিশ্বাস ধর্ম নয়

(I)

১। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম যাগযজ্ঞের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

২। কোনও কোনও যাগযজ্ঞ নিত্য শ্রেণীভুক্ত ছিল, অন্যগুলি ছিল নৈমিত্তিক শ্রেণীভুক্ত।

৩। নিত্য যাগযজ্ঞ ছিল কর্তব্য এবং তা করতেই হত। কেউ এ থেকে কোনও ফল পেত বা পেত না।

৪। নৈমিত্তিক যাগযজ্ঞ সম্পাদিত হত তখন, যখন নির্বাহক কোনও পার্থিব সুযোগ সুবিধে লাভ করতে চাইত।

৫। ব্রাহ্মণ যাগযজ্ঞে জড়িত ছিল, পান করা, প্রাণিহত্যা ও ফুর্তি করার সঙ্গে।

৬। তখনও এসব যাগযজ্ঞ হত ধর্মকর্ম প্রতিপালন হিসেবে।

৭। যে ধর্ম যাগযজ্ঞের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা কিছুকে মূল্যবান ভাবা হয়, বুদ্ধ অস্বীকার করেছিলেন তা স্বীকার করতে।

৮। তিনি অনেক কারণ দিয়েছিলেন এক ব্রাহ্মণকে, যিনি তাঁর সঙ্গে বিতর্ক জুড়েছিলেন যে, কেন যাগযজ্ঞ ধর্মের অংশ ছিল না।

৯। এটা বর্ণিত হয় যে, সেখানে তিনজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে বিতর্ক করেছিলেন।

১০। তাঁরা ছিলেন কুতদন্ড, উজ্জয় এবং তৃতীয় জন ছিলেন উদয়ন।

১১। কুতদন্ড আশীর্বাদধন্য প্রভুকে অনুরোধ করেছিলেন বলতে যাগযজ্ঞের মূল্য সম্বন্ধে যা তিনি ভেবেছিলেন।

১২। আশীর্বাদধন্য প্রভু বলেছিলেন, "ভাল তারপর, ওহে ব্রাহ্মণ কান দাও ও মনোযোগ দিয়ে শোনো যা আমি বলব।"

১৩। "খুব ভাল, প্রভু," কুতদন্ড উত্তরে বলেছিলেন এবং আশীর্বাদধন্য ব্যক্তি যা বলছিলেন তা নিম্নরূপ :

১৪। "ওহে ব্রাহ্মণ, অনেকদিন আগে এক রাজা ছিলেন, নাম মহা বিগেতা, বলশালী, অনেক ধন ও বিশাল সম্পত্তির মালিক ; সোনা ও রুপোর ভান্ডার, উপভোগ্য বস্তুর সাহায্যকারী জিনিসপত্র, বস্তু ও শস্যের অধিকারী, তাঁর সম্পদ গৃহ ও শস্যভান্ডার পূর্ণ ছিল।

১৫। "এখন যখন রাজা মহা বিগেতা একবার একলা ধ্যানে বসেছিলেন তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন এই চিন্তায় : আমার সব ভাল জিনিসের প্রাচুর্য আছে, যা এক মরণশীল ব্যক্তি উপভোগ করতে পারে। পৃথিবীর সম্পূর্ণ বিস্তৃত বৃত্ত আমার, যা জয়ের দ্বারা অধিকৃত, এটা আরও ভাল হত যদি আমি বড় যাগযজ্ঞের নৈবেদ্য দিতাম, তা আমার দীর্ঘকালীন সুখ ও মঙ্গল নিশ্চিত করত।

১৬। তার ফলে ব্রাহ্মণ যিনি পুরোহিত ছিলেন, তিনি রাজাকে বলেছিলেন : মহারাজ রাজার দেশ হয় ক্লান্ত ও লুণ্ঠিত, দূরদেশে ডাকাতরা গ্রাম ও শহর লুঠ করে এবং রাস্তাঘাট করে অনিরাপদ। রাজা করেন কী, দীর্ঘদিন ধরে যা চলে আসছে, নতুন কর বসান, বাস্তবিক খুব ভাল কাজ করেন।

১৭। কিন্তু ঘটনাক্রমে মহারাজ চিন্তা করতে পেরেছিলেন : আমি খুব তাড়াতাড়ি এই বদমায়েসদের খেলা বন্ধ করতে পারব হ্রাস ও বিতাড়ন এবং জরিমানা ও বন্ধন ও মৃত্যু দ্বারা! কিন্তু তাদের স্বেচ্ছাচারিতা সন্তোষজনকভাবে বন্ধ করতে পারা যাবে না। দন্ডপ্রাপ্ত নয় এমন যে বাকি অংশ ছিল তারা রাজ্যকে দেশকে হয়রান করবে।

১৮। এই শ্রেণীকে পুরোপুরি শেষ করার এখন একটা গ্রহণীয় পদ্ধতি আছে। যারা রাজার রাজ্যে থাকবে তারা নিজেদের নিয়োজিত করবে গোরুমোষ দেখা ও চাষবাসের কাজে, তাদের মহারাজাকে দিতে খাবার ও বীজশস্য। রাজার রাজ্যে যারা নিজেদের বাণিজ্যের কাজে নিয়োজিত করবে তাদের মহারাজাকে মূলধন দিতে দিন। রাজার রাজ্যে যারা নিজেদের সরকারি কাজে নিয়োজিত করবে মহারাজাকে তাদের বেতন ও খাবার দিতে দিন।

১৯। "তখন ঐ লোকেরা, তাদের নিজের কাজে ব্যস্ত, রাজ্যকে হয়রান করবে না ; রাজার রাজস্ব বাড়বে, রাজ্য থাকবে শান্ত এবং শান্তিতে ও জনসাধারণ

একে অন্যের প্রতি সন্তুষ্ট ও সুখী থাকবে, বাচ্চারা হাতে হাত ধরে নাচবে, দরজা খুলে বসবাস করবে তারা।"

২০। "ওহে ব্রাহ্মণ, তখন রাজা মহা বিগেতা তাঁর পুরোহিতের কথা গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি যা বলেছিলেন তাই করলেন। এবং তখন তাদের ব্যবসায় রত থাকায় আর রাজ্যকে হয়রান করেনি। এবং রাজার রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। রাজ্য শান্ত ও শান্তিতে ছিল। এবং জনসাধারণ একে অপরের প্রতি সন্তুষ্ট ও সুখী ছিল, তাদের শিশুরা হাতে হাত ধরে নাচছিল দরজা খুলে বসবাস করেছিল।

২১। "যখন শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়েছিল, রাজা মহা বিগেতা তাঁর পুরোহিতকে ডেকেছিলেন আবার এবং বলেছিলেন : 'বিশৃঙ্খলা হয় শেষে, দেশ শান্তিতে থাকে। আমি ঐ বড় যজ্ঞ করতে চাই, একজন বৃদ্ধ ও শ্রদ্ধাস্পদ আমাকে পরিচালিত করুন কেমন করে আমি দীর্ঘকালীন সুখ ও মঙ্গল লাভ করতে পারি।

২২। "পুরোহিত রাজাকে উত্তরে বলেছিলেন, 'এটা এরকম হোক। মহারাজকে আমন্ত্রণ পাঠাতে দিন শহরে ও তাঁর রাজত্বের রাজ্যে যাঁরা ক্ষত্রিয়, তাঁর প্রজা ; যাঁরা তাঁর মন্ত্রী এবং সরকারি কর্মচারী বা যাঁরা ব্রাহ্মণ বা সম্পদশালী গৃহস্থ, বলুন : আমি-মনস্থ করেছি এক বড় যজ্ঞ করতে। বৃদ্ধ ও শ্রদ্ধাস্পদদের ঐ কাজে অনুপ্রেরণা দিতে দিন, যা আমাকে অনেকদিন ধরে সুখ ও মঙ্গলে রাখবে।'

২৩। "ওহে ব্রাহ্মণ কুটদন্ত, তখন রাজা তাঁর পুরোহিতের কথা মেনে নিয়েছিলেন এবং যা তিনি বলেছিলেন তা করেছিলেন। এবং তাঁদের প্রত্যেকে ক্ষত্রিয় ও মন্ত্রীরা এবং ব্রাহ্মণ ও গৃহস্থরা এরূপ উত্তর দিয়েছিলেন : মহারাজাকে যজ্ঞের যথাবিধি অনুষ্ঠান করতে দিন। রাজা! এ সময়টা যথোপযুক্ত।

২৪। রাজা বিগেতা ছিলেন জ্ঞানী ও নানাভাবে গুণান্বিত এবং তাঁর পুরোহিতও ছিলেন সমানভাবে জ্ঞানী ও গুণান্বিত।

২৫। "ওহে ব্রাহ্মণ পুরোহিত যজ্ঞের আগে রাজাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন এর সঙ্গে কী জড়িত ছিল। বা যখন তিনি যজ্ঞ করছিলেন বা যখন বড় যজ্ঞ হয়ে গিয়েছিল তখন কি এরকম খেদ অনুভব করেন : 'হায় এ স্থানে আমার অংশ নষ্ট হয়েছে (Used up);' রাজাকে এরূপ খেদ পোষণ করতে দিও না।

২৬। "বড় যজ্ঞ আরম্ভ করার আগে।

২৭। "ওহে ব্রাহ্মণ, আবার পুরোহিত যজ্ঞ শুরু হয়ে যাওয়ার আগে, কোনও অনুশোচনা প্রতিরোধ করার জন্য যা পরে মনে হয় উত্থাপিত হত এবং যাঁরা ওখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, বলেছিলেন : 'মহারাজ, এখন আপনার যজ্ঞে সেসব লোকেরা যারা জীবিত বস্তুর প্রাণ নেয় এবং সে থেকে নিবৃত্ত থাকে তা নেয় যা তাদের দ্বারা দেওয়া হয়নি এবং যারা তা থেকে নিবৃত্ত থাকে—যারা কামতাড়িত হয়ে খারাপ কাজ করে এবং যারা তা থেকে নিবৃত্ত থাকে, যারা মিথ্যা কথা বলে এবং যারা বলে না, যারা নিন্দা করে এবং যারা তা করে না, যারা ঔদ্ধ্যতের সঙ্গে কথা বলে এবং যারা তা করে না, যারা গল্প করে অসার বিষয়ে এবং যারা তা করে না, যারা অপরের জিনিসের প্রতি লোভ করে এবং যারা লোভ করে না, যারা খারাপ ইচ্ছা পোষণ করে এবং যারা পোষণ করে না, যাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভুল এবং যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ভাল, এদের প্রত্যেককেই যে খারাপ তাকে খারাপ নিয়েই থাকতে দাও। যারা ভাল করে তাদের জন্য মহারাজকে প্রস্তাব করতে দিন তাদের অধিকারের পরিকল্পনা করতে দিন, রাজাকে সন্তুষ্ট হতে দিন, আপনার হৃদয় কি তাদের মধ্যে শান্তি খুঁজে পাবে।"

২৮। ওহে ব্রাহ্মণ, এবং আবার ঐ যজ্ঞে কোনও ষাঁড়, ছাগল, মুরগি, মোটাসোটা শুয়োর বা এরকম কোনও জীবিত প্রাণীকে মেরে ফেলা হয়নি। খুঁটি হিসেবে ব্যবহারের জন্য কোনও গাছ কেটে ফেলা হয়নি, কোনও ঘাস কাটা হয়নি যজ্ঞস্থানের চারপাশে ছড়ানোর জন্য এবং ওখানে দাস, সংবাদবাহক ও কাজের লোকেরা যারা কাজ করছিল তাদের লাঠি বা ভয়ের দ্বারা চালিত করা হয়নি, তাদের মুখে চোখের জলের চিহ্ন সুদ্ধ আনা হয়নি। সে সাহায্য করার ইচ্ছে করেছিল সে কাজ করেছিল, যে সাহায্য করার ইচ্ছে করেনি। যে কাজ করেনি যা প্রত্যেকে করতে চেয়েছিল। সে করেছিল যা তারা করতে চায়নি, তা অসম্পন্ন রেখেছিল। শুধু ঘি এবং তেল ও মাখন এবং দুধ ও মধু এবং চিনি দিয়ে যজ্ঞ সম্পাদিত হয়েছিল।

২৯। "যদি আপনি ইচ্ছা করেন কোনও যজ্ঞ করতে, তা হলে আপনার যজ্ঞকে রাজা বিগেতার মতো করুন। যাগযজ্ঞ হয় অপ্রয়োজনীয়। পশুবলি হয় নৃশংসতা, যাগযজ্ঞ ধর্মের অংশ হতে পারে না। এটা ধর্মের সবচেয়ে খারাপ আকার, যা বলে তুমি স্বর্গে যেতে পারো একটা প্রাণিহত্যা করে।"

৩০। আমি নত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "গৌতম প্রাণিহত্যা ছাড়া এমন আর কী যজ্ঞ আছে যা আরও ফল ও সুবিধাদায়ী?"

৩১। "হ্যাঁ ব্রাহ্মণ, আছে।"

৩২। "গৌতম, সেগুলো কী?"

৩৩। "যখন এক ব্যক্তি বিশ্বাসী হৃদয়ে নিজে নৈতিক শিক্ষা গ্রহণ করে—প্রাণ হরণ থেকে সংযম, যা দেওয়া হয়নি তা নিতে সংযম, কামতাড়নায় খারাপ কাজ থেকে সংযম, মিথ্যা কথা থেকে সংযম ; শক্তিশালী আচ্ছন্নকারী উন্মত্ততা আনে এমন পানীয় থেকে সংযম, চিন্তাহীনতার মূল যা একধরনের উৎসর্গ তা উৎসবের সময় অর্থ বা উপহারদ্রব্য" বিতরণ, নিত্য ভিক্ষাদান, বসবাসের জায়গা দান, উপদেশ গ্রহণে স্বীকৃতির থেকে আনা।"

৩৪। এবং যখন তিনি এরকম বলেছিলেন, ব্রাহ্মণ কুটদন্ত আশীর্বাদধন্য ব্যক্তিকে বলেছিলেন : গৌতম অতি উত্তম, আপনার মুখনিঃসৃত বাণী।

(II)

১। এখন ব্রাহ্মণ উজ্জয় এটা বলেছিলেন মর্যাদাপূর্ণ এক ব্যক্তিকে :

২। "গুণবান, গৌতম কি যাগযজ্ঞের প্রশংসা করেন?"

৩। "না ব্রাহ্মণ, আমি সব যজ্ঞের প্রশংসা করি না। আমি এখনও যজ্ঞের প্রশংসা ধরে রাখতে পারি নি। যে যজ্ঞই হোক, ব্রাহ্মণ, গো-হত্যা করা হয়, ছাগল ও ভেড়া হত্যা করা হয়, হাঁস মুরগি ও শুয়োর হত্যা করা হয় এবং কতিপয় জীবন্ত প্রাণী ধ্বংস হয় এই যজ্ঞে, ব্রাহ্মণ যা হত্যার সঙ্গে জড়িত, আমি প্রশংসা করি না।" "কেন এরূপ?"

৪। "ব্রাহ্মণ এরূপ যজ্ঞে, প্রাণিহত্যা জড়িত, উত্তম ব্যক্তিও নয় বা যারা উপযুক্ত পথে প্রবিষ্ট তারাও কাছাকাছি হয় না (drawpear)।

৫। "ব্রাহ্মণ, কিন্তু যে যজ্ঞই হোক না কেন, গো-হত্যা করা হয় না এবং জীবিত প্রাণীর ধ্বংস সাধন করা হয় না। এরূপ যজ্ঞে হত্যা জড়িত নয়, আমি প্রশংসা করি, যেমন উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, এর দীর্ঘ বিধিবদ্ধ বদান্যতার কথা যা পরিবারের উন্নতির জন্য এক নৈবেদ্য বিশেষ।"

৬। "কেন এরূপ?" "ব্রাহ্মণ, এর কারণ, উত্তম ব্যক্তি ও যারা উপযুক্ত পথে প্রবিষ্ট তাদের কাছাকাছি আনে এরূপ যজ্ঞ, যাতে হত্যা জড়িত নয়।"

(III)

১। ব্রাহ্মণ উদয়ন একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন ঐ মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিকে, যেমন ব্রাহ্মণ উজ্জয় জিজ্ঞেস করেছিলেন।

২। "গুণবান গৌতম কি যাগযজ্ঞের প্রশংসা করেন?" বুদ্ধ উজ্জয়কে দেয় উত্তর-ই দিয়েছিলেন।

৩। তিনি বলেছিলেন : "উপযুক্ত যজ্ঞ সম্পাদিত হয়েছিল ঠিক সময়োচিতভাবে এবং হিংসা থেকে মুক্ত ছিল, এরূপ কাছে আনে তাদের ঈশ্বরজীবনে যারা দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, এমনকী তাদেরও, যাদের আছে অবগুণ্ঠন জড়ানো অতীত সময় (এখনও এই পৃথিবীতে) যাঁরা সময় অতিক্রম করেছিলেন ও বর্তমান (going)। এরূপ উজ্জল প্রশংসা করেন তাঁরা, যাঁরা মেধায় পারদর্শী।

"যজ্ঞেই হোক বা ধর্মমতের কাজে নৈবেদ্য উপযুক্তভাবে তৈরি হয় হার্দিক ধর্মনিষ্ঠ দ্বারা মেধার ঐ উপযুক্ত ক্ষেত্রে ভাল—জীবন, উৎসর্গী করণ, দান করা যায় এমন জীবন যাপন করেন—সুতরাং প্রচুর উৎসর্গ করলে দেবতারাও এর সঙ্গে আনন্দিত হন। এরূপে উৎসর্গ করলে চিন্তাশীল, সে সূত্রে জ্ঞানী জিতে নেয় পরম সুখী পৃথিবী, যা দুঃখ থেকে মুক্ত।"

৬. অনুধ্যানের ওপর আধারিত বিশ্বাস ধর্ম নয়

(I)

১। এটা সাধারণ ছিল এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা, যেমন : (১) আমি কি অতীতে ছিলাম? (২) আমি কি অতীতে ছিলাম না? (৩) আমি তখন কি ছিলাম? (৪) আমি কী থেকে কোনও অবস্থায় পৌঁছেছি? (৫) যে সময় আসছে তাতে আমি কী থাকব? (৬) যে সময় আসছে আমি কি তাতে থাকব না? (৭) তখন আমি কী হব? (৮) তখন আমি কেমন থাকব? (৯) কী থেকে আমার কোন দশা হবে? বা, আবার, এটা হয় সেই আজ যা নিয়ে তাঁর সন্দেহ আছে, তিনি নিজেকে জিজ্ঞেস করেন—(১) আমি কী? (২) আমি কী নয়? (৩) আমি কী হই? (৪) কেমন করে আমি হই? (৫) আমার সত্তা কোথা থেকে এসেছিল? (৬) এটা কোথায় যাবে?"

২। বিশ্ব সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উঠেছিল, তার মধ্যে কতকগুলো নিম্নলিখিত :

৩। বিশ্ব কীভাবে সৃষ্ট হয়েছিল? এটা কি চিরস্থায়ী?

৪। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কেউ কেউ বলেছিলেন, সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে ব্রহ্মার দ্বারা—অন্যরা বলেছিলেন এটার সৃষ্টি হয়েছিল প্রজাপতির দ্বারা।

৫। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে কেউ কেউ বলেছিলেন, এটা চিরস্থায়ী ছিল। অন্যরা বলেছিলেন, এটা তা ছিল না। কেউ কেউ বলেছিলেন, এটা সীমাবদ্ধ। অন্যরা বলেছিলেন, এটা অসীম।

৬। বুদ্ধ এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এগুলো জিজ্ঞাসিত হওয়া ও উত্তর দেওয়া যেতে পারে একগুঁয়ে লোকেদের দ্বারা।

৭। এইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সবকিছু জানা প্রয়োজন, যা কারুর ছিল না।

৮। তিনি বলেছিলেন, তিনি যথেষ্ট সর্বজ্ঞ ছিলেন না এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পক্ষে। যা কিছু জানার আছে তা সবই জানে বলে কেউ দাবি করতে পারত না বা যে-কোনও সময় আমরা যা কিছু জানতে চাই তা সে সময় জানতে পারব। সবসময়ই এমন কিছু জিনিস থাকে, যা অজানা।

৯। এসব কারণেই বুদ্ধ তাঁর ধর্ম থেকে এ মতবাদগুলো বাদ দিয়েছিলেন।

১০। তিনি ধর্মকে মূল্যহীন বিবেচনা করেছিলেন, যা ধর্ম হিসেবে এমন কতকগুলো মতবাদ তৈরি করেছিল, যা এর অংশ।

(II)

১। বুদ্ধের সমসাময়িকরা যে মতবাদগুলোর ওপর ভিত্তি করে তাঁদের ধর্ম গড়ে তুলেছিলেন তা সম্পর্কিত ছিল : (১) স্বয়ং, ও (২) বিশ্বের উৎস-এর সঙ্গে।

২। তাঁরা স্বয়ং সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করেছিলেন: (১) আমি কি অতীতে ছিলাম? (২) আমি কি অতীতে ছিলাম না? (৩) তখন আমি কি ছিলাম? (৪) আমি কী থেকে কোন অবস্থায় পৌঁছেছিলাম? (৫) যেদিন আসছে তাতে আমি থাকব কী? (৬) যেদিন আসছে তাতে আমি কি থাকব না? (৭) আমি তখন কী হব? (৮) আমি তখন কেমন থাকব? (৯) অমি কী থেকে কোন অবস্থায় পৌঁছব? বা, আবার আজ এটা হয় স্বয়ং, যা সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ আছে, নিজেকে জিজ্ঞেস করেন—(১) আমি কী? (২) আমি নই কী? (৩) আমি কী হই? (৪) আমি কেমন? (৫) কোথা থেকে আমার সত্তা এসেছিল? (৬) কোথায় পৌঁছবে এটা?

৩। বিশ্বের উৎস সম্বন্ধে অন্যেরা প্রশ্ন তুলেছিলেন।

৪। কেউ কেউ বলেছিলেন, এটা ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল।

৫। অন্যেরা বলেছিলেন, প্রজাপতি নিজেকে উৎসর্গ করে এটা সৃষ্টি করেছিলেন।

৬। অন্য শিক্ষকেরা অন্যান্য প্রশ্ন তুলেছিলেন (had to raise তুলতে চেয়েছিলেন) : "পৃথিবী চিরস্থায়ী—পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়—পৃথিবী সীমাবদ্ধ—পৃথিবী অসীম—শরীর হয় জীবন (জীব)—শরীর এক জিনিস ও জীবন অন্য জিনিস—সত্য আবিষ্কর্তা মৃত্যুর পর বেঁচে থাকেন—এক সত্য আবিষ্কর্তা মৃত্যুর পর বেঁচে থাকেন না,—তিনি মৃত্যুর পর বেঁচে থাকেন আবার থাকেন না—তিনি মৃত্যুর পর বাঁচেন বা বাঁচেন, না কোনওটাই হয় না।"

৭। বুদ্ধ বলেছিলেন এসব যে প্রশ্নগুলো ছিল তা একগুঁয়ে লোকেদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হতে পারত।

৮। কেন বুদ্ধ এই ধর্মীয় তত্ত্বগুলো ব্যবহারের পক্ষে অনুপযুক্ত বলে বর্ণনা করেছিলেন তার তিনটে কারণ ছিল।

৯। প্রথমত, এগুলোকে ধর্মের হিসেবে তৈরি করার কোনও কারণ ছিল না।

১০। দ্বিতীয়ত এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য দরকার ছিল সবকিছু জানার যা কারুর জানা ছিল না। তিনি তাঁর বক্তৃতায় এটা জোর দিয়ে বলেছিলেন।

১১। তিনি বলেছিলেন যে, একবার ও একই সময় কেউ দেখা ও জানার সব কাজ করতে পারে না। জ্ঞান চূড়ান্ত নয়। সবসময় বেশি কিছু থাকে জানার।

১২। এই তত্ত্বগুলোর বিরুদ্ধে তৃতীয় যুক্তি ছিল এই যে, এগুলো শুধু কাল্পনিক ছিল। এগুলো প্রমাণিত সত্যও না বা প্রমাণ করাও যায় না।

১৩। এগুলো ছিল কল্পনার ফলাফল (let loose)। এগুলোর পেছনে কোনও বাস্তবতা ছিল না।

১৪। মানুষের এই কাল্পনিক তত্ত্বগুলোর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ছাড়া ও ভাল কী ছিল? যে-কোনও একটাও ভাল নয়।

১৫। বুদ্ধ বিশ্বাস করতেন না যে, পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবী বিকশিত হয়েছিল।

৭. ধর্মের বই পড়া ধর্ম নয়

১। ব্রাহ্মণেরা তাঁদের সব ঝোঁক দিয়েছিলেন জ্ঞানের ওপর। তাঁরা শিক্ষা দিতেন

যে, সবকিছুর আদিঅন্ত ছিল জ্ঞান। এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু ধারণা করা যেত না।

২। অন্যদিকে বুদ্ধ সকলের জন্য শিক্ষার সমর্থক ছিলেন। তা ছাড়া শুধুমাত্র জ্ঞান ছাড়া জ্ঞানের ব্যবহার সম্ভবত একজন মানুষ যেভাবে করেন, তিনি সে বিষয়েই বেশি সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

৩। সুতরাং তিনি খুব নির্দিষ্ট ভাবে জোর দিয়েছিলেন যে, যাঁর জ্ঞান আছে তাঁরই শীল (ধর্ম) থাকবে ও শীল (ধর্ম) ছাড়া জ্ঞান অতি বিপজ্জনক।

৪। ভিক্ষু পাতিসেনাকে তিনি যা বলেছিলেন তাতে প্রজ্ঞার তুলনায় শীলের গুরুত্ব খুব ভালভাবে চিত্রিত হয়েছিল।

৫। প্রাচীনকালে বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তীতে বাস করতেন, তখন এক ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী ছিলেন যাকে পাতিসেনা নামে ডাকা হত, যিনি প্রকৃতিগত কারণে খিটখিটে ও নির্বোধ ছিলেন এবং একটা গাথাও মুখস্থ করতে পারেননি।

৬। বুদ্ধ সেইজন্য আদেশ দিয়েছিলেন দিন দিন তাঁকে ৫০০ আর্হৎ শিক্ষা দিতে, কিন্তু তিন বছর পরও তিনি একটাও গাথা মনে রাখতে সক্ষম হননি।

৭। তখন দেশের সব লোক (চাতুর্বর্ণের লোক) তাঁর অজ্ঞতা জেনে, তাঁকে উপহাস করতে শুরু করেছিল ফলে বুদ্ধ তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে, তাঁকে তাঁর পাশে ডেকে নেন এবং আস্তে আস্তে মুখস্থ বলেন নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তি : "তিনি যিনি তাঁর মুখকে রক্ষা করেন ও চিন্তাকে সংযত করেন, যিনি শারীরিকভাবে কাউকে কষ্ট দেন না, যে মানুষ এরূপ কাজ করেন তিনি মুক্তি পাবেন।"

৮। তখন পাতিসেনা তাঁর প্রতি প্রভুর সদাশয়তার বোধ দ্বারা বিচলিত হয়েছিল, তাঁর হৃদয় উন্মুক্ত বোধ হয়েছিল এবং একবার তিনি পঙ্‌ক্তিটি মুখস্থ বলেন।

৯। বুদ্ধ তখন তাঁকে উদ্দেশ্য করে আবার বক্তৃতা দিয়েছিলেন, "এক বৃদ্ধ মানুষ, তুমি এখন এক পঙ্‌ক্তি মুখস্থ বলতে পারো, এবং লোকেরা এটা জানে এবং তারা আপনাকে উপহাসও করবে, সেইজন্য আমি আপনাকে ঐ কবিতার অর্থ ব্যাখ্যা করব এবং আপনি তা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন।"

১০। তখন বুদ্ধ শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত তিনটে কারণের কথা বলেছিলেন, চারটে সম্পর্কিত ছিল মুখের সঙ্গে, তিনটে সম্পর্কিত ছিল চিন্তার সঙ্গে, যেগুলো

ধ্বংস করে মানুষ মুক্তি পেতে পারত, ফলে ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী সত্য পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করে এরূপ ব্যাখ্যা ও আর্হতের (Arahat) শর্ত পেয়েছিলেন।

১১। এখন, এই সময় ৫০০ ভিক্ষুণী তাঁদের বিহারে বাস করতেন, যাঁরা তাঁদের মধ্যে একজনকে বুদ্ধের কাছে এই অনুরোধ নিয়ে প্রেরণ করেছিলেন যে, তিনি যেন তাঁদের ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য এক পুরোহিতকে প্রেরণ করেন।

১২। বুদ্ধ তাঁদের অনুরোধ শুনে ইচ্ছা করেছিলেন বৃদ্ধ ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী পাতিসেনাকে এই উদ্দেশ্যে তাঁদের কাছে প্রেরণ করতে।

১৩। এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা জেনে, সব সন্ন্যাসিনীরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি শুরু করেছিলেন, এবং একমত হয়েছিলেন পরের দিন, গাথা ভুল (উলটো দিকে) বলতে যখন তিনি আসবেন এবং বৃদ্ধ মানুষটিকে তা এত বিহ্বল করে যে তিনি লজ্জায় পড়বেন।

১৪। তারপর যখন পরের দিন তিনি এসেছিলেন, বড়-ছোট সব ভিক্ষুণী এগিয়ে এসেছিলেন তাঁকে প্রণাম জানাতে এবং যখন তাঁরা তা করছিলেন একে অন্যের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছিলেন।

১৫। তারপর বসলে, তাঁকে খাবার নিবেদন করা হয়েছিল। খাওয়া ও তাঁর হাত ধোয়ার পর, তাঁরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর ধর্মোপদেশ শুরু করতে। ফলে ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী উঁচু বসার জায়গা থেকে নেমে আসেন এবং তলায় বসে শুরু করেছিলেন :

১৬। "ভগ্নিরা! আমার মেধা অল্প, আমার জ্ঞান খুব কম। আমি একটামাত্র গাথা জানি, কিন্তু আমি ওটা মুখস্থ বলব এবং অর্থ ব্যাখ্যা করব। আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনুন ও বুঝুন।"

১৭। তখন অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসিনীরা গাথাটি উলটোদিক থেকে বলার চেষ্টা শুরু করেছিলেন ; কিন্তু দেখো। তাঁরা তাঁদের মুখ খুলতে পারেননি ; এবং লজ্জা পেয়েছিলেন, দুঃখে তাঁরা তাঁদের মাথা নিচু করেছিলেন।

১৮। তখন পাতিসেনা গাথাটি মুখস্থ বলেছিলেন, এটা ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছিলেন যেমন বুদ্ধ তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

১৯। তখন সব ভিক্ষুণীরা তাঁর কথা শুনে অবাক হয়েছিলেন এবং আনন্দে এরূপ শিক্ষার কথা শুনে একাত্মা হয়ে তা গ্রহণ করেছিলেন এবং আর্হৎ হয়েছিলেন।

২০। এর পরের দিন, রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং পুরোহিতদের ধর্মসভা তাঁর প্রাসাদে সম্মিলিত হয় আতিথেয়তার অংশ নেওয়ার জন্য।

২১। বুদ্ধ সেইজন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটিকে চিনতে পেরে, এবং পাতিসেনার সম্মানীয় উপস্থিতিতে ইচ্ছা করেছিলেন তাঁকে দিয়ে তাঁর ভিক্ষাপাত্র বহন করতে ও তাঁকে অনুসরণ করতে, যেমন তিনি গিয়েছিলেন।

২২। কিন্তু যখন তাঁরা রাজপ্রাসাদের দ্বারে এসেছিলেন, দ্বাররক্ষী তাঁর চরিত্র জেনে (পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহ) দবরারের ভেতর যেতে দেননি, বলেন : " আমাদের কোনও আতিথেয়তার ব্যবস্থা নেই এমন একজন পুরোহিতের জন্য, যিনি একটি মাত্র গাথা জানেন ; আপনার মতো সাধারণ মানুষের জন্য কোনও ঘর নেই ; নিজের ভালর জন্য জায়গা দেখো ও দূর হও।"

২৩। অতএব পাতিসেনা দরজার বাইরে বসে ছিলেন।

২৪। এইবার বুদ্ধ মঞ্চ থেকে নেমে এসেছিলেন, তাঁর হাত ধোয়ার পর তিনি বলেন দেখো, পাতিসেনার হাত, হাতে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে তিনি ঘরে প্রবেশ করেছিলেন।

২৫। তখন রাজা, মন্ত্রীরা এবং উপস্থিত সবাই এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যান এবং বলেছিলেন, "ইনি কে?"

২৬। ফলে বুদ্ধ উত্তর দিয়েছিলেন, 'ইনি পাতিসেনা, ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসী, ইনি সম্প্রতি আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে, এবং আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, তিনি যেন ভিক্ষাপাত্র আমার পেছনে থাকেন, কিন্তু দ্বাররক্ষী তাঁকে ঢুকতে দেননি।"

২৭। এইভাবে সে ভেতরে ঢুকতে ও সভায় যোগ দিতে পেরেছিল।

২৮। তখন প্রসেনজিৎ বুদ্ধের দিকে ফিরে বলেছিলেন, "আমি শুনি যে, এই পাতিসেনা হয় খুব অল্প দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ এবং জানেন মাত্র একটা গাথা, তা হলে কেমন করে তিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করলেন।"

২৯। বুদ্ধ যার উত্তরে বলেছিলেন, "জ্ঞান বেশি হওয়ার প্রয়োজন নেই, আচরণ (শীল) হল প্রথম।"

৩০। "এই পাতিসেনা, এই একটা গাথার বাণীর অন্তর্নিহিত ধর্ম তাঁকে দিয়েছিল তাঁর চেতনাতে প্রবেশ করতে, তাঁর শরীর, মন ও চিন্তাগুলো লাভ করেছিল সম্পূর্ণ (quietude); সেজন্য যদিও একজন মানুষ অনেক কিছু জানেন, যদি

তাঁর জ্ঞান তাঁর জীবনে না পৌঁছয়, ক্ষমতা থেকে তাঁকে দেওয়া এমন কিছু যা তাঁকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, তাঁর সব জ্ঞানের কী সুবিধে সে পাবে?"

৩১। তখন বুদ্ধ বলেছিলেন :

৩২। "যদিও একজন মানুষ হাজার পঙ্‌ক্তি (ভাগ) মুখস্থ করে, কিন্তু যা তিনি মুখস্থ করেন, সেই ছত্রগুলোর অর্থ বুঝতে পারেন না, তাঁর সম্পন্ন কাজ একটা বাক্য ভালভাবে বুঝে পুনরাবৃত্তি করার সমান নয়, যা সম্ভব হয় তখন, যখন চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা শোনা গিয়েছিল। না বুঝে হাজার শব্দ উচ্চারণ করা, এতে কী লাভ হয়? কিন্তু এক সত্য বোঝা এবং তা শোনা, তদনুসারে কাজ করা, এটাই মুক্তি খোঁজার পথ।

৩৩। "একজন মানুষ অনেক বই মুখস্থ বলতে পারে কিন্তু যদি তিনি সেগুলো ব্যাখ্যা না করতে পারেন এতে কী লাভ হয়? কিন্তু আইনের একটা বাক্য ব্যাখ্যা করলে ও তদনুযায়ী চললে, এটাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান খুঁজে পাওয়ার উপায়।"

৩৪। এই বাণী শুনে, ২০০ ভিক্ষু, রাজা ও তাঁর মন্ত্রীরা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন।

৮. ধর্মের বই অভ্রান্ত, এই বিশ্বাস ধর্ম নয়

১। ব্রাহ্মণরা ঘোষণা করেছিলেন যে, বেদগুলো শুধু পবিত্রই নয় কিন্তু ক্ষমতার দিক থেকে এগুলো ছিল চূড়ান্ত।

২। শুধুমাত্র বেদগুলো ব্রাহ্মণদের দ্বারাই চূড়ান্ত বলে ঘোষিত হয়নি কিন্তু এগুলো তাঁদের দ্বারা অভ্রান্ত বলে ঘোষিত হয়েছিল।

৩। এই একটি উক্তিতে বুদ্ধ ব্রাহ্মণদের পুরোপুরি বিরোধিতা করেছিলেন।

৪। তিনি অস্বীকার করেছিলেন যে, বেদগুলো পবিত্র ছিল। যা কিছু বেদে বলেছিল তা চূড়ান্ত ছিল, তাও তিনি অস্বীকার করেছিলেন।

৫। আরও অনেক শিক্ষক ছিলেন, যাঁরা তাঁর মতো মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন। যাই হোক, পরবর্তীকালে তাঁরা ও তাঁর অনুগামীরা পরাজয় স্বীকার করেছিলেন ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও সুনাম জয় করার জন্য তাঁদের দর্শনের পদ্ধতিতে। কিন্তু বুদ্ধ এই সমস্যাকে কখনও স্বীকার করেননি।

৬। তিজ্জসুত্তে বুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন যে, বেদগুলো ছিল জলহীন মরুভূমি, পথহীন জঙ্গল, কার্যত চিরমৃত্যু। কোনও মানুষ বুদ্ধিমত্তা ও নৈতিক পিপাসা

নিয়ে বেদের কাছে যেতে পারবে না এবং আশা করতে পারে না তাঁর পিপাসা নিবৃত্তির।

৭। বেদের অভ্রান্ততায় যেমন, তিনি বলেছিলেন কিছুই অভ্রান্ত নয়, এমনকী বেদও নয়। তিনি বলেছিলেন প্রত্যেকটা জিনিস পরীক্ষা ও পুনঃ পরীক্ষার সাপেক্ষ।

৮। কালামদের প্রতি তাঁর ধর্মোপদেশে তিনি এটা পরিষ্কার করেছিলেন।

৯। একবার আশীর্বাদধন্য ব্যক্তিটি, কোশল রাজ্য পার হয়ে যাওয়ার সময়, সঙ্গে ছিল বিশাল সংখ্যক শিষ্যবৃন্দ, কেশপুত্ত শহরে এসেছিলেন যা কলামদের বাসভূমি ছিল।

১০। যখন কালামরা জানতে পেরেছিল তাঁর আগমনের কথা, তারা সেখানে গিয়েছিল যেখানে আশীবার্দধন্য প্রভু ছিলেন ও একপাশে বসে ছিল। এরকম ভাবে বসে। কেশপুত্তের কলামরা আশীর্বাদধন্য প্রভুকে বলেছিলেন :

১১। "প্রভু, কিছু যোগী ও সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা কেশপুত্তে আসেন ও যাঁরা ব্যাখ্যা করেন ও প্রশংসা করেন তাঁদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির কিন্তু তাঁরা অন্যের দৃষ্টিভঙ্গিকে গুঁড়ো করেন, গালাগালি দেন ও বিরোধিতার চোখে দেখেন, এবং অন্য যোগী ও সন্ন্যাসীরাও আছেন প্রভু, যাঁর কেশপুত্তে আসেন এবং তাঁরাও তাঁদের নিজস্ব বিশ্বাস ব্যাখ্যা করেন ও প্রশংসা করেন কিন্তু ধ্বংস করেন, দমন করেন অবজ্ঞা করেন ও অন্যের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে নিজেদের রাখেন।

১২। "এবং সুতরাং প্রভু আমরা অনিশ্চয়তা ও সন্দেহে আছি, এসব বৃদ্ধ ও শ্রদ্ধাস্পদ যোগীদের মধ্যে কারা সত্যি বলছেন ও কারা মিথ্যা।"

১৩। "ভাল কারণ, বস্তুত কলামরা অনিশ্চয়তা আছো, সন্দেহে আছো বলেছিলেন আশীর্বাদধন্য প্রভু। সত্যই উপলক্ষ আছে তোমাদের অনিশ্চয়তা ও সন্দেহের।"

১৪। "কলামরা এসো," প্রভু অবিচ্ছিন্নভাবে বলেন, যার দ্বারা শুনছিলেন সেখানে যাবেন শুধু, শুধুই যাবেন না সেখানে যেখানে যা কিছু একজন থেকে অন্যজনের হাতে গিয়েছিল, সাধারণভাবে যা জানানো হয়েছে সেখানে যাবেন, শুধু যাবেন না, ধর্মপুস্তকে যা লেখা থাকে সেখানে, হেতুবাদের চতুরতায় যাবেন না, তর্কের চতুরতায় যাবেন না, শুধু আকৃতি-প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে বিবেচনা করতে যাবেন না, ঐকমত্যের বিশ্বাস দৃষ্টিভঙ্গিতে শুধু যাবেন

না, যা কিছু আসল দেখায় শুধু সেখানে যাবেন না, যোগী বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির বাণীতে শুধু যাবেন না।"

১৫। "তা হলে আমাদের কী করা উচিত? আমাদের কোনও পরীক্ষা প্রয়োগ করা উচিত?" কলামরা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

১৬। "পরীক্ষাগুলো হয় এই" আশীর্বাদধন্য প্রভু উত্তর দিয়েছিলেন, "নিজেদের জিজ্ঞেস করো, আমরা জানি কিনা এই জিনিসগুলো অস্বাস্থ্যকর, এই জিনিসগুলো নিন্দনীয়, এই জিনিসগুলো জ্ঞানীর দ্বারা নিন্দিত, এই জিনিসগুলো করায় বা করাতে চেষ্টা করে খারাপ ও দুঃখজনক কিছু।

১৭। কালামরা আপনাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত ও জিজ্ঞেস করা উচিত যে, ধর্মোপদেশ শিক্ষা দিয়েছিল তা তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ঘৃণা, প্রবঞ্চনা ও হিংস্রতাকে বাড়িয়েছিল কিনা।

১৮। "কালামরা এটা যথেষ্ট নয়, আপনাদের আরও এগিয়ে যাওয়া ও দেখা উচিত এই ধর্মোপদেশ মানুষকে যেন আবেগের দাস করে কিনা, এবং যেন তাঁকে জীবিত প্রাণী মারতে প্ররোচিত না করে, যা তাঁকে দেওয়া হয়নি তা নেওয়া, পরস্ত্রী গমন, মিথ্যাকথন ও অন্যান্য কাজ (like deeds) করে কিনা?

১৯। এবং অবশেষে আপনাদের জিজ্ঞেস করা উচিত এসব তাঁকে খারাপ কাজ ও দুঃখের দিকে ঝোঁক থাকার কাজ করে কিনা।"

২০। "কালামরা, এখন আপনারা কী ভাবেন?"

২১। "এই জিনিসগুলো কি মানুষের ভাল বা খারাপ ঝোঁক থাকার ব্যবস্থা করে?"

২২। "তাঁর খারাপের, প্রভু," কলামরা উত্তর দিয়েছিল।

২৩। "কলামরা, আপনারা কী মনে করেন—এগুলো স্বাস্থ্যকর বা অস্বাস্থ্যকর?"

২৪। "এগুলো অস্বাস্থ্যকর প্রভু।"

২৫। "এগুলো কি নিন্দনীয়?"

২৬। "নিন্দনীয় প্রভু," উত্তর দিয়েছিলেন কলামরা।

২৭। "জ্ঞানীর দ্বারা নিন্দিত বা গৃহীত?"

২৮। "জ্ঞানীর দ্বারা নিন্দিত," উত্তর দিয়েছিলেন কলামরা।

২৯। খারাপ বা দুঃখের দিকে কি তাদের এগিয়ে দেওয়ার কাজ করা বা তার চেষ্টা হয়েছিল?"

৩০। "প্রভু করা বা চেষ্টা করা হয়েছিল তাঁদের খারাপ ও দুঃখের দিকে পাঠানোর।"

৩১। "এক ধর্মপুস্তক যা শিক্ষা দেয় তা চূড়ান্ত বা অভ্রান্ত হিসেবে গ্রহণীয় নয়?"

৩২। "না প্রভু," কলামরা বলে ছিল।

৩৩। "কালামরা, এটাই ঠিক, যা আমি বলেছিলাম। আমি যা বলেছিলাম তা হল, যার দ্বারা আপনি শুনেছেন শুধু সেখানে যাবেন না, যার দ্বারা একজনের থেকে অন্যজন কিছু হাতে পেয়েছে শুধু সেখানে যাবেন না, তর্কের চতুরতায় যাবেন না ; শুধু আকৃতি-প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে বিবেচনা করতে যাবেন না ; ঐকমত্যের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিতে যাবেন না, যোগী বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির বাণীতে যাবেন না।

৩৪। "কেবলমাত্র যখন আপনারা নিজেরা বস্তুত জানেন : এই জিনিসগুলো অস্বাস্থ্যকর, এই জিনিসগুলো নিন্দনীয়, এই জিনিসগুলো জ্ঞানীর দ্বারা নিন্দিত, এই জিনিসগুলো খারাপ দুঃখের দিকে পাঠায়—" তখন কলামরা, আপনাদের উচিত এগুলোকে সরিয়ে দেওয়া।

৩৫। চমৎকার, প্রভু, অতি চমৎকার। আমরা আশীর্বাদধন্য প্রভুর কাছে যাই আশ্রয়ের জন্য ও তাঁর উপদেশের জন্য, অনুগামীদের মতো, আশীর্বাদধন্য প্রভু আমাদের গ্রহণ করেন, আজকের দিন থেকে যতদিন বাঁচব আমরা, আপনার আশ্রয়ে থাকব।"

৩৬। এই যুক্তির সারাংশ সুস্পষ্ট। কারুর উপদেশ প্রামাণিক হিসেবে গ্রহণ করার আগে ঘটনার দ্বারা যাবেন না, ধর্মপুস্তকে থাকে, তর্কের চতুরতায় যাবেন না, শুধু আকৃতি-প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে বিবেচনা করতে যাবেন না, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষা দেওয়া ঐকমত্য এই ঘটনায় শুধু যাবেন না, শুধু যাবেন না, কারণ ওগুলো আসলের মতো মনে হয়, কিছু যোগী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাবেন না।

৩৭। কিন্তু চিন্তা করুন বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির খোঁজে, যা পুনঃ পুনঃ উক্তিদ্বারা মনোমধ্যে নিবদ্ধ করা হয়েছিল তা স্বাস্থ্যকর বা অস্বাস্থ্যকর নিন্দনীয় বা অনিন্দনীয় ভাল বা খারাপের দিকে পরিচালিত করে কিনা।

৩৮। এই কারণে, একজন যে-কোনও ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

□ □ □

অধ্যায় - ৫

স্বধম্মো কী?

বিভাগ-১—স্বধম্মোর কার্যাবলী

১। কলুষিত মনের শুদ্ধিকরণ

২। বিশ্বে ন্যায়রাজ্য প্রতিষ্ঠা

বিভাগ-২—প্রাদ্নো শিক্ষার মধ্য দিয়ে ধম্মো থেকে স্বধম্মো হওয়া সম্ভব।

১। ধম্মো যখন সকলের কাছে অবারিত হয়, তখন স্বধম্মোতে রূপান্তর ঘটে।

২। ধম্মো থেকে স্বধম্মো হতে হলে এই শিক্ষা পেতে হবে যে, অধ্যয়নই সব নয়, এটি পাণ্ডিত্যেই প্রকাশ পায়।

৩। প্রাদ্নো শিক্ষার কী প্রয়োজন এটা জানলে ধম্মো থেকে স্বধম্মো পৌঁছনো সম্ভব।

বিভাগ-৩—ধম্মো থেকে স্বধম্মো হতে হলে মৈত্রীতে উন্নত হতে হবে।

১। ধম্মো তখন স্বধম্মো হবে, যখন এটি শিক্ষা দেবে যে, প্রাদ্নোই যথেষ্ট নয়, শীল শিক্ষারও প্রয়োজন রয়েছে।

২। ধম্মো তখনই স্বধম্মো হবে, যখন এটি শিক্ষা দেবে প্রাদ্নো শীল এগুলির সঙ্গে করুণারও প্রয়োজন রয়েছে।

৩। ধম্মো তখনই স্বধম্মো হবে যখন এটি শিক্ষা দেবে করুণার চেয়েও মৈত্রী বেশি প্রয়োজন।

বিভাগ-৪—ধম্মো থেকে স্বধম্মো তখনই সম্ভব, যখন সমস্ত সামাজিক বিধিনিষেধকে ভেঙে ফেলা সম্ভব হবে।

১। ধম্মো তখনই স্বধম্মো হবে যখন মানুষে মানুষে বিভেদ ঘুচে যাবে।

২। ধম্মো থেকে স্বধম্মো হতে হলে জানতে হবে মানুষের মূল্য জন্ম দিয়ে হয়, না যোগ্যতা দিয়ে হয়।

৩। ধম্মো থেকে স্বধম্মো হতে হলে মানুষে মানুষে সমতা আনতে হবে।

বিভাগ-১

স্বধম্মোর ফল

১. মনের শুদ্ধিকরণ

১। এক সময়, ভগবান বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তীতে বসবাস করছিলেন, তখন কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ রথ থেকে অবতরণ করে অতীব শ্রদ্ধাবনতচিত্তে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন।

২। এবং আগামী দিনে তাঁকে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। রাজার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর প্রজাগণ যেন বুদ্ধের মাহাত্ম্যকে প্রত্যক্ষ করে এবং তাঁর মতবাদে দীক্ষিত হয়।

৩। বুদ্ধ এই আমন্ত্রণে সন্তুষ্ট হন। তিনি পরের দিন তাঁর শিষ্যবৃন্দদের নিয়ে কোশল রাজ্যে উপস্থিত হন। শহরের চারটি রাস্তার সঙ্গমস্থলে তাঁর উপবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

৪। আহার সমাপ্তির পর, রাজার অনুরোধে বুদ্ধ চারটি রাস্তার সঙ্গমস্থলে দাঁড়িয়ে ধর্মোপদেশ দেন। সেখানে বিশাল জনসমাবেশ ঘটেছিল।

৫। সেই সময় সেখানে দু'জন বণিক দাঁড়িয়ে তাঁর কথা শুনছিলেন।

৬। তাঁদের মধ্যে একজন মুগ্ধ হয়ে বললেন "জনসমাবেশে জ্ঞানসমৃদ্ধ ধর্মোপদেশ প্রদানের এই আয়োজন মহারাজার বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করছে। এর প্রয়োগ এবং প্রভাব খুবই ব্যাপক ও গভীর।

৭। অন্য বণিকের মতে, এই ব্যক্তিটিকে দিয়ে মহারাজার এই ধরনের ধর্মপ্রচারের আয়োজন নিতান্তই মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়।

৮। "গোশাবক যেমন গাভীর পশ্চাৎধাবন করে নেয়, যেমনভাবে তাকে চালিত করে ; গোশাবকও হাম্বা রবে তাকে অনুসরণ করে, তেমনই বুদ্ধও মহারাজকে অনুসরণ করছেন।" দু'জন বণিক এইরূপ মন্তব্য করে শহর ত্যাগ করল ও

একটি পান্থশালায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করল।

৯। সাধু বণিকটি কিঞ্চিৎ সুরাপানের পর এর থেকে বিরত হলেন এবং চার রক্ষক আত্মা যারা সমস্ত পৃথিবীকে রক্ষা করে তাদের দ্বারা সুরক্ষিত হলেন।

১০। অসাধু বণিকটি অসৎ আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে আকণ্ঠ সুরাপান করল এবং পান্থশালার নিকটবর্তী রাস্তার ওপরে নিদ্রাভিভূত হলেন।

১১। প্রাতঃকালে বণিকদের পণ্যবাহী শকটগুলি সেই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় বুঝতেও পারল না, পথিমধ্যে এক ব্যক্তি শায়িত রয়েছেন। গাড়ির চালক না বুঝে তার ওপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিল। বণিকটি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১২। অন্য বণিকটি দূর দেশ থেকে এখানে এসেছেন। পবিত্র অশ্ব তাঁর সম্মুখে এসে মাথা নত করে তাঁকে সম্ভ্রম জানালে তাঁকেই রাজা হিসেবে স্বীকৃত দেওয়া হল এবং তিনি প্রথা অনুযায়ী রাজসিংহাসনে আসীন হলেন।

১৩। এই ঘটনার পরে, তাঁর জীবনের নতুন মোড় নেওয়া বণিকটি প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাঁর দেশের জনগণকে ধর্মোপদেশ দেওয়ার জন্য বুদ্ধকে আমন্ত্রণ জানালেন।

১৪। সেই অনুষ্ঠানেই বিশ্ববন্দিত ব্যক্তি অসাধু বণিকের মৃত্যুর কারণ বর্ণনা করলেন এবং সাধু বণিকদের উন্নতির কারণগুলিও ব্যাখ্যা করলেন। তিনি সেইসঙ্গে এই পঙ্‌ক্তিগুলিও সংযোজন করলেন :

১৫। সমস্ত কিছুর উৎসই হল মন। মনই প্রভু। মনই কারণ।

১৬। মনে যদি কুচিন্তা থাকে, তখন তার বাক্য ও তার কর্ম সবই অসদ্‌ভাবনা-প্রসূত হবে। রথের চাকা যেমন রথের সারথিকে অনুসরণ করে, দুঃখও তেমনই তাকে অনুসরণ করবে।

১৭। মনই সমস্ত কিছুর উৎস। মনই সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। আবার মনই উদ্ভাবক।

১৮। মনে যদি সৎচিন্তা থাকে, তবে তার বাক্য, তার কর্ম সবই সৎ হয়। এবং এর ফলে ছায়া যেমন কায়াকে অনুসরণ করে, তেমনই সুখও তাকে অনুসরণ করে।

১৯। বুদ্ধের এই বাক্যগুলি শ্রবণ করার পর রাজা ও তাঁর অমাত্যগণ এবং অগণিত ব্যক্তিরা ধর্মান্তরিত হলেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

২. বিশ্বকে ন্যায়ের রাজ্যে পরিণত করা

১। ধর্মের উদ্দেশ্য কী?

২। বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্নভাবে তার উত্তর দিয়েছে।

৩। এই প্রশ্নের উত্তরে সবাই একই কথা বলেছেন ঈশ্বরের অনুসন্ধান করতে হবে এবং আত্মাকে সৎপথে চালিত করতে হবে।

৪। বেশিরভাগ ধর্মই তিন ধরনের রাজত্বের কথা বলেছেন।

৫। কেউ বলেছে, স্বর্গ রাজ্যের কথা, কেউ বলেছেন মর্তের কথা। কেউ, বা নরকের কথা বলেছেন।

৬। বলা হয় স্বর্গরাজ্য ভগবান শাসন করেন, আর নরক শাসন করে শয়তান। মর্তরাজ্য হল দ্বন্দ্বভূমি। এখানে শয়তান এককভাবে শাসন করতে পারে না। আবার ভগবানও এখানে তাঁর একাধিপত্ব স্থাপন করতে পারেনি। তবে আশা করা যায় একদিন এটি ঈশ্বরের স্থান হবে।

৭। কোনও কোনও ধর্মের মতে স্বর্গরাজ্যে ন্যায়ধর্মের দ্বারা চালিত হয়, কেন না স্বয়ং ঈশ্বর এখানে শাসন করেন।

৮। অন্য ধর্মের মতে স্বর্গরাজ্য কখনও মর্তে অবস্থান করতে পারে না। এটি স্বর্গের অপর নাম। সেখানে একমাত্র সেই ব্যক্তিই পৌঁছতে পারেন, যিনি ঈশ্বরে এবং তাঁর প্রেরিত শিষ্যকে বিশ্বাস করেন। তিনি যখন স্বর্গে পৌঁছন তখন জীবনের সবরকম ইন্দ্রিয়সুখ তিনি ভোগ করবেন। কারণ তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী।

৯। প্রত্যেক ধর্মই একই কথা বলেছে, স্বর্গরাজ্য পৌঁছনোই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এবং কী করে পৌঁছবে সেটাই হল শেষ কথা।

১০। ধর্মের উদ্দেশ্য কী? এই প্রশ্নের উত্তর বুদ্ধ ভিন্নভাবে দিয়েছেন।

১১। তিনি কখনও মানুষকে বলেননি, কাল্পনিক স্বর্গরাজ্যে পৌঁছনোই তার লক্ষ্য হতে হবে। মর্তেই ন্যায়রাজ্য স্থাপন করা যায়। এবং এটা সম্ভব, মানুষ যদি ন্যায় আচরণ করে।

১২। তিনি জনগণকে বলেছিলেন, মানুষ একে অপরের দুঃখমোচন করতে পারবে তখনই, যখন একে অপরের প্রতি সদ্ আচরণ করবে। এবং এর মাধ্যমেই পৃথিবীতে ন্যায়রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

১৩। তাঁর এই ভাবনা তাঁকে অন্য ধর্ম থেকে পৃথক করে দিয়েছে।

১৪। তিনি পঞ্চশীল, অষ্টাঙ্গ মার্গ এবং পারমিতার ওপরে জোর দিয়েছিলেন।

১৫। বুদ্ধ কেন তাঁর ধর্মে এগুলির ওপরে জোর দিয়েছিলেন। কেননা এর মধ্যে দিয়েই মানুষ একমাত্র ন্যায়পথে চলতে পারবে।

১৬। মানুষ একে অপরের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করে। যার ফলশ্রুতি দুঃখ।

১৭) একমাত্র ন্যায়পরায়ণতাই অন্যায় ও দুঃখকে দূর করতে পারে।

১৮। সেইজন্যই তিনি বলেছেন যে, ধর্ম শুধু উপদেশ দেওয়ার জন্য নয়, মানুষের মনকে বারবার বোঝাতে হবে তার ব্যবহার সঠিক হওয়া উচিত।

১৯। তিনি বলেন সঠিক ধর্মপালনের জন্য কতগুলি কর্তব্য পালন করা দরকার।

২০। ধর্ম মানুষকে শিক্ষা দেবে কোনটা সঠিক এবং কোন সঠিক পথ অনুসরণ করা উচিত।

২১। ধর্ম মানুষকে শিক্ষা দেবে কোনটা ভুল এবং কোন ভুলকে অনুসরণ করা উচিত নয়।

২২। ধর্মের এই উদ্দেশ্যগুলি ছাড়াও তিনি আরও দুটি উদ্দেশ্যের ওপরে জোর দেন। যেগুলিকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন।

২৩। প্রথমত, তিনি নৈবেদ্য দান, আচার-অনুষ্ঠান পালন এবং দানধ্যানের সঙ্গে মানুষের প্রবৃত্তি ও স্বভাবকে নিয়ন্ত্রণের তফাত করেছিলেন।

২৪। দিবদহসুত্তর মধ্যে জৈন ধর্মের ব্যাখ্যায় বুদ্ধ এই কথা স্পষ্ট করে বলেছেন।

২৫। জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর নিশ্চিত ভাবে বলেন, মানুষের অভিজ্ঞতা সুখের হোক দুঃখের হোক, সবই তার কৃতকর্মের ফলস্বরূপ সংঘটিত হয়।

২৬। সেই ব্যক্তি পূর্ব পাপকর্মের অবসান কিংবা বিশুদ্ধকরণের মধ্য দিয়ে, পুনরায় পাপকর্মে নিয়োজিত না হলে ভবিষ্যতের জন্য তার কিছু প্রাপ্য সঞ্চিত হয় না। যেহেতু ভবিষতের জন্য কিছুই সঞ্চিত হয় না, সেইহেতু তার পাপের অবসান হয়, যেহেতু তার পাপের অবসান ঘটে সেহেতু তার দুঃখের সমাপ্তি ঘটে, যেহেতু তার দুঃখের সমাপ্তি ঘটে, সেহেতু তার আসক্তির অবসান ঘটে, আসক্তির অবসান ঘটে বলে যন্ত্রণা থেকে সে মুক্তি পায়।

২৭। জৈন ধর্মে এই কথাই বলা হয়েছে।

২৮। এবারে বুদ্ধের প্রশ্ন হল : "তুমি কি জানো, এখানে এবং এখন তুমি অধর্মের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছ? এবং তোমার ধার্মিক স্বভাবও অর্জিত হয়েছে।

২৯। এর উত্তর—"না।"

৩০। বুদ্ধের জিজ্ঞাসা হল, "পূর্বের পাপকর্মের বিশুদ্ধকরণের কি প্রয়োজন রয়েছে? নতুন কোনও পাপকাজ না করারই বা কী মূল্য রয়েছে, খারাপ চরিত্রকে ভাল চরিত্রে পরিবর্তিত করার জন্য যদি মনের শিক্ষাই না হয়, তবে এগুলির কী প্রয়োজন?

৩১। তাঁর মতে, ধর্মের এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি। ধার্মিক স্বভাবের মধ্য দিয়ে স্থায়ী মঙ্গল সাধিত হয় এবং এটিই স্থায়ী মঙ্গলের প্রধান রক্ষাকবচ।

৩২। বুদ্ধ সেইজন্য প্রথম মনের শিক্ষার ওপরে গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং তিনি মনে করতেন, এই শিক্ষা ধার্মিক হওয়ার শিক্ষার সমতুল্য।

৩৩। দ্বিতীয়ত, তিনি এর পরে যে বিষয়টির ওপরে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন সেটি হল ন্যায় মনে করলে তার জন্য একা হলেও রুখে দাঁড়াব মতো শক্তি অর্জন করা।

৩৪। সল্লেখসুত্ততে বুদ্ধ এই ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

৩৫। তিনি বলেছেন :

৩৬। "তোমার চারিত্রিক দৃঢ়তা এতটাই হবে যে, অন্য কেউ ক্ষতিকর হলেও তুমি নিস্কলঙ্ক থাকবে।

৩৭। অন্য কেউ হত্যা করলেও তুমি হত্যা করবে না।

৩৮। অন্য কেউ আহরণ করলেও তুমি অপহরণ করবে না।

৩৯। অন্য ব্যক্তি উন্নততর জীবনযাপনে আগ্রহী না হলেও তুমি তার থেকে বিরত থাকবে না।

৪০। যদি অন্য কেউ মিথ্যাচারণ করে, কলঙ্কলেপন করে, দোষারোপ করে, কিংবা অযথা বকবক করে, তুমি তার থেকে বিরত থাকবে।

৪১। কেউ লোভী হলেও তুমি লোভী হবে না।

৪২। যদি কেউ বিদ্বেষপূর্ণ হয়, তুমি কখনও বিদ্বেষপূর্ণ হবে না।

৪৩। যদি কেউ মিথ্যে মতামত দেয়, মিথ্যে পথ দেখায়, মিথ্যে বক্তৃতা, মিথ্যে

ক্রিয়াকলাপ, মিথ্যে মনঃসংযোগ প্রদর্শন করে, তুমি কিন্তু সত্য দৃষ্টিভঙ্গি, সত্য লক্ষ্য, সত্য বক্তব্য, সত্য কর্ম, সত্য জীবনযাপন, সত্য চেষ্টা, সত্য স্মৃতিচরণ, এবং সত্য মনোযোগের পথকেই অনুসরণ করবে।

৪৪। যদি কেউ সত্য সম্পর্কে মিথ্যাচারণ করে এবং মিথ্যা মতামত দেয়, তুমি কিন্তু সত্য সম্পর্কে স্থির থাকা এবং সত্য মতামত দিতে কুণ্ঠা বোধ কোরো না।

৪৫। কারও মধ্যে যদি নিষ্ক্রিয়তা ও অস্পষ্টতা থাকে, তুমি নিজেকে এর থেকে মুক্ত রেখো।

৪৬। কারও কিছুর ব্যাপারে দ্বিধা থাকলেও তুমি নিজেকে দৃঢ় রেখো।

৪৭। কউ যদি গর্বে স্ফীত হয়, তুমি. কিন্তু বিনয়ী হও।

৪৮। কেউ যদি রোষপূর্ণ, পরশ্রীকাতর, ঈর্ষান্বিত, কৃপণস্বভাব, অর্থলোভী, ভন্ড, প্রতারক, অভেদ্য, স্বৈরাচারী, দুষ্ট, কুসঙ্গপ্রিয়, পরিশ্রমবিমুখ, অবিশ্বাসী, জড়, বিবেকবর্জিত কিংবা কর্তব্যবিমূঢ় অবিবেচক, নির্দেশ দিতে দ্বিধাপূর্ণ হয়, তুমি ঠিক এগুলির বিপরীত হবে।

৪৯। যদি কেউ পার্থিব বস্তুর প্রতি আসক্ত হয়, এবং তাকেই আঁকড়ে ধরতে চায়, তুমি কিন্তু কখনও তা কোরো না। বরং যা কিছু পার্থিব নয়, তুমি তার প্রতিই আকৃষ্ট হবে এবং আত্মব্যাখ্যা করবে।

৫০। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, এর মাধ্যমে ইচ্ছাশক্তির উন্নতি ঘটে, যথার্থ চেতনার উন্মেষ হয়। এজন্য আমি পূর্বে যেসব মঙ্গলের কথা বিস্তৃত করেছি তা পালনের জন্য কুন্ড অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির জাগরণ ঘটানো দরকার।

৫১। বুদ্ধের চিন্তা অনুসারে এগুলিই হল ধর্মের উদ্দেশ্য।

বিভাগ-২

ধম্মো থেকে স্বধম্মোতে পৌঁছতে হলে প্রজ্ঞায় উন্নীত হতে হবে

১. ধম্মোর শিক্ষা যখন সকলের কাছে অবারিত হয় তখনই হয় স্বধম্মো

১। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে শিক্ষা সকলের কাছে অবরিত ছিল না। এটি মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির কুক্ষিগত ছিল।

২। ব্রাহ্মণেরা, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যরাই একমাত্র জ্ঞান অর্জন করতে পারতেন। কিন্তু এই শিক্ষা একমাত্র পুরুষেরাই গ্রহণ করতে পারতেন।

৩। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, যে কোনও শ্রেণীর মহিলারাই শিক্ষাগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। শূদ্রদের মধ্যে পুরুষ মহিলা উভয়েই এই অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। এমনকী অক্ষর শিক্ষার অধিকারও তাদের ছিল না।

৪। ব্রাহ্মণদের এই স্বৈরাচারী মতবাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

৫। তিনি বলেছিলেন, জ্ঞান অর্জনের অধিকার পুরুষ-নারী নির্বিশেষে সকলের-ই আছে।

৬। অনেক ব্রাহ্মণ তাঁর এই মতাদর্শের বিরোধিতা করেছিলেন। ব্রাহ্মণ লোহিত্য সঙ্গে বুদ্ধর এই মতবিরোধ বুদ্ধর মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল।

৭। সেই মহিমান্বিত ব্যক্তি একদিন তাঁর ভক্তবৃন্দকে নিয়ে কোশল রাজ্যের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করতে করতে শালবৃক্ষ বেষ্টিত শালবাটিকা গ্রামে এসে পৌঁছন।

৮। সেই সময়, ব্রাহ্মণ লোহিত্য শালবতিকা নামক গ্রামে বাস করতেন, প্রাচুর্যপূর্ণ তৃণরাজি অরণ্য, শস্যে পরিপূর্ণ গ্রাম, কোশলের রাজা পাসেনদি দান হিসেবে তাঁকে দিয়েছিলেন। তাঁকে এমনই ক্ষমতা দিয়েছিলেন যে, তিনিই সেখানকার রাজা হিসাবে পরিচিত হন।

৯। ব্রাহ্মণ লোহিত্য মনে করতেন, যদি কোনও শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ জ্ঞান অর্জন করেন তবে তিনি তা নিয়ে সামান্য কোনও নারী কিংবা শূদ্রের সঙ্গে তা আলোচনা করতে পারেন না।

১০। ব্রাহ্মণ লোহিত্য শুনেছিলেন যে, আশীর্বাদপূত প্রভু শালবতিকায় অবস্থান করছেন।

১১। সেই কথা শুনে তিনি ক্ষৌরকার রোসিককে বললেন, "রোসিক, শ্রমণ গৌতম যেখানে আছেন, সেখানে যাও। সেখানে গিয়ে তুমি আমার নাম করে তাঁকে বলো তাঁর শরীর কি সুস্থ হয়েছে? তাঁর স্বাস্থ্য, শক্তি এবং অবস্থা কি অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে? তাঁকে এইভাবে নিবেদন করো, 'মহাপ্রভু গৌতম, আপনি এবং আপনার ভক্ত শ্রোতাগণ আগামীকাল ব্রাহ্মণ লোহিত্যর আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন কি?'

১২। ক্ষৌরকার উত্তরে জানাল, "ঠিক আছে প্রভু।"

১৩। ব্রাহ্মণ লোহিত্যর কথা শুনে তিনি মৌন রইলেন, যেন এই কথাগুলিকে

তিনি উপভোগ করছেন। এর পরে মহাপ্রভুকে নীরবে তাঁর প্রেরিত অনুরোধের প্রতি সম্মতি জানালেন।

১৪। পরের দিন সকালে মহাপ্রভু ঢিলে পোশাক পরে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে তাঁর ভক্তবৃন্দের সঙ্গে শালবতিকা গেলেন।

১৫। ক্ষৌরকার রোসিক মহাপ্রভুকে আনতে গিয়েছিল, সে মহাপ্রভুর পেছন পেছন আসতে লাগল। পথে আসতে আসতে সে মহাপ্রভুকে জানাল যে, ব্রাহ্মণ লোহিত্য একটি অন্যায় পোষণ করে যে, শ্রমণেরা বা ব্রাহ্মণেরা কখনও মহিলা বা শূদ্রদের সঙ্গে জ্ঞান বিনিময় করে না।

১৬। "ভাল, রোসিক, সেটা ভালই" মহাপ্রভু উত্তর দিলেন।

১৭। এই কথা বলে মহাপ্রভু যেখানে ব্রাহ্মণ লোহিত্য বাস করেন সেখানে গেলেন এবং তাঁর জন্য প্রস্তুত আসনে উপবেশন করলেন।

১৮। ব্রাহ্মণ লোহিত্য এর পর নিজের হাতে কঠিন এবং নরম সবরকমের মিষ্টান্ন খাদ্য পরিবেশন করলেন, যতক্ষণ না তাঁরা না বললেন, তিনি তাঁদের খাওয়ালেন।

১৯। মহাপ্রভু যখন তাঁর আহার সমাপ্ত করলেন এবং তাঁর পাত্র ও হাত পরিষ্কার করলেন, ব্রাহ্মণ লোহিত্য তখন একটি নিচু আসন নিয়ে এসে তাঁর পাশে বসলেন।

২০। এর পর মহাপ্রভু বললেন, "ওরা যে বলে, তুমি নাকি বিশ্বাস করো একজন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ মহিলা কিংবা শূদ্রের সঙ্গে জ্ঞান বিনিময় করে না, এটা কি সত্যি?"

২১। লোহিত্য উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ গৌতম, ঠিক তাই।"

২২। "লোহিত্য, তুমি কি মনে করো, শালবতিকায় তুমি থাকো না?" "হ্যাঁ গৌতম, এখানেই থাকি।"

২৩। "তা হলে ধরো, কোনও একজন বলল, এটি ব্রাহ্মণ লোহিত্যর সাম্রাজ্য। এর যা কিছু রাজস্ব, শালবতিকার যা কিছু উৎপাদিত দ্রব্য, সবই সে একমাত্র ভোগ করবে। অন্য কাউকে দেবে না। সেই বক্তা, যারা তোমার ওপরে নির্ভরশীল বা তোমার সংস্পর্শে রয়েছে, তাদের পক্ষে বিপজ্জনক ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে না?"

২৪। "নিশ্চয়ই। তিনি অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যক্তি।"

২৫। "তাদের বিপদের মধ্যে ফেলে এইটেই কি প্রমাণিত হয় যে, তিনি তাদের মঙ্গলই চেয়েছেন?"

২৬। "না গৌতম, তিনি তাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করছেন এটি প্রমাণিত হয় না।" লোহিত্য উত্তর দিলেন।

২৭। "তাদের মঙ্গলের কথা না ভেবে তিনি তাদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করলেন, না বৈরিতা প্রদর্শন করলেন?"

২৮। "বৈরিতা, গৌতম।"

২৯। যিনি বৈরী মনোভাব প্রদর্শন করলেন, তিনি যে দর্শন শিক্ষা দিলেন সেটি গভীর না অগভীর?"

৩০। "এটি অগভীর দর্শন, গৌতম।"

৩১। "লোহিত্য, এবার শোনো, কোশলের রাজা পাসেনদি কাশী এবং কোশলের অধীশ্বর?"

৩২। "হ্যাঁ, গৌতম।"

৩৩। এখন কেউ যদি বলে, "কোশলের রাজা পাসেনদি কাশীও কোশলের অধীশ্বর তিনিই কাশী ও কোশলের সমস্ত রাজস্ব এবং উৎপাদিত সামগ্রীর একচ্ছত্র অধিপতি, আর কাউকে তিনি এগুলি ভোগ করতে দেবেন না। সেই বক্তা কোশলের রাজা পসেনদির অধীনস্থ ব্যক্তিদের, তুমি এবং অন্যান্যদের পক্ষে বিপজ্জনক ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে কিনা।"

৩৪। "নিশ্চয়ই গৌতম। তিনি বিপজ্জনক ব্যক্তি বলে অবশ্যই বিবেচিত হবেন।"

৩৫। "এই বিপদের সূচনা করে সেই ব্যক্তি কি তাদের মঙ্গলের প্রতি সহৃদয়তা প্রদর্শন করলেন?"

৩৬। "না, গৌতম, তিনি তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী পারেন না।"

৩৭। "তাদের প্রতি সহৃদয়তা প্রদর্শন না করে তিনি তাদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করলেন, না বৈরী মনোভাব প্রদর্শন করলেন?"

৩৮। "শত্রুতা প্রদর্শন করলেন গৌতম।"

৩৯। যে ব্যক্তির হৃদয় এতটা শত্রুতায় পূর্ণ, তিনি গভীর দর্শনবাদ প্রচার করতে পারবেন? না অগভীর দর্শন প্রচার করবেন?"

৪০। "অগভীর দর্শন, গৌতম।"

৪১। "তা হলে লোহিত্য, তুমি স্বীকার করছ যে ব্যক্তি এমন কথা বলবে যে শালবতিকার সমস্ত রাজস্ব ও উৎপাদিত দ্রব্য তুমিই ভোগ করবে, আর কেউ না, কোশলের রাজা পাসেনদি কাশী ও কোশলের অধীশ্বর, তিনিই সমস্ত রাজস্ব ও উৎপাদিত সামগ্রীর একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি তোমার অধীনস্থ ব্যক্তি, এবং কোশলের রাজা পাসেনদির অধীনস্থ ব্যক্তি ও তোমার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক ব্যক্তি এবং এই ধরনের বিপজ্জনক ব্যক্তি কখনও মঙ্গল বা ভালবাসার কথা বলতে পারে না। তিনি মানুষের শত্রু ছাড়া আর কেউ নন। সুতরাং তাঁর প্রচারিত দর্শন কখনও গভীর হতে পারে না। তা অগভীর দর্শন মাত্র।"

৪২। "তা হলে লোহিত্য, এই কথাও সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য, যিনি মনে করেন একজন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ তাঁর জ্ঞান একজন মহিলা বা শূদ্রের সঙ্গে বিনিময় করতে পারতেন না।"

৪৩। যে ব্যক্তি অন্যের উন্নতির প্রতিবন্ধক হবে, তিনিও সমান দোষে দোষী হবেন।

৪৪। অন্যের মঙ্গলের প্রতি সহৃদয়পূর্ণ না হলে তিনি ও তাঁর অন্তঃকরণ শত্রুতাপূর্ণ করবেন এবং তাঁর প্রদর্শিত দর্শন হবে অগভীর দর্শন।"

২. ধম্মোই স্বধম্মো। এতে শিক্ষা দেওয়া হয়, অধ্যয়নই যথেষ্ট নয়। এতে পাণ্ডিত্যই প্রকাশ পায়

১। বুদ্ধ একসময় কৌশাম্বীর অপূর্বকণ্ঠ নামে কোনও একটি বিহারে অবস্থান করেছিলেন। তখন তিনি সমবেত জনগণকে শিক্ষা দিতেন। সেখানে একজন ব্রহ্মচারী ছিলেন।

২। ব্রহ্মচারী মনে করতেন যে, তিনি পুঁথিগত বিদ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন। এবং তাঁর সঙ্গে তর্কে জিততে পারে এমন কোনও ব্যক্তির দেখা পাওয়াই মুশকিল ছিল। ব্রহ্মচারী যখন হেঁটে যেতেন, তাঁর হাতে সবসময় একটি জ্বলন্ত মশাল থাকত।

৩। কোনও একটি শহরের কোনও একটি বাজারে তাঁকে এইভাবে দেখতে পেয়ে

জনৈক ব্যক্তি তাঁর এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জানতে চায়। তিনি উত্তরে বলেন :

৪। "পৃথিবী এত অন্ধকার এবং মানুষ এত ভ্রান্তপথে চালিত হচ্ছে যে, আমি তাদের আলোকিত করার জন্য এইভাবে যাতায়াত করি।"

৫। তা দেখে বুদ্ধ সেই ব্রহ্মচারীকে ডেকে পাঠালেন এবং বলেন, "তোমার এই মশাল বহন করার অর্থ কী?"

৬। ব্রহ্মচারী বলেন, "সমস্ত মানুষ অজ্ঞতাচ্ছন্ন এবং বিষণ্ণ। আমি তাদের আলোকিত করার জন্য এই মশাল বহন করি।"

৭। আশীর্বাদপূত সেই প্রভু তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি এতই শিক্ষিত যে, চতুর্বিদ্যা আয়ত্ত করতে পেরেছ? যে চতুর্বিদ্যায় রয়েছে শব্দবিদ্যা, মহাত্মা এবং তাঁদের নির্দেশিত পথ, রাজ্যশাসন এবং যুদ্ধবিদ্যা।"

৮। ব্রহ্মচারী স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, তিনি এসব সম্পর্কে অবগত নন। তিনি তাঁর হাতের মশাল ছুড়ে ফেলেন। বুদ্ধ তখন বলেন যে,

৯। "যদি কোনও ব্যক্তি, শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত যাই হোন না কেন, তিনি যদি নিজেকে এও ভাবেন যে, অন্যকে অবজ্ঞা করতে শুরু করেন তিনি, মোমবাতি হস্তে একজন অন্ধ ব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নন। তিনি নিজে অন্ধ হয়ে পরকে আলোকিত করতে চাইছেন।"

৩. ধম্মো যখন শিক্ষা দেবে যে প্রজ্ঞার কী প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তখনই স্বধম্মো হওয়া সম্ভব

১। ব্রাহ্মণেরা মনে করেন যে, বিদ্যার নিজস্ব একটা গুণ আছে। কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি গুণসম্পন্ন না হলেও শ্রদ্ধার পাত্র।

২ তাঁরা বলেন, রাজা নিজের দেশে আদৃত কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তি সারা বিশ্বে আদৃত। অর্থাৎ শিক্ষিত ব্যক্তি রাজার চেয়েও বড়।

৩। বুদ্ধ বিদ্যা এবং প্রজ্ঞার মধ্যে অর্থাৎ বিদ্যা এবং অন্তর্দৃষ্টি এই দুয়ের মধ্যে তফাত করলেন।

৪। বলা হয় যে, ব্রাহ্মণেরাও প্রজ্ঞা এবং বিদ্যার মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

৫। তাঁরা হয়তো ঠিক। কিন্তু তাঁদের নির্দেশিত প্রজ্ঞা এবং বুদ্ধের নির্দেশিত প্রজ্ঞার সঙ্গে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

৬। বুদ্ধের উপদেশাবলীর মধ্যে অঙ্গুত্তরনিকায় এই পার্থক্য সম্পর্কে বলা আছে।

৭। কোনও একটি কারণে মহাপ্রভু রাজগৃহের কাঠবিড়ালিদের চারণভূমি বেণুবনে বসবাস করছিলেন।

৮। সেখানে কোনও একটি কারণে মগধের সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণ ভস্‌সকর মহাপ্রভুর দর্শনার্থে সেখানে আসেন এবং তাঁকে সৌজন্যপূর্ণ অভ্যর্থনা জানান। উভয় পক্ষের সৌজন্য বিনিময়ের পরে ব্রাহ্মণ বুদ্ধের পাশে এসে বসেন এবং মহাপ্রভু বুদ্ধকে বলেন :

৯। "প্রভু গৌতম, আমরা ব্রাহ্মণেরা মনে, করি যে ব্যক্তি চারটি গুণসম্পন্ন তিনিই জ্ঞানী ব্যক্তি। এই চারটি গুণ কী কী?

১০। "প্রভু গৌতম, ইনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি যা শোনেন তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। এ ছাড়া ওঁর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। অনেক আগের কোনও কাজ কিংবা বর্ণিত কোনও কথা একবার শুনলে তিনি তা বিস্মৃত হন না।

১১। "আবার গৃহস্থালির কাজেও তিনি অত্যন্ত নিপুণ এবং পরিশ্রমী। নানা ধরনের উপায় উদ্ভাবনে তিনি খুবই দক্ষ। কোনটা ঠিক কিংবা বেঠিক তা নির্ণয় করতে তার কোনও অসুবিধে হয় না।

১২। "গৌতম, যদি কোনও ব্যক্তি এইসব গুণের অধিকারী হন, তাঁকে আমরা জ্ঞানী ব্যক্তি রূপে চিহ্নিত করতে পারি। গৌতম যদি আমাকে প্রশংসার যোগ্য মনে করেন, তবে তিনি আমাকে সেইভাবে আজ্ঞা করুন। পক্ষান্তর গৌতম যদি আমাকে নিন্দার যোগ্য মনে করেন, তবে তাঁর কাছে আমি নিন্দনীয় বলে পরিচিত হব।

১৩। "ব্রাহ্মণ, আমি তোমার প্রশংসাও করছি না, নিন্দাও করছি না। তুমি যে সব গুণের কথা বললে, আমার চারটি গুণের সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। আমি সেই ব্যক্তিকে জ্ঞানী বলব, যিনি আমার কথিত চারটি গুণের অধিকারী।

১৪। "ব্রাহ্মণ, আমি এমন মানুষের কথা বলছি, যিনি মানবজাতির মঙ্গল করবেন, মানবজাতির সুখের কারণ অনুসন্ধান করবেন। তিনি আর্যদের পদ্ধতিতে এমন মানবজাতি গড়ে তুলবেন, যাদের প্রকৃতি হবে অত্যন্ত রমণীয় এবং উন্নত মানের।

১৫। "যে কোনও ভাবধারায় তিনি যদি নিজেকে নিয়োজিত করতে চান, তিনি নিজেকে তাতে নিয়োজিত করবেন, আবার যে ভাবধারায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করতে চান না, তার থেকেও নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারবেন।

১৬। "তাঁর যদি কোনও অভিপ্রায় থাকে তিনি তা পূরণ করবেন, আবার কোনও অভিপ্রায় না থাকলে তার থেকে বিরতও থাকতে পারবেন। এইভাবে যে কোনও ভাবনাচিন্তার ব্যাপারে তিনি নিজের মনের নিয়ন্ত্রণকর্তা, বলা যেতে পারে।

১৭। "তিনি এমন ব্যক্তি, যিনি নিজের ইচ্ছায় কোনওরকম বাধাবিপত্তি ছাড়াই উন্নত ভাবনায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন। এই ধরনের জীবনযাপনে তা স্বর্গীয় সুখের মতো বলা যায়।

১৮। "সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করে দিয়ে তিনি আত্মার মুক্তিকে অনুসন্ধান করতে পারেন। জ্ঞানের দ্বারাই তিনি তা পারেন এবং তাকেই অনুসরণ করেন।

১৯। "না ব্রাহ্মণ, আমি তোমার প্রশংসাও করছি না, নিন্দাও করছি না। আমি মনে করি এই চারটি গুণ থাকলেই সেই ব্যক্তিকে জ্ঞানী বা মহৎ ব্যক্তি বলা যেতে পারে।"

২০। "আশ্চর্য প্রভু গৌতম, আশ্চর্য! আপনি চমৎকার ভাবে এর ব্যাখ্যা করলেন।

২১। "আমি নিজে বুঝতে পারছি, প্রভু গৌতম এই চারটি গুণসমৃদ্ধ ব্যক্তি। বস্তুত তিনি মানবজাতির কল্যাণের জন্যই, তাদের সুখের জন্য নিজের জীবন নিয়োজিত করেছেন। তাঁর দ্বারা আর্যদের পদ্ধতিতে এমন মানবগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে যিনি উদ্ভাবনকারী, সদ্ভাবসম্পন্ন এবং উন্নতমনস্ক।

২২। "বস্তুত প্রভু গৌতম, যে ভাবধারায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চান, তাতেই তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। প্রভু গৌতম নিজেই নিজের মনের নিয়ন্ত্রণকারী।

২৩। "প্রভু গৌতম এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি নিজের ইচ্ছায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। প্রভু গৌতম সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে দূর করে আত্মার মুক্তি আনতে পেরেছেন, জ্ঞানের দ্বারা একে নিয়ন্ত্রণে এনেছেন।

২৪। বুদ্ধ নির্দেশিত প্রজ্ঞা এবং ব্রাহ্মণদের প্রজ্ঞা মধ্যে তফাত কোথায় এখানে তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২৫। বুদ্ধ কেন বিদ্যার চেয়েও প্রজ্ঞাকে বেশি গুরুত্ব দিতেন, এগুলিই তার কারণ।

বিভাগ ৩

১. ধম্মো থেকে স্বধম্মোতে উত্তরণের জন্য মৈত্রীতে উন্নীত হতে হবে।

১। প্রজ্ঞা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু শীল তার চেয়েও জরুরি। শীল ছাড়া প্রজ্ঞা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

২। শুধুমাত্র প্রজ্ঞা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

৩। প্রজ্ঞা ব্যক্তির হাতে তরবারির মতো।

৪। শীল থাকলে মানুষকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে।

৫। কিন্তু শীল ছাড়া মানুষ একে হত্যার জন্যও ব্যবহার করতে পারে।

৬। সেইজন্য শীল প্রজ্ঞার চেয়েও জরুরি।

৭। প্রজ্ঞা হল বিচার ধম্মো অর্থাৎ সঠিক ভাবনা। শীল হল আবার ধম্মো অর্থাৎ সঠিক কর্ম।

৮। শীল সম্পর্কে বুদ্ধ পাঁচটি নীতি প্রণয়ন করেছিলেন :

৯। একটি জীবন নেওয়া বা হত্যা সংক্রান্ত।

১০। দ্বিতীয়টি, চৌর্য সংক্রান্ত।

১১। তৃতীয়, যৌন সম্পর্কের দ্বারা অমরত্ব সংক্রান্ত।

১২। চতুর্থ, মিথ্যে কথা বলা সংক্রান্ত।

১৩। পঞ্চম, পান সংক্রান্ত।

১৪। এইগুলির প্রতিটিতে বুদ্ধ মানুষকে হত্যা করতে, চুরি করতে, মিথ্যা বলতে, যৌন কামনাকে প্রশ্রয় দিতে এবং পান করতে নিষেধ করেছিলেন।

১৫। বুদ্ধ জ্ঞানের চেয়ে শীলের ওপরে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

১৬। জ্ঞানের প্রয়োগ কীরকম হবে তা মানুষের শীলের ওপর নির্ভর করছে। শীল ছাড়া জ্ঞানের কোনও মূল্যই নেই। তিনি এইভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন।

১৭। অন্যত্র তিনি বলেছেন, এই বিশ্বে শীলের কোনও তুলনাই চলে না।

১৮। শীল-ই প্রারম্ভ এবং শেষ আশ্রয়। শীল সব ভালর উৎস। সমস্ত ভালর এটিই আসল কথা। সেইজন্য শীলের পবিত্র সাধন করো।

২. ধম্মো স্বধম্মো হবে তখন, যখন প্রজ্ঞা এবং শীলের পাশাপাশি করুণা শিক্ষারও প্রয়োজন হবে

১। বুদ্ধর ধম্মো প্রতিষ্ঠার সঙ্গে কারও কারও মতের পার্থক্য রয়েছে।

২। তাঁর ধর্মের মূল ভিত্তি কি প্রজ্ঞা? আথবা তাঁর ধর্মের মূল ভিত্তি করুণা?

৩। এই বিতর্ক বুদ্ধ গোষ্ঠীদের দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। একদল মনে করেন প্রজ্ঞা তাঁর ধর্মের মূল ভিত্তি। অন্য দল মনে করেন, করুণা তাঁর ধর্মের মূল ভিত্তি।

৪। এই দুই গোষ্ঠী এখনও দ্বিধাবিভক্ত রয়েছেন।

৫। বুদ্ধর নিজের উক্তির আলোকে দেখলে বুঝা যাবে, উভয় দল-ই ভ্রান্ত মত পোষণ করছেন।

৬। এই ব্যাপারে কোনও মতভেদ নেই যে, বুদ্ধর ধর্মের দুটি স্তম্ভের মধ্যে প্রজ্ঞা অন্যতম।

৭। বিতর্ক হল করুণাও তাঁর ধর্মের একটি স্তম্ভ কিনা।

৮। করুণা তাঁর ধর্মের একটি স্তম্ভ, এ ব্যাপারে কোনও বিতর্ক নেই।

৯। এই যুক্তির স্বপক্ষে বুদ্ধের উক্তি উল্লেখ্য।

১০। গান্ধার নামে একটি দেশ ছিল। সেখানে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত একজন ভিক্ষু বাস করতেন। তিনি যে জায়গা দখল করে থাকতেন সেই জায়গাটাই বিষাক্ত হয়ে যেত।

১১। সেই জায়গার কাছাকাছি অন্য বিহারের কেউ-ই তাঁকে সাহায্য করত না, বা তার কাছে যেত না।

১২। বুদ্ধ তাঁর পাঁচশত অনুগামীদের নিয়ে সেখানে গেলেন। সমস্ত বাসন ধোয়ার জন্য উষ্ণ জল ব্যবহার করলেন। সেই বৃদ্ধ ভিক্ষু যেখানে শায়িত ছিলেন, সবাই দল বেঁধে সেখানে গেলেন।

১৩। সেখানকার বায়ুও দূষিত হয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য ভিক্ষুদের তাঁর সম্পর্কে বিদ্বেষ ছিল। কিন্তু বিশ্ববন্দিত সেই মহাপুরুষ উষ্ণ জল আনলেন, তারপর নিজের হাতে ভিক্ষুর দেহ পরিষ্কার করলেন এবং তাঁর সেবা করতে লাগলেন।

১৪। সমস্ত বিশ্ব জাগরিত হল। সেই স্থান অতিপ্রাকৃত আলোয় আলোকিত হল। রাজা, মন্ত্রী এবং স্বর্গীয় দেবতারা সেখানে আসলেন এবং বুদ্ধকে আশীর্বাদ করলেন।

১৫। সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করলেন, কী করে এমন ঐশ্বরিক ব্যক্তি এত সাধারণের স্তরে নেমে আসতে পারেন। বুদ্ধ সে-কথার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন :

১৬। তথাগতর পৃথিবীতে আবির্ভূত হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র, অসহায় এবং নিপীড়িত মানুষের বন্ধু হওয়া। তাদের শারীরিক যন্ত্রণায় শুশ্রূষা করা। তিনি শ্রমণই হন অথবা অন্য যে কোনও ধর্মের মানুষই হন, দরিদ্র অনাথ এবং বৃদ্ধদের সাহায্য করা এবং অন্যদেরও এই কাজে উৎসাহিত করাই তাঁর কাজ।

৩. স্বধম্মো করুণার চেয়েও বেশি শিক্ষা দেয়, তা হল মৈত্রী

১। বুদ্ধ করুণার শিক্ষা অব্যাহত রেখেছিলেন।

২। করুণা হল মানুষকে ভালবাসা। বুদ্ধ একেও অতিক্রম করে মৈত্রীর শিক্ষা দিয়েছিলেন। মৈত্রীর অর্থ হল, প্রাণীর প্রতি ভালবাসা।

৩। বুদ্ধ চেয়েছিলেন, শুধুমাত্র করুণার মধ্যেই মানুষ যেন সীমিত না থাকে। মানুষকেও ছাপিয়ে সমস্ত প্রাণিজগতের সঙ্গে যেন মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

৪। সেই মহাপ্রাণ যখন শ্রাবস্তীতে বসবাস করেছিলেন, তখন তিনি একটি সুত্ততে এ সম্পর্কে চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেন।

৫। মৈত্রী সম্পর্কে তিনি ভিক্ষুদের বলেছেন :

৬। "ধরো কোনও মানুষ পৃথিবী খনন করতে এসেছে। তাতে কি পৃথিবী ক্ষুব্ধ হবে?"

৭। ভিক্ষুরা উত্তর দিলেন, "না, প্রভু।"

৮। "কেউ যদি বাতাসে রঙ করতে চায়, তোমরা কি মনে করে, তা করা সম্ভব?"

৯। "না প্রভু।"

১০। "কেন?" ভিক্ষুরা উত্তর দিল, "কেননা বাতাসে কোনও কালো স্তর নেই।"

১১। "ঠিক এক-ই রকম ভাবে তোমরাও তোমাদের মনে কোনওরকম কালো আস্তরণ রেখো না। কেননা এগুলি অমঙ্গলের ছায়া বলা যেতে পারে।"

১২। "ধরো কোনও ব্যক্তি পর্বতপ্রান্তের বৃহৎ পর্ণের মধ্যে থেকে এক মুঠো শুকনো খড় নিয়ে এসে গঙ্গানদীতে আগুন ধরাতে পারবে?"

১৩। "না প্রভু।"

১৪। "কেন?" "কেননা, গঙ্গায় কোনও দাহ্য বস্তু নেই বলে।"

১৫। তাঁর সম্বোধন শেষ করে, আশীর্বাদপূত প্রভু বলেন, "পৃথিবী যেমন এতে আহত হয় না কিংবা যুদ্ধ হয় না, বাতাস যেমন তার বিরুদ্ধে কোনও কাজে বাধা দেয় না, গঙ্গা যেমন আগুন দ্বারা উত্যক্ত করার চেষ্টাকে উপেক্ষা করে বয়ে যেতে পারে, তোমরা ভিক্ষুরাও সব অপমান, অন্যায় এবং তোমাদের ওপরে অত্যাচার সহ্য করবে এবং তোমাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হবে।

১৬। "ভিক্ষুগণ শোনো, মৈত্রী প্রবাহিত হয়, চিরকাল প্রবাহিত হয়। সুতরাং তোমরা তোমাদের পবিত্র নৈতিক বোধকে পৃথিবীর মতো দৃঢ়, বাতাসের মতো স্বচ্ছ এবং গঙ্গার মতো গভীর রাখবে। তোমরা যদি এইভাবে নিজেদের মনকে গড়ে তুলতে পারো, তা হলে, যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন, তোমাদের মৈত্রী কখনও আহত হবে না। ফলে যারা ক্ষতি করতে চাইবে, তারাই ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

১৭। "তোমাদের মৈত্রীর পরিধি বিশ্বের যত সীমাহীন, তোমাদের চিন্তাধারা ব্যাপক এবং তাকে মাপা যায় না। কোনও ঈর্ষান্বিত মন তা কল্পনাও করতে পারবে না।"

১৮। "আমার ধম্মোতে করুণার অভ্যাসই যথেষ্ট নয়। মৈত্রীও অভ্যাস করতে হবে।"

১৯। উপদেশাবলী দেওয়ার সময় বুদ্ধ ভিক্ষুদের একটি গল্প বলেছিলেন সেটা খুবই স্মরণযোগ্য :

২০। "কোনও এক সময়ে শ্রাবস্তীতে, বিদেশিকা নামে এক প্রসিদ্ধ, ভদ্র, নম্র এবং মৃদুস্বভাবের রমণী বাস করতেন। তাঁর দারকী নামে একটি পরিচারিকা ছিল। দারকী যেমন উজ্জ্বল ছিল তেমনই ভোরে শয্যাত্যাগ করতে পারত এবং খুব কর্মঠ ছিল। দারকী মনে মনে ভাবতে লাগল : "আমার গৃহকর্ত্রী এত ভাল কথা বলেন তাঁর যথেষ্ট মেজাজও আছে, অথচ তিনি তা কখনও

দেখাননি। অথবা এমনও তো হতে পারে, তাঁর কোনও মেজাজ নেই? অথবা আমি এত ভাল কাজ করি যে, তাঁর মেজাজ থাকা সত্ত্বেও তিনি তা দেখাতে পারেন না। আমি একবার পরখ করে দেখতে চাই।

২১। পরের দিন সকালে সে, দেরি করে উঠল। "দারকী, দারকী", গৃহকর্ত্রী চেঁচিয়ে উঠলেন। "হ্যাঁ যাচ্ছি।" মেয়েটি উত্তর দিল। "তুমি এত দেরি করে ঘুম থেকে উঠছ কেন?" "না এমনি।" "দুষ্টু মেয়ে, এমনি? গৃহকর্ত্রী অসন্তুষ্ট রাগের সঙ্গে কথাগুলো ভাবলেন।

২২। পরিচারিকা বুঝল, তার গৃহকর্ত্রীর যথেষ্ট রাগ আছে, কিন্তু সেটা তিনি দেখান না। আমি ভালভাবে কাজ করি, তাই তিনি তা দেখান না। আমি আরও একবার পরখ করে দেখব। এই কথা ভেবে সে পরের দিন আবার দেরি করে উঠল। গৃহকর্ত্রী চেঁচিয়ে উঠলেন, "দারকী, দারকী!" মেয়েটি উত্তর দিল "যাচ্ছি"। "তুমি এত দেরি করে উঠছ কেন?" "না এমনি।" গৃহকর্ত্রী চেঁচিয়ে উঠলেন, "এমনি, দুষ্টু মেয়ে!" কথায় যথেষ্ট রাগ ও অসন্তোষ প্রকাশ পেল।

২৩। "হ্যাঁ। তাঁর তো বেশ মেজাজ আছে। আমি ভালভাবে কাজ করি তাই তিনি মেজাজ দেখাতে পারেন না। আমি আর একবার পরখ করে দেখব।" পরের দিন সে আরও দেরি করে ঘুম থেকে উঠল। গৃহকর্ত্রী চেঁচিয়ে উঠলেন, "দারকী দারকী।" "হ্যাঁ, আমি আসছি।" মেয়েটি উত্তর দিল। "তুমি এত দেরি করে ঘুম থেকে উঠছ কেন?" "না এমনি।"

২৪। "না এমনি, দুষ্টু মেয়ে, ঘুম থেকে দেরি করে ওঠা?" গৃহকর্ত্রী চেঁচিয়ে উঠে রাগে অসন্তোষে লাঠি দিয়ে মেয়েটির মাথায় আঘাত করেন। তার মাথা দিয়ে রক্ত বইতে থাকে।

২৫। "রক্তাক্ত আহত মাথা নিয়ে দারকী চেঁচিয়ে প্রতিবেশীদের ডাকে।" তোমরা দেখো, এই ভদ্রমহিলা কী করেছেন। দেখো, তোমরা যাকে বিনয়ী জানতে, তিনি আমার কী করেছেন। দেখো, মৃদু স্বভাবের মহিলা কী করেছেন। কীসের জন্য তিনি এ কাজ করেছেন জানো? তাঁর পরিচারিকা দেরি করে ঘুম থেকে উঠছে, তাই। তাই তিনি রেগে লাঠি হাতে তাঁর পরিচারিকার মাথায় লাঠির আঘাত করেছেন।"

২৬। "ফলে বিদেশিকার ভদ্র ও বিনয়ী সুনামের বদলে, হিংস্র বদনাম প্রাপ্য হল।

২৭। ঠিক একই ভাবে ভিক্ষুরাও যতক্ষণ না কেউ তোমাদের প্রতি অসদাচরণ করছে ততক্ষণ পর্যন্ত ভদ্র ও নম্র হবে। যদি অসদাচরণ করে, পরখ করে দেখবে তার মধ্যে মৈত্রী বর্তমান রয়েছে কিনা, যদি থাকে, বন্ধুত্ব স্থাপন করবে।

২৮। "ভিক্ষু শুধুমাত্র বস্ত্র এবং খাদ্য সংগ্রহের জন্যই মৈত্রী প্রদর্শন করে। তাকে আমি কোনওমতেই মৈত্রীর দ্বারা উদ্বুদ্ধ বলতে রাজি নই। তাকেই আমি প্রকৃত ভিক্ষু বলতে রাজি আছি, যার মৈত্রী ভাবনা তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত।

২৯। "ভিক্ষুরা তোমরা শোনো, অধ্যাত্ম জ্ঞান আহরণের জন্য এইসব উপায়ের কোনওটিই প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই। ভালবাসার জন্য ১৬টি ভাগ রয়েছে। ভালবাসা, দয়া হল আত্মার মুক্তি। এটা সকলকে বশীভূত করে। এটা নিজেকে জ্বলজ্বল করে, দীপ্তি বিকিরণ করে এবং প্রতিভাত হয়।

৩০। "ভিক্ষুরা তোমরা শোনো, নক্ষত্রের আলোর মধ্যে যেমন চাঁদের আলোর ১৬ কলা নেই, অথচ চাঁদের আলো নিজেই একে গ্রহণ করেছে, জ্বলজ্বল করছে, দীপ্তি বিকিরণ করছে, এবং প্রতিভাত হচ্ছে। ঠিক একই ভাবে ধর্মীয় শিক্ষা আহরণ করার জন্য নিয়োজিত কোনও পন্থারই ১৬ কলা নেই। যা নাকি হৃদয়ের মুক্তি। তা তাকে উজ্জ্বল করে বিকিরণ করে, এবং প্রজ্বলিত করে।

৩১। "ভিক্ষুরা তোমরা শোনো, বৃষ্টির শেষে মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য উদিত হয়—সমস্ত অন্ধকার দূর হয়। সূর্য জ্বলজ্বল করে, দীপ্তি বিকিরণ করে, প্রতিভাত হয়। ঠিক একই ভাবে রাত্রির শেষে প্রভাত তারা উদিত হয়, জ্বলজ্বল করে, দীপ্তি বিকিরণ করে, প্রতিভাত হয়।

□ □ □

অংশ ৪

ধম্মোকে সাধনা হতে হলে সমস্ত সামাজিক বন্ধনকে ছিঁড়ে ফেলতে হবে

১. ধম্মোকে সাধনা হতে হলে মানুষে মানুষে বিভেদকে ভেঙে ফেলতে হবে

১। আদর্শ সমাজ বলতে কী বুঝায়? ব্রাহ্মণদের মতে বেদেই আদর্শ সমাজ কেমন হবে তা ব্যাখ্যা করা আছে এবং বেদ অভ্রান্ত। এটিই আদর্শ সমাজ, মানুষ একে গ্রহণ করতে পারে।

২। বেদে বর্ণিত আদর্শ সমাজ চাতুর্বর্ণ নামে পরিচিত।

৩। বেদের মতে, এই ধরনের সমাজ তিনটি শর্ত পালন করে।

৪। চারটি শ্রেণী নিয়ে এটি গঠিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র।

৫। প্রতিটি শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর সম্পর্ক নির্ধারিত হয় অসাম্যের ভিত্তিতে। এককথায় এই সমস্ত শ্রেণীগুলি মর্যাদা, অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধের ক্ষেত্রে সম-মর্যাদা ভোগ করে না। একে অপরের চেয়ে উঁচুতে অবস্থান করছে।

৬। ব্রাহ্মণদের স্থান সবচেয়ে উঁচুতে। ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদের চেয়ে নিচুতে কিন্তু বৈশ্যদের চেয়ে উঁচুতে অবস্থান করছে। বৈশ্যরা ক্ষত্রিয়দের চেয়ে নিচুতে কিন্তু শূদ্রদের চেয়ে উঁচুতে রয়েছে। শূদ্রদের স্থান সবার নিচে।

৭। চাতুর্বর্ণের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, প্রতিটি শ্রেণী নির্ধারিত পেশায় নিযুক্ত হবে। ব্রাহ্মণদের পেশা হল শিক্ষাগ্রহণ, শিক্ষাদান এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পুরোহিতের কাজ করা। ক্ষত্রিয়দের পেশা হল অস্ত্রধারণ এবং যুদ্ধ করা। বৈশ্যদের পেশা ব্যবসা-বাণিজ্য করা। শূদ্রদের কাজ ঐ তিন শ্রেণীর সেবা করা।

৮। কোনও শ্রেণী অপর শ্রেণীর পেশায় অনধিকার প্রবেশ করবে না।

৯। ব্রাহ্মণেরা আদর্শ সমাজ বলতে এই তত্ত্বই বুঝিয়েছিল এবং এগুলিই জনগণকে প্রচার করেছিল।

১০। এই তত্ত্বের মূলকথা হল অসমতা। ঐতিহাসিক অগ্রগতি এই সামাজিক অসাম্যের মধ্য দিয়ে পরিবর্ধিত হয়নি। এটি ব্রাহ্মণদের সামাজিক বিধান।

১১। বুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে এর বিরোধিতা করেছিলেন।

১২। তিনি জাতের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনিই প্রথম সমতা বোধের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছিলেন।

১৩। জাতবিচার এবং অসমতার পক্ষে এমন কোনও যুক্তি নেই, যা তিনি খন্ডন করেননি।

১৪। অনেক ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে এই ব্যাপারে প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি সম্পূর্ণভাবে এ ব্যাপারে নীরব ছিলেন।

১৫। অশ্বলায়নসুত্ততে এমনি গল্পও বর্ণিত রয়েছে যে, ব্রাহ্মণেরা, তাদের মধ্যে একজন অশ্বলায়ন নাম নিয়ে বুদ্ধের কাছে যায় এবং জাতবিচার ও অসমতা নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয়।

১৬। অশ্বলায়ন বুদ্ধের কাছে যায় এবং তাঁর কাছে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি পেশ করে।

১৭। তিনি বলেছেন, "গৌতম, ব্রাহ্মণরা মনে করে যে ব্রাহ্মণেরাই শ্রেষ্ঠ শ্রেণী, অন্যান্য শ্রেণীদের স্থান তাদের চেয়ে নিচে। ব্রাহ্মণরাই একমাত্র সজ্জন শ্রেণী, অন্যান্যরা অসাধু শ্রেণী। ব্রাহ্মণদের মধ্যেই একমাত্র পবিত্রতা বজায় রয়েছে, অন্যান্য শ্রেণীতে তা নেই। ব্রাহ্মণরাই একমাত্র ব্রহ্মার আইনসম্মত পুত্র, তাঁর অবয়ব থেকে তাদের জন্ম, তাঁর সন্তানসন্ততি, তাঁর সৃষ্টি তাঁর উত্তরাধিকারী। গৌতম এ ব্যাপারে কী বলেন?

১৮। বুদ্ধ খুব সহজভাবে অশ্বলায়নের যুক্তিকে খন্ডন করেন।

১৯। বুদ্ধ বলেন, অশ্বলায়ন, ব্রাহ্মণদের স্ত্রীদের কী স্ত্রীরজঃ, গর্ভধারণ, যৌন কামনা এবং শিশু সন্তানের জন্ম হয় না? যদি তাদের অন্যান্য সকলের মতো নারীর গর্ভেই জন্ম হয়, তবে ব্রাহ্মণরা যা বলে তা কি সত্যি হতে পারে?

২০। অশ্বলায়ন কোনও উত্তর দিতে পারেনি।

২১। বুদ্ধ এর পর অশ্বলায়নকে আরও বেশ কিছু প্রশ্ন করেছিলেন :

২২। 'অশ্বলায়ন ধরো, কোনও যুবক যদি কোনও ব্রাহ্মণ নারীর সঙ্গে সহবাস করে, তখন তাদের সন্তান মানুষ হবে নাকি প্রাণী হবে?

২৩। অশ্বলায়ন এবারও নীরব থাকে।

২৪। "নৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রেও সেই একই প্রশ্ন। অন্যান্য কোনও শ্রেণী নয়, শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের অন্তরেই ভালবাসা জন্ম নিতে পারে? তাদেরই একমাত্র অপরকে ঘৃণা না করা কিংবা অশুভ ভাবনা না করার অধিকার থাকবে?

২৫। অশ্বলায়ন উত্তর দিলেন, "না, চারটি শ্রেণীরই সেই অধিকার থাকবে।"

২৬। "অশ্বলায়ন তুমি কি শুনেছ," বুদ্ধ বলেন, "যোনা এবং কাম্বজা নামে দুই রাজ্য এবং তাদের সংলগ্ন রাজ্যগুলিতে দুটি মাত্র শ্রেণী আছে—প্রভু এবং দাস। এবং সেখানে প্রভু দাস ও দাস প্রভু হতে পারেন?"

২৭। অশ্বলায়ন উত্তর দেয়, "হ্যাঁ, আমি শুনেছি।"

২৮। "যদি তোমাদের চাতুর্বর্ণ আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থা হয়, তবে এই নিয়ম সারা বিশ্বে গ্রাহ্য হয়নি কেন?"

২৯। অশ্বলায়ন তার জাত ও অসমতার তত্ত্বের পক্ষে কোনও যুক্তিই সঠিক প্রমাণ করতে পারেনি। সে পুরোপুরি নীরব ছিল। শেষে সে বুদ্ধর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

৩০। বাসেট্‌ঠ নামে একজন ব্রাহ্মণ বুদ্ধর ধর্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁর এই ধর্মান্তরের জন্য তাঁকে যথেষ্ট অপমান করে।

৩১। একদিন তিনি বুদ্ধর কাছে আসে, এবং ব্রাহ্মণেরা তাঁর সম্পর্কে কী বলে সব কথা তাঁকে বিস্তারিতভাবে বলেন।

৩২। বাসেট্‌ঠ বলেন, "প্রভু, ব্রাহ্মণেরা বলে একমাত্র তারাই সমাজের উচ্চ বর্ণ, অন্যান্যরা নিম্নবর্ণের। ব্রাহ্মণেরাই একমাত্র গৌরবর্ণের, অন্যান্য শ্রেণীরা কৃষ্ণবর্ণ। ব্রাহ্মণদের জন্ম পবিত্র, অন্যান্যদের নয়। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মার সন্তান, ব্রহ্মার মুখ থেকে তাদের জন্ম, তারা ব্রহ্মার বংশধর, ব্রহ্মার দ্বারাই সৃষ্ট এবং তারা ব্রহ্মার উত্তরাধিকারী।

৩৩। "আপনি 'শ্রেষ্ঠ শ্রেণী' এই কথাটার প্রতিবাদ করেছেন, নিম্নশ্রেণীর মানুষের কাছে গেছেন, মুণ্ডিত সন্নাসী, নিম্নশ্রেণী ধনী, কৃষ্ণবর্ণ মানুষ, নগ্ন পায়ের বংশধরদের কাছে গেছেন। এই ধরনের আচরণ যথার্থ নয়। এই ধরনের ব্যবহার ঠিক নয়। আপনি উচ্চবর্ণকে তুচ্ছ জ্ঞান করে যারা আর্ত মানুষ, নিম্নশ্রেণীর মানুষ, মুণ্ডিত মস্তক, উন্নত বর্ণের মানুষ, আমাদের জাতের চেয়ে যারা নিম্নশ্রেণী, তাদের সঙ্গে মিশেছেন।

৩৪। "প্রভু, আপনার সম্পর্কে এইসব কথা বলে ব্রাহ্মণরা আমাকে অকপটে অপমান এবং তিরস্কার করেছে।"

৩৫। "ঠিকই বলেছে বাসেট্‌ঠ", বুদ্ধ বলেন, "ব্রাহ্মণেরা প্রাচীন লোককথা ভুলে গেছে পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মণের স্ত্রীরা অন্যান্য শ্রেণীর মহিলাদের মতোই নিজেদের শিশুদের পালন করছে, যত্ন করছে। ব্রাহ্মণদের শিশুরাও মায়ের গর্ভেই জন্মাছে

অথচ ওরা বলছে ব্রাহ্মণরা ব্রহ্মার সন্তান, তাঁর বংশধর, তাঁর উত্তরাধিকারী। ব্রহ্মার মুখ থেকে তাদের জন্ম। এইভাবে ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মার প্রকৃতিকে হাস্যকর করে তুলছে।"

৩৬। একবার ব্রাহ্মণ এসুকারী বুদ্ধর কাছে যান এবং তিনটি প্রশ্ন নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করেন।

৩৭। প্রথম প্রশ্নটি ছিল পেশার স্থায়ী বিভাজন সংক্রান্ত। এই ব্যবস্থার সমর্থনে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। ব্রাহ্মণেরা বলে, তারা কারও সেবা করবে না। কেননা তাদের স্থান সবার ওপরে। প্রত্যেকে তাদের সেবা করবে।

৩৮। "গৌতম, সেবা চার ধরনের। ব্রাহ্মণদের সেবা, অভিজাত বর্ণের সেবা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সেবা, এবং কৃষকের দ্বারা সেবা। একজন কৃষকই কেবলমাত্র কৃষকের সেবা করতে পারে। আর কেউ করতে পারে না। মহাত্মা গৌতম, এ ব্যাপারে কী বলেন?

৩৯। বুদ্ধ তাকে একটি প্রশ্নের মাধ্যমে তার উত্তর দিয়েছিলেন, "সমস্ত বিশ্ব কি ব্রাহ্মণদের এই চারটি পেশার বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে?

৪০। "আমি কখনই বলব না এইসব সেবা গ্রহণযোগ্য, বা এইসব সেবা গ্রহণযোগ্য নয়। যদি কোনও সেবা মানুষকে দুষ্টু ব্যক্তি তৈরি করে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু যদি কোনও সেবা তাকে মহত্তর করে এবং তা খারাপ না হয়, তখনই তা গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত।

৪১। "অভিজাত ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ, মধ্যবিত্ত কিংবা কৃষক—সবার কাজই এইভাবেই নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। প্রতিটি ব্যক্তি যে, কোনও কাজ করতে অস্বীকৃত হতে পারে যদি তার সেই কাজ করতে ভাল না লাগে। আবার ভাল লাগলে সেই কাজ গ্রহণ করতে আগ্রহী হতে পারে।"

৪২। এসুকারীর এর পরবর্তী প্রশ্ন ছিল, "আমাদের পূর্বপুরুষেরা কেন মানুষের পদমর্যাদা স্থির করে দিতে পারবে না?"

৪৩। এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বলেন, "পূর্বপুরুষদের নির্ধারিত রীতি অনুযায়ী মানুষ জন্মের মাধ্যমে শুধু স্থির করতে পারবে যে, সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, না শূদ্র। কোনও বস্তুতে আগুন ধরলে যেমন বলে দেওয়া যায় এটি কীসের আগুন—কাঠের আগুন, ছিলকা কাটা আগুন, না কি গুদামের আগুন, না কি গোবরের আগুন। জন্ম শুধু স্থির করবে এই চারটির মধ্যে কোনটির শ্রেণীভুক্ত।

৪৪। "পূর্বপুরুষদের পক্ষে মানুষের সত্তার ভেতরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। কে ভালো কে খারাপ, এটা বুঝা সম্ভব নয়। একজন উচ্চবংশে জন্মাতে পারে, কিন্তু সে একজন খুনি হতে পারে, চোর কিংবা যৌন অপরাধী হতে পারে, মিথ্যাবাদী কিংবা কলঙ্কপূর্ণ হতে পারে, লোভী, কিংবা অর্থহীন বকবক করা ব্যক্তি হতে পারে, কিংবা ভুল মতের ব্যক্তি হতে পারে। সেইজন্য আমি মনে করি, জন্ম দিয়ে কে ভাল ব্যক্তি, তা নির্ধারণ করা যায় না। আবার একটি উচ্চবংশের মানুষ এইসব পাপ থেকে মুক্তও হতে পারে। সেইজন্য আমি মনে করি কুল বা বংশ কে খারাপ হবে, কে ভাল হবে, তা নির্ধারণ করতে পারে না।"

৪৫। এসুকারী এর পর প্রতিটি শ্রেণীর ওপরে যে জীবিকা বর্তানো হয়েছে, তাই দিয়ে প্রশ্ন করেন।

৪৬। ব্রাহ্মণ এসুকারী এর পর প্রভুকে বলেন, "ব্রাহ্মণেরা চার ধরনের আয়ের কথা বলেছে। ব্রাহ্মণেরা ভিক্ষান্ন থেকে জীবিকা চালাবে। ক্ষত্রিয়রা তির-ধনুক থেকে, বৈশ্যরা লাঙল ও গবাদি পশু থেকে, এবং শূদ্ররা শস্য ঘাড়ে বহন করে জীবিকা ধারণ করবে। কেউ যদি অন্য কোনও কিছুর আশায় তার পেশার পরিবর্তন করতে চায়, তা হলে সে তার যা করণীয় নয়, তাই করবে এবং অভিভাবকের দেওয়া নির্দেশ সে লঙ্ঘন করবে। এই ব্যাপারে মহাত্মা গৌতমের কী মতামত?"

৪৭। "সময় বিশ্ব কি ব্রাহ্মণদের দেওয়া শ্রেণীবিভাজন অনুযায়ী চলছে?" বুদ্ধ জানতে চান।

৪৮। এসুকারী উত্তর দেন, "না।"

৪৯। বুদ্ধ বাসেট্‌ঠকে বলেন, "আসল প্রয়োজন মহৎ আদর্শ, উচ্চ বংশে জন্ম হলে কিছু যায়, আসে না।"

৫০। তিনি মনে করেন, "কোনও জাত নয়, কোনও অসমতা, কোনও শ্রেষ্ঠত্ব, কোনও হীনতাভাব কিছু নয়। সব সমান।"

৫১। বুদ্ধ বলেন, "নিজেকে সকলের সঙ্গে এক করে ভাবো। তারাও যেমন আমিও তেমনই। আমি যেমন, তারাও তেমনই।

২. ধম্মো থেকে স্বধম্মো হতে হলে শিক্ষা দিতে হবে জন্মটা মানুষের কোনও মাপকাঠি হতে পারে না, যোগ্যতাই আসল।

১। ব্রাহ্মণদের চাতুর্বর্ণের ভাবনাটাই জন্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

২। পিতামাতা যেহেতু ব্রাহ্মণ তাই সে ব্রাহ্মণ। পিতামাতা যেহেতু ক্ষত্রিয় তাই সে ক্ষত্রিয়। পিতামাতা যেহেতু বৈশ্য, তাই সে বৈশ্য। পিতামাতা যেহেতু শূদ্র, তাই সে শূদ্র।

৩। ব্রাহ্মণদের মতে, মানুষের যোগ্যতা সম্পূর্ণ জন্মকেন্দ্রিক। এ ছাড়া আর কিছু নয়।

৪। এই ভাবনাগুলো এবং চাতুর্বর্ণের তত্ত্ব বুদ্ধের কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হয়েছিল।

৫। তাঁর মতবাদ ব্রাহ্মণদের মতবাদের পুরোপুরি বিপক্ষে ছিল। তিনি মনে করতেন জন্ম কখনও মানুষের যোগ্যতার মানদণ্ড হতে পারে না।

৬। বুদ্ধ যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর মতাদর্শ প্রচার করেছিলেন, তার একটা নিজস্ব কারণ ছিল।

৭। এক সময় মহাত্মা বুদ্ধ অনাথপিন্ডিকের আশ্রমে বসবাস করছিলেন। একদিন পূর্বাহ্নে বুদ্ধ তাঁর ভিক্ষাপাত্র নিয়ে শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার জন্য প্রবেশ করলেন।

৮। সেখানে একটি যোজ্ঞাহুতি অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল। এবং তার জন্য নৈবেদ্য প্রস্তুত হচ্ছিল। বুদ্ধ শ্রাবস্তীর সব গৃহে গৃহে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করছিলেন। এবং ব্রাহ্মণ অগ্নিকার গৃহের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

৯। ব্রাহ্মণ দূর থেকে বুদ্ধকে দেখতে পেয়ে প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হন এবং বলেন, "হে মুণ্ডিত মস্তক, ওখানেই তিষ্ঠ। হে পাপিষ্ঠ সাধু, ঐখানেই তিষ্ঠ। হে নিচু জাত ঐখানেই তিষ্ঠ।"

১০। যখন তিনি ঐভাবে বলছিলেন, বুদ্ধ তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, "তুমি কি জানো ব্রাহ্মণ, কে নিচু জাত? কী কারণে মানুষ নিচু জাত প্রতিপন্ন হয়?"

১১। "না গৌতম, আমি তা জানি না। আমি জানি না নিচু জাত কে? কী কারণেই বা একজন মানুষ নিচু জাত হিসাবে প্রতিপন্ন হয়।"

১২। বুদ্ধ বলেন, "কে নিচু জাত এই কথা না জানলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু তুমি আমার কাছ থেকে সেই কথাই জানতে চাইছ?" ব্রাহ্মণ অগ্নিক প্রত্যুত্তরে বলেন, "হ্যাঁ, আমি সেই কথাই আপনার কাছে জানতে চাই।"

১৩। ব্রাহ্মণ এইভাবে আগ্রহ প্রকাশ করলে মহাত্মা প্রভু বলতে শুরু করেন :

১৪। "যে মানুষ রাগী, ঈর্ষান্বিত, প্রতিহিংসাপরায়ণ, মানহানিকর, মতাদর্শে বিকৃতভাবাপন্ন, প্রতারক, সেই ব্যক্তিই নিচু জাত বলে বিবেচিত হয়।

১৫। যে ব্যক্তি গ্রাম, ক্ষুদ্র গ্রাম, ধ্বংস করে কিংবা লুঠ করে, যে অত্যাচারী, তাকেই নিচু জাত বলা উচিত।

১৬। যে এই বিশ্বে এক জন্মে কিংবা দ্বিতীয় জন্মে মানুষের ক্ষতি করে, কিংবা কোনও প্রাণীর প্রতি তার সহানুভূতি থাকে না, তাকেই জাতচ্যুত বলা উচিত।

১৭। গ্রামে কিংবা অরণ্যে যেখানেই হোক, কেউ যদি চৌর্যবৃত্তির দ্বারা তা দখল করে এবং নিজের বলে তা ঘোষণা করে, তাদের সেই ব্যক্তিই জাতচ্যুত বলে বিবেচিত হবে।

১৮। যদি কেউ ঋণ নিয়ে পলায়ন করে এবং তা দিতে অস্বীকৃত হয়—"তোমার কাছে আমার কোনও ঋণ নেই।" এই কথা বলে, তবে সেই ব্যক্তিই নিচু জাত বলে প্রতিপন্ন হবে।

১৯। যদি কেউ রসিকতা করে রাস্তায় কোনও মানুষকে হত্যা করে এবং তাকে স্তূপ করে ফেলে রাখে তবে সেই ব্যক্তিই নিচু জাত।

২০। যদি কেউ নিজের স্বার্থে, কিংবা পরের স্বার্থে, কিংবা কোনও সম্পদের আশায় সাক্ষ্যপ্রমাণ দেওয়ার সময় মিথ্যা কথা বলে, তবে সেই ব্যক্তি জাতচ্যুত বলে বিবেচিত হবে।

২১। যদি কেউ বলপূর্বক কিংবা মত নিয়ে কোনও আত্মীয় বা বন্ধুর স্ত্রীকে দখল করে তা সেটা হবে নিচু জাতসুলভ কাজ।

২২। যত ধনীই হোক না কেন, বৃদ্ধ পিতামাতাকে যদি কেউ দেখাশোনা না করে, তবে সেও জাতচ্যুত ব্যক্তি।

২৩। যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয়, কোনটা ভাল? সে যদি চুপি চুপি মিথ্যেকে প্রদর্শন করে, তবে সেও হীন জাতের সমতুল্য।

২৪। কেউ জন্মসূত্রে জাতচ্যুত হতে পারে না। কিংবা জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হতে পারে না।

২৫। অগ্নিক এইসব কথা শুনে বুদ্ধকে যেভাবে অপমান করেছিলেন, তার জন্য লজ্জিত হলেন।

৩. ধম্মো থেকে স্বধম্মো হতে হলে মানুষে মানুষে কোনওরকম ভেদাভেদ চলবে না

১। মানুষ জন্মসূত্রে সমান।

২। কেউ শক্তিশালী, কেউ দুর্বল।

৩। কারও বুদ্ধি বেশি, কারও কম।

৪। কারও ক্ষমতা আছে, কারও নেই।

৫। কেউ ধনী, কেউ দারিদ্র।

৬। সকলকেই বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হবে।

৭। অসমতার ভিত্তিতে যদি বেঁচে থাকার লড়াই হয়, তবে দুর্বলদের পিঠ ক্রমেই দেওয়ালে এসে ঠেকবে।

৮। এই অসমতার নিয়ম কি জীবনের নিয়ম হওয়া উচিত?

৯। যদি কেউ এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দেয়, তা হলে বলতে হবে যারা সবল তারাই একমাত্র জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে পারবে।

১০। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে সবলেরাই কি শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হবে?

১১। এর কোনও সঠিক উত্তর নেই।

১২। এর কোনও সঠিক উত্তর নেই বলেই ধর্ম সমতার কথা শিক্ষা দেয়। কেননা এই সমতাবোধ থাকলে যে শ্রেষ্ঠ, সে সবল না হলেও বেঁচে থাকতে পারবে।

১৩। সমাজ সবলকে চায় না, যে শ্রেষ্ঠ তাকেই চায়।

১৪। এই কারণেই ধর্মে সমতার কথা বলে।

১৫। বুদ্ধের মতাদর্শ এইরকমই ছিল। এই কারণেই তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, যে ধর্ম সমতার কথা শিক্ষা দেয় না, সে ধর্ম যথার্থ হতে পারে না।

১৬। মানুষ কোন ধর্মকে বিশ্বাস করবে, যে ধর্ম নিজের সুখের জন্য পরের দুঃখ বৃদ্ধি করবে, নাকি যে ধর্ম নিজের দুঃখ বাড়িয়ে পরের সুখ খুঁজবে। না কি যে ধর্ম উভয়েরই দুঃখের কারণ হবে।

১৭। সেই ধর্মই কি শ্রেষ্ঠ ধর্ম নয়, যে ধর্ম পরের সুখ যেমন খুঁজবে, তেমনই নিজের সুখও খুঁজবে এবং অত্যাচারীকে কখনও ক্ষমা করবে না।

১৮। যেসব ব্রাহ্মণেরা এই সমতার বিরোধিতা করেছিলেন, তিনি তাদের কিছু জটিল প্রশ্ন করেছিলেন।

১৯। বুদ্ধ ধম্মো খুবই ন্যায়সঙ্গত, কেননা এটি মানুষের জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতার ফসল।

□ □ □

পর্ব-১০

ধর্ম এবং ধম্মো

প্রথম অংশ : ধর্ম এবং ধম্মো

দ্বিতীয় অংশ : পরিভাষার সাদৃশ্যের জন্য মৌলিক পার্থক্য ধরা পড়ে না।

তৃতীয় অংশ : বৌদ্ধদের জীবনধারা

চতুর্থ অংশ : তাঁর মতবাদ

অংশ ১
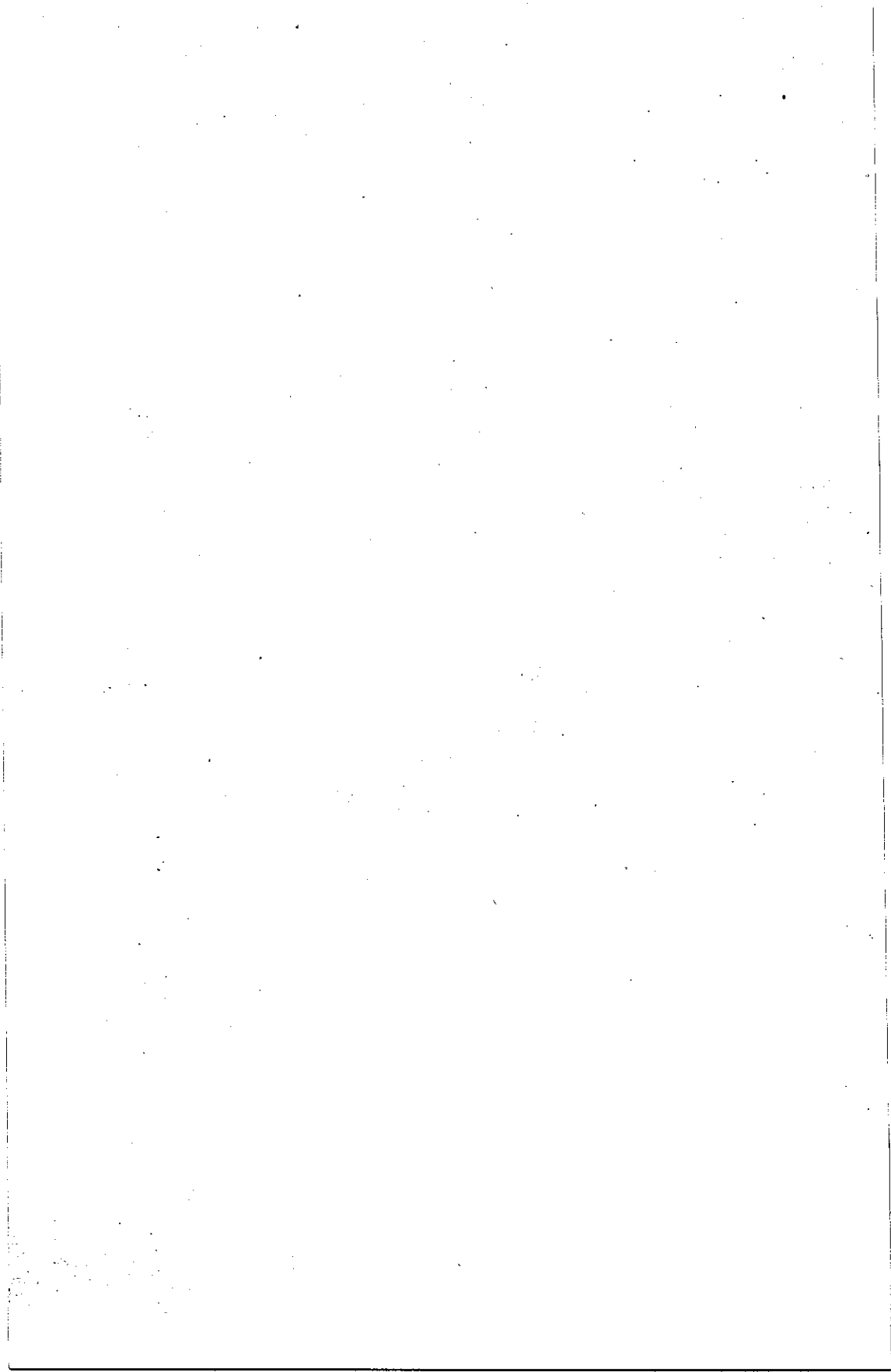
ধর্ম এবং ধম্ম

১. ধর্ম কী?

২. ধম্মের সঙ্গে ধর্মের তফাত কোথায়?

৩. ধর্মের উদ্দেশ্য এবং ধম্মোর উদ্দেশ্য

৪. নৈতিকতা এবং ধর্ম

৫. ধম্মো এবং নৈতিকতা

৬. নৈতিকতাই যথেষ্ট নয়। একে পবিত্র এবং বিশ্বজনীন হতে হবে।
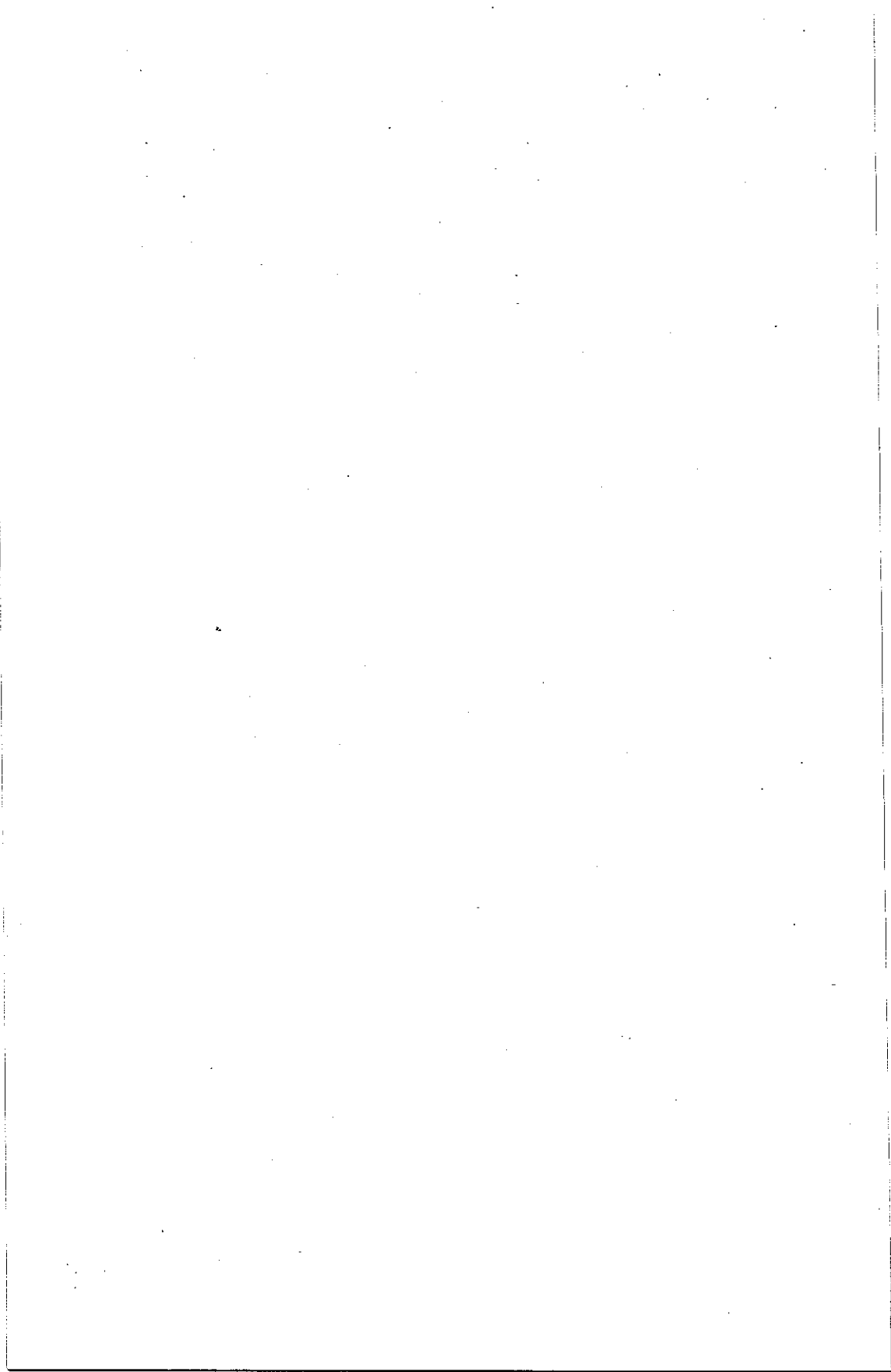
১. ধর্ম কী?

১। ধর্ম কী? এ-কথার নির্দিষ্ট কোনও অর্থ নেই।

২। এটি বহু অর্থবিশিষ্ট একটি শব্দ মাত্র।

৩। এর কারণ ধর্ম অনেক সোপান উত্তীর্ণ করেছে। প্রতিটি সোপানের ভাবধারাকেই বলা হয় ধর্ম। যদিও প্রতিটি সোপানের ভাবধারার এক-ই রকম অর্থ নয়। পূর্ববর্তী ভাবধারার সঙ্গে পরবর্তী ভাবধারার কোনও মিল নাও থাকতে পারে।

৪। ধর্মের ভাবধারা কখনও নির্দিষ্ট একরকম হতে পারে না।

৫। এক সময় থেকে অন্য সময়ে এটি পরিবর্তিত হয়েছে।

৬। প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরা প্রাকৃতিক কারণগুলি, যেমন বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, বন্যা এগুলির যথার্থ ব্যাখ্যা করতে পারত না। মানুষ এইসব দেবকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেসব প্রক্রিয়া করত, তাকে জাদু বলা হত। এইভাবে ধর্ম এবং জাদুকে এক-ই ভাবে দেখা হল।

৭। এর পর এল ধর্মের ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় স্তর। এই স্তরে ধর্মবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, শাস্ত্রীয় ভজন-পূজন পদ্ধতি, প্রার্থনা, দান-ধ্যানের সঙ্গে একাত্ম হল।

৮। কিন্তু এই স্তরে ধর্মের ভাবধারা ছিল মূলত সিদ্ধান্তমূলক।

৯। ধর্মভাবনা এল মূলত এই বিশ্বাস থেকে যে, এইসব প্রাকৃতিক কারণের পেছনে নিশ্চয়-ই এমন কোনও শক্তি আছে, যা প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরা জানত না এবং বুঝতে পারত না। এই স্তরে জাদুর গুরুত্ব কমে গেল।

১০। এই শক্তি মূলত অমঙ্গলসূচক ছিল। কিন্তু পরে উপলব্ধি করা গেল, এর মঙ্গল দিকও আছে।

১১। বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, দান-ধ্যান, এসব একদিকে যেমন মঙ্গলশক্তিকে জাগরিত করতে পারে, তেমনই আবার ক্রুদ্ধ শক্তিকে বশীভূতও করতে পারে।

১২। পরবর্তীকালে এই শক্তিকে ঈশ্বর বা স্রষ্টা আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

১৩। এর পরে এল তৃতীয় স্তর। এই স্তরে ঈশ্বর, পৃথিবী এবং মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

১৪। তখন এইভাবে ভাবনা শুরু হয়েছিল যে, মানুষের আত্মা আছে এবং এই আত্মা শাশ্বত। মানুষের নিজের কৃতকার্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

১৫। সংক্ষেপে এটিই হল ধর্মভাবনার ক্রমবিকাশ।

১৬। এইভাবে ধর্মের শুরু। মানুষ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে শুরু করল, শুরু করল আত্মাকে বিশ্বাস। ঈশ্বরকে পূজা করল, বিপথগামী আত্মাকে সঠিক পথে আনতে চেষ্টা করল, প্রার্থনা, আচার-অনুষ্ঠান এবং দানধ্যানের মাধ্যমে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে চাইল।

২. ধম্মকে কীভাবে ধর্ম থেকে পৃথক করা হল?

১। বুদ্ধ যাকে ধম্ম বললেন, তার সঙ্গে ধর্মের মৌলিকভাবে তফাত করা হল।

২। বুদ্ধ যাকে ধম্ম বললেন, তা মূলত সাদৃশ্যমূলক। একটি বিষয়ের সঙ্গে অন্য বিষয়ের তুলনা করে ব্যাখ্যা করা। ইউরোপের ঈশ্বরতত্ত্ববিদরা একে ধর্ম বললেন।

৩। কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোনও সাদৃশ্য নেই। অন্যদিকে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান যথেষ্ট রয়েছে।

৪। সেই কারণে কিছু ইউরোপীয়রা বুদ্ধের ধম্মকে ধর্ম বলে অ্যাখ্যা দিতে অস্বীকৃত হয়েছেন।

৫। এ-ব্যাপারে অনুতাপের কিছু নেই। এতে ক্ষতি ওদের-ই হবে। বুদ্ধের ধম্মর কোনও ক্ষতি হবে না। বরং এর মধ্য দিয়ে ধর্মের অভাব কোথায় তাই প্রকাশ পাবে।

৬। এই বিতর্কে অনুপ্রবেশের আগে ধম্ম কী, এ-সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হওয়া উচিত এবং বুঝা উচিত ধর্মের সঙ্গে এর তফাতটা কোথায়।

৭। বলা হয় ধর্ম ব্যক্তিগত। সকলের এটি নিজের মতো করেই পালন করা উচিত। জনজীবনে এটি অনুসৃত হওয়া উচিত নয়।

৮। পক্ষান্তরে ধম্ম সামাজিক। এটি যৌগিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৯। ধম্মো ন্যায়সঙ্গত। ধম্ম চায় জীবনের প্রতিটি স্তরে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ন্যায়সঙ্গত হোক।

১০। এর থেকে এটি প্রমাণিত হয়, যদি কোনও মানুষ একা থাকে, তার ধম্মের কোনও প্রয়োজন নেই।

১১। যদি দুটি মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তবে তাকে ধম্মের খোঁজ করতেই হবে। এর হাত থেকে তার পরিত্রাণ নেই।

১২। অন্যভাবে বলতে হয়, সমাজের ধম্ম ছাড়া উপায় নেই।

১৩। সমাজের এই তিনটি বিকল্পের মধ্যে একটিকে গ্রহণ করতে হবে।

১৪। সমাজ রাজ্যশাসনের হাতিয়ার হিসাবে ধম্মকে গ্রহণ না করতে পারে কেন না, যিনি শাসক তিনি যদি একে হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ না করেন তবে ধম্ম কিছুই নয়।

১৫। তার মানে সমাজ স্বেচ্ছাচারিতাকেই গ্রহণ করেছে।

১৬। দ্বিতীয়ত, সমাজ আরক্ষককেই বেছে নিতে পারে। অর্থাৎ রাজ্যশাসনের হাতিয়ার হিসাবে একনায়কতন্ত্র প্রথা গ্রহণ করতে পারে।

১৭। তৃতীয়ত, সমাজ ধম্ম এবং বিচারককেই গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ মানুষ ধম্ম পালন করতে ব্যর্থ হবে।

১৮। স্বৈরাচারীতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রে স্বাধীনতা বিসর্জিত হয়।

১৯। একমাত্র তৃতীয়টিতেই স্বাধীনতা বজায় রাখা সম্ভব।

২০। যারা স্বাধীনতা চায়, তারা ধম্মকেই গ্রহণ করবে।

২১। তা হলে ধম্ম কী? ধম্ম কেন এত জরুরি? বুদ্ধের মতে, ধম্ম প্রজ্ঞা এবং করুণা নিয়ে গঠিত।

২২। প্রজ্ঞা কী? প্রজ্ঞা কেন মেনে চলা উচিত? প্রজ্ঞা হল সমঝোতা। বুদ্ধ মনে করতেন, তাঁর ধম্মের দুটি ভিত্তিপ্রস্তরের মধ্যে প্রজ্ঞা অন্যতম। কারণ তিনি কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিতে রাজি ছিলেন না।

২৩। করুণা কী? এবং কেনই বা একে মেনে চলা উচিত? করুণা হল প্রেম। প্রেম ছাড়া সমাজ টিকে থাকতে পারে না এবং তার প্রসার হয় না। সেইজন্য বুদ্ধ তাঁর ধম্মের করুণাকে দ্বিতীয় ভিত্তি হিসাবে গণ্য করেছেন।

২৪। এটি হল বুদ্ধের ধম্মের সংজ্ঞা।

২৫। বুদ্ধর ধম্মের সঙ্গে ধর্মের তফাত এখানেই।

২৬। বুদ্ধ নির্দেশিত ধম্মের সংজ্ঞা যেমন প্রাচীন, তেমনই আধুনিক।

২৭। এটি যেমন আদিম, তেমনই মৌলিক।

২৮। এই ভাবনা কারও কাছ থেকে ধার করা নয়। তবুও এটি সত্য।

২৯। বুদ্ধর ধম্ম প্রজ্ঞা এবং করুণার একত্রিত সমাহার।

৩০। ধর্মর সঙ্গে ধম্মর এখানেই তফাত।

৩). ধর্মর উদ্দেশ্য এবং ধম্মর উদ্দেশ্য

১। ধর্মর উদ্দেশ্য কী? ধম্মের উদ্দেশ্যই বা কী? উভয়ে কি এক? না কি ভিন্ন?

২। এই প্রশ্নের উত্তর দু'ভাবে বলা হয়েছে, একটি সুনক্ষত্ত এবং বুদ্ধর মধ্যে আলোচনায়, অন্যটি বুদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ পত্থপদের মধ্যে আলোচনায় প্রতিফলিত হয়েছে।

৩। বুদ্ধ একসময় শহরে অনুপিয়তে মল্লদের সঙ্গে বসবাস করছিলেন।

৪। সেই সময় খুব ভোরে তিনি তাঁর চীবর পরিধান করে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে শহরে ভিক্ষার জন্য বেরিয়েছিলেন।

৫। পথে তাঁর মনে হল, ভিক্ষা সংগ্রহের পক্ষে এই সময়টা অতিরিক্ত আগে হয়ে গেছে। এই কথা মনে হওয়াতে তিনি পর্যটক ভগ্গবের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

৬। মহাত্মাকে দেখে ভগ্গব উঠে এসে তাঁকে অভিবাদন জানালেন এবং বললেন, "আমার প্রতি সদয় হন প্রভু! আপনার আসন প্রস্তুত, আপনি আসন গ্রহণ করুন।"

৭। মহাত্মা সেখানে বসলে, ভগ্গব অন্য একটি আসন নিয়ে তাঁর পাশে বসলেন। সেইভাবে বসে, পরিব্রাজক ভগ্গব মহাত্মা বুদ্ধকে বললেন :

৮। "প্রভু, বেশ কিছুদিন আগে লিচ্ছবীর সুনক্ষত্ত আমার সঙ্গে দেখা করেন এবং বলেন, "ভগ্গব, আমি মহাত্মাকে ত্যাগ করেছি। আমি আর তাঁকে গুরু বলে মনে করি না। এই ঘটনা কি সত্য?"

৯। বুদ্ধ জানালেন, "লিচ্ছবীর সুনক্ষত্ত যা বলেছে সেটা ঠিক।"

১০। "ভগ্গব, বেশ কিছুদিন আগে লিচ্ছবীর সুনক্ষত্ত আমার সঙ্গে দেখা করে এবং বলে, 'আমি মহাত্মাকে ত্যাগ করেছি। আমি আর তাঁকে আমার গুরু মনে করি না।' যখন সে আমাকে এসব বলছিল, আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।" "কিন্তু সুনক্ষত্ত আমি কি কখনও তোমাকে আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে বলেছি?"

১১। "না প্রভু তা বলেননি।"

১২। "অথবা আমি কি কখনও তোমাকে বলতে বলেছি।" "প্রভু আমি আপনাকে আমার গুরু মনে করি।"

১৩। "না, প্রভু তা বলেননি।"

১৪। "তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করি—"তুমি যদি আমাকে সে-কথা না বলে থাকো, কিংবা আমি তোমাকে সেই কথা না বলে থাকি, তা হলে তোমার আমাকে কিংবা আমার তোমাকে ত্যাগ করার প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? জানো, তুমি কত বোকা! তোমার নিজের মধ্যেই কত গলতি রয়েছে।"

১৫। "কিন্তু মহাত্মা, সাধারণের ক্ষমতাকে অতিক্রম করে অলৌলিক কোনও ক্ষমতা আপনি আমাকে প্রদর্শন করতে পারেন নি।"

১৬। "কেন সুনক্ষত্ত, আমি কি কখনও তোমাকে বলেছি? তুমি আমাকে গুরু হিসাবে গ্রহণ করো সুনক্ষত্ত, আমি তোমাকে এমন অলৌলিক ক্ষমতা দেখাব যা সাধারণ মানুষ দেখাতে পারে না।"

১৭। "না, প্রভু আপনি তা বলেন নি।"

১৮। "আমি কি তোমাকে কখনও আমাকে এমন কথা বলতে বলেছি যে, 'মহাত্মা, আপনি আমাকে এমন অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়েছেন যে, আমি আপনাকে আমার শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করব। কারণ এমন ক্ষমতা সাধারণ মানুষ প্রদর্শন করাতে পারে না।"

২০। "কিন্তু আমি যদি তোমাকে সেই কথা না বলে থাকি বা তুমি আমাকে সেই কথা না বলে থাকো, তা হলে তুমি আমি দু'জনেই কী বোকা যে আমরা পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করার কথা ভাবছি। তুমি কি মনে করো সুনক্ষত্ত, সাধারণ মানুষ অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতার বাইরে? কিংবা না, তাই বলছি, আমার ধম্ম শিক্ষার উদ্দেশ্য। যে ধম্মো শিক্ষা চর্চাকারীর সমস্ত অমঙ্গল দূর করবে।"

২১। "প্রভু এগুলি এইভাবে গঠিত হোক বা না হোক, এটি এমন একটি বস্তু যার জন্য মহাত্মা ধম্ম শিক্ষা দিয়েছেন।"

২২। "তা হলে সুনক্ষত্ত, অলৌকিক বিষয় এইভাবে গঠিত কিনা তা যদি কোনও কর্তব্যের ব্যাপার না হয় মূর্খ, তা হলে এই বিষয়ে চর্চা করার প্রয়োজন কী? তা হলে সুনক্ষত্ত, ভেবে দেখো যে, এটি তোমারই দোষ।"

২৩। "কিন্তু প্রভু মহাত্মা আমাকে কখনও বস্তুর শুরুর কথা বলেননি।"

২৪। "কেন সুনক্ষত্ত, আমি কি কখনও তোমাকে বলেছি, "সুনক্ষত্ত, তুমি আমার শিষ্য হও, আমি তোমাকে বস্তুর শুরু কোথায় তা প্রমাণ করে বলব।"

২৫। "না প্রভু, তা বলেননি।"

২৬। "তুমি কি আমাকে কখনও বলেছ যে, আমি সেই ব্যক্তির-ই শিষ্য হব, যিনি আমাকে বস্তুর শুরুর কথা বলতে পারবেন।"

২৭। "না, আমি তা বলিনি।"

২৮। "কিন্তু আমি যদি তোমাকে সেই কথা না বলে থাকি, কিংবা তুমি যদি আমাকে সে-কথা না বলে থাকো, তবে পরস্পর পরস্পরকে পরিত্যাগের কী প্রয়োজন রয়েছে। সুনক্ষত্ত, তুমি কি মনে করো যে, বস্তুর শুরুর সম্পর্কে বলা কিংবা না বলার জন্য আমি ধম্মো শিক্ষা দিচ্ছি, যা এই ধম্মো চর্চাকারীর সমস্ত অমঙ্গল দূর করতে সম্ভব হবে।"

২৯। "কেন মহাত্মা, এই সত্য প্রকাশিত হল কি হল না অবশ্যই তা ধম্মো শিক্ষার বিষয় নয়।"

৩০। "তা হলে সুনক্ষত্ত, বস্তুর শুরু প্রকাশিত হল কি হল না, সেটা যদি বিবেচ্য বিষয় না হয়, বস্তুর শুরুর বিষয়টি তোমার কোন প্রয়োজনে লাগবে!"

৩১। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয়, ধর্ম বস্তুর শুরুর প্রকাশ করতেই উদ্যোগী, কিন্তু ধম্মো তা নয়।

২. মহাত্মা বুদ্ধ এবং পথ্থপদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ধর্ম এবং ধম্মর পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে

১। মহাত্মা, একসময় শ্রাবস্তীতে জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আতিথ্যে বাস করছিলেন। সেইসময় সেখানে পথ্থপদ নামে একজন ভ্রাম্যমাণ ভিক্ষু রানি মল্লিকার উদ্যানস্থিত একটি কুটিরে বাস করছিলেন। ঐ স্থানটি দর্শনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনার জন্য সংরক্ষিত ছিল।

২। বুদ্ধর সঙ্গে তাঁর তিনশো শিষ্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই সময় মহাত্মা এবং পথ্থপদের মধ্যে আলোচনা শুরু হল। পথ্থপদ জানতে চাইলেন :

৩। "প্রভু তাই যদি হয় তা হলে আপনি আমাকে বলুন, এই বিশ্ব কি শাশ্বত? এটিই কি একমাত্র সত্য, অন্য সবকিছু মিথ্যে?

৪। "পথ্থপদ, এই একটি ব্যাপারে আমি কোনও মতামত দিইনি।" মহাত্মা বুদ্ধ উত্তর দিলেন।

৫। পথ্থপদ আবার সেইভাবে প্রশ্ন করতে লাগলেন :

ক। বিশ্ব কি শাশ্বত নয়?

খ। বিশ্ব কি সসীম?

গ। বিশ্ব কি অসীম?

ঘ। আত্মা এবং দেহ কি এক?

ঙ। আত্মা এক এবং দেহ কি ভিন্ন?

চ। যিনি সত্য লাভ করেছেন, মৃত্যুর পরেও কি তাঁর অস্তিত্ব থাকে?

ছ। মৃত্যুর পরে তাঁর অস্তিত্ব থাকে না?

জ। মৃত্যুর পরেও তাঁর অস্তিত্ব থাকে?

৬। মহাত্মা এইসব প্রশ্নের উত্তর একই রকম দিয়েছিলেন।

৭। "পথ্থপদ, এইসব প্রশ্নের আমি একই রকম ভাবে কোনওরকম মন্তব্য করিনি।"

৮। "কিন্তু কেন মহাত্মা, আপনি এইসব প্রশ্নের কোনও মন্তব্য করেননি।"

৯। "কেননা, এইসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কোনও লাভ নেই। ধম্মোর সঙ্গে এর কোনও সংযোগ নেই। যথার্থ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে এর কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। নির্লিপ্ত হওয়ার জন্য কামনা থেকে শুদ্ধিকরণ, আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভের জন্য, আত্মার প্রশান্তি যথার্থ জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি, এমনকী নির্বাণ লাভের জন্যও এর কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। সেইজন্যই আমি এই ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করিনি।"

১০। "মহাত্মা, তা হলে কোন বিষয়ে মন্তব্য করতে চাইছেন?"

১১। "পথ্থপদ, আমি ব্যাখ্যা করেছি, দুঃখ কী? আমি ব্যাখ্যা করেছি দুঃখের উৎস কী? আমি ব্যাখ্যা করেছি দুঃখ থেকে কী করে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, কোন পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে আমি তাই ব্যাখ্যা করেছি।"

১২। "মহাত্মা এই ব্যাপারে কেন তাঁর মতামত জ্ঞাপন করেছেন?"

১৩। "পথ্থপদ, এর কারণ হল এতে লাভবান হওয়া সম্ভব। এটি ধম্মোর সঙ্গে যুক্ত। এর মধ্য দিয়ে ন্যায় আচরণের শুরু, কামনা থেকে নির্লিপ্ত হওয়া এবং শুদ্ধিকরণ, আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভের জন্য, হৃদয়ের প্রশান্তি, যথার্থ জ্ঞান পথ এবং নির্বাণের উচ্চ ধাপ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি ইত্যাদির সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব। এইজন্যই আমি এই ব্যাপারে মতামত জ্ঞাপন করেছি।"

১৪। এই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ধর্মের বিষয়বস্তু কী এবং ধম্মর বিষয়বস্তু কী নয় তাই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। দুটো মেরুই ভিন্ন।

১৫। ধর্মের উদ্দেশ্য হল বিশ্বের উৎসকে ব্যাখ্যা করা। ধম্মর উদ্দেশ্য হল বিশ্বকে পুনর্গঠন করা।

৪. নৈতিকতা এবং ধম্ম

১। ধর্মে নৈতিকতার স্থান কোথায়?

২। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, ধর্মে নৈতিকতার কোনও স্থান নেই।

৩। ধর্মের বিষয়বস্তু হল ঈশ্বর, আত্মা, প্রার্থনা, পূজা-অর্চনা, নিয়ম-কানুন, আবার অনুষ্ঠান এবং দানধ্যান।

৪। মানুষ যখন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে, তখন-ই নৈতিকতার প্রশ্ন ওঠে।

৫। ধর্মে শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্যই নৈতিকতার প্রশ্ন আসে।

৬। ধর্ম হল ত্রিকোণী বিষয়।

৭। প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হও, কেননা তুমি ঈশ্বরের সন্তান।

৮। এটিই ধর্মের যুক্তি।

৯। প্রত্যেক ধর্মই নৈতিকতার শিক্ষা দেয়, কিন্তু নৈতিকতা ধর্মের মূল নয়।

১০। এটি মালবাহী শকটের মতো। কখনও ধর্মের সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে, কখনও ছেড়ে যাচ্ছে। সবটুকুই প্রয়োজন অনুযায়ী।

১১। ধর্মে নৈতিকতার স্থান অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, মামুলি এবং সাময়িক।

১২। ধর্মে নৈতিকতা সেইজন্য খুব একটা ফলপ্রদ নয়।

৫. ধম্ম এবং নৈতিকতা

১। ধম্মতে নৈতিকতার স্থান কোথায়?

২। স্বাভাবিক উত্তর হল, নৈতিকতাই ধম্ম। ধম্মই নৈতিকতা।

৩। অন্যভাবে বলা যায়, ধম্মতে নৈতিকতা ঈশ্বরের স্থান নিয়েছে, এ ছাড়া অন্য কোনও ঈশ্বর ধম্মতে নেই।

৪। ধম্মতে প্রার্থনা, তীর্থযাত্রা, আচার-অনুষ্ঠান, দানধ্যানের কোনও স্থান নেই।

৫। নৈতিকতাই ধম্মের সৌরভ। এটি ছাড়া ধম্মের কোনও অস্তিত্বই নেই।

৬। ধম্মতে নৈতিকতা এসেছে মানুষকে মানুষ ভালবাসবে, এই বোধ থেকে।

৭। এর জন্য ঈশ্বরের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। মানুষ যেহেতু ন্যায়পরায়ণ সেইজন্য ঈশ্বরকে খুশি করার কোনও প্রয়োজন নেই। নিজের মঙ্গলের জন্যই মানুষ মানুষকে ভালবাসবে।

৬. শুধুমাত্র নৈতিকতাই সব নয়, মানুষকে পবিত্র হতে হবে, হতে হবে বিশ্বজনীন

১। একটা জিনিস কখন পবিত্র হয়? একটা জিনিস কেনই বা পবিত্র হয়?

২। প্রাচীন বা আধুনিক যে-কোনও মানবসমাজেই এমন কিছু জিনিস কিংবা বিশ্বাস রয়েছে, যাকে পবিত্র বলা হয়, আর বাকিগুলোকে অপবিত্র বলা হয়।

৩। যখন কোনও বিশ্বাস বা বস্তু পবিত্রতার স্তরে পৌঁছয়, তখন তাকে লঙ্ঘন করা যায় না। বস্তুত তাকে স্পর্শ করা যায় না। কেননা এটা নিষিদ্ধ।

৪। আবার ঠিক তার বিপরীতে, যদি কোনও জিনিস বা বিশ্বাসকে অপবিত্র ভাবা হয়, অর্থাৎ তারা পবিত্র নয়, তাকে লঙ্ঘন করা যায়। অর্থাৎ কোনওরকম ভয় বা বিবেকের তাড়না না রেখেই এর বিরুদ্ধাচরণ করা যায়।

৫। যা কিছু পবিত্র, তাই বিশুদ্ধ। একে লঙ্ঘন করার অর্থ, চুরি করার মতো দোষণীয়।

৬। একটা জিনিস কেন পবিত্র হয়? এই প্রশ্নের উত্তর বুঝতে হলে জানতে হবে নৈতিকতাকে কেন পবিত্র ভাবা হয়?

৭। নৈতিকতা যে পবিত্র, এর পেছনে তিনটি কারণ রয়েছে :

৮। প্রথম কারণ হল : সমাজের প্রয়োজন যে শ্রেষ্ঠ, তাকে রক্ষা করা।

৯। বেঁচে থাকার জন্য লড়াই এবং যে সবল তারই বেঁচে থাকার অধিকার এই দুটি কথার প্রেক্ষাপটে এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত রয়েছে।

১০। ক্রমবিবর্তন তত্ত্ব থেকেই এর উৎপত্তি, এটা খুবই সাধারণ জ্ঞান যে বেঁচে থাকার লড়াইয়ের মধ্যে একটা ক্রমবিবর্তন ছিল। কারণ প্রাগৈতিহাসিক কালে খাদ্যের জোগান খুবই অপ্রতুল ছিল।

১১। সংগ্রাম খুব-ই মারাত্মক। প্রকৃতি তার নখ-দাঁত দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে।

১২। এই তিক্ত ও রক্তাক্ত সংগ্রামে একমাত্র সবলেরাই বেঁচে থাকতে পারত।

১৩। শুরুতে সমাজব-্যবস্থা এইরকমই ছিল।

১৪। অতীতে নিশ্চয়-ই কেউ এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। যে সবল সেই কি শ্রেষ্ঠ? যদি দুর্বলকে রক্ষা করা যায় সে কি সমাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য চরিতার্থ করতে শ্রেষ্ঠত্বের ভূমিকা নিতে পারবে না?

১৫। তখনকার সমাজ-ই এই প্রশ্নের সদর্থক উত্তর দিয়েছিল।

১৬। এখন প্রশ্ন হল, দুর্বলকে তা হলে কী করে রক্ষা করা যাবে?

১৭। যে সবল তার ওপরে কিছু বাধা-নিষেধ চাপিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

১৮। এইভাবে নৈতিকতার জন্ম হল।

১৯। এই নৈতিকতাই পবিত্র হতে বাধ্য, কারণ এটি মূলত যারা সবল বা শক্তিশালী তাদের ওপরেই চাপানো হয়েছিল।

২০। এর পরিণতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২১। প্রথমত নৈতিকতা কি সামাজিক মানুষকে সমাজ বিরোধী করে তুলছে?

২২। তা নয়। কেননা যে চোর তার মধ্যে কোনও নৈতিক বোধ থাকতেই পারে না। ব্যবসায়ীদের মধ্যে নৈতিক বোধ থাকতে পারে। আপন জাতের প্রতি নৈতিক বোধ থাকতে পারে, একদল ডাকাতের মধ্যেও নৈতিকতা থাকতে পারে।

২৩। কিন্তু এই নৈতিকতা বিচ্ছিন্ন এবং আত্মকেন্দ্রিক। এই নৈতিকতার মধ্য দিয়ে দলীয় স্বার্থ রক্ষা হয়। সুতরাং এটি সমাজ বিরোধী।

২৪। এটি একটি বিচ্ছিন্ন এবং আত্মকেন্দ্রিক নৈতিকতা, এরা সমাজবিরোধী শক্তিকে প্রশ্রয় দেয়।

২৫। একটি দল নিজেদের স্বার্থরক্ষা করতে চায়, সুতরাং তারা নৈতিকতার প্রশ্ন তোলে।

২৬। এর ফলাফল তখন গভীর এবং অর্থবহ রয়ে ওঠে।

২৭। সমাজ যদি এই ধরনের সমাজবিরোধী দলকে প্রশ্রয় দেয়, তবে সেই সমাজ হয়ে ওঠে অসংগঠিত এবং খণ্ডিত।

২৮। এই ধরনের সমাজ বিভিন্ন ধরনের অনুকরণীয় আদর্শ এবং মান গড়ে তোলে।

২৯। সামগ্রিক আদর্শ এবং সামগ্রিক মান না থাকার ফলে সমাজের সংহতি বজায় থাকে না।

৩০। বিভিন্ন আদর্শ এবং বিভিন্ন মান থাকলে ব্যক্তির তাতে দৃঢ় মানসিকতা গড়ে তোলা মুশকিল।

৩১। যে সমাজে একটি দল অন্য দলের ওপরে প্রাধান্য খাটাতে চায় এবং অপরের বুদ্ধিবৃত্তি এবং সমানুপাতিক দাবিকে অগ্রাহ্য করে, সেখানে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী।

৩২। এই সংঘর্ষ এড়ানোর একটিই পথ, নৈতিকতার একটি সর্বজনগ্রাহ্য নিয়ম গড়ে তোলা, যেটি সকলের কাছে পবিত্র।

৩৩। তৃতীয় কারণটি হল, নৈতিকতা হবে পবিত্র এবং বিশ্বজনীন। ব্যক্তির উন্নতিকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

৩৪। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে এব গোষ্ঠী শাসনের অধীনে ব্যক্তি স্বার্থরক্ষিত হয় না।

৩৫। গোষ্ঠী ব্যবস্থা ব্যক্তির মানসিকতাকে দৃঢ় হতে দেয় না, সেটা একমাত্র সম্ভব যদি সমাজে সামগ্রিক আদর্শ ও সামগ্রিক নীতি থাকে। ব্যক্তির চিন্তাধারাকে বিকৃত করা হয় এবং তার মনকে এমনভাবে গড়ে তোলা হয়, যা একান্তই বলপূর্বক এবং বিকৃত।

৩৬। দ্বিতীয়ত, গোষ্ঠী ব্যবস্থা বৈষম্যমূলক এবং ন্যায়বিরোধী করে তোলে।

৩৭। গোষ্ঠী ব্যবস্থা শ্রেণীবিভাজন করে, যারা প্রভু তারা প্রভুই থাকে, যারা দাস হয়ে জন্মায় তারা দাসই থাকে। মালিকরা মালিকই হয়, শ্রমিকেরা শ্রমিকই থাকে। যারা সুবিধেবাদী তারা সুবিধেই ভোগ করে, যারা নির্যাতিত তারা নির্যাতিতই থাকে।

৩৮। এর অর্থ হল, স্বাধীনতা মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি ভোগ করে, সবাই ভোগ করে না। এর অর্থ হল, সমতা শুধু মুষ্টিমেয়র জন্য, সমষ্টির জন্য নয়।

৩৯। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কী? এর থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব।

৪০। ভ্রাতৃত্ব কী? এটি আর কিছুই নয়, মানুষকে ভাই মনে করা। নৈতিকতার অপর নাম ভ্রাতৃত্ব।

এইজন্যই বুদ্ধ বলেছিলেন, "ধম্মোই নৈতিকতা, নৈতিকতাই ধম্মো।"

□ □ □

পর্ব-১১

পুনর্জন্ম, কর্ম, অহিংসা ও পরজন্ম :

পরিভাষার সাদৃশ্যর ফলে মৌলিক পার্থক্য ঢাকা পড়ে গেছে

অংশ : ১ পুনর্জন্ম

১. প্রারম্ভিক

২. কীসের পুনর্জন্ম?

৩. কার পুনর্জন্ম?

অংশ : ২ কর্ম

১. কর্ম সম্বন্ধে বুদ্ধের মতবাদ ও ব্রাহ্মণদের কর্ম মতবাদ কি এক?

২. বুদ্ধ কি বিশ্বাস করতেন যে, অতীত কর্মফলের প্রভাব আগামী জন্মে পড়বে।?

৩. বুদ্ধ কি বিশ্বাস করতেন যে, অতীত কর্মফলের প্রভাব আগামী জন্মে পড়বে? (শেষাংশ)

অংশ : ৩ অহিংসা

১. যে সমস্তভাবে ব্যাখ্যা এবং অনুকরণ হয়েছে।

২. অহিংসার যথার্থ অর্থ কী?

অংশ : ৪ পরজন্ম

বিভাগ : ৫

এইভাবে ভুল ব্যাখ্যার কারণ কি?

বিভাগ ১

পুনর্জন্ম

১. প্রারম্ভিক

১। মৃত্যুর পরে কী হয় এই ধরনের প্রশ্ন প্রায়-ই জিজ্ঞেস করা হয়।

২। বুদ্ধর সমসাময়িকেরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করতেন। একদল ছিলেন শাশ্বতবাদী এবং অন্যদল ছিলেন বৈনাশিকবাদী।

৩। যাঁরা শাশ্বতবাদী, তাঁরা বলেন আত্মার জন্ম ও মৃত্যু হয় না। সুতরাং প্রাণ শাশ্বত। তার আবার পুনর্জন্ম হয়।

৪। বৈনাশিকবাদীদের তত্ত্ব এককথায় শেষ হয়ে গেছে, উচ্ছেদবাদ-এর অর্থ হল মৃত্যুই সবকিছুর শেষ। মৃত্যুর পরে আর কিছু নেই।

৫। বুদ্ধ শাশ্বতবাদী ছিলেন না। কারণ যাঁরা পৃথক এবং অমর আত্মার কথা বলেছিলেন, বুদ্ধ তার বিরোধিতা করেছিলেন।

৬। তবে কি বুদ্ধ বৈনাশিকবাদী ছিলেন? যেহেতু তিনি আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না, সেই হেতু মনে করা হয়, বুদ্ধ বৈনাশিকবাদী ছিলেন।

৭। কিন্তু অলগদ্দুপমসুত্তে বুদ্ধ অভিযোগ করেছিলেন যে, তাঁকে বৈনাশিকবাদী হিসাবে বলা হচ্ছে বটে, কিন্তু তিনি আদপেই তা নন।

৮। তিনি বলেন, "যদিও এই বিষয়ে আমার বিশ্বাস দৃঢ়, এবং এই শিক্ষাই আমি দিয়ে এসেছি, কিছু সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণ সমস্ত সত্যকে অস্বীকার করে আমাকে বৈনাশিক (Nihilist) এবং অসংহতি, ধ্বংস এবং মানুষের অস্তিত্ব বিনাশ করার শিক্ষা দিচ্ছি বলে অভিযোগ করেছে।

৯। "আমি যা নই, এবং আমি যা সত্য বলে মনে করি না, এই সমস্ত মানুষেরা মিথ্যেভাবে, ভুলভাবে আমাকে ব্যাখ্যা করেছে এবং বৈনাশিকবাদী বলে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছে।"

১০। যদি এই মন্তব্য যথার্থ হয়, এবং তারা যদি মিথ্যে ভাবে তার ওপরে আরোপ করে থাকে এবং ব্রাহ্মণ ধর্মকে বৌদ্ধ ধর্ম রূপে প্রতিপন্ন করতে চায়, তবে এই ধরনের মন্তব্য নিঃসন্দেহে উভয় সঙ্কট তৈরি করবে।

১১। কেমন করে বুদ্ধ আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী না হয়েও বলবেন যে, তিনি বৈনাশিকবাদী নন?

১২। এইজন্যই প্রশ্ন উঠেছে, বুদ্ধ কি পুনর্জন্ম বিশ্বাস করতেন?

২. কীসের পুনর্জন্ম

১। বুদ্ধ কি পুনর্জন্ম বিশ্বাস করতেন?

২। উত্তরটা সদর্থক।

৩। বরং এই প্রশ্নটা দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—১) কীসের পুনর্জন্ম? ২) কার পুনর্জন্ম?

৪। এই দুটি প্রশ্নকে পৃথক পৃথক চিন্তা করতে হবে।

৫। প্রথম প্রশ্নটা হল, কীসের পুনর্জন্ম?

৬। এই প্রশ্নকে প্রায়-ই উপেক্ষা করা হয়। তার কারণ এই দুটি প্রশ্ন একত্র হয়ে গিয়ে একটা জটিলতা সৃষ্টি করে।

৭। বুদ্ধ মনে করেন, আমাদের দেহ চারটি পদার্থ দিয়ে তৈরি : ১) পৃথ্বী, ২) অপ, ৩) তেজ এবং ৪) বায়ু।

৮। প্রশ্ন হল, যখন মানবদেহের মৃত্যু হয়, তখন এই চার পদার্থের কী হয়? মৃতদেহের সঙ্গে তাদেরও কি মৃত্যু হয়? কারও কারও মতে, তাই হয়।

৯। বুদ্ধ বলেন, না। মহাকাশে এই চার পদার্থ বর্তমান রয়েছে, দেহের মৃত্যু হলে তারা সেই পদার্থের সঙ্গে বিলীন হয়ে যায়।

১০। ভাসমান চারটি পদার্থ যখন আবার একত্রিত হয়, তখনই আবার নতুন জন্ম হয়।

১১। বুদ্ধ পুনর্জন্ম বলতে একেই বুঝিয়েছিলেন।

১২। এই চারটি পদার্থ মিলে পুনর্জন্ম ঘটছে, তাদের উৎস যে একটি মৃতদেহর হবে তা নয়, ভিন্ন ভিন্ন মৃতদেহ থেকে বেরিয়ে এসে তারা মিলিত হতে পারে।

১৩। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, দেহের মৃত্যু হয়, কিন্তু এইসব পদার্থগুলির কখনও বিনাশ হয় না।

১৪। বুদ্ধ এই ধরনের পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতেন।

১৫। মহাকোট্‌ঠিতের সঙ্গে সারিপুত্তর কথোপকথন হয়েছিল, তাতে এই বিষয়ের ওপরে আলোকপাত করা হয়েছিল।

১৬। কথিত আছে যখন মহাত্মা বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবনে বসবাস করছিলেন, তখন মহাকোট্‌ঠিত ধ্যান থেকে উত্থিত হয়ে সারিপুত্তর কাছে যান এবং তাঁকে এমন কিছু প্রশ্নের ব্যাখ্যা করতে বলেন, যে প্রশ্নগুলি তাকে পীড়িত করছিল।

১৭। এটি তার মধ্যে অন্যতম।

১৮। মহাকোট্‌ঠিত প্রশ্ন করেন : প্রথম সমাধির পরে কোন কোন গুণাগুণ যায় আর কোন কোন গুণ বর্তমান থাকে?

১৯। সারিপুত্ত উত্তর দেন : পাঁচটি গুণ—কামনা, পরশ্রীকাতরতা, জড়ত্ব, দুশ্চিন্তা এবং সন্দেহ চলে যায়। পর্যবেক্ষণ, প্রতিফলন, উৎসাহ, তৃপ্তি এবং আলোকিত আত্মা অটুট থাকে।

২০। মহাকোট্‌ঠিত প্রশ্ন করেন : এই যে পঞ্চেন্দ্রিয়—দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ এবং স্পর্শ এদের প্রত্যেকের কাজের নিজস্ব স্তর রয়েছে, প্রত্যেকে, পৃথক আবার একত্রভাবে তারা কাজ করে যাচ্ছে। কোন স্তরে এরা বিচরণ করে, এদেরকে কে উপভোগ করে?

২১। সারিপুত্তর উত্তর দেন : মন।

২২। মহাকোট্‌ঠিত প্রশ্ন করেন : কার ওপরে এই পঞ্চেন্দ্রিয় নির্ভর করে আছে?

২৩। সারিপুত্তর উত্তর দেন : জীবনীশক্তির ওপরে।

২৪। মহাকোট্‌ঠিত জানতে চান : জীবনীশক্তি কার ওপরে নির্ভর করে আছে?

২৫। "উত্তাপের ওপরে" সারিপুত্ত উত্তর দেন।

২৬। মহাকোট্‌ঠিত বলেন : উত্তাপ কার ওপরে নির্ভর করে আছে?

২৭। সারিপুত্ত বলেন : জীবনীশক্তির ওপর।

২৮। মহাকোট্‌ঠিত আবার বলেন : আপনি বললেন যে, জীবনীশক্তি নির্ভর করে উত্তাপের ওপর। আবার বললেন, উত্তাপ নির্ভর করে জীবনীশক্তির ওপর। এর মূলগত অর্থ কী?

২৯। সারিপুত্ত বলেন, "আমি এর ব্যাখ্যা করছি। যেমন প্রদীপের আলো শিখাকে প্রতিফলিত করছে এবং শিখা আলোকে প্রতিফলিত করছে। তেমন-ই জীবনীশক্তি উত্তাপের উপর নির্ভরশীল। উত্তাপ জীবনীশক্তির ওপর।

৩০। মহাকোট্‌ঠিত প্রশ্ন করেন : দেহ নিক্ষেপিত হওয়ার আগে কী কী জিনিস দেহ থেকে চলে যায় এবং দেহকে জড় কাঠখড়ের মতো সরিয়ে রাখা হয়?

৩১। সারিপুত্ত বলেন, "জীবনীশক্তির উত্তাপ এবং চেতনা।"

৩২। মহাকোট্‌ঠিত জিজ্ঞেস করেন : "প্রাণহীন দেহ ও একজন সমাধিস্থ ভিক্ষু, যার অনুভূতি এবং উপলব্ধি স্তব্ধ হয়ে যায়, তার সঙ্গে তফাত কোথায়?"

৩৩। সারিপুত্ত উত্তর দেন : "মৃত ব্যক্তির বাক্য এবং মন স্তব্ধ হয়ে যায়। জীবনীশক্তি নিঃশেষিত হয়, তাপ নিভে যায় এবং পঞ্চেন্দ্রিয় স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু একজন সমাধিস্থ ভিক্ষুর জীবনীশক্তি অটুট থাকে, তাপ স্থির থাকে। পঞ্চেন্দ্রিয় পরিষ্কার থাকে। যদিও তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস, পর্যবেক্ষণ এবং উপলব্ধি স্তব্ধ হয়ে যায়।"

৩৪। মৃত্যু বা নিঃশেষের এটিই বোধ হয় সম্পূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা।

৩৫। এই কথপোকথনে বোধ হয় একটু অসম্পূর্ণতা থেকে গেছে। মহাকোট্‌ঠিত সারিপুত্তকে একটি প্রশ্ন করতে পারতেন। সেটি হল— উত্তাপ কী?

৩৬। সারিপুত্ত এই প্রশ্নের যে উত্তর দিতে পারতেন তার কল্পনা করা অত সহজ নয়। কীন্তু এ-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই যে, উত্তাপের অর্থ শক্তি।

৩৭। এই প্রশ্নের আসল উত্তর হল : দেহের যখন বিনাশ হয় তখন কী হয়? দেহ কী তখন শক্তি উৎপাদন করতে পারে না?

৩৮। কিন্তু এই উত্তর খণ্ডাংশ মাত্র। কারণ মৃত্যু মানে হল দেহ থেকে যে শক্তি মিলিয়ে যায় তা মহাকাশে বিলীন শক্তির সঙ্গে মিলিত হওয়া।

৩৯। বুদ্ধ বৈনাশিকবাদের যে দুই ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে বলা যায় বুদ্ধ পুরোপুরি বৈনাশিকবাদী ছিলেন না। তিনি আত্মার পুনর্জন্মকে বিশ্বাস করতেন না কিন্তু বস্তুর পুনর্উৎপাদনকে বিশ্বাস করতেন।

৪০। এই ব্যাখ্যা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় বুদ্ধ কেন বলেছিলেন যে, তিনি বৈনাশিকবাদী নন।

৪১। এই ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যায়, বুদ্ধের ব্যাখ্যা কতটা বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।

৪২। এই অর্থ থেকেই শুধু বলা যায় বুদ্ধ পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতেন।

৪৩। শক্তির কখনও বিনাশ হয় না। বিজ্ঞান এই ধরনের ব্যাখ্যাই করেছে। বৈনাশিকবাদে বলা হয় মৃত্যুর পরে কিছুই থাকে না। এটা বিজ্ঞান-বিরোধী কথা। কারণ এর অর্থ হল যে শক্তি পরিমাণে একরকম থাকে না।

৪৪। উভয় সঙ্কট সমাধানের এটিই একমাত্র পথ।

৩. কার পুনর্জন্ম

১। এটি অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন, কার পুনর্জন্ম?

২। এক-ই মৃত ব্যক্তি কী আবার জন্ম নেয়?

৩। বুদ্ধ কী এই তত্ত্ব বিশ্বাস করতেন? উত্তর হল, একেবারেই অসম্ভব!

৪। এর উত্তর নির্ভর করছে মৃত ব্যক্তির বেঁচে থাকার পদার্থগুলির একত্রীকরণ এবং নব দেহধারণ। তবেই সেই চেতন ব্যক্তির পুনর্জন্ম সম্ভব।

৫। বিভিন্ন মৃত ব্যক্তির বিভিন্ন সংমিশ্রণের ফলে নতুন দেহ তৈরি হয়, তবে এক-ই ব্যক্তির পুনর্জন্ম সম্ভব নয়।

৬। রাজা পসেনদির ভগিনী ক্ষেমা যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, তাতে এটি সুন্দর ভাবে বিবৃত হয়েছে।

৭। একসময় মহাত্মা শ্রাবস্তীর কাছে অনাথপিন্ডিকের জেতবনে বসবাস করছিলেন।

৮। সেইখানে ভগিনী ক্ষেমা, কোশলদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে, শ্রাবস্তী এবং সাকেতের মাঝামাঝি তোড়ণবত্তুতে অবস্থান করেন।

৯। কোশলের রাজা পসেনদি সাকেত থেকে শ্রাবস্তী যাওয়ার পথে এবং এই দুটির মাঝখানের মধ্যবর্তী পথে তোরণবত্তুতে এক রাত্রি যাপন করেন।

১০। কোশলের রাজা পসেনদি একজন ব্যক্তিকে বলেন, "হে সুভদ্র, তুমি এদিকে এসো, এমন কোনও সন্ন্যাসী কিংবা ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান করো ; যার কাছে আমি রাত্রিযাপন করতে পারি।"

১১। "ঠিক আছে প্রভু," এই কথা বলে লোকটি তোরণবত্তুতে সর্বত্র সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণের খোঁজ করল, যেখানে রাজা পসেনদি রাত্রি যাপন করতে পারেন, কিন্তু কোথাও কাউকে খুঁজে পেল না।

১২। সেখানে সেই ব্যক্তি ভগিনী ক্ষেমার খোঁজ পেলেন। ক্ষেমা তোরণবত্তুতে বসবাস করছিলেন। তাঁকে দেখে ব্যক্তিটি রাজা পসেনদির কাছে গেলেন এবং বললেন :

১৩। "মহারাজ, তোরণবত্তুতে আমি কোনও ব্রাহ্মণ কিংবা সন্ন্যাসীর খোঁজ, পেলাম না, যার কাছে আপনি রাত্রি যাপন করতে পারেন। কিন্তু প্রভু, মহাত্মা বুদ্ধের শিষ্যা ভগিনী ক্ষেমা, সেখানে অবস্থান করছেন। এই মহীয়সী রমণী সম্পর্কে শোনা যায় যে, ইনি একজন সন্ন্যাসিনী, বিচক্ষণ, উচ্চশিক্ষিতা, সুবক্তা, উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন নারী। আপনি ওঁর ওখানে থাকতে পারেন।"

১৪। কোশলের রাজা ভগিনী ক্ষেমার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তাঁকে অভিবাদন করে তাঁর পাশে বসলেন। তারপর তাঁকে বললেন :

১৫। "ভদ্রমহাদয়া, আপনি কী মনে করেন মৃত্যুর পরেও তথাগতর অস্তিত্ব থাকবে?

১৬। "মহারাজ, মহাত্মা, সেই কথা প্রকাশ করেননি।"

১৭। কেমন করে তা সম্ভব হয়? যখন আমি জানতে চাইছি তথাগত কী মৃত্যুর পরেও অস্তিত্ব থাকবে? আপনি বলছেন—"মহাত্মা, সেই কথা প্রকাশ করে বলেননি।" যখন আমি অন্য প্রশ্ন করছি। আপনি একই রকম উত্তর দিচ্ছেন। এর কারণ কী? কেন মহাত্মা এসব প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ করেননি?

১৮। মহারাজ আমি আপনাকে এবারে প্রশ্ন করব। আপনি যে কথা সঠিক বলে চিন্তা করেন, সব কথার কী উত্তর আপনি দিতে পারেন? মহারাজ, আপনি বলুন, কেন? এমন কোনও হিসাবরক্ষক, কিংবা গণনা করার মতো এমন কোনও যন্ত্র কী আছে, যা দিয়ে গঙ্গার বালুকণা গোনা সম্ভব। আপনি বলুন তো সেখানে কত শত কণা রয়েছে, কত হাজার কণা রয়েছে? কত শত হাজার বালুকণা রয়েছে?

১৯। না, আমি তা জানি না।

২০। আপনার কী এমন কোনও গণক বা গণনা করার যন্ত্র রয়েছে, যা দিয়ে মহাসমুদ্রের জল পরিমাপ করা যায়? মহাসমুদ্রে কত গ্যালন জল রয়েছে? কত শত, কত হাজার, শত শত হাজার গ্যালন জল রয়েছে?

২১। না, ভদ্রমহোদয়া, তা সম্ভব নয়।

২২। তার কারণ কী?

২৩। তার কারণ সমুদ্র বিশাল গভীর, অসীম, দুর্ভেদ্য।

২৪। "তাই যদি হয় মহারাজ, তথাগতকে যদি কেউ তাঁর শারীরিক অস্তিত্ব নিয়ে ব্যাখ্যা করতে চায়, তা হলে বলতে হবে, তথাগতর দেহের বিনাশ হবে।

তিনি পুরোপুরি বিলুপ্ত হবেন। ঠিক যেমন করে তালগাছকে গোড়া থেকে উৎপাটিত করা হয়, ভবিষ্যতে তা আবার অঙ্কুরিত হওয়ার কোনও সুযোগই থাকে না। মহারাজ তথাগতকে শারীরিক অস্তিত্ব দিয়ে হিসাব করতে যাবেন না। তিনি সমুদ্রের মতো অসীম, দুর্গম। 'তথাগতর মৃত্যুর পরেও অস্তিত্ব থাকবে কিনা?' এ প্রশ্ন অবাস্তব। তথাগতর মৃত্যুর পরেও অস্তিত্ব আছে। থাকবে না, এসব প্রশ্ন অবান্তর।

২৫। "তথাগতকে কেউ যদি অনুভূতি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চায়, সেই অনুভূতিও পরিত্যাগ করতে হবে। সেই ভাবনাকেও সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। তথাগতকে অনুভূতি দিয়ে মাপা যায় না, মহারাজ, তথাগত এতটাই সমুদ্রের মতো গভীর, অসীম এবং দুর্গম। তাই তথাগতর মৃত্যুর পরে অস্তিত্ব থাকবে না কি অস্তিত্ব থাকবে না, এ প্রশ্ন অবান্তর।

২৬। "কেউ যদি তথাগতকে উপলব্ধির দ্বারা, কর্মের দ্বারা, চেতনার দ্বারা ব্যাখ্যা করতে চান, তা হলেও বলব, তথাগতকে ঐভাবে হিসাব করা যায় না, কেননা তিনি সমুদ্রের মতো গভীর, অসীম এবং দুর্গম। সুতরাং তথাগতর মৃত্যুর পরেও অস্তিত্ব থাকবে কী থাকবেন না, এ প্রশ্ন অবান্তর।

২৭। কোশলের রাজা পসেনদি ভগিনী ক্ষেমার এইসব কথাতে অত্যন্ত অনন্দিত হলেন। তিনি আসন পরিত্যাগ করে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

২৮। এর পর অন্য এক অনুষ্ঠানে রাজা মহিমান্বিতের কাছে গেলেন, তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে তাঁর কাছে উপবেশন করলেন। এরপর মহিমান্বিতকে বললেন :

২৯। "প্রভু তথাগতর কী মৃত্যুর পরেও অস্তিত্ব থাকবে?"

৩০। "সে-কথা আমার জানা নেই, মহারাজ?"

৩১। "তার মানে, তথাগতর মৃত্যুর পরে অস্তিত্ব নেই।"

৩২। "সেটা হতে পারে মহারাজ, সে-কথাও আমার জানা নেই।"

৩৩। তিনি আবার একটি প্রশ্ন করে সেই উত্তরটাই পান।

৩৪। "তা হলে, প্রভু আমি যখন আপনাকে প্রশ্ন করছি, তথাগতর কী মৃত্যুর পরেও অস্তিত্ব রয়েছে? কিংবা মৃত্যুর পরে অস্তিত্ব নেই? আপনি দুটি প্রশ্নের

উত্তরেই বলেছেন, 'এ-কথা আমার জানা নেই।' এর কারণ কী? মহিমান্বিত বুদ্ধ এই কথা স্পষ্ট করে কেন প্রকাশ করেননি?"

৩৫। "মহারাজ, আপনাকে আমি একটি প্রশ্ন করব। আপনি কী আমাকে যথার্থ উত্তর দিতে পারবেন? আপনি বলুন মহারাজ? আপনার কি কোনও গানণিক আছে?

৩৬। "অপূর্ব প্রভু। গুরু ও শিষ্যের এইরকম মনন ও মেধার সমন্বয় ও সঙ্গতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

৩৭। "প্রভু, ঘটনাচক্রে আমি ভগিনী ক্ষেমার ওখানে যাই এবং তাঁর কাছে এইসবের অর্থ জানতে চাই। তিনি, আপনি যে ভাষায়, যে ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করেছেন, সেইভাবে, সেই ভঙ্গিতে এই সব-ই বলেছেন। আশ্চর্য প্রভু, গুরু এবং শিষ্যের এই ব্যাখ্যা, মেধা ও মননের এত সমন্বয় শ্রেষ্ঠ এবং মহান ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

৩৮। "প্রভু, আমি এখন যাচ্ছি। আমরা ব্যস্ত মানুষ, আমাদের অনেক কিছু করার আছে।

৩৯। "মহারাজ, এটিই তার যথার্থ সময়। আপনার যা ইচ্ছে আপনি তাই করুন।

৪০। কোশলের রাজা পসেনদি আনন্দচিত্তে মহিমান্বিতকে অভিবাদন জানালেন এবং তাঁদেরকে স্বাগত জানালেন। তারপর আসন ছেড়ে তিনি উঠলেন এবং দক্ষিণ দিক থেকে মহিমান্বিতকে প্রণাণ জানিয়ে প্রস্থান করলেন।

অংশ ২

কর্ম

১. কর্ম সম্পর্কে বুদ্ধর মতবাদ আর ব্রাহ্মণ্য মতবাদ কি এক?

১। বুদ্ধর ধম্মের কর্ম মতবাদ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কর্ম মতবাদের মতো এত জটিল নয়।

২। বুদ্ধের ধম্মেতে এর স্থান কোথায়, এর গুরুত্ব কতখানি, সবই বর্ণনা করা হয়েছে।

৩। অজ্ঞ হিন্দুরা বুঝতে না পেরে বলেছে, বুদ্ধর মতবাদ ও ব্রাহ্মণ্য মতবাদ একই রকম।

৪। শিক্ষিত এবং গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা এক-ই রকম ব্যাখ্যা করেছে। আসলে তারা অজ্ঞ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এসব বলেছে।

৫। শিক্ষিত ব্রাহ্মণরা বুদ্ধের কর্মতত্ত্ব যে ব্রাহ্মণ্য কর্মতত্ত্বের থেকে ভিন্ন, এটা ভালভাবেই জানে। তা সত্ত্বেও তারা বলে থাকে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম এক।

৬। পরিভাষা এক থাকার ফলে ওদের এই ধরনের মিথ্যে এবং অপপ্রচার চালানোয় সুবিধে হয়েছে।

৭। সেইজন্য এগুলি গভীরভাবে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

৮। বুদ্ধের কর্মের অনুশাসনের সঙ্গে ভাষাগত মিল থাকলেও অন্তর্নিহিত অর্থের দিক থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কর্মের অনুশাসন থেকে ভিন্ন।

৯। উভয়ের সিদ্ধান্তের মধ্যে এত পার্থক্য রয়েছে, তাদের মধ্যে এত বৈপরীত্য রয়েছে যে, উভয়ের ফল কখনও এক হতে পারে না। তারা অবশ্যই ভিন্ন।

১০। হিন্দুধর্মে কর্মের অনুশাসনের নিয়মগুলি সুবিধের জন্য পর পর সাজানো।

১১। হিন্দুদের কর্ম অনুশাসন মূলত আত্ম-ভিত্তিক। বুদ্ধের তা নয়। বুদ্ধের অনুশাসনে আত্মার কোনও স্থান নেই।

১২। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে কর্ম মূলত বংশানুক্রমিক।

১৩। এটি এক জীবন থেকে অন্য জীবনে বর্তায়। এর কারণ, আত্মার রূপান্তর।

১৪। বুদ্ধের কর্ম, অনুশাসনে এটি সত্য নয়। কেননা সেখানে আত্মাকে স্বীকার করা হয় না।

১৫। হিন্দুর কর্ম অনুশাসনে আত্মা এবং দেহ এই দুইকে পৃথক করা হয়েছে। দেহের মৃত্যু হয় কিন্তু আত্মার মৃত্যু নেই। আত্মা মুক্তি পেয়ে যায়।

১৬। বুদ্ধের কর্মের অনুশাসনে এটি সত্য নয়।

১৭। হিন্দু ধর্মের কর্মের অনুশাসনের দু'রকম ফল পাওয়া যায়। এক, যিনি কর্ম করেন তিনি ফল পান, দুই, আত্মাও তাঁর কর্মের ফল ভোগ করে।

১৮। ব্যক্তি যে কাজ-ই করুক না কেন, তার আত্মা সেই ফল ভোগ করবে।

১৯। মানুষের যখন মৃত্যু হবে, তার আত্মা যখন মুক্তি পাবে, তখন সেই আত্মা সেই কর্মের ফল ভোগ করবে।

২০। এই কর্ম অনুযায়ী ভবিষ্যতে তার জন্ম, তার অবস্থা, সবকিছু নির্ভর করবে।

২১। বুদ্ধের ধম্মোতে আত্মার কোনও স্থান নেই। সুতরাং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এই তত্ত্বের কোনও স্থান বৌদ্ধ ধর্মে নেই।

২২। এইসব কারণে বৌদ্ধ ধর্মের কর্মের তত্ত্ব আর হিন্দু ধর্মের কর্মের তত্ত্ব এক হতে পারে না।

২৩। সুতরাং এই দুটি এক ভাবা মুর্খামি ছাড়া আর কিছু নয়।

২৪। শব্দের এই ভোজবাজি সম্বন্ধে সাবধান হওয়া উচিত, বলা যেতে পারে।

২. বুদ্ধ কি বিশ্বাস করতেন যে, অতীত কর্মফলের প্রভাব আগামী জন্মে পড়বে?

১। বুদ্ধ কর্মের অনুশাসন লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনিই প্রথম বলেছেন : "যেমন রোপণ করবে তেমনই ফল পাবে।"

২। কর্মের অনুশাসন সম্পর্কে তিনি এতটাই জোরালো মত পোষণ করতেন যে, তিনি বলতেন, যদি কেউ এই অনুশাসন না মেনে চলে তবে তার ক্ষেত্রে নৈতিক নিয়ম বলে কিছুই থাকতে পারে না।

৩। বুদ্ধের কর্ম নীতি কর্ম সম্পর্কেই প্রযোজ্য হয় এবং তার ফল বর্তমান জীবনেই ভোগ করতে হয়।

৪। কর্ম তত্ত্বকে আরও প্রসারিত করা হয়েছে। তাতে কর্মকে অতীত জীবনের সঙ্গে জুড়ে বিস্তৃত করা হয়েছে।

৫। যদি কোনও ব্যক্তি দরিদ্র পরিবারে জন্মায়, তবে ধরে নেওয়া হয় এটা তার পূর্বজন্মের কাজের ফল। যদি কেউ ধনী পরিবারে জন্মায়, সেটা তার পূর্ব জন্মের সুকৃতি।

৬। যদি কেউ জন্ম থেকেই অঙ্গবিকৃতি নিয়ে জন্মায়, তবে ধরে নেওয়া হয় এটা তার পূর্বজন্মে মন্দ কর্মের পরিণাম।

৭। এটা অত্যন্ত ক্ষতিকারক মতবাদ। কর্মের এই ধরনের ব্যাখ্যায় মানুষের চেষ্টার কোনও স্থান নেই। সব-ই পূর্বজন্মের কর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।

৮। এই প্রসারিত তত্ত্বকে প্রায়-ই বৌদ্ধ ধর্মে আরোপ করা হয়।

৯। বুদ্ধ কি এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন?

১০। যথার্থভাবে একে খতিয়ে দেখলে বুঝা যাবে, এর ভাষা একটু পরিবর্তন করা দরকার।

১১। অতীত কর্ম পরবর্তী জীবনে রূপান্তরিত হচ্ছে, এই কথা না বলে বলা উচিত, অতীত কর্মকে সেই উত্তরাধিকার সূত্রে পাচ্ছে।

১২। এই ভাষার পরিবর্তন করলে আমরা উত্তরাধিকারের অনুশাসনকে খতিয়ে দেখতে পারব। সেইসঙ্গে এটি 'ন্যায়সম্মত অধিকার বল' এবং 'প্রকৃত প্রস্তাব' এই মতবাদকে কলুষিত করতে পারছে না।

১৩। এইভাবে পুনর্বিন্যাসের ফলে দুটি প্রশ্ন সহজভাবে উঠে আসে। দুটি প্রশ্নের উত্তর না দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে না।

১৪। প্রথম প্রশ্ন হল, অতীত কর্মকে কীভাবে বংশানুসারে পাওয়া সম্ভব? কী তার প্রক্রিয়া?

১৫। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত অতীত কর্মের প্রকৃতি কী হওয়া উচিত? এটা কি জন্মগত বৈশিষ্ট্য, না কি অর্জিত বৈশিষ্ট্য?

১৬। আমরা আমাদের পিতামাতার কাছ থেকে কি বংশানুক্রমে পাই?

১৭। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে, ডিম্বাণুতে শুক্রাণু প্রবেশ করলেই মানুষের জন্ম হয়। শুক্রাণুর সঙ্গে ডিম্বাণুর মিললেই গর্ভসঞ্চার হয়।

১৮। জীবিত বস্তুর দুটি অংশের মিলনেই মানুষের জন্ম হয়। পিতার একটি মাত্র শুক্রাণু এবং মায়ের ডিম্বাণু মিলিয়েই নিষিক্তকরণ হয়।

১৯। একজন যক্ষকে বুদ্ধ বলেছেন, মানুষের জন্ম প্রজনন বিজ্ঞানভিত্তিক। তিনি সেই বিষয়টিকেই ব্যাখ্যা করেছেন।

২০। মহিমান্বিত তখন রাজগৃহের কাছে ইন্দ্র পর্বতে বসবাস করছিলেন।

২১। যক্ষ বুদ্ধের কাছে গেলেন এবং তাঁকে বললেন: পদার্থ জীবিত আত্মার রূপ নয়। তাহলে কী করে আত্মা দেহে অধিষ্ঠিত হয়? কখন আমাদের দেহে আত্মা আসে? কী করে আত্মা জরায়ুর মধ্যে অবস্থান করে? এই প্রশ্নের উত্তরে মহিমান্বিত বললেন—

২২। প্রথমে কলনের (Kalan) জন্ম নেয়। এরপর অবুদ্যে (abudde)। তার থেকে তৈরি পেশি। এর পরে ঘন এবং এই ঘনতে রোমের আবির্ভাব ঘটে। তৈরি হয় নখ। এবং মা যে খাদ্য এবং পানীয় গ্রহণ করেন, মাতৃজঠরে অবস্থিত শিশু তা গ্রহণ করে জীবন ধারণ করে এবং বর্ধিত হয়।

২৩। কিন্তু হিন্দু ধর্মে অন্য কথা বলা আছে।

২৪। সেখানে বলা আছে দেহ প্রজনন ভিত্তিক। কিন্তু আত্মা নয়। আত্মা বাইরে থেকে দেহে প্রবেশ করে। এই মতবাদে উৎসকে ঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেনি।

২৫। দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, অতীত কর্মের প্রকৃতি কী হবে? -জন্মগত বৈশিষ্ট্য না অর্জিত বৈশিষ্ট্য দিয়ে এটি নির্ধারিত হবে?

২৬। যতক্ষণ না এইসব উত্তরগুলো পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ উত্তরাধিকারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে এটি প্রমাণিত হবে না।

২৭। এসবের প্রশ্নের উত্তর যেন-তেন-প্রকারেন দিলে এই উত্তর যুক্তিসম্মত মতবাদ, না কি যুক্তিহীন মতবাদ, তা নির্ধারণে কী করে বিজ্ঞানের সহায়তা পাওয়া যাবে?

২৮। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় শিশু উত্তরাধিকারসূত্রে পিতামাতার বৈশিষ্ট্যগুলি পায়।

২৯। হিন্দু কর্ম-মতবাদে শিশু পিতামাতার কাছ থেকে দেহ ছাড়া আর কিছুই উত্তরাধিকারসূত্রে পায় না। হিন্দু ধর্মে বলা হয়, শিশুর অতীত জন্মের কর্মই স্থির করে দেবে শিশু উত্তরাধিকারসূত্রে কী কী আনতে পারবে, কিংবা না পারবে।

৩০। পিতা মাতার এক্ষেত্রে কিছুই দেওয়ার নেই। শিশু নিজেই সব নিয়ে আসে।

৩১। এই মতবাদ অযৌক্তিক ছাড়া আর কিছুই নয়?

৩২। বৌদ্ধ ধর্মে এসব অযৌক্তিকতার কোনও স্থান নেই।

৩৩। "যদি পুনর্জন্ম না হয়?"

৩৪। "আমাকে ব্যাখ্যা দিন।"

৩৫। "ধরুন মহারাজ, কোনও মানুষ অন্য মানুষের গাছের আম চুরি করেছে, তা হলে সেই চোর নিশ্চয়ই শাস্তি পাবে?"

৩৬। "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

৩৭। "কিন্তু সেই ব্যক্তি আমগুলি চুরি করত না, যদি অপর ব্যক্তির গাছটি মাটিতে না পুঁতত। তা হলে সেই ব্যক্তি শাস্তি পাবে কেন?"

৩৮। "কারণ সে গাছটি পোঁতার ফলে যে ফল জন্মেছিল, তা সে চুরি করেছিল।"

৩৯। "মহারাজ, ঠিক একই রকম। যে নাম যে চেহারা একটি কাজ করে, সেই কাজ পবিত্রও হতে পারে, অপবিত্রও হতে পারে। সেই কর্ম অনুসারে অন্য নামের এবং অন্য চেহারার মানুষ আবার জন্ম নিতে পারে কি? এর ফলে সে কি তার মন্দ কাজ থেকে মুক্ত হতে পারে না?

৪০। রাজা নাগসেনকে সাধুবাদ জানালেন।

৪১। রাজা বললেন, "নাগসেন, কোনও একটি নাম এবং আকারের মানুষ কোনও একটি কর্ম করে, তার সেই কর্মের কী হয়?"

৪২। "হে রাজন, তার সেই কর্ম তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে। তাকে কখনও পরিত্যাগ করে না।"

৪৩। "কেউ কি সেই কর্মকে চিহ্নিত করতে পারে? বলতে পারে, এগুলি কিংবা ঐগুলি সেই কর্ম?"

৪৪। "না।"

৪৫। "আমাকে একটি উদাহরণ দিন।"

৪৬। "রাজন, আপনি মনে করেন যে গাছ কোনও ফল দেয়নি তার ফল চিহ্নিতকরণ সম্ভব?"

৪৭। "সে বলতে পারবে এটি কিংবা ঐটি সেই ফল?"

৪৮। "মহাশয়, নিশ্চয়ই নয়।"

৪৯। "ঠিক, এইরকমই মহারাজা, যতক্ষণ না জীবনপ্রবাহ শেষ হচ্ছে, তার কর্মকে চিহ্নিতকরণ সম্ভব নয়।"

৫০। রাজা নাগসেনকে সাধুবাদ জানালেন।

৩. বুদ্ধ কি বিশ্বাস করতেন যে, অতীত কর্মফলের প্রভাব আগামী জন্মে পড়বে?

১। বুদ্ধের অতীত-কর্ম মতবাদ বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

২। তিনি অতীত-কর্মের উত্তরাধিকারিত্বকে বিশ্বাস করতেন না।

৩। তিনি কী করে এই মতবাদ পোষণ করলেন যে জন্ম প্রজনন ভিত্তিক এবং শিশু উত্তরাধিকারসূত্রে যা পায় তা তার পিতামাতার কাছ থেকেই পায়।

৪। যুক্তি ছাড়াও কুল, দুঃখ, এই সুত্তে আরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে, যাতে বুদ্ধ এবং জৈনদের মধ্যে কথোপকথনের উল্লেখ রয়েছে।

৫। এই কথোপকথনে বুদ্ধ বলেছেন, " আপনারা অতীতে অপরাধ করেছেন, কঠোর সংযমের মধ্য দিয়ে সেই দুষ্কর্মের বিনাশ ঘটেছে, আপনাদের বর্তমান বাক্‌সংযম, দেহের সংযম এবং মনের সংযমের মধ্য দিয়ে অতীতের কৃত অসৎ কর্মের সমাপ্তি ঘটেছে। এইভাবে কঠোর সংযমের মধ্য দিয়ে অতীত দুষ্কর্মের বিনাশ ঘটেছে। এইভাবে কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে সমস্ত অতীত দুষ্কর্মের বিনাশ সাধন করে এবং নতুন কোনও দুস্কর্ম না করে আপনারা আপনাদের ভবিষ্যৎ নিষ্কলুষ করছেন। পরিশুদ্ধ ভবিষ্যতের দ্বারা আপনারা অতীতকে মুছে ফেলেছেন। এবং অতীতকে মুছে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের পাপ দূরীভূত হয়েছে। পাপ না থাকায় আপনাদের কোনও যন্ত্রণাবোধও নেই। এবং আপনাদের মধ্যে কোনও যন্ত্রণাবোধ না থাকায় সমস্ত পাপ দূর হয়ে যাবে। যেহেতু আর কোনও যন্ত্রণা নেই, সেইজন্য সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়ে গেছে, এই শিক্ষাই আমাদের যথার্থ প্রমাণ করে এবং আমরা তা পালন করে সন্তুষ্ট হই।

৬। নির্গ্রন্থগণ, এবারে আমি আপনাদের কাছে একটা কথা জানতে চাই, "আপনারা কি জানেন এর আগে আপনাদের কি অস্তিত্ব ছিল, না কি অস্তিত্ব ছিল না।"

৭। "না, প্রভু।"

৮। "আপনারা অতীত জীবনে অন্যায় করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন কি না?"

৯। "না।"

১০। "আপনারা কি জানেন, অতীত জীবনে বিশেষ কোনও অপরাধের জন্য আপনারা অপরাধী ছিলেন, কি অপরাধী ছিলেন না?"

১১। "না।"

১২। দ্বিতীয়ত, বুদ্ধ নিশ্চিত করেন যে, একটি মানুষ ভবিষ্যতে কীরকম হবে, তাকে পরিবেশ যতটা নিয়ন্ত্রিত করে, বংশানুক্রমিকতা ততটা নয়।

১৩। দেবদহসুত্ততে বুদ্ধ বলেছেন, "কোনও কোনও সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণেরা মনে করেন যে, মানুষের যা অভিজ্ঞতা, সেটা ভাল হোক, কিংবা মন্দ হোক সবই তার পূর্ববর্তী কর্মের ফল। পূর্ব পাপকর্ম প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে এবং পুনরায় পাপকর্মে লিপ্ত না হলে ভবিষ্যতের জন্য কোনও পাপ আর সঞ্চিত থাকে না, তখন পাপ নিঃশেষিত হয়। যেহেতু পাপের অবসান ঘটে, সেহেতু ক্ষতি হওয়ার আর কিছু থাকে না, যেহেতু ক্ষতির কোনও কারণ থাকে না, সেহেতু আকাঙ্ক্ষাও দূর হয়, আকাঙ্ক্ষা দূর হলে পাপও দূর হয়। নির্গনন্থরা এই ধরনের ভাবনার কথাই বলেছেন।

১৪। জন্মের পরিবেশই যদি কারণ হয়, যার মধ্যে দিয়ে মানুষ আনন্দ, বেদনা, উপভোগ করতে পারে তবে নির্গ্রন্থরা অত্যন্ত নিন্দনীয়। পরিবেশকে যদি তারা কারণ মনে না করেন তবে তারা নিশ্চয়ই নিন্দার্হ।

১৫। বুদ্ধর এই মন্তব্য অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য। যদি তিনি একে বিশ্বাসই না করতে পারবেন, তবে অতীত কর্মের প্রতি তিনি সন্দেহ প্রকাশ করবেন কেন? যদি তিনি অতীত কর্মকে বিশ্বাসই করবেন, তবে তিনি কেন বলবেন পরিবেশগত কারণেই বর্তমান জীবনের আনন্দ বেদনা সংঘটিত হয়।

১৬। অতীত কর্ম মতবাদ পুরোপুরি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মতবাদ। অতীত জীবনের কর্মফল বর্তমান জীবনে বর্তায়, এই ভাবনা ব্রাহ্মণদের আত্মার ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ফলে কর্মফল আত্মা ভোগ করে। বৌদ্ধর ধর্মের 'আত্মা নেই' এই ভাবনার সঙ্গে এর কোনওরকম সামঞ্জস্য নেই।

১৭। "যারা বুদ্ধ ধর্ম এবং হিন্দু ধর্মকে এক করতে চেয়েছিলেন তাঁরাই জোর করে এই দুটি ধর্মকে এক বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁরা বৌদ্ধ মতবাদের বিষয়বস্তু কী তাই জানেন না।

১৮। এটি একটি কারণ, কেন বুদ্ধ এই ধরনের মতবাদ প্রচার করতে চাননি।

১৯। অন্য এবং সাধারণ কারণ, ধরে নেওয়া হয় কেন বুদ্ধ এই ধরনের মতবাদ প্রচার করেনি।

২০। অতীত কর্মের মধ্য দিয়ে আগামী জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়, হিন্দু ধর্মের যেটি মূল ভিত্তি তা অত্যন্ত অবিচারপূর্ণ, এবং অন্যায় মতবাদ। এই ধরনের মতবাদ উদ্ভাবনের উদ্দেশ্য কী হতে পারে?

২১। যে কেউ-ই বুঝতে পারে, তার একমাত্র কারণ সমাজ যাতে দরিদ্র এবং নিম্নবিত্তদের দায়িত্বকে এড়িয়ে যেতে পারে।

২২। নতুবা এই ধরনের অমানবিক এবং অদ্ভুত ধরনের মতবাদ আবিষ্কার হত না।

২৩। এটি কল্পনা করা অসম্ভব কিছু নয় যে, বুদ্ধ, যিনি মহা করুণিকা নামে পরিচিত, তিনি কেন এই মতবাদকে সমর্থন করেননি।

অংশ ৩

অহিংসা

১. যে সমস্তভাবে এটির ব্যাখ্যা এবং অনুসরণ হয়েছে

১। বুদ্ধের শিক্ষার মূলকথাই হল অহিংসা।

২। করুণা এবং মৈত্রীর সঙ্গে এটি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

৩। এখন প্রশ্ন হল, তাঁর অহিংসা প্রতিপালনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত, না কি আপেক্ষিক। এটা কি নীতি, না কি অনুশাসন?

৪। যাঁরা বুদ্ধের শিক্ষাকে গ্রহণ করেছেন, তাঁরা এ-কথা কখনই মেনে নেন না যে তাঁর অহিংসা চূড়ান্ত বিধিনিষেধ। তাঁদের মতে, বুদ্ধের অহিংসার সংজ্ঞা হল মঙ্গলের জন্য অমঙ্গলকে, পুণ্যের জন্য পাপকে বলি দেওয়া।

৫। এইসব ভাবনার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রয়োজন। অহিংসার মতো এত জটিল প্রশ্ন আর কিছু হতে পারে না।

৬। বৌদ্ধ মতাবলম্বী দেশের মানুষেরা কীভাবে একে বুঝে এবং তা অনুসরণ করে?

৭। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

৮। সিংহলের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা লড়াই করেছে এবং বিদেশি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সিংহলের জনগণকে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

৯। অন্যদিকে বর্মার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা লড়াই করতে অস্বীকার করেছে এবং বর্মার জনগণকে লড়াই করতে নিষেধ করেছে।

১০। বর্মার জনগণ ডিম খেত কিন্তু মাছ খেত না।

১১। অহিংসাকে মানুষ এইভাবে বুঝেছে এবং সেইভাবে অনুসরণ করেছে।

১২। সম্প্রতি জর্মন বৌদ্ধ সংঘ একটি প্রস্তাব পাশ করেছে, যাতে বলা হয়েছে প্রথমটি ছাড়া পঞ্চশীল নীতি গৃহীত হবে। এই প্রথমটি হল অহিংসা।

১৩। অহিংসা মতবাদ এইভাবেই আদৃত হয়েছে।

২. অহিংসার যথার্থ অর্থ কী?

১। অহিংসা বলতে কী বুঝায়?

২। বুদ্ধ কোথাও অহিংসার সংজ্ঞা কী হবে বলেননি।

৩। তিনি একে ঘটনাসিদ্ধ হিসাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ অবস্থা অনুযায়ী এর প্রয়োগ করতে চেয়েছেন।

৪। এই ব্যাপারে প্রথম প্রমাণ হল যে, যদি কেউ তাঁকে ভিক্ষার দান হিসাবে মাংস প্রদান করত, তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন না।

৫। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা মাংস খেতে পারতেন, তবে অবশ্যই হত্যা করে নয়।

৬। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা মাংস ভিক্ষা দান হিসাবে গ্রহণ করলে দেবদত্ত যখন তাতে বাধা দেন, বুদ্ধ তার বিরোধিতা করেন।

৭। পরবর্তী প্রমাণ হল যে, তিনি যজ্ঞতে পশুহত্যার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি নিজেই এই কথা বলেছিলেন।

৮। অহিংসা পরম ধর্ম, এটি চূড়ান্ত মতবাদ। এটি জৈনদের মতবাদ। বৌদ্ধদের মতবাদ নয়।

৯। এ ব্যাপারে অন্য যে প্রমাণ রয়েছে তা অনেক বেশি প্রতীক। একে অহিংসার সংজ্ঞা হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, "সকলকে

এমনভাবে ভালবাস, যাতে কখনও হত্যা করতে না হয়। অহিংসা নীতি বুঝাবার এটিই সহজ পথ।

১০। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, অহিংসা মতবাদে এই কথা বলা হচ্ছে ... যে, "হত্য কোরো না, বলা হচ্ছে সকলকে ভালবাসো।

১১। এই মতবাদের মধ্য দিয়ে বুঝতে অসুবিধে নেই যে, বুদ্ধ অহিংসা বলতে কী বুঝিয়েছিলেন।

১২। হত্যা করতে ইচ্ছুক এবং হত্যার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, এই দুটিকে বুদ্ধ পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন।

১৩। যেখানে হত্যার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেখানে তিনি কখনওই হত্যা করতে নিষিদ্ধ করেননি।

১৪। তিনি সেইখানেই হত্যা করতে নিষিদ্ধ করেছেন, যেখানে হত্যা করবার প্রবণতা রয়েছে।

১৫। এইভাবে বুঝলে বৌদ্ধ অহিংসা ধর্মে কোনওরকম অস্পষ্টতা নেই।

১৬। এটি অত্যন্ত দৃঢ় এবং নৈতিকতাপূর্ণ মতবাদ। সকলেই একে শ্রদ্ধা করে।

১৭। নিঃসন্দেহে তিনি একটি ব্যক্তির সিদ্ধান্তের ওপরে ছেড়ে দেন। ব্যক্তি নিজে বুঝবে হত্যা করার প্রয়োজনীয়তা আছে কি নেই। তা ছাড়া তিনি কার ওপরে এটি ন্যস্ত করবেন, মানুষের রয়েছে প্রজ্ঞা, সে তার-ই সদ্‌ব্যবহার করবে।

১৮। একটি সৎ ব্যক্তি অবশ্যই সঠিক পথে তার সিদ্ধান্ত নেবে।

১৯। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে হত্যার ইচ্ছাকে মেনে নেওয়া হয়।

২০। জৈন ধর্মে হত্যার ইচ্ছাকে স্বীকার করা হয় না।

২১। বুদ্ধের অহিংসা এই দুয়ের মধ্যপথকে মেনে নিয়েছে।

২২। ভিন্নভাবে বলতে গেলে, বুদ্ধ নীতি এবং অনুশাসন এই দু'য়ের তফাত করেছেন। তিনি অহিংসাকে অনুশাসনের মধ্যে রাখেননি। তিনি একে নীতি বা জীবনের নির্দেশ বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

২৩। এইভাবে তিনি বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় দিয়েছেন।

২৪। নীতি মানুষকে কাজের স্বাধীনতা দেয়। অনুশাসন দেয় না। অনুশাসন মানুষকে মানতে বাধ্য করবে নতুবা মানুষ অনুশাসনকে অমান্য করবে।

অংশ ৪

পরজন্ম

১। মহিমান্বিত প্রভু ধর্মপ্রচার করেছিলেন যে, পুনর্জন্ম হয়। আবার এও বলেছিলেন, পরজন্ম বলে কিছু নেই।

২। অনেকে তাঁর এই বৈপরীত্য মতবাদের সমালোচনা করেছেন।

৩। সমালোচকেরা জানতে চেয়েছেন, পরজন্ম ছাড়া পুনর্জন্ম কেমন করে সম্ভব?

৪। তাঁরা বলেছেন, এমন কোনও ঘটনা কি আছে যেখানে পুনর্জন্ম হয়েছে অথচ পরজন্ম হয়নি? এটা কী করে সম্ভব?

৫। এ ব্যাপারে কোনও মতবিরোধ নেই। পুনর্জন্ম হতেই পারে, কিন্তু পরজন্ম হয় না।

৬। রাজা মিলিন্দর প্রশ্নের উত্তরে নাগসেন যে উত্তর দিয়েছিলেন, তাতে এর সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।

৭। রাজা মিলিন্দ নাগসেনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "বুদ্ধ কি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন?"

৮। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "হ্যাঁ।"

৯। "এর মধ্যে কি কোনও মতবিরোধ নেই?"

১০। নাগসেন উত্তরে বলেন '২না।"

১১। "আত্মা ছাড়া পুনর্জন্ম কি সম্ভব?"

১২। নাগসেন উত্তর দেন, "নিশ্চয়ই তা সম্ভব।"

১৩। "বর্ণনা করে বলুন কী করে তা সম্ভব!"

১৪। রাজা বললেন, "নাগসেন, পরজন্ম যখন নেই, তখন পুনর্জন্ম কী করে হবে?"

১৫। "হ্যাঁ, হবে।"

১৬। "কিন্তু কেমন করে? আপনি আমাকে বুঝিয়ে বলুন।"

১৭। "ধরুন, কোনও ব্যক্তি একটি প্রদীপ থেকে অন্য প্রদীপে আলো ধরাল, এর অর্থ কি তার স্থানান্তর ঘটল?"

১৮। "নিশ্চয়ই নয়।"

১৯। "মহারাজ, ঠিক সেইরকম। জন্ম থেকে জন্মান্তরে না গিয়েও পুনর্জন্ম সম্ভব।"

২০। "আমাকে আরও বিশদভাবে বুঝিয়ে বলুন।"

২১। "মহারাজ, বাল্যকালে আপনি আপনাদের শিক্ষকের কাছে যে বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন, সেগুলি কি আপনার স্মরণে আছে?"

২২। "হ্যাঁ, সেগুলি আমি স্মরণ করতে পারি।"

২৩। "সেই বিদ্যা কি শিক্ষকের কাছ থেকে আপনার কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে?"

২৪। "নিশ্চয়ই নয়।"

২৫। "মহারাজ, জন্ম থেকে জন্মান্তরে না গিয়েও পুনর্জন্ম সম্ভব।"

২৬। "চমৎকার, নাগসেন।"

২৭। মহারাজ বললেন, "নাগসেন, আত্মা বলে কি কিছু আছে?"

২৮। "না মহারাজ, সেরকম কিছুর অস্তিত্বই নেই।"

২৯। "চমৎকার।"

অংশ ৫

এইভাবে ভুল ব্যাখ্যার কারণ কী?

১। বুদ্ধ যা প্রচার করেছেন ভিক্ষুরা সেগুলি শ্রবণ করতেন।

২। বুদ্ধ বিশেষ বিষয়ে যখন কিছু বলতেন, ভিক্ষুরা সেগুলি মানুষদেরকে বুঝাতেন।

৩। তখনও লেখা পদ্ধতি চালু হয়নি। ভিক্ষুরা যা শুনতেন, তাই স্মরণে রাখতেন।

প্রতিটি ভিক্ষুই যা শুনতেন, তাই মনে রাখতে চেষ্টা করতেন না। কেউ কেউ আবার মনে রাখাটাই পেশা হিসাবে নিয়েছিলেন।

৪। বুদ্ধর অনুশাসন- সাহিত্য সমুদ্রের মতো ব্যাপক। এইসব মনে রাখা বিশাল ক্ষমতার দরকার।

৫। অনেক ক্ষেত্রেই এগুলির ভুল ব্যাখ্যা হত।

৬। এইসব ভুল ব্যাখ্যার কথা বুদ্ধ জীবিত অবস্থাতেই শুনে গেছেন।

৭। পাঁচটি ক্ষেত্রে এই ধরনের উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি হল অলগদ্দুপম সুত্ত, অন্যটি হল মহকম্ম-বিভঙ্গসুত্ত, তৃতীয়টি কন্নকত্থলসুত্ত (Kannakatthala) ; চতুর্থ, মহা তনহ-সাংখ্যসুত্ত, (Maha-Tanha-Sankhya) ও পঞ্চম জীবকসুত্ত।

৮। আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে। এমনকী ভিক্ষুরা বুদ্ধর কাছে গিয়ে জানতে চেয়েছে এই ভুল ব্যাখ্যার জন্য কী করা উচিত।

৯। কর্ম এবং পুনর্জন্ম নিয়েই বেশি ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে।

১০। ব্রাহ্মণ্য ধর্মেও এই দুটি বিষয় নিয়ে ব্যাখ্যা রয়েছে। ভনকদের পক্ষেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মকে এক করে ব্যাখ্যা করতে সুবিধে হয়েছে।

১১। সুতরাং এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা মেনে চলা উচিত।

১২। একভাবে অবশ্য একে বুঝার যথেষ্ট সুবিধে রয়েছে।

১৩। যে ব্যাখ্যায় যুক্তি আছে, বুদ্ধি আছে এবং সমতা আছে, সেই ব্যাখ্যাকে বুদ্ধের ব্যাখ্যা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

১৪। বুদ্ধ এমন কোনও আলোচনা করতেন না, যা মানুষের কল্যাণে আসে না। যেসব তত্ত্ব বুদ্ধের বলে চাপানো হয়েছে, এবং যেগুলির দ্বারা মানুষের মঙ্গল সাধিত হয় না, তা কখনও বুদ্ধের মতবাদ হতে পারে না।

১৫। তৃতীয়ভাবে তাঁর ব্যাখ্যার সত্যতা প্রমাণিত হয়। বুদ্ধ সমস্ত বিষয়কে দুটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। কোনও কোনও বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন, কোনও কোনও বিষয়ে সুনিশ্চিত ছিলেন না। যে বিষয়গুলিতে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন সেগুলিকে প্রথম শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, যেসব বিষয়ে তিনি

সুনিশ্চিত ছিলেন না সেগুলিকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলি পরীক্ষামূলক মতামত।

১৬। যে তিনটি বিষয়ে সন্দেহ এবং মতপার্থক্য রয়েছে, সেই তিনটি বিষয়ে বুদ্ধের মতামত কিনা বুঝাবার জন্য এইভাবে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

□ □ □

পর্ব-১২

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জীবনধারা

১. ভাল, মন্দ এবং পাপ
২. আকাঙ্ক্ষা এবং কামনা
৩. ক্ষতি করা এবং শত্রুতা করা
৪. ক্রোধ এবং শত্রুতা
৫. মানুষ, মন এবং অপবিত্রতা
৬. নিজে এবং নিজেকে জয়
৭. জ্ঞান, ন্যায়পরায়ণ এবং ভাল সংসর্গ
৮. সুচিন্তা এবং স্মৃতিশক্তি
৯. সতর্কতা, আন্তরিকতা এবং বলিষ্ঠতা
১০. দুঃখ এবং সুখ, দান এবং দয়া
১১. ভণ্ডামি
১২. ন্যায়ের পথ অনুসরণ করো
১৩. মিথ্যে ধম্মের সঙ্গে সত্য ধম্মোর মিশ্রণ করা উচিত নয়।
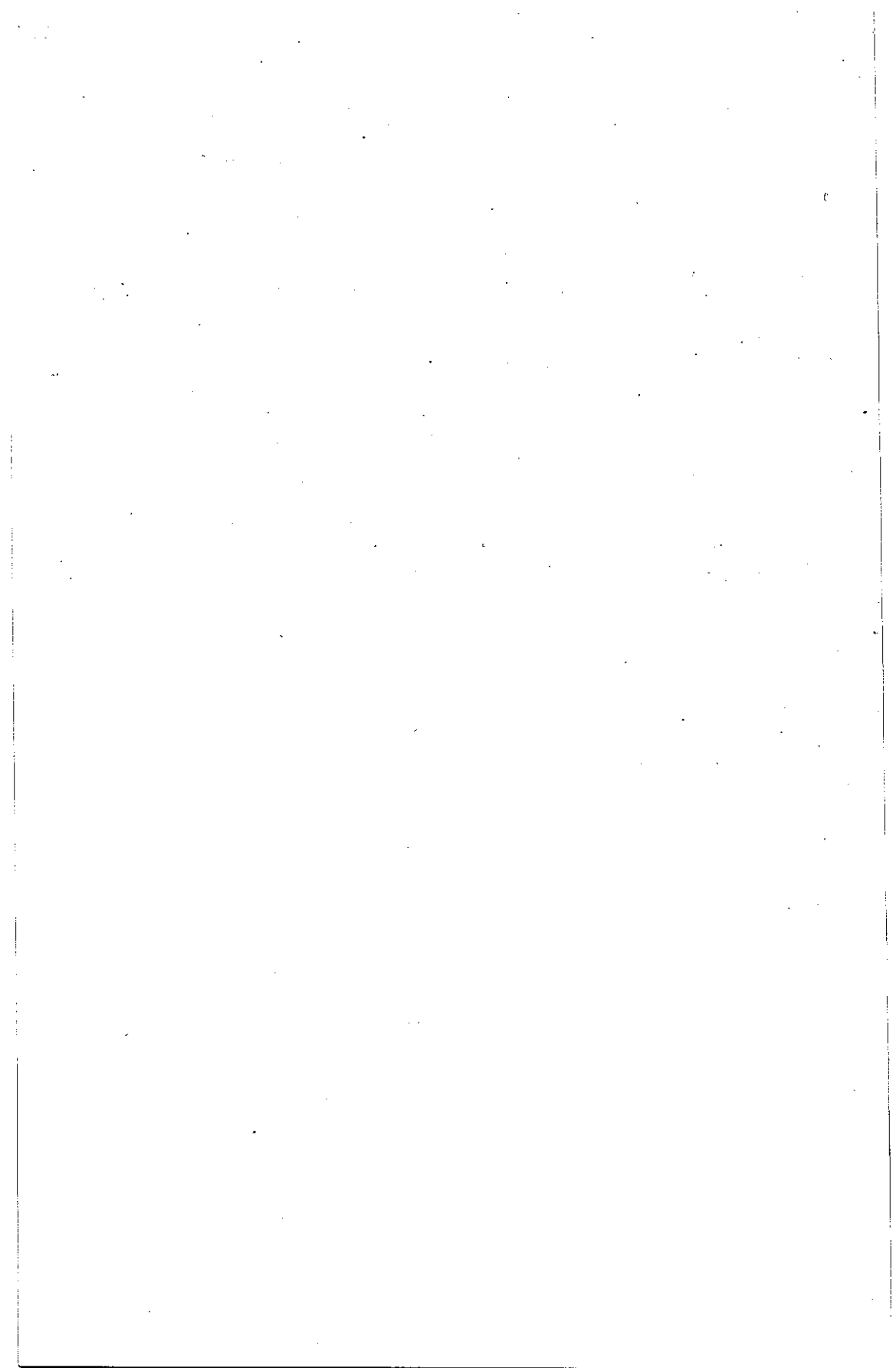
১. ভাল, মন্দ এবং পাপ

১। ভাল কাজ করো। মন্দ কাজে অংশ নিও না। কোনও পাপ-কাজ কোরো না।

২। এটিই হল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জীবনধারা।

৩। যদি কোনও ব্যক্তি ভাল কাজ করে, তাকে সেই কাজ বারবার করতে দিতে হবে। শুভকাজের প্রতি তার অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হতে দিতে হবে। যত ভাল কাজ তত আনন্দ বেশি।

৪। কোনও শুভ কাজের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখানো উচিত নয় এই কথা ভেবে যে, এতে আমার কোনও উপকার হবে না। বিন্দু বিন্দু জলে যেমন পাত্র পূর্ণ হয়, একটু একটু করে অনেক ভাল কাজ করা যায়।

৫। যদি কোনও ভাল কাজের জন্য অনুতপ্ত হতে না হয় এবং তার ফললাভে আনন্দ এবং তৃপ্তির উদ্রেক হয় তা হলে সেটি নিঃসন্দেহে মঙ্গলজনক।

৬। যদি কোনও কাজ ভালভাবে করা যায় এবং তার জন্য কোনওরকম অনুতপ্ত হতে না হয়, তা হলে সেই কাজের ফল আনন্দজনক এবং তৃপ্তিদায়ক।

৭। যদি কেউ ভাল কাজ করে, তাকে বারবার সেই কাজ করতে দেওয়া উচিত। তাকে সেই কাজে আনন্দ পেতে দিতে হবে। শুভ কাজের সমষ্টি পরমানন্দদায়ক হয়।

৮। যখন কোনও ভাল ব্যক্তি দেখতে পায় যে, তার ভাল কাজ মর্যাদা পাচ্ছে না, তখন সে মনে করতে পারে এটি তার দুঃসময়। কিন্তু ভাল কাজ যখন মর্যাদা পেতে শুরু করবে তখন সে খুবই সুস্থির বোধ করবেন।

৯। কোনও ব্যক্তিরই ভাবা উচিত নয় যে এর দ্বারা আমি উপকৃত হব না। বিন্দু বিন্দু জলে যেমন পাত্র পূর্ণ হয়, তেমনই জ্ঞানী ব্যক্তি যত সামান্যই হোক না কেন, ভাল কাজে তৃপ্তি বোধ করে।

১০। চন্দন কাঠ, ধূপ, পদ্ম বা জেস্‌মিনের গন্ধ যতদূর থেকে আসুক না কেন তার গন্ধ সবসময়ই সুগন্ধময়।

১১। ধূপ বা চন্দনের গন্ধ হালকা হলেও সেই সৌরভ মানুষের কাছে অনাস্বাদিত তৃপ্তি বয়ে আনে।

১২। মন্দ কাজকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হয়, এ-কথা কখনও মনে স্থান দিতে নেই।

যে, এতে আমার তো কোনও ক্ষতি হবে না। বিন্দু বিন্দু জলেই পাত্র পূর্ণ হয়। অল্প অল্প মন্দ কাজ একসময় স্তূপীকৃত হয়।

১৩। এমন কোনও কাজ করা উচিত নয়, যার জন্য অনুতাপ করতে হয়। এর ফল অশ্রুপূর্ণ এবং অনুতপ্তময় হয়ে ওঠে।

১৪। যদি কোনও ব্যক্তি দুষ্টু বুদ্ধি নিয়ে কাজ করে কিংবা কথা বলে তা হলে যে পশু গাড়ি টানে তার খুরকে যেমন চাকা অনুসরণ করে, দুঃখও তাকে সেইভাবে অনুসরণ করে।

১৫। অসৎ বস্তুকে কখনও অনুসরণ কোরো না। অবহেলার সঙ্গে কোনও কিছুকে গ্রহণ কোরো না। মিথ্যে আদর্শকে কখনও প্রশ্রয় দিও না।

১৬। কু-চিন্তাকে দমন করে যা কিছু মহান তার জন্য চেষ্টা করো। যে শুভ কাজ করতে উৎসাহ পায় না, সে মন্দ কাজেই আনন্দ পায়।

১৭। অশুভ কাজ অনুতাপ বহন করে আনে। এবং ফল অশ্রুময় এর অনুতপ্তময় হয়ে ওঠে।

১৮। এমনকী একজন পাপী যতক্ষণ না তার পাপের ফল পায় সে সুখী থাকে। কিন্তু যখন সে পাপের ফল পায় তখনই সে পাপকার্যকে বুঝতে পারে।

১৯। এই কথা সামান্যতমও মনে স্থান দেওয়া উচিত নয় যে, এতে আমার তো কোনও ক্ষতি হবে না। বিন্দু বিন্দু জলে পাত্র ভরে যায়। বোকারা অল্প অল্প মন্দ কাজে নিজেদেরকে ভরিয়ে রাখে।

২০। ব্যক্তির ভাল কাজ দ্রুত করা উচিত। নিজেকে অসৎ চিন্তা থেকে মুক্ত রাখা উচিত। শুভ কাজে আলসেমি করার অর্থ হল মন্দ কাজে আনন্দিত হওয়া।

২১। যদি কোনও ব্যক্তি পাপ করে, তাকে আবার পাপ করা থেকে নিবৃত্ত করা উচিত। তাকে সেই পাপে আনন্দ পেতে দেওয়া উচিত নয়। পাপ কাজের সমষ্টি যন্ত্রণার কারণ।

২২। যা কিছু মহৎ, তাকেই মেনে চলা উচিত। পাপকে এড়িয়ে চলা উচিত। যে ব্যক্তি কামনা থেকে মুক্ত, তার ভয়ও নেই, দুঃখও নেই।

২৩। কামনা থেকেই দুঃখের জন্ম। কামনা থেকে ভীতি সঞ্চারিত হয়। যে কামনা থেকে মুক্ত তার ভয়ও নেই, দুঃখও নেই।

২৪। ক্ষুধা জঘন্য রোগ। টিকে থাকা দুঃখের কারণ। এই সত্য অনুধাবন করলে একথা উপলব্ধি করা অসুবিধে হবে না যে, নির্বাণ আসল সুখ।

২৫। যে ব্যক্তি পাপ কর্ম করে, তাকে প্রতিপালিত করে, তাকে বর্ধিত করে, পাপ তাকে ধ্বংস করে। ঠিক যেমন হিরে মূল্যবান পাথরকেও বিনষ্ট করে।

২৬। যদি কেউ অত্যন্ত দুষ্টুবুদ্ধির হয় এবং নিজেকে এমন স্তরে নিয়ে যায় যে, তার শত্রুরা চাইবে গাছকে যেমন লতাগুল্ম ঘিরে রাখে সেইভাবে তাকে ঘিরে থাকতে।

২৭। মন্দ কাজ যা অন্য মানুষের ক্ষতি করে তা করা অত্যন্ত সোজা। কিন্তু ভাল কাজ যা অন্যের মঙ্গল করে তা করা খুবই কঠিন।

২. আকাঙ্ক্ষা এবং কামনা

১। কোনও কিছু আকাঙ্ক্ষা করা বা কামনা করা উচিত নয়।

২। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জীবনধারা এইরকমই ছিল।

৩। প্রাচুর্যের মধ্যে আত্মার সুখ পাওয়া যায় না। অতৃপ্তি, মর্মযন্ত্রণা এগুলি কামনার ফল। জ্ঞানী ব্যক্তিরা সে-কথা জানেন।

৪। এমনকী স্বর্গের ভোগবিলাসেও কোনও প্রশান্তি নেই। আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হলেই সেই প্রশান্তি লাভ করা যায়। তিনি তখন মহাপ্রাণ বুদ্ধের শিষ্য হতে পারবেন।

৫। আকাঙ্ক্ষা থেকে দুঃখের জন্ম, আকাঙ্ক্ষা থেকে ভয়। যে আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত, তার না আছে দুঃখ, না আছে ভয়।

৬। আকাঙ্ক্ষাই দুঃখর উৎস। আকাঙ্ক্ষাই ভয়ের উৎস। আকাঙ্ক্ষাহীন ব্যক্তির না আছে ভয়, না আছে দুঃখ।

৭। যিনি খুব অহংকারী, জীবনের আসল লক্ষ্য বিস্মৃত হয়েছেন, ভোগবিলাসে নিজেকে নিমজ্জিত করেছেন, তিনিও যিনি ধ্যানে নিমগ্ন রয়েছেন, তাঁকে ঈর্ষা করবেন।

৮। যদি কেউ কোনও কিছু আকাঙ্ক্ষা করে এবং সেটি না পায় তবে তার মধ্যে অতৃপ্তিজনিত এক যন্ত্রণাবোধ তৈরি হয়। কিন্তু যার মধ্যে সেরকম কোনও আসক্তি থাকে না, কোনওকিছুর প্রতি ভালবাসা বা ঘৃণা কিছুই থাকে না, তার কোনও প্রতিবন্ধকতাও নেই।

৯। সুখভোগ থেকেই দুঃখ জন্মায়, সুখভোগ থেকেই ভয়ের জন্ম, যিনি এই সুখভোগ থেকে বিরত থাকেন, তাঁর না আছে দুঃখ, না আছে ভয়।

১০। আসক্তিই দুঃখের উৎস, আসক্তিই ভয়ের উৎস যার আসক্তি নেই, তার ভয়ও নেই, দুঃখও নেই।

১১। কামনাই দুঃখের সূত্রপাত, কামনাই ভয়ের সূত্রপাত, যার কামনা নেই, তার ভয়ও নেই, দুঃখও নেই।

১২। লোভ থাকলে দুঃখ হয়, লোভ থাকলে ভয় হয়। যার লোভ নেই তার ভয়ও নেই, তার দুঃখও নেই।

১৩। যাঁর মধ্যে নৈতিক উৎকর্ষতা রয়েছে, বুদ্ধিমত্তা রয়েছে, যিনি ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী, এবং নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন, বিশ্ব তাঁকে আপনজন মনে করে।

১৪। জ্ঞাতি, বন্ধু এবং প্রিয়জনেরা সেই ব্যক্তিকে অভিবাদন করেন, যখন তিনি অনেকদিন পরে দূর থেকে ফিরে আসেন।

১৫। ঠিক একই ভাবে তাঁর ভাল কাজের জন্য তিনি আহৃত হন। জ্ঞাতিরা যেভাবে বন্ধু ফিরে আসার পরে তাকে স্বাগত জানায়, তিনি যদি ভাল কাজ করেন এবং পৃথিবী ছেড়েও চলে যান, তাঁকেও স্বাগত জানায়।

৩. ক্ষতি করা এবং শত্রুতা করা

১। অন্যের ক্ষতি করা উচিত নয়। কারও প্রতি শত্রু মনোভাব পোষণ করা উচিত নয়।

২। বুদ্ধের ধর্মাবলম্বীদের জীবনধারা এইরকম ছিল।

৩। এই বিশ্বে এমন কোনও নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তি কি আছেন, যাঁকে নিন্দা করার কোনও অবকাশ নেই। ঠিক যেমন শক্তিশালী ঘোড়াকে চাবুক মারার কোনও প্রয়োজন হয় না।

৪। আস্থা, ন্যায়পরায়ণতা, কর্মচাঞ্চল্য, গভীর মনোনিবেশ, সত্যসন্ধান, সর্বোচ্চ জ্ঞান আহরণ, স্মৃতিচারণ—এগুলি আয়ত্ত করলে চরম দুঃখকে অতিক্রম করা সম্ভব।

৫। কোনও তপস্বীর মহান গুণ হল তাঁর সহনশক্তি বৃদ্ধি করা। বুদ্ধ বলেন, এর জন্য নির্বাণ হল শ্রেষ্ঠ পথ। যিনি পরের ক্ষতি করতে আগ্রহী, তিনি কখনও

তপস্বী হতে পারবেন না। যিনি অন্যের ক্ষতি করেন, তিনি কখনও শিষ্য হবেন না।

৬। হত্যাও কোরো না, হত্যার পরিবেশও তৈরি কোরো না।

৭। যিনি নিজের সুখের কথা ভাবেন, তিনি যদি অন্যে সুখী হতে চাইলে তাকে শাস্তি কিংবা হত্যা না করেন, তবেই তিনি সুখী হবেন।

৮। অন্যায় বলা উচিত নয়, কারও ক্ষতি করা উচিত নয়, নিয়মাবর্তিতার মধ্য দিয়ে আত্মসংযম অনুশীলন করা উচিত। বুদ্ধ এইরকম মত পোষণ করতেন।

৯। যে ব্যক্তির দোমড়ানো ধাতুপাত্রের মতো সবরকম যন্ত্রণা ভোগ করেও কোনওরকম প্রতিক্রিয়া হয় না, তাঁরই নির্বাণ প্রাপ্তি হয়, ক্রোধ তাঁকে গ্রাস করতে পারে না।

১০। যে ব্যক্তি নির্দোষ এবং নিরীহ ব্যক্তির ক্ষতি করে, দুঃখ তার অবশ্যম্ভাবী।

১১। যিনি প্রশান্তি লাভ করেছেন, এবং যিনি শান্ত, সংযমী, বিনয়ী এবং অন্যের ছিদ্রান্বেষণ করেন না, তিনি একজন শ্রমণ। তিনিই একজন ভিক্ষু।

১২। পৃথিবীতে এমন কোনও ব্যক্তি আছেন, যিনি লজ্জার দ্বারা সমাহিত, যিনি কোনও প্রমাণের অপেক্ষা রাখেন না, যেমন চাবুকের দ্বারা বোঝা যায় কোনটি উন্নত মানের ঘোড়া।

১৩। যদি কোনও ব্যক্তি নির্দোষ, খাঁটি এবং নিরীহ ব্যক্তির ক্ষতি করে, বাতাসের বিরুদ্ধে ধুলো যেমন নিজের দিকেই উড়ে আসে, তেমনই সেই ব্যক্তি নিজেই নিজের ক্ষতি করবে।

৪. ক্রোধ এবং শত্রুতা

১। রাগ পোষণ করা উচিত নয়। শত্রুতা ভুলে যাওয়া উচিত। শত্রুতা প্রেম দিয়ে জয় করতে হবে।

২। এই হল একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর জীবনধারা।

৩। ক্রোধাগ্নি প্রশমিত করতে হবে।

৪। যে কেউ এইরকম ভাবনা পোষণ করতে পারে, "ও আমাকে গালাগালি দিয়েছে, আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে, ক্ষমতা প্রদর্শন করেছে, আমাকে লুণ্ঠন করেছে।" ওর প্রতি রাগ কখনওই প্রশমিত হতে পারে না।

৫। যিনি এইরকম ভাববেন না, তাঁর কাছে, রাগ প্রশমিত করা কষ্টসাধ্য নয়।

৬। শত্রু শত্রুর ক্ষতি করে, ঘৃণাকারী ঘৃণাকারীর ক্ষতি করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কার ক্ষতি হয়?

৭। রাগকে পরিত্যাগ করতে হবে। অহংবোধ ত্যাগ করতে হবে। সমস্ত বন্ধন মুক্ত হতে হবে। যদি কোনও ব্যক্তি নাম এবং প্রতি ধনের আসক্ত না হয় এবং নিজের বলে কিছু দাবি না করে, তা হলে দুঃখ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

৮। সত্য বলো, তা হলে রাগ হবে না।

৯। রাগকে প্রেমের দ্বারা জয় করতে হবে। ভাল দিয়ে মন্দকে জয় করতে হবে। ক্ষমার মধ্য দিয়ে লোভী ব্যক্তিকে জয় করা যায়। সত্যের মধ্যে দিয়ে মিথ্যেবাদী মুক্তি পেতে পারে।

১০। যে ব্যক্তি ঘুরন্ত রথকে সংযত করার মতো উদ্যত ক্রোধ সংবরণ করতে পারেন, আমি তাঁকে যথার্থ চালক বলব, অন্য ব্যক্তিরা এই ধরনের রশি টানতে পারে না।

১১। যে জয়ী হয়, সে শত্রুতা ভুলে যায়। যে হারে, তার মনে দুঃখ থাকে। কিন্তু প্রশান্ত ব্যক্তি জয় এবং হার উভয় ক্ষেত্রেই সমান আনন্দ পান।

১২। কামনার মতো আগুন আর কিছু নেই। ঘৃণার মতো দুর্ভাগ্য আর কিছুতে নেই। বেঁচে থাকার মতো দুর্দশা আর কিছুতে নেই। নির্বাণের শান্তির মতো সুখ আর কিছুতে নেই।

১৩। কেননা ঘৃণার দ্বারা ঘৃণাকে প্রতিহত করা যায় না। প্রেমের দ্বারা ঘৃণাকে জয় করতে হয়। এটিই চিরকালীন নীতি।

৫. মানুষ, মন এবং অপবিত্রতা

১। মানুষ মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

২। ন্যায়পরায়ণতার প্রথম ধাপ হল মনকে ভালর জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত করা।

৩। একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর এইরকম জীবনধারা হওয়া উচিত।

৪। সবকিছুর মূল হল মন। মনই হল সর্বোৎকৃষ্ট উপাদান।

৫। যদি কোনও ব্যক্তি অন্যায় করে, অন্যায় কথা বলে, যে পশু যখন গাড়ি

টানে, গাড়ির চাকা যেমন পশুর খুরকে অনুসরণ করে, দুঃখও তাকে সেইভাবে অনুসরণ করে।

৬। যদি কেউ নৈতিক সততার সঙ্গে কথা বলে কিংবা কাজ করে, ছায়া যেমন তাকে কখনও ত্যাগ করে না, সুখও তার সবসময়ের সহচর হবে।

৭। অস্থির, দৃঢ়হীন চিত্তকে রক্ষা করা কিংবা চালনা খুবই শক্ত। তিরপ্রস্তুতকারক যেমন তিরকে সোজা করে, জ্ঞানী ব্যক্তিই একমাত্র তাদেরকে ঠিক করতে পারে।

৮। জলের মাছকে ডাঙায় তুললে যেমন ধড়ফড় করে, মায়াকে ঝেড়ে ফেলতে গেলে তারা, সেইভাবেই শিহরিত হয়।

৯। আনন্দ পাওয়ার জন্য দৃঢ়হীন মনকে সংযত করা খুবই কঠিন। মনকে বশে আনা ভাল। যে মনকে বশে আনা যায়, সেই ব্যক্তিই সুখী হতে পারেন।

১০। নিজেকে দ্বীপের মতো তৈরি করো। কঠোর পরিশ্রম করো, সমস্ত অপবিত্রতা যখন ধুয়েমুছে যাবে, তখন তুমি অপরাধমূলক হবে, ঐশ্বরিক ক্ষমতার স্বর্গীয় স্তরে উন্নীত হতে পারবে।

১১। স্বর্ণকার যেমন এক এক করে, একটু একটু করে মাঝে মাঝে রুপোর গাঁট পরিষ্কার করে, একজন জ্ঞানী ব্যক্তিও তেমনই নিজের সমস্ত অপবিত্রতাকে সরিয়ে দেয়।

১২। লোহা থেকে যেমন জং বেরিয়ে লোহাকে নষ্ট করে দেয়, তেমনই যে পাপী, তার নিজের কাজই তাকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দেয়।

১৩। সব কলঙ্কের ওপরেও একটি বড় কলঙ্ক আছে। অজ্ঞতা হল সবচেয়ে বড় কলঙ্ক। ওহে ভিক্ষুরা, তোমরা এই কলঙ্কের হাত থেকে মুক্তি পাও।

১৪। যার কোনও লজ্জা নেই, এমন ব্যক্তির বেঁচে থাকা খুব সোজা। কাক যেমন অত্যন্ত দুষ্টু বুদ্ধির। অবমাননাকর, উদ্ধত এবং নগণ্য প্রাণী।

১৫। কিন্তু যে ব্যক্তি ভদ্র, তার পক্ষে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। কেননা সে পবিত্র, শান্ত, নিষ্কলঙ্ক এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য জীবনধারা অনুসন্ধান করে।

১৬। যে মিথ্যে কথা বলে সে জীবনকে নষ্ট করে ফেলে। যা করা উচিত নয় তাই সে করে। সে অন্যের স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়।

১৭। এমনকী যে ব্যক্তি উত্তেজক পানীয়দ্রব্য পান করে, এই বিশ্বে সেও নিজের কবর নিজেই খোঁড়ে।

১৮। অসংযমী মানুষ সবসময়ই দুঃখে থাকে। খেয়াল রেখো, লোভ এবং পাপ তোমাকে যেন দুঃখের জীবনে টেনে নিয়ে না যায়।

১৯। পৃথিবী নিজের বিশ্বাস এবং নিজের খুশিমতো সব দান করে। যদি কোনও ব্যক্তি, অন্যের খাদ্য এবং পানীয় দেখে নিজের খেতে ইচ্ছে করে তবে তার দিন কিংবা রাত কখনওই শান্তি হয় না।

২০। যার এই ধরনের অনুভূতি নেই, সে দিন কিংবা রাত সবসময়ই শান্তিতে থাকে।

২১। রোষের মতো অগ্নি আর কিছু নেই, লোভের মতো খরস্রোত আর কিছু নেই।

২২। অন্যের দোষ সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু নিজের দোষ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। একজন ব্যক্তি প্রতিবেশীর দোষ তুষের মতো ঝেড়ে ফেলতে পারে, কিন্তু প্রতারক যেমন খেলার সময় নিজের ঘুঁটি লুকোয়, সেও নিজের দোষ লুকিয়ে রাখে।

২৩। যদি কোনও ব্যক্তি অন্যের দোষ অনুসরণ করে এবং এর জন্য রাগ প্রকাশ করে, তবে তার নিজের ক্রোধ বৃদ্ধি পায় এবং তাকে প্রশমিত করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না।

২৪। এইসব অন্যায় থেকে সরে আসতে হবে। যা কিছু ভাল তার চর্চা করা উচিত। নিজের চিন্তাকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বুদ্ধ এইরকম শিক্ষাই দিয়েছিলেন।

৬. নিজে এবং নিজেকে জয়

১। যদি কারও নিজস্বতা থাকে, তবে তার নিজেকে জয় করা উচিত।

২। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর এইরকম জীবনধারা হওয়া উচিত।

৩। মানুষ নিজেই নিজের রাজা। আর কে তার অধীশ্বর হবে? নিজেই নিজেকে বশে আনতে পারে এমন মানুষের সংখ্যা খুব কম।

৪। যে ব্যক্তি অরহতের এবং আরিত্তর নিয়মাবলী ও ন্যায়পরায়ণতাকে ঘৃণা করেন এবং ভুল মতবাদকে অনুসরণ করেন, তিনি কত্থক ফলের মতো নিজেই নিজের ধ্বংসকে ডেকে আনেন।

৫। যে নিজে অন্যায় করে সে নিজেই শাস্তি ভোগ করে। যে অন্যায়কে পরিহার করে যে, নিজে পবিত্র হয়। পবিত্র এবং অপবিত্র নিজেকেই হতে হয়। কেউ কাউকে পবিত্র করতে পারে না।

৬। যে কেবল নিজের সুখভোগের প্রতি দৃষ্টি দেয় তার বোধগুলিও নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। আহার, আলসেমি এবং দৌর্বল্য মাত্রাতিরিক্ত হয়। বাতাস যেমন দুর্বল গাছকে ফেলে দেয়, তারও নিজে থেকে এগুলিকে সরিয়ে দেওয়া উচিত।

৭। যে ব্যক্তি কেবল সুখভোগই খোঁজে না তার বোধগুলিও নিয়ন্ত্রিত থাকে। সে নিজের খাদ্য, বিশ্বাস ও শক্তিতে আস্থাবান থাকে। বাতাস যেমন পর্বতকে টলাতে পারে না, তাকেও কেউ টলাতে পারবে না।

৮। যদি নিজেকে সে ভালবাসে, তা হলে নিজেকে আবার পরখ করে দেখতে হবে।

৯। নিজেকে আগে ঠিক প্রতিপন্ন করতে হবে, তারপরে অন্যকে শিক্ষা দেওয়া যাবে। জ্ঞানী ব্যক্তি নিজেকে তিরস্কৃত করার সুযোগ দেয় না।

১০। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। যদি কেউ অপরকে যেভাবে শিক্ষা দেয় সেইভাবে নিজেকে গড়ে তোলে, তা হলে পরের ওপরে তার নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকবে।

১১। একজন মানুষ নিজেকে সংশোধন করে এবং এইভাবে সংশোধিত হয়। ভাল এবং মন্দ বারবার সংশোধন করা যায়। কেউ অপরকে সংশোধন করতে পারে না।

১২। কেউ যুদ্ধক্ষেত্রে হাজার হাজার মানুষকে জয় করতে পারে। কিন্তু ক'জন নিজেকে জয় করতে পারে। মানুষ নিজেই সব যোদ্ধাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

১৩। প্রথমে নিজেকে ঠিক করো। পরে অন্যকে শিক্ষা দিও। জ্ঞানী ব্যক্তি অন্যের কাছে নিজেকে তিরস্কৃত হতে দেয় না।

১৪। যদি কেউ অপরকে যেভাবে উপদেশ দেয় সেইভাবে নিজেকে গঠন করে তবে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এবং পরের ওপরেও তার নিয়ন্ত্রণ থাকবে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন।

১৫। মানুষ নিজেই নিজের অভিভাবক। অন্য অভিভাবক কী করতে পারে! নিজেকে নিজেরই রক্ষা করা উচিত। নিজের মতো ভাল অভিভাবক আর কেউ হতে পারে না।

১৬। যদি নিজেকে সে ভালবাসে, তবে নিজেকে ভাল করে পরখ করে দেখতে হবে।

১৭। যদি কেউ অন্যায় করে তবে সে নিজেকেই সংশোধন করতে পারে। ভালমন্দ নিজেকেই ঠিক করতে হবে। কেউ কাউকে শিখিয়ে দিতে পারে না।

১৮। মানুষ নিজেই নিজের অভিভাবক। এর চেয়ে ভাল অভিভাবক আর কে হতে পারে? যে নিজেকে রক্ষা করতে পারে তার মতো অভিভাবক সহজে পাওয়া যায় না।

৭. জ্ঞান, ন্যায়পরায়ণ এবং ভাল সংসর্গ

১। জ্ঞানী হও, ন্যায়পরায়ণ হও এবং সৎসঙ্গ বেছে নাও।

২। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের এইরকম হওয়া উচিত।

৩। যদি এমন কোনও মানুষের সন্ধান পাও, যিনি কোনগুলি ত্যাগ করতে হবে, কোনগুলি নিন্দনীয় দেখিয়ে দেয় এবং তিনি জ্ঞানী ব্যক্তি, যিনি অনাবিষ্কৃত তথ্য বুঝিয়ে বলেন, তাঁকে অনুসরণ করা ভাল।

৪। তাঁকে সতর্ক করতে দাও, তাঁকে শিক্ষা দিতে দাও, যা কিছু অন্যায় তাঁকে নিষেধ করতে দাও, তা হলে যারা ভাল তারা তাঁকে ভালবাসবে। আর দুষ্টুরা তাঁকে ঘৃণা করবে।

৫। দুষ্টু লোকেদের কখনও বন্ধু ভেবো না। যাদের ভাবনা নিম্নস্তরের, তাদের কখনও বন্ধু ভেবো না। যারা গুণসম্পন্ন মানুষ, তাদেরকেই বন্ধু হিসেবে ভালবাসবে। শ্রেষ্ঠ মানুষই বন্ধু হয়।

৬। যে একবার ধম্মোর জীবনধারাকে গ্রহণ করেছে সে পবিত্র মনের অধিকারী। সেই ঋষি ধম্মোর অনুশাসনে আনন্দ লাভ করে।

৭। কুয়োখননকারীরা জলসিঞ্চন করে, তির প্রস্তুতকারকরা তির প্রস্তুত করে, ছুতোররা কাঠের গুঁড়িকে নিজের মতো গড়ে তোলে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিজেদেরকে এইভাবে গঠন করে।

৮। পাহাড় যেমন বাতাসে ধসে পড়ে না তেমনই জ্ঞানী ব্যক্তি, নিন্দা কিংবা প্রশংসায় বিচলিত হয় না।

৯। জ্ঞানী ব্যক্তি ধম্মোর কথা শুনে শান্ত হ্রদের মতো পবিত্র, গভীর এবং অনাবিল হয়।

১০। ভাল লোকেরা সবরকম পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। তারা কোনওরকম রোষের বশবর্তী হয়ে কথা বলে না। সুখ বা দুঃখ কোনও কিছুই তাদের বিচলিত করতে পারে না।

১১। বোকারা অসৎ কাজ করার পরে ভাবে, এর ফল বোধ হয় মধুর মতো মিষ্টি হবে। কিন্তু যখন সেই কাজের পরিণতি প্রাপ্তি হয় তখন বোঝে, এটিই দুঃখের কারণ।

১২। বোকারা বুঝতে পারে না কখন তারা অসৎ কাজ করে ফেলছে। কিন্তু দুষ্টু লোকেরা নিজের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি পায়। এই শাস্তি আগুনের মতো জ্বালাময়।

১৩। যে রাত্রিতে ঘুমোয় না, রাত্রি তার কাছে দীর্ঘ। যে ব্যক্তি ক্লান্ত, পথ তার কাছে দীর্ঘ। যে মূর্খ ব্যাক্তি সত্যিকারের ধম্মো জানে না, জীবন তার কাছে একঘেয়ে, ক্লান্তিকর।

১৪। যদি কোনও পথিক পথ চলতে গিয়ে এমন কারও সাক্ষাৎ না পায় যে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কিংবা তার সমতুল্য, তবে তার একাই চলা উচিত। একজন বোকার কোনও সঙ্গী না থাকাই ভাল।

১৫। "এই পুত্ররা আমার, এই সম্পদ আমার।" মূর্খরা এইসব ভেবে যন্ত্রণা পায়। সে নিজেই নিজের কেউ নয়। পুত্র কিংবা সম্পদ কী করে তার হবে?

১৬। বোকা যদি জানে সে মূর্খ, তবে অবশেষে তার মূর্খামির সমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু বোকারা যদি জানে সে জ্ঞানী, তা হলে তার মূর্খামি আরও বৃদ্ধি পায়।

১৭। একজন মূর্খ ব্যক্তি যদি কোনও জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে সারাজীবন মেশে, তা হলে চামচ যেমন স্যুপের স্বাদ পায়, অল্প হলেও সেই মূর্খ ব্যক্তি জ্ঞানের কিঞ্চিৎ স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে।

১৮। একজন বুদ্ধিমান লোক যদি কোনও জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে মেশে, তা হলে সে শীঘ্রই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবে। ঠিক যেমন জিহ্বা স্যুপের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে।

১৯। কম বোঝে যেসব মূর্খ, তারা নিজেরাই নিজেদের শত্রু। কেননা তারা যে সব মন্দ কাজ করে, তার ফল কখনওই সুখের হয় না।

২০। মন্দ কাজের জন্য অনুতাপ করতে হয়। কেননা সেই কাজের যে ফল পাওয়া যায়, তা অশ্রুপূর্ণ।

২১। যে ভাল কাজ ভাল ভাবে সম্পন্ন হয়েছে তার জন্য অনুতপ্ত হতে হয় না এবং তার পুরস্কার সবসময় আনন্দময় হয়।

২২। যতক্ষণ না মন্দ কাজের ফল পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ মনে হয় সেই কাজের ফল মধুর মতো মিষ্টি, কিন্তু পাওয়ার পরে বোঝা যায়, এটি দুঃখের কারণ।

২৩। যখন মন্দ কাজ জানাজানি হয় তখন বোকারা দুঃখিত হয়। এতে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়।

২৪। মূর্খেরা মিথ্যে যশের জন্য লালায়িত হয়। ভিক্ষুরা অধিকতর সম্মানের জন্য, ধর্মযাজকরা অধিকতর কর্তৃত্বের জন্য এবং বেশি লোকের কাছ থেকে অধিকতর সম্মান পাওয়ার জন্য লালায়িত হয়।

২৫। কোনও ব্যক্তির কেশ শুভ্র হলেই তাকে প্রবীণ বলা যায় না। তার বয়স বাড়তে পারে এবং তার জন্য তাকে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং প্রাচীন বলা যেতে পারে।

২৬। কিন্তু যে ব্যক্তির সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দায়, সংযম, পরিমিতি বোধ রয়েছে এবং যিনি কলুষিত নন এবং জ্ঞানী ব্যক্তি, তাঁকেই প্রবীণ এবং প্রাজ্ঞ বলা যায়।

২৭। ঈর্ষান্বিত, কটুতা এবং অসৎ ব্যক্তি বাগাড়ম্বরের দ্বারা কিংবা গাত্রবর্ণের সৌন্দর্যের দ্বারা সম্মান আদায় করতে পারে না।

২৮। কিন্তু সেই ব্যক্তিই সম্মানিত বলে চিহ্নিত হবেন, যিনি এইসব দোষ থেকে মুক্ত হয়েছেন এবং মূল থেকে তাঁর এইসব দোষ উৎপাটিত হয়েছে, যখন তাঁকে আর কেউ ঘৃণা করে না, জ্ঞানী বলে গণ্য করে।

২৯। যে ব্যক্তি হিংসার আশ্রয় নেন, সেই ব্যক্তি যথার্থ নন। যিনি হিংসার দ্বারা ন্যায়-অন্যায়কে বিচার করেন না, যিনি হিংসার মাধ্যমে নিজেকে শিক্ষিত এবং পরকে শিক্ষিত করেননি, করেছেন ধম্মের সাহায্যে, ধম্মের অভিভাবক হয়ে করেছেন, তিনিই বুদ্ধিমান এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি।

৩০। যে মানুষ বেশি কথা বলে, সেই মানুষ সবসময় জ্ঞানী প্রতিপন্ন হয় না। যে ব্যক্তি ধৈর্যশীল, ঘৃণা এবং ভয় থেকে মুক্ত, তাকেই শিক্ষিত বলা যায়।

৩১। একজন মানুষ ধম্মোকে সমর্থন নাও করতে পারে, কেননা সে বেশি কথা বলে। এমনকী যদি একজন মানুষ অল্প শিক্ষা করেও ধম্মোকে চোখে দেখে, সে ধম্মোকে সমর্থন করতে বাধ্য। সে কখনও ধম্মোকে অবহেলা করতে পারবে না।

৩২। যদি কোনও জ্ঞানী এবং ভদ্র ব্যক্তি চলার পথে কোনও বিচক্ষণ বন্ধুকে না পায় তবে রাজা যেমন বনে হাতির মতো তার বিজিত রাজ্য ছেড়ে চলে আসে, তারও সেইভাবে একা চলা উচিত।

৩৩। যদি কোনও জ্ঞানী এবং ভদ্র ব্যক্তি জীবনে বিচক্ষণ বন্ধু পান, তবে তিনি তাঁর সঙ্গে যাত্রা করতে পারেন এবং সমস্ত বিপদ অতিক্রম করতে পারেন।

৩৪। মূর্খের সঙ্গে বন্ধু করার চেয়ে একা চলা ভাল। জঙ্গলে হস্তীর মতো কোনও পাপ না করে, সীমিত ইচ্ছে নিয়ে মানুষ একা চলুক।

৩৫। যদি এমন পরিস্থিতির উদয় হয়, যখন যে-কোনও কারণেই হোক বন্ধুরা খুশি, এবং উল্লসিত। যে-কোনও কারণেই হোক না কেন, ভাল কাজ সুখকর। মৃত্যুর মুহূর্তে ভাল কাজও সুখকর। সমস্ত দুঃখও বিসর্জন দেওয়া সুখকর।

৩৬। এই বিশ্বে মাতার অবস্থানও আনন্দের, পিতার অবস্থানও আনন্দের, শ্রমণের অবস্থানও আনন্দের।

৩৭। বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ন্যায় থাকা সুখের, দৃঢ় বিশ্বাসে অটল থাকা সুখের, বুদ্ধির চর্চা সুখের। পাপকে এড়িয়ে যাওয়া সুখের।

৩৮। যে মূর্খের পথ অনুসরণ করে, সে দুঃখ ভোগ করে। মূর্খের মতো শত্রুর সঙ্গও বেদনাদায়ক। জ্ঞাতির সঙ্গে দেখা হওয়া যেমন সুখের, তেমনই জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হওয়াও সুখের।

৩৯। সেইজন্য জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, সহনশীল, কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিকে অনুসরণ করা উচিত। চাঁদ যেমন নক্ষত্রের পথকে অনুসরণ করে, তেমনই একজন ভাল এবং জ্ঞানী ব্যক্তিকে অনুসরণ করা উচিত।

৪০। দাম্ভিক ব্যক্তিকেও যেমন অনুসরণ করা উচিত নয়, তেমনই যে ব্যক্তি কামনার প্রতি আসক্ত, তাকেও অনুসরণ করা উচিত নয়। আন্তরিক ব্যক্তি অসীম আনন্দ ভোগ করেন।

৪১। যদি কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি আন্তরিক চেষ্টায় তার অহংকারকে সরিয়ে দিতে

পারেন, তা হলে তিনি চরম জ্ঞানলাভ করবেন, মূর্খদের হেয় চোখে দেখবেন, দুঃখ থেকে মুক্তি পাবেন, পাহাড়ের মতো সমতলের দুঃখজর্জরিত মানুষদেরকে দেখতে পাবেন।

৪২। চিন্তাহীনদের মধ্যে যিনি ন্যায়পরায়ণ, নিদ্রিতদের মধ্যে যিনি জেগে আছেন, একজন জ্ঞানী মানুষ তাঁর সমস্ত একঘেয়েমিকে পেছনে ফেলে একজন সম্পদশালী মানুষের মতো নিজের উন্নতি ঘটান।

৮. সুচিন্তা এবং স্মৃতিশক্তি

১। প্রতিটি পদক্ষেপে সুবিবেচক হতে হয়। স্মৃতিশক্তিবিশিষ্ট হতে হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে আন্তরিক এবং দৃঢ় হতে হয়।

২। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জীবনধারা এইরকম হয়।

৩। আমরা যা চিন্তা করি তার ওপরে নির্ভর করে আমরা কীভাবে থাকব। এটি আমাদের চিন্তার ওপরে নির্ভরশীল, এটি তোমাদের ভাবনা দিয়েই গঠিত। যদি কোনও ব্যক্তি দুষ্টুবুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়, তবে দুঃখ তাকে অনুসরণ করে। যদি কেউ শুদ্ধ চিন্তা করে, তবে সুখ তাকে অনুসরণ করে। যদি কেউ শুদ্ধ চিন্তা করে, তবে সুখ তাকে অনুসরণ করে। সেইজন্য সুচিন্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪। অবিবেচক হোয়ো না। নিজের বিবেচনাশক্তি বাড়াও। নিজেকে অসৎ পথ থেকে সরিয়ে রেখো। নইলে হাতি যেমন কাদায় ডুবে যায়, তুমিও তেমনই পাপে নিমগ্ন হবে।

৫। জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিজেদের বিবেচনার দ্বারা চালিত হন, কেননা এইসব ভাবনা অত্যন্ত জটিল এবং দক্ষতাপূর্ণ। সুচিন্তিত ভাবনা সুখ বহন করে আনে।

৬। বৃষ্টি যেমন ঘরের ছিন্ন ছাউনি ভেদ করে, ভাবনাহীন মন তেমনই আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়।

৭। বৃষ্টি যেমন মজবুত ছাউনিকে ভেদ করতে পারে না, আবেগও তেমনই ভাবনাপ্রসূত মনকে গ্রাস করতে পারে না।

৮। আমার এই মন পূর্বে তার যা পছন্দ হত, যেভাবে খুশি হত, সেইভাবেই চলত। কিন্তু আমি একে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করি, যেভাবে মাহুত অঙ্কুশ হাতে ক্ষিপ্ত হস্তীকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৯। মনকে একবার শক্ত করে বশে আনতে পারলে মনকে বশ মানানো ভাল। মন যদি বশে আসে তা হলে সুখ বৃদ্ধি পায়।

১০। যদি কেউ মনকে একবার নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে, তা হলে সে সবরকম প্রলোভন থেকে মুক্ত হতে পারবে।

১১। যদি কোনও ব্যক্তির বিশ্বাস দৃঢ় না হয়, এবং সে যদি সত্যিকারের ধম্মো কি তা না জানে এবং তার যদি মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হয়, তবে তার জ্ঞানও পূর্ণতা পায় না।

১২। একজন ঘৃণিত ব্যক্তি আরও বেশি ঘৃণার পাত্র হতে পারে, একজন শত্রু অপরকে শত্রু ভাবতে পারে। কিন্তু বিপথে চালিত মন এর চেয়েও বেশি ক্ষতি করতে পারে।

১৩। মাতাও নয়, পিতাও নয়, কোনও জ্ঞাতিও নয়, সুনিয়ন্ত্রিত মন যতটা ভাল করতে পারে, অন্য কেউ তা পারবে না।

৯. সতর্কতা, আন্তরিকতা এবং বলিষ্ঠতা

১। জ্ঞানী ব্যক্তি সতর্ক বলে অবজ্ঞার পাত্র হন না। তিনি জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে ওঠেন, তাই নীচের পৃথিবীকে দেখতে পান। মানবজাতি দুঃখের জন্য যে প্রতিযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছে, তিনি সেই দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পান। পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখর থেকে জ্ঞানী ব্যক্তি উপত্যকার মূর্খ ব্যক্তিদের দেখতে পান।

২। অমনোযোগিতার মধ্যে মনোযোগ, ঘুমন্তর মধ্যে জাগ্রত, দ্রুতগামী নৌবহর যেভাবে এগিয়ে যায়, একজন জ্ঞানী ব্যক্তি সেইভাবে এগিয়ে যান।

৩। নিজেকে কখনও অমনোযোগী কোরো না। কামনা থেকে দূরে অবস্থান কোরো। সতর্ক ব্যক্তি সাধনায় মনোনিবেশ করে।

৪। সাবধানতা যেখানে মৃত্যু নেই সেখানে। কিন্তু অসাবধানতা মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যায়। যিনি মনোযোগী ব্যক্তি, তাঁর কখনও মৃত্যু হয় না। কিন্তু অসতর্ক ব্যক্তি যেন মৃতপ্রায় হয়ে থাকেন।

৫। পরের কাজে নিজের উদ্দেশ্য সবসময় স্থির রাখতে হয়। নিজের লক্ষ্য একবার স্থির করতে পারেন তাকেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে হয়।

৬। সতর্ক হও। আলস্য দূর করো। সত্য পথে চলো। যিনি এইভাবে চলবেন, তিনি সুখে বসবাস করবেন।

৭। পরিশ্রমবিমুখতা লজ্জার। এটি অত্যন্ত নিন্দনীয়। অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে অসাম্যের এই বিষ তিরটি ওপরে ফেলা উচিত।

৮। অসতর্ক হওয়া উচিত নয়। কামনামুক্ত হওয়া উচিত। মনোযোগী ব্যক্তির ধ্যানে মনোনিবেশ করা উচিত। তা হলে অপূর্ব আনন্দ মনকে বেষ্টন করে রাখবে।

৯। আন্তরিকপূর্ণ মানুষ যদি কোনও কিছু বিস্মৃত না হন, তিনি যদি সৎ কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখেন, তাঁর কাজ যদি বিবেচনাপূর্ণ হয় এবং তিনি যদি সংযমী হন এবং ধম্মোর নির্দেশানুযায়ী জীবনযাপন করেন, তা হলে তাঁর আনন্দ আরও বৃদ্ধি পাবে।

১০. দুঃখ এবং সুখ : দান এবং দয়া

১। দারিদ্র্য মানুষকে দুঃখ দেয়।

২। কিন্তু দারিদ্র্য দূর হলেই সুখ আসে না।

৩। উচ্চ ধরনের জীবন মানে সুখ দেয় না। উচ্চ মানের সংস্কৃতি সুখ দেয়।

৪। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর এইরকম জীবনধারা হওয়া উচিত।

৫। ক্ষুধা সবচেয়ে নিকৃষ্ট রোগ।

৬। স্বাস্থ্য সবচেয়ে বড় অবদান। পরিতৃপ্তি সবচেয়ে বড় সম্পদ। বিশ্বাস সবচেয়ে বড় বন্ধু। আর নির্বাণ হল শ্রেষ্ঠ সুখ।

৭। আমাদের সুখে থাকতে হবে। যারা আমাদের ঘৃণা করে, তাদের ঘৃণা করা উচিত নয়।

৮। আমাদের সুখে থাকা শিখতে হবে। অসুস্থ মানুষের মধ্যে নিজেকে সুস্থ রাখতে হবে।

৯। আমাদের সুখে থাকা শিখতে হবে। কিন্তু লোভীদের মধ্যে থেকেও লোভ-মুক্ত হতে হবে।

১০। রোষই মানুষের ধ্বংসের কারণ। মাঠের শস্য যেমন পোকায় নষ্ট করে, ঠিক সেইরকম। বদান্যতা ক্রোধহীন ব্যক্তিকে পুরস্কার এনে দেয়।

১১। পোকা যেমন খেতের শস্য নষ্ট করে, দাম্ভিকতা তেমনই মানুষের ক্ষতি করে। বদান্যতা থাকলে দাম্ভিকতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

১২। পোকা যেমন খেতের ক্ষতি করে, তেমনই কামনা মানুষের ক্ষতি করে। বদান্যতা থাকলে এর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

১৩। ধম্মোর সঙ্গে দয়ার সমন্বয় ঘটলে অভূতপূর্ব ফললাভ হয়। ধম্মোর সঙ্গে মিষ্টত্বর সমন্বয় ধম্মোর গুণাগুণকে আরও বৃদ্ধি করে। ধম্মোর সঙ্গে আনন্দের মিলন সব আনন্দকে অতিক্রম করে যায়।

১৪। জস ঘৃণার জন্ম দেয়। সেইজন্য বিজেতা অসুখী হন। সেইজন্য যিনি জয় এবং পরাজয় উভয়কেই ত্যাগ করেছেন, তিনি যথার্থ সুখী ব্যক্তি।

১৫। ক্রোধের মতো অগ্নি আর কিছু নেই। ঘৃণার দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেহ থাকলেই সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা হয়। সমাধিস্থ হওয়ার চেয়ে বেশি সুখ আর কোনও কিছুতে নেই।

১৬। কখনও অন্য ব্যক্তির অপ্রিয় কথা, অপ্রিয় কাজ, কিংবা অপর ব্যক্তি কী করল আর না করল, তার বিচার করতে যেও না। বরং তুমি নিজে কী করেছ, কী করতে পারেনি সেইদিকেই দৃষ্টি দাও।

১১. ভণ্ডামি

১। কাউকে মিথ্যা বলতে দিও না। কেউ যেন অপরকেও মিথ্যা না বলে, সেদিকে নজর রেখো। যে মিথ্যে বলে তার কাজকেও অনুমোদন কোরো না। সবরকমের মিথ্যে এবং মিথ্যে কথা থেকে সকলকে সরিয়ে রেখো।

২। যিনি সৎ, তিনি যা বলেন তাই করেন। যেহেতু তিনি করেন, তাই তিনি বলেন। কারণ, যেহেতু তিনি করেন তাই বলেন, যেমন বলেন তাই করেন। সেইজন্য তিনি সৎ ব্যক্তি।

৩। বুদ্ধের জীবনধারা এইরকম ছিল।

১২. ন্যায়ের পথ অনুসরণ করো

১। ন্যায়ের পথ অনুসরণ করো। তার থেকে সরে এসো না।

২। অনেক পথ আছে। সব পথই ন্যায়ের পথ নয়।

৩। ন্যায়ের পথই সুখের পথ। এই পথ মুষ্টিমেয়র জন্য নয়, সবার জন্য।

৪। এর শুরুও ভাল, মধ্যপর্বও ভাল, শেষও ভাল।

৫। ন্যায়ের পথ অনুসরণের অর্থ হল, বুদ্ধের নির্দেশিত পথে জীবনযাপন।

৬। আটটি পথ হল শ্রেষ্ঠ পথ। চারটি শব্দ সবচেয়ে সত্য। শ্রেষ্ঠ গুণ ক্রোধহীনতা। শ্রেষ্ঠ মানুষ, যার দেখবার মতো চোখ আছে।

৭। এর চেয়ে আর শ্রেষ্ঠ কিছু নেই, যা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে শুদ্ধ করে। এই পথেই চলা উচিত।

৮। যদি এ-পথে চলো, তুমি একদিন দুঃখকে অতিক্রম করবে। যখন আমি উপলব্ধি করেছিলাম এই কাঁটাকে ওপড়ে ফেলতে হবে, তখনই আমি এই ধর্ম প্রচার করেছিলাম।

৯। তুমিও নিশ্চয়ই এই চেষ্টা করবে। তথাগত এই ধর্মেরই প্রচারক।

১০। সব জিনিসই ধ্বংস হবে। যিনি এই কথা জানেন তিনি দুঃখে বিচলিত হবেন না।

১১। সমস্তই মায়া, যিনি এ সত্য জানবেন, তিনি দুঃখে বিচলিত হবেন না।

১২। তরুণ এবং যতই শক্তিশালী হোক না কেন, অভ্যুত্থানের সময় তখন যদি কেউ জেগে না ওঠে, তবে সে পরিশ্রমবিমুখ, তার ইচ্ছা এবং চিন্তা দুর্বল। সেই অলস ব্যক্তি কোনওদিন জ্ঞান আহরণ করতে পারবে না।

১৩। যে ব্যক্তি মনের দিক থেকে সংযত এবং বক্তব্যের দিক থেকে সতর্ক, তিনি কখনও ভুল করতে পারেন না। তাঁর কাজের তিনটি পথ পরিষ্কার এবং তিনি যে পথ অনুসরণ করেন তা জ্ঞানী ব্যক্তিদের নির্দেশিত পথ।

১৪। যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে, যথার্থ জ্ঞান, না পাওয়ার মধ্য দিয়ে একটি মানুষ লাভ এবং ক্ষতির হিসেবটা বুঝতে পারে। এইভাবেই তার বোধ সুস্পষ্ট হয়।

১৫। শরতের পদ্মের মতো আত্মসুখকে ত্যাগ করো, শান্তির পথকে অনুসরণ কোরো। সুগত নির্ধারনের পথ দেখিয়েছেন।

১৬। অন্যায় আইনকে অনুসরণ কোরো না। চিন্তাহীন ভাবে জীবন কাটিও না। মিথ্যে মতবাদকে অনুসরণ কোরো না।

১৭। নিজেকে জাগরুক করো। অলস হোয়ো না। ন্যায়ের পথ অনুসরণ করো। এই বিশ্বে ন্যায়ের পথেই স্বর্গীয় সুখ।

১৮। যে প্রথমে দুর্বিনীত থাকে পরে ভদ্র হয়, সে জীবনে উন্নতি করে। ঠিক যেমন চাঁদ মেঘমুক্ত হয়।

১৯। অশুভ কাজের পরে যদি কেউ শুভ কাজ করে, তা হলে তারও জীবনেও উন্নতি হয়। সেও মেঘমুক্ত চাঁদের মতো উজ্জ্বলতর হয়।

২০। যে ব্যক্তি আইন লঙ্ঘন করে, কিংবা মিথ্যে কথা বলে, সে সবরকম অসৎ কর্ম করতে পারে।

২১। যিনি সতর্ক ব্যক্তি, যিনি দিনরাত্রি অধ্যয়ন করেন এবং নির্বাণ লাভের চেষ্টা করেন, তাঁর ক্রোধ দমিত হতে বাধ্য।

২২। একটি প্রবাদ প্রচলিত "যে ব্যক্তি চুপ করে বসে আছে তাকেও দোষারোপ করা হয়, যে ব্যক্তি বেশি কথা বলে, তাকেও দোষারোপ করা হয়। যে ব্যক্তি কম কথা বলে, তাকেও দোষ দেওয়া হয়। এই পৃথিবীতে কেউ নেই, যার দোষ খুঁজে বের করা হয় না।"

২৩। এমন কোনও ব্যক্তি নেই, যাকে সবসময় দোষারোপ করা হচ্ছে না। এমন কোনও ব্যক্তি নেই, যার সবসময় প্রশংসা করা হচ্ছে।

২৪। জিহ্বার রোগ সম্পর্কে সাবধান! নিজের জিহ্বাকে সংযত করো। মনের পাপ দূর করো। মনের সদ্‌গুণ বৃদ্ধি করো।

২৫। মনোযোগী হওয়াই নির্বাণ লাভের পথ। চিন্তাহীনতা মৃত্যুর পথ। যিনি মনোযোগী ব্যক্তি, তাঁর মৃত্যু নেই। যিনি চিন্তাহীনভাবে জীবন কাটান, তিনি জীবন্মৃত।

১৩. মিথ্যে ধম্মের সঙ্গে সত্য ধম্মের মিশ্রণ করা উচিত নয়

১। যিনি সত্যকে মিথ্যে এবং মিথ্যেকে সত্য বলে ভুল করেন, তিনি ভুল পথে চালিত হন। তিনি কখনও সত্যলাভ করতে পারেন না।

২। যিনি সত্যকে সত্য বলে এবং মিথ্যেকে মিথ্যে বলে জানেন, তিনি ঠিক পথেই চালিত হন এবং তাঁর সত্যপ্রাপ্তি হয়।

৩। বৃষ্টি যেমন মজবুতহীন ছাউনি দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে, তেমনই লোভ নিয়ন্ত্রণহীন মনের মধ্যে প্রবেশ করে।

৪। মজবুত ছাউনি দিয়ে যেমন বৃষ্টি ঘরে প্রবেশ করতে পারে না, তেমনই নিয়ন্ত্রিত মনেও লোভ প্রবেশ করতে পারে না।

৫। জাগো। অমনোযোগী হোয়ো না। শিক্ষার সৎ পথ অনুসরণ করো। যিনি শিক্ষাকে অনুসরণ করবেন তিনি এই বিশ্বের সর্বস্তরে সুখী হবেন।

৬। শিক্ষার সৎ পথকে অনুসরণ কোরো। মন্দ পথকে অনুসরণ কোরো না। যিনি এইভাবে চলবেন, তাঁর জীবন সুখের হবে।

□ □ □

পর্ব-১৩

তাঁর অভিযোগ

১. ছলনার অভিযোগ
২. পরাশ্রয়ী হওয়ার অভিযোগ
৩. পরিবার ভাঙার অভিযোগ
৪. জৈনগণ এবং হত্যার মিথ্যা অভিযোগ
৫. জৈনগণ এবং চরিত্রহীনতার মিথ্যা অভিযোগ
৬. দেবদত্ত : জ্ঞাতিভাই ও শত্রু
৭. ব্রাহ্মণগণ ও বুদ্ধ
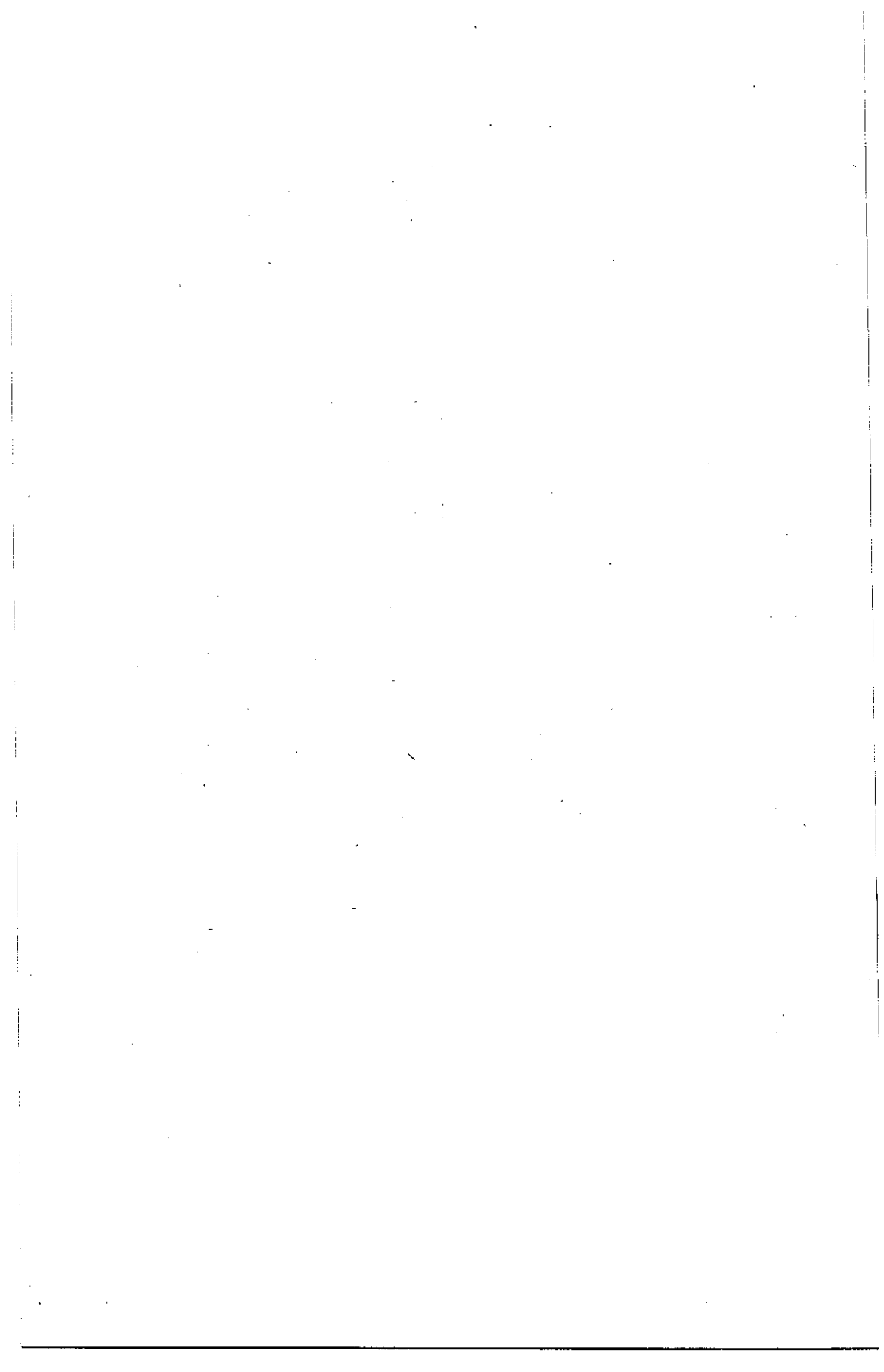
১. ছলনার অভিযোগ

১. একবার মহিমান্বিত প্রভু বৈশালীতে, মহা-কুঞ্জবনে অবস্থান করছিলেন। লিচ্ছবিদের ভাদ্দিয় প্রভুর কাছে এসে বললেন, 'প্রভু লোকে বলে সন্ন্যাসী গৌতম একজন জাদুকর এবং ছলনার কলাকৌশলে পটু বলে অন্য ধর্মের থেকে নিজের প্রতি সাধারণ মানুষকে প্রলুব্ধ করে রাখে।'

২. ''তারা নিশ্চয়ই মহিমান্বিত প্রভুকে ভ্রান্তপথে বিশ্লেষণ করে। আমরা লিচ্ছবিরা এই অভিযোগ বিশ্বাস করি না। তবে আমরা জানতে চাই মহিমান্বিত প্রভু ঐ সম্পর্কে কী বলেন।''

৩. প্রভু তখন বললেন, 'ভাদ্দিয়। অপরের কাছ থেকে শোনা কথা, চিরাচরিত প্রথা অথবা জনশ্রুতি কখনও গ্রহণ করো না। যেহেতু ধর্মশাস্ত্রে আছে, অথবা যুক্তি আছে, কিংবা সিদ্ধান্ত হয়েছে, বা দর্শনীয় আবেদন আছে, বা তোমার মতের সঙ্গে মিল হয় বা তুমি মনে করো এটাই ঠিক, অথবা তুমি মনে করো যে সন্ন্যাসীকে শ্রদ্ধা করা উচিত' বলেই গ্রহণ করো না।

৪. 'কিন্তু ভাদ্দিয়, কখনও তুমি যদি তোমার অন্তর থেকে উপলব্ধি করো যে সব কিছু পরীক্ষা করে মনে হয় যে, যা করা হচ্ছে তা ভুল অথবা তাতে পাপ আছে, সঠিক পথ থেকে তার অনেক ব্যবধান আছে, এবং তার ফলে ক্ষতি হবে তা হলে ভাদ্দিয়, তাকে এড়িয়ে চলো।

৫. ''এবার তোমার প্রশ্ন ভাদ্দিয়, তুমি কী ভাবছ! আমার বিরুদ্ধে যারা ছলনার অভিযোগ আনছে তারা কী উচ্চাকাঙ্ক্ষী নয়!

'হ্যাঁ, তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী, প্রভু। ভাদ্দিয় জবাব দিল।'

৬. ''তুমি কী ভাবছ, ভাদ্দিয়! একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ কী, লালসার বশবর্তী হয়ে তার আশাপুরণের জন্য মিথ্যা কথা বলে না বা অপরাধ করে না! ঠিক তাই প্রভু,'' ভাদ্দিয় উত্তর দিল।

৭. ''তোমার কী মনে হয় ভাদ্দিয়? যখন ঐ ধরনের মানুষের মনে কু-চিন্তা জাগে তখন কী তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথের বাধা সরাতে অন্যদেরও অভিযোগ তুলতে প্ররোচিত করে না? —'তাই হয় প্রভু', ভাদ্দিয় জবাব দিল।

৮. "এখন ভাদ্দিয়, আমি আমার অনুগামীদের পরামর্শ দিই, ধনলিপ্সা, নিয়ন্ত্রণ করো। ফলে তোমার কাজে অথবা চিন্তায় বাসনা জাগবে না। কু-চিন্তা ও অজ্ঞানতাও নিয়ন্ত্রণ করো।

৯. সুতরাং ভাদ্দিয়, যখন অন্য সন্ন্যাসী অথবা ব্রাহ্মণরা শিক্ষক হিসেবে আমার মতবাদের ভুল ব্যাখ্যা করে বলেন যে, সন্ন্যাসী গৌতম একজন জাদুকর এবং ছলনার কলাকৌশলে পটু বলে অন্য ধর্মের লোকেদের নিজের সঙ্ঘে আনার জন্য প্রলুব্ধ করেন, তখন তাঁরা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলেন।

১০. "বস্তুত, এটি একটি সৌভাগ্যের বিষয় প্রভু। আমার রক্ত-সম্বন্ধীয় লোকজন কী এই ছলনায় প্রলুব্ধ হয়েছেন। তা হলে তা তাদের সুখ ও সুবিধে বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। প্রভু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র যদি এই ছলনায় প্রলুব্ধ হন, তবে তাঁদের সুখ-বৃদ্ধি পাবে দীর্ঘকালের জন্য। ঠিক তাই, ভাদ্দিয়, ঠিক তাই। প্রভু বললেন, যদি সব শ্রেণীর মানুষ আমার ছলনার কলাকৌশলে প্রলুব্ধ হন, তারা তা হলে পাপকর্ম এড়িয়ে চলবে। পৃথিবীর সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করতে আমার ছলনার কলাকৌশল সফল হবে।"

২. পরাশ্রয়ী হওয়ার অভিযোগ

১. ঈশ্বরের বরপুত্রের বিরুদ্ধে পরাশ্রয়ী হওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। তিনি অপরের অনুগ্রহে জীবনযাপন করতেন এবং জীবনধারণের জন্য কোনও কাজ করতেন না বলে অভিযোগ উঠল। অভিযোগ এবং ঈশ্বরের বরপুত্রের জবাব ক্রমানুযায়ী সাজানো হল!

২. একদা প্রভু মগধ জনগোষ্ঠীর দখিনা-গিরিতে ব্রাহ্মণসমাজের একানলা গ্রামে বাস করছিলেন। সেই সময় ব্রাহ্মণ কাশী-ভরদ্বাজের পাঁচশত লাঙলকে কৃষিকাজের জন্য সজ্জিত করা হয়।

৩. একদিন প্রাতঃকালে আঙ্গরাখায় সজ্জিত হয়ে হাতে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে প্রভু সেখানে উপস্থিত হলেন, যেখানে ব্রাহ্মণ কর্মরত ছিলেন। সেই সময় ব্রাহ্মণের আহার এসেছে। প্রভু একপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন।

৪. ভিক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ব্রাহ্মণ তাঁকে বললেন, সন্ন্যাসী, খাওয়ার আগে আমি কৃষিকাজ করি, বীজ বপণ করি। তোমারও উচিত, খাওয়ার আগে চাষ ও বীজ বপন করা।

৫. "ব্রাহ্মণ, খাদ্য গ্রহণের আগে আমিও চাষ করি, বীজ বপন করি।"

৬. কিন্তু আমি, জ্ঞানী গৌতমের লাঙল, জোয়াল অথবা জোয়ালের ফলা অঙ্কুশ অথবা চাষের বলদ, কোনও কিছুই দেখছি না। তথাপি আপনি বলছেন যে, অন্নগ্রহণের আগে আপনি বীজ বপন ও কৃষিকাজ করেন।

৭. "আপনি নিজেকে কৃষক বলে দাবি করছেন, যদিও আপনার কৃষিকার্যের কোনও চিহ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের বলুন, আপনি কেমন করে কৃষিকাজ করেন, আমরা তা শুনতে অত্যন্ত ব্যগ্র।"

৮. "আমার বীজ হল বিশ্বাস, আমার আত্মসংযম হল বৃষ্টি : আমার জ্ঞান হল জোয়াল আর লাঙল। পাপ সম্পর্কে ভীতি হল বলদ জুড়বার দন্ড, আমার চিন্তা বলদ বাঁধার রজ্জুর কাজ করে, আমার মনোযোগ হল লাঙলের ফলা ও অঙ্কুশ"—উত্তর দিলেন প্রভু।

৯. বাক্য ও কর্মের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে, এবং স্বল্পাহারী হয়ে আমি আমার শস্যকে আগাছা-মুক্ত করি এবং কৃষিকাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নিই না। কৃষিকাজে বলিষ্ঠ বলদের যে ভূমিকা, তা পালন করে আমার প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা আমাকে নিয়ে যায় শান্তির জগতে, যেখানে ক্রোধের কোনও স্থান নেই। এইভাবে শস্যের অবিনাশী স্তর পর্যন্ত আমি কৃষিকাজ করি এবং যে আমার মতো চাষ করে সে সর্বপ্রকার অশুভ থেকে মুক্ত হয়।

১০. এর পর ব্রাহ্মণ একটি বৃহৎ তাম্রপাত্রে পায়েস ঢেলে প্রভুকে নিবেদন করে বললেন, "গৌতম, এই অন্ন গ্রহণ করুন। আপনি সত্যিই এমন একজন কৃষিজীবী, যিনি এমন শস্য চাষ করেন, যাঁর কোনও বিনাশ নেই।"

১১. কিন্তু প্রভু বললেন, "নৈতিক বক্তৃতার জন্য আমি কোনও দক্ষিণা গ্রহণ করি না। আলোকদীপ্ত মানুষ দক্ষিণা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। তবে যতক্ষণ এই মতবাদ থাকবে, এই ব্যবস্থা চলতেই থাকবে। অন্য পথের সঙ্গে পবিত্র, শান্ত, সম্পূর্ণ এবং ক্ষতহীন অধ্যবসায়পূর্ণ চিন্তা বপন করি।

১২. এইসব কথা শুনে ব্রাহ্মণ প্রভুর কাছে গিয়ে, প্রভুর চরণে মাথা ঠেকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "অপূর্ব, গৌতম! সত্যই অপূর্ব। যেমন একজন মানুষ ন্যায়পরায়ণতার আদর্শকে আবার তুলে ধরে, অথবা পতিতকে যে ধর্মের পথে নিয়ে আসে অথবা অপ্রকাশিতকে প্রকাশ করে, বা বিপথগামীকে সঠিক পথে দেখায়, অন্ধকারে যিনি আলো নিয়ে আসেন যাতে প্রকৃত

দৃষ্টি নিয়ে মানুষ তার আশপাশের জগৎ দেখতে পায়— তেমনই আরও অনেকভাবে গৌতম তাঁর মতবাদকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

১৩. "আশ্রয় পাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি প্রভু গৌতমের কাছে এসেছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল তাঁর আদর্শ ও গোষ্ঠীর কাছে শরণ নেওয়া। প্রভুর হাত থেকেই আমি তাঁর গোষ্ঠীতে প্রবেশ করার অনুমতি গ্রহণ করি। অতএব, ব্রাহ্মণ কাশী-ভরদ্বাজ প্রভুর গোষ্ঠীতে ভিক্ষু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হলেন।"

৩. পরিবার ভাঙার অভিযোগ

১. মগধের অনেক অভিজাতবংশীয় তরুণ নাগরিককে মহিমান্বিত প্রভুর শিষ্য ও অনুগামী হতে দেখে সাধারণ মানুষ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন : শ্রমণ গৌতমের জন্যই পিতা-মাতারা সন্তানহারা হচ্ছেন। পত্নীদের স্বামীহারা হওয়ার কারণও শ্রমণ গৌতম; তার জন্যই পরিবারগুলি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

২. "এখন তিনি এক সহস্র জটিল নিয়োগ করেছেন এবং সেইসঙ্গে সঞ্জয়ের অনুগামী দুশো পঞ্চাশজন ভ্রাম্যমাণ কঠোর তপস্বীকেও নিয়োগ করেছেন। মগধের অনেক অভিজাত তরুণ, শ্রমণ গৌতমের অনুগামী হয়ে পবিত্র জীবন যাপন করছে। এর পর কী হবে! কেউ বলতে পারে না।"

৩. অধিকন্তু, যখন-ই তাঁরা সন্ন্যাসীদের দেখতেন তখনই তাঁরা নালিশ জানাতেন এইভাবে : "মগধের জনগণের গিরিবজ অর্থাৎ রাজগৃহতে মহান শ্রমণ এসেছেন, তাঁর সঙ্গে রয়েছেন সঞ্জয়ের সব অনুগামী। এর পর কে তাঁর নেতৃত্বের অনুসরণ করবে?"

৪. সন্ন্যাসীরা এইসব অভিযোগ শুনে মহিমান্বিত প্রভুকে জানালেন।

৫. প্রভু তার উত্তরে বললেন : "সন্ন্যাসীরা, এই অভিযোগ বা শোরগোল বেশিদিন স্থায়ী হবে না। এর আয়ু মাত্র সাতদিন, সাতদিন পরেই এই জাতীয় শোরগোলের অবসান হবে।

৬. তারা যদি নালিশ বা অভিযোগ করে, তা হলে সন্ন্যাসীরা, তোমরা তাদের জবাব দেবে যে, তথাগতরা সত্যই একটি সুন্দর ধর্ম অনুসরণ করে। জ্ঞানীর বিরুদ্ধে কে অভিযোগ জানাবে! যে জ্ঞানীজন মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করছেন কেন তার ওপর অসন্তোষ প্রকাশ করছ! আমার

ধর্মে কোনও বাধ্যবাধকতা নেই! যে কেউ গৃহত্যাগ করতে পারে, আবার যে, কোনও লোকই গৃহী হয়ে থাকতে পারে।

৭. মহিমান্বিত প্রভুর নির্দেশিত পথে, ভিক্ষুরা যখন তাঁদের সমালোচকদের অভিযোগের জবাব দিলেন তখন সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করলেন যে, ধর্মের অনুশাসন অনুসারেই শাক্যপুত্র শ্রমণ মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করছেন। এবং তারপর থেকেই মহিমান্বিত প্রভুকে অভিযুক্ত করার প্রবণতার অবসান ঘটল।

৪. জৈনগণ এবং হত্যার মিথ্যা অভিযোগ

১. তীর্থকরা উপলব্ধি করলেন যে, শ্রমণ গৌতমের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মনে তীর্থকদের প্রতি শ্রদ্ধা ক্রমশই কমে আসছে। এমনকী কেউ কেউ তাঁদের অস্তিত্ব সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন না।

২. অতএব, তীর্থকরা চিন্তা করলেন, দেখা যাক অন্য কারুর সাহায্য নিয়ে আমরা তার মর্যাদাহানি করতে পারি কীনা! "হয়তো, সুন্দরীর সাহায্যে আমরা সফল হব।"

৩. সুতরাং তাঁরা সুন্দরীর কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, "ভগিনী, তুমি অত্যন্ত সুন্দরী এবং আকর্ষণীয়া। যদি তুমি শ্রমণ গৌতম সম্পর্কে কুৎসা রটাও, মানুষ হয়তো তা বিশ্বাস করবে এবং তা হলে তার প্রভাব কমবে।"

৪. লোকজন যখন নগরে ফিরে আসতেন তখন সুন্দরী প্রতি সন্ধ্যায় ফুলের মালা, কর্পূর এবং সুগন্ধি মেখে জেতবনের দিকে যেতেন। এবং যদি কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করত "সুন্দরী, তুমি কোথায় যাও?" সুন্দরী জবাব দিত, "বাগানবাড়ি গন্ধ-কুটিরে থাকার জন্য আমি শ্রমণ গৌতমের কাছে যাচ্ছি।"

৫. তীর্থকদের কোনও বাগানে রাত কাটানোর পর সুন্দরী সকালে ফিরে আসত। আর যদি কেউ তাকে জিজ্ঞেস করত, রাতে তুমি কোথায় ছিলে, তা হলে সুন্দরী জবাব দিত, গৌতমের কাছে সে রাত কাটিয়েছে।

৬. কিছুদিন পরে তীর্থকরা কয়েকজন পেশাদারি হত্যাকারীকে ভাড়া করে তাদের বললেন, সুন্দরীকে হত্যা করো এবং তার মৃতদেহ গৌতমের গন্ধ-কুটিরের কাছে যে আবর্জনা জড়ো করা রয়েছে, সেখানে ফেলে দাও।" হত্যাকারীরা সেই নির্দেশ পালন করল।

৭. এর পর তীর্থকরা শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষকদের জানালেন যে, সুন্দরী প্রায়-ই জেতবনে যেত, কিন্তু এখন তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

৮. শান্তিরক্ষকদের সাহায্যে তীর্থকরা, সেই আবর্জনা-স্তূপের মধ্যে সুন্দরীর মৃতদেহ পেল।

৯. তীর্থকরা অভিযোগ করলেন যে গৌতমের অনুগামী শিষ্যরা তাদের নেতার লজ্জা ঢাকতেই সুন্দরীকে হত্যা করেছে।

১০. কিন্তু হত্যাকারীরা সুন্দরীকে হত্যা করার দরুন যে অর্থ পেয়েছিল তার ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে একটি সুরার দোকানে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে শুরু করল।

১১. শান্তিরক্ষকগণ তৎক্ষণাৎ তাদের গ্রেপ্তার করলে হত্যাকারীরা তাদের অপরাধ স্বীকার করে এবং অভিযোগ করে যে, তীর্থকদের প্ররোচনাতেই তারা এই অপরাধ করেছে।

১২. এর ফলে, তীর্থকদের যে সামান্য প্রভাব অবশিষ্ট ছিল, তাও শেষ হয়ে গেল।

৫. জৈনগণ এবং চরিত্রহীনতার মিথ্যা অভিযোগ

১. সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন জোনাকিরা হারিয়ে যায়, তীর্থকরাও সেইরকম জন-জীবন থেকে হারিয়ে গেলেন। সাধারণ মানুষ আর তাঁদের শ্রদ্ধা করত না কোনও উপহারও দিতেন না।

২. নগরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁরা চিৎকার করে বলতেন : "শ্রমণ গৌতম, যদি আলোকপ্রাপ্ত বুদ্ধ হন, তা হলে আমরাও তাই। বুদ্ধকে উপহার দিয়ে যদি তোমরা পুণ্য অর্জন করবে বলে মনে করো, তবে আমাদের উপহার দিয়েও তোমরা পুণ্য অর্জন করবে। সুতরাং আমাদের উপঢৌকন দাও।"

৩. কিন্তু জনগণ তাদের আবেদনে কোনও সাড়া দিলেন না। এই কারণে তাঁরা গোপনে ষড়যন্ত্র করলেন কীভাবে শ্রমণ গৌতমের চরিত্র নিয়ে কুৎসা রটিয়ে তারা সঙ্ঘের সুনামহানি করতে পারে।

৪. সেই সময়, শ্রাবস্তী নগরে চিঞ্চা নামে একজন ব্রাহ্মণী পরিব্রাজিকা থাকতেন। অসামান্য শারীরিক সৌন্দর্যের অধিকারিণী এই নারীর দেহভঙ্গিমায় মোহিনীশক্তির বিচ্ছুরণ ঘটত।

৫. তীর্থকদের মধ্যে একজন ধূর্ত কুচক্রী বলল যে, চিঞ্চার সাহায্যে গৌতমের নামে কুৎসা ছড়ানোর কাজ সহজ হবে এবং তার ফলে গৌতমের সুনামহানি হবে। অন্য তীর্থকরাও এই পরিকল্পনায় মত দিল।

৬. এর পর, একদিন চিঞ্চা তীর্থকদের উদ্যানে এসে তাদের অভিবাদন জানিয়ে তাদের কাছে আসন গ্রহণ করল। কিন্তু কেউ তার সঙ্গে কোনও কথা বলল না।

৭. বিস্মিত হয়ে চিঞ্চা জিজ্ঞেস করল, "আমি তোমাদের কীভাবে অসন্তুষ্ট করলাম! আমি তোমাদের তিনবার অভিবাদন জানালাম কিন্তু তোমরা আমার সঙ্গে একটা কথাও বললে না।"

৮. তীর্থকরা বললেন, "ভগিনী, তুমি কী জানো না, শ্রমণ গৌতমের জনপ্রিয়তার জন্য আমাদের অত্যন্ত ক্ষতি হচ্ছে।" চিঞ্চা জানাল, এটা তার অজানা। প্রশ্ন করল, এই সমস্যার সমাধানে তার কী কোনও দায়িত্ব আছে!

৯. "ভগিনী, যদি সত্যিই তুমি আমাদের মঙ্গল চাও তা হলে তোমার নিজের প্রচেষ্টায় গৌতমের চরিত্র সম্পর্কে কুৎসা রটিয়ে জনসাধারণের কাছে তাকে অপ্রিয় করে তোলো।" "ঠিক আছে ; নিশ্চিন্ত থাকুন এবং আমার ওপর নির্ভর করুন।" এই বলে চিঞ্চা স্থানত্যাগ করল।

১০. নারীর সৌন্দর্যের ছলাকলা প্রদর্শনে চিঞ্চা অত্যন্ত দক্ষ ছিল। শ্রাবস্তীর নাগরিকগণ যখন জীতবনের ধর্মীয় আলোচনা-শেষে ঘরে ফিরতেন তখন চিঞ্চা রক্তিম পোশাকে সজ্জিতা হয়ে সুগন্ধি ও পুষ্প-শোভিত হয়ে জীতবনের দিকে রওনা হত।

১১. যদি কেউ তাকে প্রশ্ন করত: "তুমি এখন কোথায় যাও? "তা হলে সে জবাব দিত তোমাদের তা জানার প্রয়োজন নেই।" জেতবনের কাছে, তীর্থিকর্মীদের বিশ্রাম-গৃহে রাত্রি অতিবাহিত করার পর চিঞ্চা সেই সময়ে নগরে ফিরে আসত যখন নাগরিকগণ বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে জেতবনের দিকে রওনা হতেন।

১২. যদি কেউ তাকে জিজ্ঞেস করত, "কাল রাতে তুমি কোথায় ছিলে? তা হলে চিঞ্চা জবাব দিত? তোমাদের তাতে কী! জেতবনে, শ্রমণ গৌতমের সঙ্গে উদ্যান-গৃহে গন্ধ-উদ্যানে আমি রাত কাটিয়েছি এই জবাব অনেকের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলত।

১৩. চার মাস পরে, কিছু পুরনো কাপড় জড়িয়ে চিঞ্চা তার উদরের আকার স্ফীত করে তুলে বলল, শ্রমণ গৌতমের দ্বারা সে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। কিছু লোক এ-কথা বিশ্বাস করতেও শুরু করল।

১৪. নবম মাসে, কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে উদর স্ফীত করে এবং কীটদংশনের সাহায্যে বাহু-স্ফীত করে চিঞ্চা, বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হল। বুদ্ধ এই সময় ভিক্ষু ও সাধারণ মানুষের সমাবেশে ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন। সে বলল, "হে মহান তুমি অনেক লোককে ধর্মীয় উপদেশ দাও। তোমার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মিষ্ট, অধরপল্লব অত্যন্ত কোমল। তোমার সঙ্গে সহবাস করার ফলে আমি গর্ভবতী হয়ে পড়েছি, আমার প্রসব-কাল সমাগত।"

১৫. "তুমি আমার জন্য কোনও প্রসব-স্থান স্থির করনি, এমনকী জরুরি প্রয়োজনের জন্য কোনও ওষুধও নেই। যদি নিজে থেকে তুমি এর ব্যবস্থা করতে না পার তবে কোশলের রাজা, অনাথপিণ্ডিক অথবা বিশাখার মতো তোমার কোনও একজন শিষ্যকে সেই দায়িত্ব দিচ্ছ না কেন!

১৬. এর অর্থ, কোনও নারীকে কীভাবে প্রলুব্ধ করতে হয় তা তুমি ভাল করেই জানো। কিন্তু সেই নারীকে সম্ভোগের ফলে যে শিশু জন্মায় তার দায়িত্ব কীভাবে নিতে হয় তা তুমি জানো না। এই কথোপকথন শুনে সমবেত মানুষ নির্বাক হয়ে রইল।

১৭. বুদ্ধ তাঁর ধর্মীয় আলোচনায় বিরতি ঘটিয়ে অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে জবাব দিলেন, "ভগিনী, তুমি যা বলেছ, তা সত্য অথবা মিথ্যা কিনা তা শুধু আমরা দু'জনেই জানি।"

১৮. চিঞ্চা খুব জোরে কাশতে কাশতে বলল, "হে মহান শিক্ষক, সত্যিই ঐ জাতীয় ঘটনা শুধুমাত্র আমাদের দু'জনেরই জানার কথা।"

১৯. কাশির সঙ্গে সঙ্গে চিঞ্চার উদরে বাঁধা কাষ্ঠখণ্ডটির বাঁধন আলগা হয়ে গেল এবং তার পায়ের কাছে পড়ে তাকে বিহ্বল করে তুলল।

২০. সমাবেশের লোকজন পাথর ছুড়ে এবং লাঠি দিয়ে মেরে তাকে তাড়িয়ে দিল।

৬. দেবদত্ত : জ্ঞাতিভাই ও শত্রু

১. দেবদত্ত ছিলেন বুদ্ধের একজন জ্ঞাতিভাই। কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি বুদ্ধের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন এবং তাঁকে অত্যন্ত অপছন্দ করতেন।

২. বুদ্ধ যখন গৃহত্যাগ করেন তখন দেবদত্ত যশোধরার প্রতি প্রেম নিবেদনের চেষ্টা করেছিলেন।

৩. একবার, যশোধরা যখন নিদ্রাচ্ছন্ন, তখন ভিক্ষুর বেশ ধারণ করে কারুর কাছ থেকে বাধা না পেয়ে দেবদত্ত তাঁর ঘরে প্রবেশ করেন। যশোধরা তাকে জিজ্ঞেস করেন, "ভিক্ষু তুমি কী চাও? তুমি কী আমার স্বামীর কাছ থেকে আমার জন্য কোনও বার্তা নিয়ে এসেছ!"

৪. তোমার স্বামী, তোমার জন্য আদৌও কোনও চিন্তা নেই। নিষ্ঠুরভাবে তোমাকে পরিত্যাগ করে তোমাকে ছেড়ে সে চলে গেছে"—বললেন দেবদত্ত।

৫. "কিন্তু তিনি অনেকের ভালর জন্যই এটা করেছেন"—উত্তর দিলেন যশোধরা।

৬. "সে যাই হোক না কেন, দেবদত্ত প্রস্তাব করলেন," "এখন তুমি তার নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিশোধ নাও।"

৭. "স্তব্ধ হও, ভিক্ষু : তোমার কথা ও চিন্তা অত্যন্ত নোংরা।" প্রতিবাদ করে উঠলেন যশোধরা।

৮. "তুমি কী আমাকে চিনতে পারছ না, যশোধরা? আমি দেবদত্ত, যে তোমাকে ভালবাসে।"

৯. "দেবদত্ত, আমি জানতাম তুমি অত্যন্ত নীচ ও ইতর প্রকৃতির। আমি জানতাম, ভিক্ষু হওয়ার প্রকৃত যোগ্যতা তোমার নেই। কিন্তু আমি ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি তোমার অভিসন্ধি এত নীচ।"

১০. "যশোধরা যশোধরা, আমি তোমাকে ভালবাসি"। আকুল প্রার্থনা জানাল দেবদত্ত। "তোমার স্বামী তোমাকে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই দেয়নি। তোমার প্রতি সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করেছে। আমাকে ভালবেসে তুমি তার নিষ্ঠুরতার জবাব দাও।"

১১. যশোধরার মুখমণ্ডল লজ্জা, যন্ত্রণা ও অপমানে বেগুনিবর্ণ ধারণ করল। অশ্রু নেমে এল দু'গাল বেয়ে।

১২. "দেবদত্ত, তুমিই আমার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করছ! এমনকী আমার প্রতি তোমার ভালবাসা অকৃত্রিম হলেও সেটা আমার কাছে অত্যন্ত অপমানজনক।

যখন তুমি বলো যে, আমাকে তুমি ভালবাসো তখন তুমি নিছক মিথ্যা কথা বলছ।”

১৩. “যখন আমি যুবতী ছিলাম, সুন্দরী ছিলাম তখন তুমি আমার দিকে কদাচিৎ তাকাতে। এখন আমার বয়স হয়েছে, ক্ষোভে, দুঃখে ভেঙে পড়েছি। আর তুমি এই রাতে এসেছ তোমার কপট ভালবাসার কথা শোনাতে! আসলে তুমি অত্যন্ত কাপুরুষ।”

১৪. এবার যশোধরা চিৎকার করে উঠল, “দেবদত্ত, এখনই বেরিয়ে যাও” বলামাত্রই দেবদত্ত স্থানত্যাগ করলেন।

১৫. সঙেঘর প্রধান হতে না পেরে দেবদত্ত বুদ্ধের ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। সারিপুত্ত ও মৌদগল্যায়নকে বুদ্ধ, সঙেঘর প্রধান নির্বাচিত করেন। দেবদত্ত, বুদ্ধের জীবননাশের জন্য তিনবার চেষ্টা চালান, কিন্তু কোনওবারই সফল হতে পারেননি।

১৬. একবার মহিমান্বিত প্রভু শকুন-চূড়া বা গৃধ্রকূটের পাদদেশের ছায়ায় পায়চারি করছিলেন।

১৭. দেবদত্ত ঐ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে প্রভুর জীবননাশের উদ্দেশ্যে বিরাট এক প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করেন। কিন্তু ঐ পাথর আর একটি চূড়ায় আটকে যায়। শুধুমাত্র পাথরের একটি ছোট টুকরো ছিটকে এসে মহিমান্বিত প্রভুর পায়ের পাতা রক্তাক্ত করে তোলে।

১৮. দেবদত্ত, বুদ্ধের জীবননাশে আর একবার চেষ্টা চালায়।

১৯. সে সময় দেবদত্ত, যুবরাজ অজাতশত্রুর কাছে গিয়ে বলেন, “আমায় কিছু লোক দিন।” অজাতশত্রু দেবদত্তের আর্জি শুনে তাঁর লোকজনকে নির্দেশ দেন, “দেবদত্ত যা করতে বলেন তোমরা তা পালন করো।”

২০. দেবদত্ত তখন একজনকে আদেশ দেন, “হে বন্ধু, যাও। শ্রমণ গৌতম যে জায়গায় বাস করছেন, সেখানে গিয়ে তাকে হত্যা করো।” লোকটি ফিরে এসে জানাল, মহিমান্বিত প্রভুকে আমি হত্যা করতে পারব না।

২১. বুদ্ধের জীবননাশে দেবদত্ত তৃতীয়বার চেষ্টা চালান।

২২. সেই সময় রাজগৃহতে নালাগিরি নামে একটি হস্তী ছিল। ভয়ঙ্কর এই হস্তী অনেক মানুষকে হত্যা করেছে।

২৩. দেবদত্ত, রাজগৃহের হস্তিশালায় গিয়ে মাহুতদের বলেন, "বন্ধুগণ, আমি তোমাদের রাজার একজন নিকটাত্মীয়। আমি যে কোনও নীচুপদের কর্মচারীকে উচ্চপদে বসাতে পারি। অথবা তোমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য জিনিসের পরিমাণ অথবা বেতন-বৃদ্ধির জন্য আদেশ দিতে পারি।"

২৪. সুতরাং বন্ধুরা, যখন শ্রমণ গৌতম এই পথ দিয়ে যাবেন, তখন, হস্তী নালাগিরিকে ছেড়ে দিয়ে এই পথ দিয়ে যেতে দিও।

২৫. বুদ্ধকে হত্যার জন্য দেবদত্ত ধনুর্ধরদেরও নিয়োগ করলেন। বুদ্ধের গমনপথে উন্মাদ হস্তী নালাগিরিকেও ছেড়ে দেওয়া হল।

২৬. কিন্তু দেবদত্ত সফল হলেন না। যখন সবকিছু জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ল, দেবদত্ত সবরকম মর্যাদা ও আস্থা হারালেন। এমনকী রাজা অজাতশত্রুও তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন না।

২৭. জীবনধারণের জন্য দেবদত্তকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হল। রাজা অজাতশত্রুর কাছ থেকেও দেবদত্ত বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধে পেতেন। তাও বন্ধ হয়ে গেল। নালাগিরি ষড়যন্ত্রের পর দেবদত্তের সমস্ত প্রভাব চলে গেল।

২৮. এসব কু-কাজের জন্য অত্যন্ত অপ্রিয় হয়ে পড়ায় দেবদত্ত মগধ রাজ্য ছেড়ে কোশল রাজ্যে গেলেন। তাঁর ধারণা ছিল, রাজা পসেনদি তাঁকে সাদরে বরণ করে নেবেন। কিন্তু কোশলরাজ পসেনদিও তাঁকে বিতাড়িত করলেন।

৭. ব্রাহ্মণগণ এবং বুদ্ধ

১. একবার মহিমান্বিত প্রভু বহুসংখ্যক ভিক্ষুককে সঙ্গে নিয়ে কোশল দেশে ভ্রমণ করতে করতে থুনা নামে ব্রাহ্মণদের গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

২. থুনার ব্রাহ্মণ অধিবাসিগণ শুনলেন যে, শ্রমণ গৌতম গ্রামের মাঠে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

৩. ব্রাহ্মণরা তাঁদের প্রকৃতির দিক থেকে ছিলেন অবিশ্বাসী, ভ্রান্তধারণা সম্পন্ন এবং ধনলোভী।

৪. তাঁরা বললেন, "শ্রমণ গৌতম যদি গ্রামে এসে দু-তিনদিন অতিবাহিত করেন তা হলে সব লোককে নিজের দিকে টেনে নেবেন। তখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের

কোনও সমর্থক থাকবে না। সুতরাং আমাদের গ্রামে তাঁর প্রবেশ রোধ করতেই হবে।"

৫. থুনা গ্রামে পৌঁছতে একটি নদী পার হতে হত। ব্রাহ্মণরা, ঈশ্বরের বরপুত্রকে গ্রামে প্রবেশ করতে দেবেন না বলে নদীর ঘাট থেকে নৌকাগুলি সরিয়ে নিলেন এবং সেতু ও উঁচু পথগুলি লোক চলাচলের অনুপযোগী করে তুললেন।

৬. একটি বাদে বাকি সব কূপগুলিকে বুনো লতা-পাতা ও আগাছা দিয়ে পরিপূর্ণ করা হল। জলাশয়, বিশ্রাম-গৃহ এবং আচ্ছাদনগুলিকেও ঢেকে দেওয়া হল।

৭. ব্রাহ্মণদের অপকর্ম শুনে মহিমান্বিত প্রভুর করুণা হল। সঙ্গী ভিক্ষুদের নিয়ে তিনি অবশেষে নদী পার হয়ে ব্রাহ্মণদের গ্রাম থুনায় পৌঁছলেন।

৮. রাস্তা ছেড়ে তিনি একটি গাছের তলায় বসলেন। সেই সময় অনেক নারী জল নিয়ে তাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

৯. সেই সময়ে থুনা গ্রামে একটি চুক্তি হয়েছিল। "যদি শ্রমণ গৌতম সেখানে আসেন তবে তাঁকে স্বাগত জানাতে কোনও আয়োজন করা হবে না। এবং যদি তিনি কোনও গৃহে উপস্থিত হন তবে তাঁকে অথবা তাঁর কোনও শিষ্যকে কেউ খাদ্য অথবা জল দেবেন না।"

১০. সেই সময় জনৈক ব্রাহ্মণের এক ক্রীতদাসী জলপূর্ণ পাত্র নিয়ে শ্রমণ গৌতমের অবস্থান-স্থলের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন, ভিক্ষুরা অত্যন্ত শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত। ধর্মপ্রাণা মহিলাটি তাঁদের জল দিতে আগ্রহী হলেন।

১১. "ঐ ক্রীতদাসী মহিলা নিজের মনে বললেন, যদিও এই গ্রামের মানুষ সংকল্প করেছেন যে, শ্রমণ গৌতমকে কিছুই দেওয়া হবে না এবং তাঁকে কোনওরূপ শ্রদ্ধাও দেখানো হবে না, তবুও অধ্যবসায় ও জ্ঞানের প্রতীক এই ভিক্ষুদের সামান্য জল দিয়ে আমি আমার মুক্তির পথের অনুসন্ধান না করি তবে কী আমি অভিশাপ থেকে পরিত্রাণ পাব!

১২. "অতএব হে মোর প্রভুগণ গ্রামের প্রতিটি মানুষ আমাকে প্রহার করলে অথবা বেঁধে রাখলেও এই জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমি জলসিঞ্চন করব।"

১৩. জীবন-বিপন্ন করে যখন ঐ ক্রীতদাসী মহিলা এই সংকল্প গ্রহণ করলেন তখন অন্য মহিলারা যাঁরা জল নিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা তাঁকে বারণ করলেন। কিন্তু তিনি জলপাত্র মাথার ওপর থেকে নামিয়ে নিচে একধারে রাখলেন এবং মহিমান্বিত প্রভুর কাছে গিয়ে তাঁকে জল দিলেন। তিনি তাঁর হাত-পা ধুয়ে জলপান করলেন।

১৪. যখন তাঁর ব্রাহ্মণ প্রভু মহিমান্বিত প্রভুকে তাঁর জল-দেওয়ার ঘটনার কথা শুনলেন তিনি বললেন, "এই ক্রীতদাসী গ্রামের আইন লঙ্ঘন করেছে এবং এর জন্য আমাকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে।" অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ঐ ব্রাহ্মণ ক্রীতদাসী মহিলাকে মাটিতে ফেলে হাত ও পা দিয়ে প্রচণ্ড প্রহার করলেন। ফলে তাঁর মৃত্যু হল।

(II)

১. ব্রাহ্মণ দোনা একবার মহিমান্বিত পুরুষের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে অভিনন্দন জানালেন : প্রথা-অনুযায়ী অভিবাদন-পর্ব সাঙ্গ হওয়ার পর একধারে বসে ব্রাহ্মণ ডোনা, মহিমান্বিত পুরুষকে বললেন :

২. "প্রভু গৌতম, আমি শুনেছি, এটা বলা হয় যে, বয়স্কদের প্রভু গৌতম কখনও সম্মান জানান না, বয়স এবং অভিজ্ঞতায় প্রাচীন ব্রাহ্মণদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানান না, এমনকী তাঁদের আসন গ্রহণ করতেও অনুরোধ জানান না।

৩. "প্রভু গৌতম, এটা যদি সত্য হয়, প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণদের প্রতি আপনার আচরণ যদি এই হয়, তবে প্রভু গৌতম সেটা সঠিক আচরণ নয়।

৪. দোনা, তুমি কী নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে দাবি করো না?

৫. "প্রভু গৌতম, ব্রাহ্মণ বলে যদি কাউকে গণ্য করতে হয় তবে বলতে হবে, 'ব্রাহ্মণ হবেন উভয় দিক থেকে সদ্বংশ-জাত, বংশ-পর্যায়ে ঊর্ধ্বতন সাত পুরুষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ কুলীন, এবং তা মাতা পিতা উভয় দিক থেকে, এবং তাঁর জন্মও হতে হবে নিষ্কলঙ্ক। ব্রাহ্মণকে হতে হবে অধ্যবসায়ী। যাবতীয় মন্ত্র তাঁকে স্মরণে রাখতে হবে, সেইসঙ্গে তিনটি বেদ, শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান ও শব্দবিদ্যাতেও তাঁকে হতে হবে দক্ষ। তাঁকে জানতে হবে লোককাহিনী। ব্যাকরণ ও কবিতায় বিশেষজ্ঞ এবং মহামানবের চিহ্ন

অনুধাবন করার ক্ষমতা তাঁর থাকতে হবে। প্রভু গৌতম, সত্য কথা বলতে গেলে আমার জন্ম হয়েছে ঐভাবে এবং আমি এই যাবতীয় গুণের অধিকারী।”

৬. “দোনা, বহু মন্ত্রের উদ্ভাবক ও গাথা মন্ত্র ও পদ্যের রচনাকারক প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণদের জ্ঞানভান্ডারের সবকিছুই করায়ত্ত আছে ; অথক, বামক, বামদেব, ভাসমিও, জামদগ্নি, অঙ্গিরস, ভরদ্বাজ প্রমুখ ঋষিগণ এটাই বলেছেন। ব্রহ্মাতুল্য, দেব-তুল্য নিয়মরক্ষাকারী ও লঙ্ঘনকারী এবং ব্রাহ্মণ সমাজ থেকে বিতাড়িত ডোনা, আপনি কোন গোষ্ঠীতে পড়েন!”

৭. “প্রভু গৌতম, আমরা এই পাঁচ ব্রাহ্মণকে জানি না। তবুও আমরা জানি যে, আমরা ব্রাহ্মণ। আমি উপকৃত হব যদি প্রভু গৌতম আমাকে ধম্ম শিক্ষা দেন, যাতে আমি এই পাঁচ গোষ্ঠীকে জানতে পারি।

৮. “তা হলে শোনো, আমি বলি।

৯. “তাই হবে, মহাশয়। দোনা উত্তর দিলেন।

১০. “মহিমান্বিত বললেন, দোনা, ব্রাহ্মণ কী করে ব্রহ্মাত্ব অর্জন করে!”

১১. দোনা, এক ব্রাহ্মণের উদাহরণ ধরা যাক, যিনি উভয় দিক থেকে সদ্বংশজাত, মাতা-পিতা উভয় দিক থেকে ঊর্ধ্বতন সাত পুরুষ নিষ্কলঙ্ক, যাঁর জন্ম নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই, দীর্ঘ চল্লিশ বছরের ওপর যিনি ব্রহ্মা-তুল্য চারিত্রিক বিশুদ্ধতা বজায় রেখে অধর্ম নয়, ধর্মের পথ অনুসরণ করে চলেছেন।

১২. এবং দোনা, ধম্মে কী আছে! কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী, গো-পালক, তীরন্দাজ, রাজার লোক অথবা অন্য কোনও পেশার মানুষ জীবনধারণের জন্য যা করে তা নয়, শুধুমাত্র ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন।

১৩. এবং সে গুরু-দক্ষিণা দেয়, শ্মশ্রু ও কেশ-মুন্ডন করে, গৃহত্যাগ করে গৃহহীনের জীবন বেছে নেয়।

১৪. “ভিক্ষুর জীবন বেছে নিয়ে ঘৃণা ও দুরভিসন্ধিকে দূরে সরিয়ে রেখে সৌহার্দ্য, বিস্তৃত ও সীমাহীন চিন্তা ও লক্ষ্য নিয়ে সে সমগ্র বিশ্ব-চরাচরের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেয়।

১৫. "অপরের প্রতি দয়া ও সহানুভূতিতে তার মন পরিপূর্ণ থাকে এবং ঊর্ধ্ব, অধঃ, তির্যক সর্বদিকেই সে ঘৃণা ও দুরভিসন্ধিকে ত্যাগ করে ঘুরে বেড়ায় দয়া, মমতা ও সহানুভূতির মনোভাবকে পাথেয় করে।

১৬. এবং এই চারটি ব্রহ্ম কর্তব্য মেনে চলে মৃত্যুর পর সে ব্রহ্মজগতে গিয়ে উপস্থিত হয়। এইভাবেই, দোনা, ব্রহ্মতুল্য হয়ে ওঠেন ব্রাহ্মণ।

১৭. দোনা, ব্রাহ্মণ কী করে দেবতুল্য হয়ে ওঠেন।

১৮. "অনুরূপভাবে দোনা, আর একজন ব্রাহ্মণের উদাহরণ দেখা যাক। চাষবাস বা অন্য কিছু করে সে জীবনধারণ করে না। শুধুমাত্র ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে সে বেঁচে থাকে, বিদ্যাশিক্ষার জন্য সে গুরুদক্ষিণা দেয় এবং অধর্ম নয়, ধর্ম-পথেই স্ত্রী অর্জন করতে চায়।

১৯. তা হলে ধম্ম কী! ব্রাহ্মণ শুধুমাত্র ব্রাহ্মণীর কাছেই যায়। কোনও সমাজতাড়িত ব্যক্তির কন্যা, শিকারি, বাঁশ-শিল্পী, কাষ্ঠ-শিল্পী অথবা কোনও আদিবাসীর কন্যার কাছে যায় না, সন্তান আছে এমন কোনও মহিলা অথবা ঋতুমতী নয় এমন কোনও মহিলার কাছে যায় না।

২০. "এবং দোনা, কোনও কারণে যার সন্তান আছে তার কাছে ব্রাহ্মণ যায় না! যদি সে যায় তবে পুত্র অথবা কন্যাসন্তানটি বিকৃতমূর্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে। অথবা যে স্তন্যদান করছে তার কাছে যায় না কেন! কারণ যদি সে যায় তা হলে পুত্র অথবা কন্যাটি অপরিচ্ছন্ন স্তন্যপান করবে। সেই কারণেই সে যায় না।

২১. "এবং যে ঋতুমতী হয়নি তার কাছে সে যায় না কোন কারণে! দোনা যে ঋতুমতী হয়নি তার কাছে যদি কোনও ব্রাহ্মণ যায় তা হলে কখনওই ব্রাহ্মণী তার কাছে কামনা, কৌতুক অথবা আনন্দের মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে না। ব্রাহ্মণের কাছে ব্রাহ্মণী বংশ-সূচনার মাধ্যম মাত্র।

২২. "এবং বিবাহের পর যখন সে সন্তান পায় তখন সে শ্মশ্রু কেশ মুণ্ডন করে তার কাঙ্ক্ষিত পথ বেছে নেয়।

২৩. "ধ্যানচর্চার প্রথম পর্যায়ে সে প্রবেশ করে। তখন সে ইন্দ্রিয়গত কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়।

২৪. "এইভাবে ধ্যানচর্চার চারটি স্তর পেরিয়ে মৃত্যুর পরবর্তী পর্যায়ে দেহ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার পর সে এক স্বর্গীয় জগতে গিয়ে উপস্থিত হয়।

২৫. এইভাবেই, দোনা, একজন ব্রাহ্মণ দেবতুল্য হয়ে ওঠে।

২৬. এখন দোনা, কীভাবে একজন ব্রাহ্মণ, তাঁর গোষ্ঠীতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

২৭. দোনা অনুরূপ জন্ম ও আচরণের এক ব্রাহ্মণের উদাহরণ নেওয়া যাক, যিনি একইভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন।

২৮. এবং বিবাহের পর তিনি যখন সন্তান পেলেন, তখন সন্তানের প্রতি অনুরাগ তাঁকে আবিষ্ট করে তোলে, তিনি সংসারে জড়িয়ে পড়েন এবং গৃহ ছেড়ে গৃহহীন জীবনযাত্রা বেছে নিতে পারেন না।

২৯. প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে সে অবস্থান করে। নিয়ন্ত্রণ লঙ্ঘন করে না। বলা হয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই তার অবস্থান, নিয়ন্ত্রণ সে লঙ্ঘন করে না। সুতরাং সেই কারণে ব্রাহ্মণকে বলা হয় নিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ।

৩০. "এইভাবেই, দোনা, ব্রাহ্মণ সীমাবদ্ধ হয়ে ওঠে।

৩১. "এবার দোনা ব্রাহ্মণ কখন নিয়ম লঙ্ঘনকারী হয়ে ওঠে!

৩২. "অনুরূপ জন্ম ও আচার-আচরণ বিশিষ্ট একজন ব্রাহ্মণের উদাহরণ নেওয়া যাক। দোনা, এই ব্রাহ্মণ গুরুদক্ষিণা দেন, অধর্ম অথবা ধর্ম অনুযায়ী পত্নী গ্রহণ করতে চান।

৩৩. তিনি একজন ব্রাহ্মণী অথবা অভিজাতবংশীয় কোনও কন্যা অথবা নিম্নবর্গের কোনও মানুষ বা ক্রীতদাসের কন্যার কাছে যান। অথবা সমাজ বিতাড়িত কোনও ব্যক্তি, কোনও শিকারি, কোনও বাঁশ-শিল্পী, কোনও গো-যান নির্মাতা বা কোনও আদিবাসির কন্যার কাছে তিনি যান। সন্তানসহ নারী অথবা যে নারী তাঁর সন্তানকে স্তন্যপান করাচ্ছেন অথবা যে ঋতুমতী অথবা ঋতুমতী নয় এমন মহিলার কাছে যান; তার কাছে ব্রাহ্মণী হয়ে ওঠেন কামনা, কৌতুক, আনন্দ অথবা বংশ-সূচনার মাধ্যম-মাত্র।

৩৪. "এবং তিনি নিজেকে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন না, বরং তা লঙ্ঘন করেন। বলা হয় নিয়ন্ত্রণে সীমাবদ্ধ না থেকে তিনি তা

লঙ্ঘন করেন এবং সেই কারণেই তাঁকে তখন বলা হয় নিয়ন্ত্রণ লঙ্ঘনকারী।

৩৫. ''অতএব দোনা, এইভাবেই ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠেন আইন-লঙ্ঘনকারী।

৩৬. ''এখন ব্রাহ্মণ কী করে ব্রাহ্মণ-সমাজচ্যুত হন।

৩৭. ''আবার একজন ব্রাহ্মণের উদাহরণ নেওয়া যাক, যিনি আট এবং চল্লিশ বছর ধরে ব্রহ্ম-জীবনের বিশুদ্ধতা বজায় রেখে চলেছেন, মন্ত্রের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখে পাঠক্রম সাঙ্গ করার পর যিনি শিক্ষাদানের দক্ষিণা চান, কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী, গো-পালক, তিরন্দাজ, রাজকর্মী ও বা অন্য কোনও পেশা গ্রহণ করেন অথবা ভিক্ষাপাত্রকে অবজ্ঞা না করে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে জীবনধারণ করেন।

৩৮. ''গুরুদক্ষিণা দিয়ে তিনি ধর্ম অথবা অধর্ম পথে পত্নী চান। তিনি একজন ব্রাহ্মণী অথবা অন্য কোনও মহিলার কাছে যান, এমন মহিলা, যার সন্তান রয়েছে এবং সেই মহিলা তাঁর কাছে কামনা অথবা বংশসূচনার মাধ্যম মাত্র। এই যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করে তিনি তাঁর জীবনধারণ করেন।

৩৯. ''এবং এ সম্পর্কে তাঁর জবাব হল, আগুনে পুড়ে গেলে কোনও জিনিস পরিচ্ছন্ন অথবা অপরিচ্ছন্ন হয়, কিন্তু তার মানে এই নয়, আগুন কলুষিত। মহাশয়গণ, যদি একজন ব্রাহ্মণ এই জাতীয় কাজ করেও জীবনযাপন করেন, তা হলেও সেই ব্রাহ্মণ অপবিত্র বা কলুষিত হন না।

৪০. এবং বলা হয় যে, এই জাতীয় কাজ করে জীবনধারণ করার জন্য তাঁকে ব্রাহ্মণ-সমাজচ্যুত বলে গণ্য করা হয়।

৪১. এইভাবে ডোনা একজন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ সমাজে পতিত বলে চিহ্নিত হন।

৪২. ''যথার্থই দোনা এই প্রাচীন, মন্ত্র-প্রণয়ন ও মন্ত্রোচ্চারণে দক্ষ, পরম বিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের এই পাঁচ গোষ্ঠীকে বলা হয় :

৪৩. ব্রহ্ম-তুল্য, দেব-তুল্য, নিয়মে আবদ্ধ, নিয়ম ভঙ্গকারী এবং ব্রাহ্মণ সমাজ থেকে বিতাড়িত।

৪৪. দোনা, তুমি কাদের মধ্যে পড়ো!

৪৫. "তাই যদি হয় প্রভু গৌতম, আমরা ব্রাহ্মণ সমাজ থেকে বিতাড়িতদের অন্তর্ভুক্ত নই।

৪৬. "কিন্তু আপনি যা বলেছেন প্রভু গৌতম, তা বিস্ময়কর! আমাকে প্রভু গৌতম তাঁর সামান্য অনুগামী শিষ্য করে নিন এবং তাঁর আশ্রয়ে সারাজীবন অতিবাহিত করি।

□ □ □

পর্ব-১৪

তাঁর উপদেশাবলীর সমালোচকগণ

১. সঙ্ঘে সহজ প্রবেশ ব্যবস্থার সমালোচনা
২. অঙ্গীকার নিয়মের সমালোচকগণ
৩. অহিংসা মতবাদের সমালোচকগণ
৪. নৈতিক উৎকর্ষের উপদেশ দিয়ে হতাশা সৃষ্টির অভিযোগ
৫. আত্মা ও পুনর্জন্মের মতবাদের সমালোচকগণ
৬. নৈবাশিক হওয়ার অভিযোগ
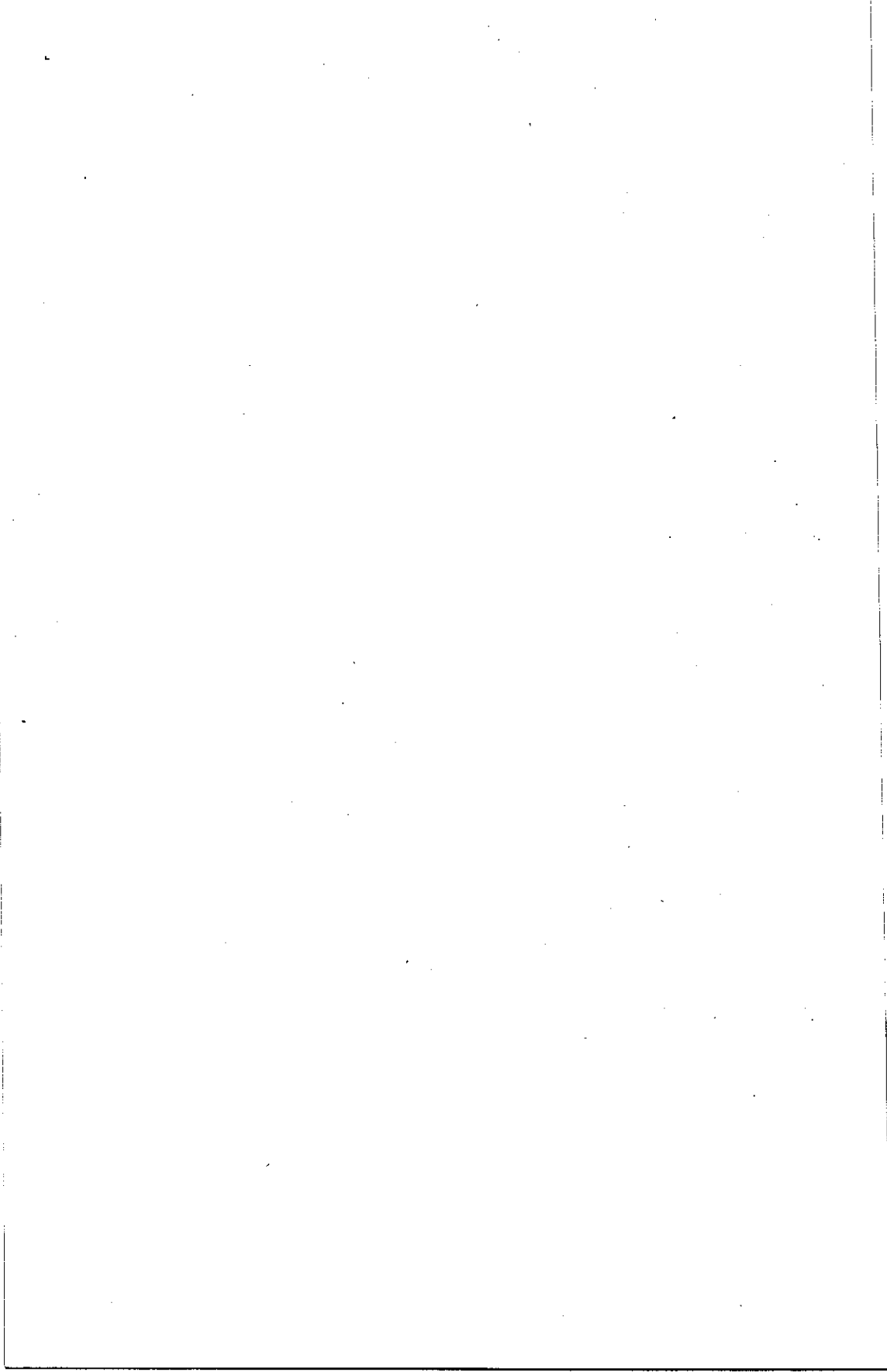
১. সঙ্ঘে সহজ প্রবেশ ব্যবস্থার সমালোচনা

১. একজন সাধারণ মানুষ ভক্ত হলেই সঙ্ঘে তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হত।

২. যে কোনও লোক ঢুকতে পারে, সঙ্ঘকে এমন মন্দিরে পরিণত করার জন্য বেশ কয়েকজন প্রভুর সমালোচনা করেছিলেন।

৩. তাঁদের যুক্তি ছিল যে, এই ব্যবস্থা অনুযায়ী এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে যে, একবার সঙ্ঘে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর তারা এর আচরণবিধি পরিত্যাগ করে তাদের পূর্ববর্তী নিম্নস্তরে ফিরে যেতে পারে এবং তাদের এই পরিণতির জন্য জনগণ হয়তো বলতে পারে যে, শ্রমণ গৌতমের ধর্ম নিশ্চয়-ই অন্তঃসারশূন্য, যে কারণে মানুষ তা পরিত্যাগ করেছেন।

৪. এই জাতীয় সমালোচনার ভিত্তি খুব দৃঢ় ছিল না, কারণ সাধারণ মানুষকে সঙ্ঘে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মহিমান্বিত প্রভুর কী উদ্দেশ্য ছিল, এই সমালোচনায় তার উল্লেখের অভাব ছিল।

৫. মহিমান্বিত প্রভু জবাব দিলেন যে, তাঁর ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে তিনি স্নান করার এমন এক জলাধার সৃষ্টি করেছেন যা মুক্তির জলে পরিপূর্ণ। এই জলাধারে অবগাহন হবে উত্তম আচরণ বিধির।

৬. প্রভুর ইচ্ছে ছিল, পাপের দাগে কলঙ্কিত যেই হোক না কেন, এই জলাধারে স্নান করে সে তার সমস্ত পাপ ধুয়ে ফেলতে পারে।

৭. এবং যদি কেউ, সু-আচরণ বিধির এই জলাধারে অবগাহনের পরেও পূর্ববর্তী অপবিত্র অবস্থায় ফিরে যায়, তা হলে দোষ তারই, এই ধর্মের নয়।

৮. মহিমান্বিত প্রভু আরও বললেন, "যদি আমি পাপ ধুয়ে ফেলার এই জলাধার নির্মাণ করে বলতাম যে, যারা নোংরা, তারা এই জলাধারে স্নান করতে পারবে না ; শুধুমাত্র যাদের সব নোংরা ধোয়া হয়ে গেছে, যারা পবিত্র এবং কলঙ্কহীন, তারাই শুধুমাত্র এই পুষ্করিণীতে স্নান করতে পারবে।"

৯. এমন শর্ত দিলে আমার ধর্মে ভাল কী রইল।

১০. সমালোচকরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, মহিমান্বিত প্রভু মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে তাঁর ধর্ম সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন, সকলের মধ্যে তাঁর ধর্মকে ছড়িয়ে দিতে।

২. অঙ্গীকারের সমালোচকগণ

১. কেন পাঁচটি কর্মবিধি যথেষ্ট নয়? কেন মনে করা হল অঙ্গীকারগুলি প্রয়োজন? প্রায়ই এ-ধরনের প্রশ্নগুলি ওঠে।

২. যুক্তি দেখানো হয় যে, যদি ওষুধ প্রয়োগ ছাড়াই রোগের উপশম হয়, তা হলে অন্যান্য প্রাকৃতিক চিকিৎসার দ্বারা শরীরকে দুর্বল করার কী সুবিধে!

৩. একই রকম ভাবে, যদি সাধারণ মানুষ, গৃহবাসী হয়ে এবং সবরকম ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করে নিজেদের মধ্যে শান্তি অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট অবস্থা নির্বাণ অনুভব করতে পারে, তা হলে ভিক্ষু হয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন কোথায়!

৪. ধর্মানুশাসনগুলির মধ্যে পুণ্য অন্তর্নিহিত আছে বলেই মহিমান্বিত প্রভু সেগুলি রচনা করেছিলেন।

৫. ধর্মানুশাসনে আবদ্ধ জীবন নিঃসন্দেহে ভাল পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। এটি নিজের থেকে পতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

৬. ধর্মানুশিত হয়ে যাঁরা আত্ম-নির্ভর থাকেন, তাঁরাই মুক্তি পান।

৭. ধর্মানুশাসনের অর্থ হচ্ছে অহংকার, বিদ্বেষ এবং কামনা-বাসনার সংযম, কু-চিন্তা পরিহার।

৮. যাঁরা ধর্মের অনুশাসন মেনে নিজেদের শুদ্ধির বর্মে আড়াল, তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে চিন্তা ও আচার-আচরণে পবিত্র থাকেন।

৯. তবে শুধু অঙ্গীকার গ্রহণ করলেই হবে না।

১০. ধর্মানুশাসনের মধ্যে যেমন নৈতিক অবনতি রোধ করার কোনও ব্যবস্থা নেই, তেমনই সংকল্প রক্ষা করারও কোনও ব্যবস্থা নেই।

১১. জীবনে সংকল্প রক্ষা অত্যন্ত দুরূহ, ধর্মানুশাসিত জীবন-যাপন অতটা কঠিন নয়। তবে সংকল্প রক্ষা করে যাঁরা জীবনযাপন করেন, এমন কিছু লোকের মানবসমাজের প্রয়োজন আছে। অতএব, মহিমান্বিত প্রভু উভয় পথই অনুসরণের সুপারিশ করলেন।

৩. অহিংসা মতবাদের সমালোচকগণ

১. অনেকে আছেন, যাঁরা অহিংসা-মতবাদের বিরোধী। তাঁদের বক্তব্য এই মতবাদের অর্থ হল, পাপের প্রতিরোধ না করা। অথবা পাপের কাছে আত্মসমর্পণ করা।

২. মহিমান্বিত প্রভু তাঁর অহিংসা মতবাদের মাধ্যমে যে শিক্ষা দিয়েছেন, এই ধারণা তার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ব্যাখ্যা।

৩. যাতে কোনওরকম ভুলভ্রান্তি বা দ্বিমত না থাকে, সেজন্য মহিমান্বিত প্রভু অনেকবার তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করে জানিয়েছেন।

৪. উদাহরণ হিসেবে প্রথম ঘটনার উল্লেখ করা যায়, যখন একজন সৈনিকের সঙ্ঘে প্রবেশের বিষয়ে তিনি আইন প্রণয়ন করলেন।

৫. একবার মগধরাজ্যের সীমান্ত প্রদেশগুলি অশান্ত হয়ে উঠল। তখন মগধের রাজা বিম্বিসার তাঁর সেনাপতিকে আদেশ দিলেন, "যাও, তোমার বাহিনীর প্রধানদের সীমান্ত প্রদেশগুলিতে তল্লাশি চালিয়ে দোষীদের খুঁজে বার করে শাস্তি দিয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনতে বলো।" সেনাপতি সেই নির্দেশমতো কাজ করলেন।

৬. সেনাপতির আদেশ পেয়ে বাহিনীর প্রধানগণ দ্বিধায় পড়ে গেলেন। তাঁরা জানতেন, তথাগত শিক্ষা দিয়েছেন যে, যারা যুদ্ধ করে পুলকিত হয় তারা পাপ কাজের জন্য দায়ী হয়। অন্যদিকে রাজা আদেশ দিচ্ছেন, রাজ-নিয়মভঙ্গকারীদের গ্রেপ্তার করে তাদের হত্যা করো। এখন কী করা উচিত, সেনানায়করা নিজেদের মধ্যে তা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

৭. তখন এই সেনানায়করা চিন্তা করলেন : "আমরা যদি বুদ্ধের সঙ্ঘে যোগ দিই তা হলে আমরা দ্বিধা থেকে অব্যাহতি পাব।"

৮. এই ভেবে সেনাপ্রধানরা ভিক্ষুদের কাছে গিয়ে তাঁদের সঙ্ঘে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার জন্য আবেদন জানালেন। ভিক্ষুরা তখন এই সেনাপ্রধানদের প্রব্রজা ও উপসম্পদ স্তরে অন্তর্ভুক্ত করলেন এবং সেনাপ্রধানরা সেনাবাহিনী ছেড়ে চলে এলেন।

৯. সেনাপ্রধানদের কোথাও দেখতে না পেয়ে সেনাপতি সেনাদের জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার? সেনাপ্রধানদের কোথাও দেখা যাচ্ছে না কেন!" সৈনিকরা উত্তর দিলেন, "হে সেনাপতি, তাঁরা ভিক্ষুদের ধর্মীয় জীবন গ্রহণ করেছেন।"

১০. সেনাপতি তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "রাজকীয় বাহিনীর সদস্যদের ভিক্ষুরা কী করে সন্ন্যাস-জীবনে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন।"

১১. সেনাপতি, এই সব ঘটনাবলী রাজাকে জানালেন। রাজা তখন তাঁর পরিচয় বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের বললেন, মহাশয়গণ, আমাকে বলুন, রাজকীয় পরিবেষায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের যিনি সন্ন্যাস জীবনে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁর কী শাস্তি হওয়া উচিত?

১২. তাঁরা বললেন, "মহারাজ এই অপরাধের জন্য উপযাচকের মস্তক ছিন্ন করা উচিত। যে তাকে দীক্ষা দেবে তার জিহ্বা কেটে ফেলা উচিত এবং যারা এই সঙ্ঘে রয়েছে তাদের পাঁজরের অর্ধেক হাড় ভেঙে দেওয়া উচিত।"

১৩. মহিমান্বিত প্রভু যেখানে ছিলেন, রাজা তখন সেখানে গেলেন এবং তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে সব ঘটনা তাঁকে জানালেন।

১৪. "প্রভু, ভাল করে জানেন যে, এখন অনেক রাজা আছেন যাঁরা ধর্মের বিরোধী। ধর্মবিদ্বেষী এইসব রাজা সবসময়ে ভিক্ষুদের তুচ্ছ কারণে হয়রানি করতে ব্যগ্র থাকেন। যদি তাঁরা দেখেন যে, সেনাবাহিনী ত্যাগ করে সঙ্ঘে যোগ দেওয়ার জন্য ভিক্ষুরা সৈনিকদের প্ররোচিত করছেন, তা হলে রাজারা ভিক্ষুদের প্রতি কতটা খারাপ আচারণ করতে পারেন তা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। এই বিপর্যয়কর পরিণতি এড়ানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আমি প্রভুকে অনুরোধ জানাচ্ছি।"

১৫. প্রভু উত্তর দিলেন, "আমার কখনওই ইচ্ছা নয় যে, সৈনিকরা অহিংসার নামে রাজা ও দেশের প্রতি কর্তব্য ত্যাগ করুক।"

১৬. সেইমতো, মহিমান্বিত প্রভু রাজসেবা ছেড়ে সঙ্ঘে প্রবেশে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য একটি আইন প্রণয়ন করলেন। ভিক্ষুদের তিনি নির্দেশ দিলেন, "রাজসেবায় নিযুক্ত কাউকে প্রব্রজ্যা বিন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। যিনি রাজসেবা ছেড়ে আসা ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা বিন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করবেন, তাঁকে শাস্তি পেতে হবে।"

১৭. মহিমান্বিত প্রভুকে আরও একবার অহিংসা নিয়ে সিংহ নামে এক সেনানায়কের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। সেই সেনানায়ক মহাবীরের অনুগামী ছিলেন।

১৮. সিংহ জিজ্ঞেস করলেন, "মহিমান্বিত প্রভুর মতবাদ সম্পর্কে এখনও আমার মনে একটি সন্দেহ রয়েছে। সেই মেঘ কী তিনি আমার মন থেকে দূর করবেন, যাতে আমি মহিমান্বিত প্রভুর ধম্ম বুঝতে পারি।"

১৯. তথাগত তাঁকে অনুমতি দেওয়ার পর সিংহ বললেন, "হে মহান, আমি একজন সৈনিক। রাজার আইন বলবৎ করতে এবং তাঁর হয়ে যুদ্ধ চালাতে রাজা আমাকে নিয়োগ করেছেন। এখন তথাগত, যাঁর করুণা অসীম এবং দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের প্রতি যার দয়ার শেষ নেই, তিনি কী অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার অনুমতি দেবেন! এবং তথাগত কী ঘোষণা করবেন যে, আমাদের স্বদেশ, স্ত্রী-পুত্র এবং সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য যুদ্ধে যাওয়া উচিত কাজ নয়! তথাগত কী সম্পূর্ণ আত্মসমপর্ণের মতবাদ প্রচার করেন, যাতে আমার ক্ষতিকারক যা ইচ্ছা তাই করুক এবং জোর করে যে আমার নিজের জিনিস নিয়ে যাবে বলে আমাকে শাসাবে আমি তার কাছে বিনীতভাবে বশ্যতা স্বীকার করি! তথাগত কী মনে করেন যে, সমস্তরকম যুদ্ধ, এমনকী সঠিক কারণে যে যুদ্ধ করতে হচ্ছে, তাও নিষিদ্ধ ঘোষিত হোক!"

২০. প্রভু উত্তর দিলেন, "তথাগত বলছেন, যে শাস্তির যোগ্য তাকে শাস্তি দিতেই হবে এবং যে অনুগ্রহের উপযুক্ত, তাকে অনুগ্রহ করতে হবে। তবুও তথাগত শিক্ষা দেয় কোনও জীবকে আঘাত করো না, বরং সকলের প্রতি ভালবাসা ও দয়া দেখাও। এই নির্দেশ পরস্পর বিরোধী নয়। অপরাধ করার জন্য যে শাস্তি পায় সে তা ভোগ করে তার অপরাধের জন্য, বিচারকের প্রতিকূল চিন্তার জন্য নয়। তাঁর নিজের কাজের জন্যই আইনরক্ষকের সিদ্ধান্তে তাঁকে ভুগতে হয়। যখন একজন বিচারক অপরাধীর শাস্তি ঘোষণা করেন তখন যেন তাঁর মনে অপরাধীর প্রতি কোনও ঘৃণা না থাকে যাতে একজন খুনি উপলব্ধি করতে পারে যে, তার কাজের ফল সে পাচ্ছে। যখনই অপরাধী বুঝবে যে এই শাস্তি তার আত্মাকে শুদ্ধ করবে, তখন সে তার ভাগ্যকে দোষ দেবে না, বরং আনন্দিত হবে।"

২১. এই জাতীয় উদাহরণ যদি প্রকৃত অর্থে অনুধাবন করা, যায় তবে দেখা যাবে, মহিমান্বিত প্রভু যে অহিংসা শিক্ষা দিয়েছেন তা মৌলিক, চূড়ান্ত নয়।

২২. তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, কল্যাণমুখী চিন্তা নিয়ে পাপের বোঝা দূর করতে হবে। কিন্তু কখনওই বলেননি যে অশুভ, শুভকে গ্রাস করুক।

২৩. অহিংসার স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি হিংসাকে বর্জন করেছেন। কিন্তু অশুভের আগ্রাসন থেকে শুভকে রক্ষা করতে হিংসাই শেষ উপায়, এটা কখনও অস্বীকার করেননি।

২৪. অতএব, মহিমান্বিত প্রভু কোনও বিনাশকারী মতবাদ প্রচার করেননি। বরং তাঁর সমালোচকরাই এই মতবাদের উদারতা ও গুরুত্ব বুঝতে পারেননি।

৪. নৈতিক উৎকর্ষের উপদেশ-দিয়ে হতাশা সৃষ্টির অভিযোগ

(I)

দুঃখ হতাশার কারণ

১. মূলপর্বে কপিল, দুঃখের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার অর্থ হল অশান্তি ও আলোড়ন।

২. প্রাথমিক পর্বে এর অধিবিদ্যামূলক অর্থ ছিল।

৩. পরে এর অর্থ হয়ে দাঁড়ায় যন্ত্রণা ও দুঃখ।

৪. এই দুটি অনুভূতির মধ্যে খুব ফারাক নেই, বরং অনেক ঘনিষ্ঠ।

৫. অশান্তি, দুঃখ ও যন্ত্রণা নিয়ে আসে।

৬. সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণের জন্যই খুব শীঘ্রই দুঃখ ও যন্ত্রণার অর্থ গৃহীত হয়।

৭. কোন অর্থে বুদ্ধ দুঃখ ও যন্ত্রণা শব্দ দুটি ব্যবহার করেছিলেন!

৮. নথিভুক্ত একটি উপদেশ থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, বুদ্ধ খুব ভাল করে জানতেন দুঃখের কারণ হল দারিদ্র্য।

৯. ঐ উপদেশে তিনি বলেছেন যে, সন্ন্যাসীগণ, ভোগ-বিলাসে মত্ত উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির কাছে দারিদ্র কী দুঃখজনক বিষয়?

১০. নিঃসন্দেহে, প্রভু।

১১. আর মানুষ যখন দরিদ্র হয়, অনটনে দুর্দশায় পড়ে ঋণগ্রস্ত হয়, সেটাও কী দুঃখজনক!

১২. "নিশ্চয়ই, প্রভু।"

১৩. এবং যখন সে ঋণগ্রস্ত হয়, সে ধার নেয়, সেটাও কী দুঃখজনক!

১৪. "নিঃসন্দেহে, প্রভু।"

১৫. যখন সে অন্য লোকের পাওনা মেটাতে পারে না, তারা চাপ দেয়, সেটাও কী দুঃখজনক!

১৬. "নিশ্চয়, প্রভু।"

১৭. "তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও যখন সে ধার মেটাতে পারে না তখন পাওনাদাররা তার ওপর হামলা চালায়। সেটাও কী দুঃখজনক!"

১৮. "নিশ্চয়, প্রভু।"

১৯. "হামলা চালাবার পরেও ধার শোধ করতে না পারার জন্য পাওনাদাররা তাকে বাঁধে, সেটা কী দুঃখজনক!"

২০. "নিশ্চয়, প্রভু।"

২১. "অতএব, সন্ন্যাসীগণ, দারিদ্র্য, ঋণ, দেনা, পাওনাদারের তাগাদার সম্মুখীন হওয়া এবং তাদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া, সবকিছুই ভোগবিলাসে মত্ত থেকে উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য।"

২২. "পৃথিবীতে দুর্দশার অর্থ হল দারিদ্র্য ও ঋণ।"

২৩. অতএব, দুঃখ সম্পর্কে বুদ্ধের ধারণা হল বাস্তব।

(২) হাতাশার কারণ অ-স্থায়িত্ব

১. এই মতবাদ সম্পর্কে আরও একটি যে অভিযোগ ওঠে, তা হল, যা কিছু মিশ্রিত, যৌগিক, তা অস্থায়ী।

২. এই মতবাদের সত্যাসত্য সম্পর্কে কেউ কোনও প্রশ্ন করে না।

৩. সকলেই স্বীকার করে নেয় যে, সবকিছুই অস্থায়ী।

৪. এই মতবাদ যদি সত্য হয় তবে তা বলতে হবে। যেমন, সত্য যতই অপ্রিয় হোক না কেন, তা প্রকাশ করতেই হবে।

৫. কিন্তু কেন হতাশাপীড়িত উপসংহারে পৌঁছব!

৬. জীবন যদি স্বল্প-দৈর্ঘ্যের হয়, তবে তার জন্য কাউকে হতাশাগ্রস্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

৭. এটা শুধুমাত্র ব্যাখ্যার বিষয়।

৮. ব্রহ্মদেশীয় ব্যাখ্যা একেবারে ভিন্ন।

৯. বর্মীরা, পরিবারে কোনও মৃত্যুকে আনন্দের ঘটনা হিসেবে গ্রহণ করে।

১০. মৃত্যুর দিন গৃহস্বামী পরিচিতদের জন্য ভোজের আয়োজন করে এবং পরিচিত জন নৃত্য সহযোগে মৃতদেহ অন্তেষ্টিস্থলে নিয়ে যায়। কেউ মৃত্যুর জন্য দুঃখ করে না, কারণ এটা অবধারিত বিষয়।

১১. অ-স্থায়িত্ব যদি দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ হয় তা হলে তার কারণ হল স্থায়িত্ব সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়, যদিও এটি ভ্রান্ত।

১২. সুতরাং বুদ্ধের ধর্মোপদেশ হতাশা ছড়াচ্ছে, এই অভিযোগ করা যায় না।

(৩) বৌদ্ধধর্ম কী হতাশাপূর্ণ

১. বুদ্ধের ধর্ম হতাশাপূর্ণ বলে অভিযোগ করা হয়।

২. এই অভিযোগ ওঠে প্রথম আর্য সত্য থেকে, যেখানে বলা হয়েছে পৃথিবী দুঃখে পরিপূর্ণ।

৩. এটা বরং বিস্ময়কর যে, এই ধরনের অভিযোগের কারণ হিসাবে দুঃখের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে।

৪. কার্ল মার্কসও বলেছেন, পৃথিবীতে শোষণ রয়েছে এবং ধনী আরও ধনী হচ্ছে, দরিদ্র আরও দরিদ্র হয়ে পড়ছে।

৫. তবুও কেউ বলেননি, কার্ল মার্কসের মতবাদ হতাশাপূর্ণ।

৬. তা হলে বুদ্ধের মতবাদ সম্পর্কে ভিন্ন মনোভাব দেখানো হবে!

৭. এমন হতে পারে, যেহেতু বলা হয় যে, বুদ্ধ তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশে বলেছিলেন, জন্ম দুঃখের, বৃদ্ধাবস্থা দুঃখের, মৃত্যু দুঃখের। সেই কারণে বুদ্ধের ধর্মকে হতাশাজনক রং দেওয়া হয়েছে।

৮. যাঁরা বাগ্মী বা অলঙ্কারশাস্ত্রে পণ্ডিত তাঁরা জানেন, এটি অতিরঞ্জিত করার কৌশল মাত্র এবং সাহিত্যচর্চায় দক্ষ যাঁরা, তাঁরা সুকৌশলে এটি ব্যবহার করেছেন।

৯. জন্ম দুঃখের, এটা যে বুদ্ধের বক্তব্যের অতিরঞ্জন তা প্রমাণ করা যায় তাঁর ধর্মোপদেশের একটি উদাহরণ দিয়ে, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে, মানব-জন্ম অত্যন্ত মূল্যবান।

১০. আবার, যদি বুদ্ধ শুধুমাত্র দুঃখের উল্লেখ করতেন, তা হলে ঐ জাতীয় অভিযোগ সমর্থন করা যেত।

১১. কিন্তু বুদ্ধের দ্বিতীয় আর্য সত্য জোর দিয়ে বলছে যে, দুঃখ দূর করতেই হবে।

১২. দুঃখ দুর করার দায়িত্বের কথা তুলে ধরতেই তিনি দুঃখের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। দুঃখ দূর করার ওপর বুদ্ধ অসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ তিনি দেখেছিলেন যে, দুঃখ আছে কপিল শুধুমাত্র এটাই বলেছিলেন এবং অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে মুনি আড়ার কালামের আশ্রম তিনি কেন পরিত্যাগ করেছিলেন সে সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

১৩. তা হলে এই ধম্মকে কী করে হতাশাপূর্ণ আখ্যা দেওয়া যায়।

১৪. যে শিক্ষক দুঃখ দূর করার জন্য আগ্রহী, তাঁকে নিশ্চয়-ই হতাশাগ্রস্ত বলা যায় না।

৫. আত্মা ও পুনর্জন্মের মতবাদের সমালোচকগণ

১. মহিমান্বিত প্রভু প্রচার করেছিলেন যে, আত্মার অস্তিত্ব নেই। আবার তিনিই বলেছেন, পুনর্জন্ম রয়েছে।

২. দুটি পরস্পর বিরোধী মতবাদ প্রচারের জন্য প্রভুর সমালোচকের অভাব ছিল না।

৩. তাঁরা প্রশ্ন করলেন যে, যদি আত্মা না থাকে তবে পুনর্জন্ম হবে কী করে?

৪. কোনও অসঙ্গতি ছিল না। আত্মার অস্তিত্ব না থাকলেও পুনর্জন্ম হওয়া সম্ভব।

৫. আমের আঁটি থেকে আমগাছ জন্মায়। আমগাছ ফল দেয়। অর্থাৎ আমের পুনর্জন্ম হল কিন্তু কোনও আত্মা ছিল না। সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব না থাকলেও পুনর্জন্ম সম্ভব।

৬. সম্পূর্ণ নৈবাশিক হওয়ার অভিযোগ

১. শ্রাবস্তী নগরে প্রভু একসময় জেতবনে অবস্থান করছিলেন। এই সময় তাঁকে জানানো হল যে, অরিত্থ নামে একজন ভিক্ষু প্রভুর শিক্ষা বলে কথিত মতবাদ সম্পর্কে মতামত প্রচার করছেন, যদিও আদতে তা প্রভুর মতবাদ নয়।

২. অরিথ প্রভুর মতবাদ বলে যে ভ্রান্ত প্রচার চালাচ্ছে, তার একাংশের বক্তব্য হল, প্রভু ধ্বংসবাদী।

৩. মহিমান্বিত প্রভু অরিথকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলেন। প্রশ্ন শোনার পর অরিথ বিষণ্ণ মুখে শান্ত হয়ে বসলেন।

৪. প্রভু তাঁকে বললেন : "কয়েকজন সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ অন্যায়ভাবে ছলনা করে এবং সত্যের অপলাপ ঘটিয়ে আমাকে ধ্বংসবদী (annihilationist) বলে এবং অ-সংহতি ও নৈবাশিক প্রচারক বলে অভিযুক্ত করছে।

৫. অথচ আমি তা নই এবং আমি নৈবাশিক অনুমোদনও করি না।

৬. অতীতকালে এবং বর্তমানে আমি যা ধারাবাহিকভাবে অশুভের উপস্থিতি এবং অশুভের অবসানের জন্য প্রচার চালিয়ে আসছি।

পর্ব-১৫

তাঁর বন্ধু ও প্রশংসক

১. ব্রাহ্মণী ধনঞ্জনীর ধার্মিকতা
২. বিশাখার অবিচল আস্থা
৩. মল্লিকার নিষ্ঠা
৪. গর্ভবতী মাতার আকূল বাসনা
৫. কেনিয়র অভ্যর্থনা
৬. প্রভুর প্রশংসায় পসেনদি
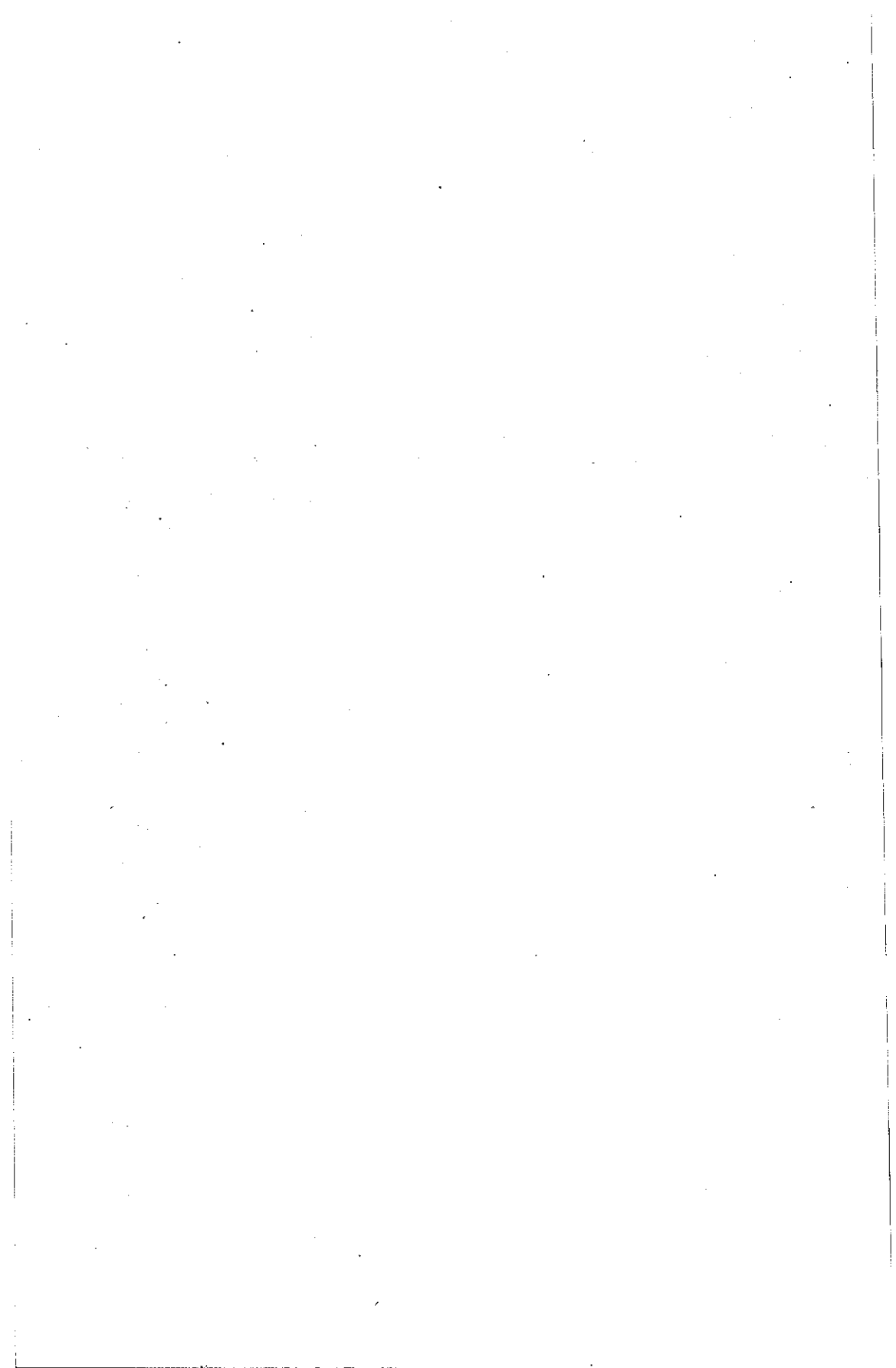
১. ব্রাহ্মণী ধনঞ্জনীর ধার্মিকতা

১. মহিমান্বিত প্রভুর অনেক বন্ধু ও গুণগ্রাহী ছিলেন। ধনঞ্জনী তাদের মধ্যে একজন।

২. তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজ পত্নী। তাঁর স্বামী অবশ্য প্রভুকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। কিন্তু ধনঞ্জনী ছিলেন প্রভুর শিষ্য, তাঁর প্রগাঢ় ভক্তির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

৩. রাজগৃহের কাছে, কাঠবিড়ালির খাওয়ার স্থান হিসাবে পরিচিত একটি বিহারে বেণুবনে মহিমান্বিত প্রভু একসময় অবস্থান করছিলেন।

৪. সেই সময়, ভরদ্বাজ পরিবারের জনৈক ব্রাহ্মণের পত্নী ধনঞ্জনী তাঁর স্বামীর সঙ্গে রাজগৃহে থাকতেন।

৫. তাঁর স্বামী ছিলেন বুদ্ধের প্রবল বিরোধী, অথচ ধনঞ্জনী ছিলেন বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম ও সম্প্রদায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত। সবসময়ে এই ত্রি-রত্নের তিনি প্রশংসা করতেন। যখন-ই তিনি প্রশংসা করতেন, তাঁর স্বামী কিন্তু চোখ বুজে থাকতেন।

৬. একবার ব্রাহ্মণদের জন্য আয়োজিত এক ভোজের প্রাক্কালে ধনঞ্জনীর স্বামী অনুরোধ জানালেন যে, তিনি আর যাই করুন না কেন, বুদ্ধের প্রশংসা করে তাঁর অতিথিদের অসম্মান করতে পারবেন না।

৭. ধনঞ্জনী এই জাতীয় কোনও অঙ্গীকার করতে অস্বীকার করলে ব্রাহ্মণ তাঁকে শাসালেন যে, ছোরা দিয়ে তিনি ধনঞ্জনীকে টুকরো টুকরো করে ফেলবেন। ধনঞ্জনী ঘোষণা করলেন যে সবকিছু সহ্য করতে রাজি আছেন। ধনঞ্জনী তাঁর বাক-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখলেন এবং ব্রাহ্মণকে বিনাশর্তে তা মেনে নিতে হল।

৮. ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন সম্পূর্ণ, ব্রাহ্মণগণ খাদ্য-গ্রহণের জন্য অপেক্ষা করছেন। অতিথিদের খাদ্য পরিবেশনের সময় আবেগ সঞ্চারিত হল। মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে বেণুবনের দিকে ঘুরে তিনি ত্রি-রত্নের প্রশংসা শুরু করলেন।

৯. কুৎসা রটনাকারী অতিথিরা তৎক্ষণাৎ খাদ্য ফেলে দিয়ে ঐ ভোজসভা ছেড়ে গেলেন এবং ঐ বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর স্বামী তাঁকে তিরস্কার করতে লাগলেন।

১০. এবং ধনঞ্জনী, ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণকে খাদ্য পরিবেশন করতে এসে ত্রি-রত্নের প্রশংসা করতে লাগলেন। ধন্য তুমি মহিমান্বিত, অর্হৎ, বুদ্ধ, ধন্য তোমার নীতি, ধন্য তোমার সম্প্রদায়।

১১. তাঁর এই কথা শুনে ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ বললেন, জঘন্য প্রকৃতির মহিলা। যখনই তুমি সুযোগ পাবে তখনই তুমি ঐ মস্তক-মুণ্ডিত ভিক্ষুর প্রশংসা করবে! এবার আমি কী তোমার শিক্ষককে আমার মনের নমুনা দেখাব!

১২. হে ব্রাহ্মণ, ধনঞ্জনী জবাব দিলেন, "আমি জানি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সন্ন্যাসী অথবা ব্রাহ্মণ, স্বর্গ অথবা মর্ত্যবাসী এমন কেউ নেই যে, মহিমান্বিত প্রভু অর্হৎ বুদ্ধকে ভর্ৎসনা করতে পারে। তথাপি তুমি যাও ব্রাহ্মণ, তা হলে তুমি জানতে পারবে।

১৩. তখন ভরদ্বাজ বিক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে মহিমান্বিত প্রভুর কাছে গেলেন। তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে অভিবাদন জানিয়ে এবং সৌজন্য বিনিময় করে এক ধারে গিয়ে বসলেন।

১৪. আসন গ্রহণ করে ব্রাহ্মণ, মহিমান্বিত প্রভুকে জিজ্ঞেস করলেন : "সুখে জীবনযাপন করতে হলে আমাদের কাকে হত্যা করতে হবে? আমরা যাতে আর না কাঁদি সেজন্যই বা কাকে হত্যা করতে হবে? সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে কী রয়েছে, যার দ্বারা তুমি এই হত্যাকাণ্ডকে অনুমোদন করবে, গৌতম!

১৬. মহিমান্বিত প্রভু জবাব দিলেন: "তুমি যদি সুখে থাকতে চাও তা হলে ক্রোধকে হত্যা করতে হবে। তুমি যদি আর কাঁদতে না চাও, তা হলেও ক্রোধকে হত্যা করতে হবে; কারণ ক্রোধই হল সবকিছুর বিযাক্ত উৎস যা খুনিসুলভ উত্তেজনা বৃদ্ধি করে। অরিয়নরা এই হত্যারই প্রশংসা করেন। বাস্তবিকপক্ষে তুমি যদি এই হত্যা করো তা হলে তোমাকে আর কাঁদতে হবে না। মহিমান্বিত প্রভুর চমৎকার উত্তরে পুলকিত হয়ে ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ তাঁকে বললেন: "অপূর্ব প্রভু, অপূর্ব। ঠিক যেমন একজন মানুষকে, যা ছুড়ে ফেলা হয়েছে তা খাড়া করতে হয়, গোপন জিনিসকে প্রকাশ করতে হয়, যে বিপথে গেছে তাকে সঠিক পথ দেখাতে হয়, যাদের চক্ষু আছে তারা যাতে বহির্জগতের জিনিস দেখতে পায় সেজন্য মানুষকে যেমন অন্ধকারে আলো নিয়ে আসতে হয় তেমনই ভাবে প্রভু গৌতম বিভিন্ন পথে আমাকে তাঁর মতবাদ বুঝিয়েছেন। অতএব আমি, প্রভু আপনার

ধর্ম ও সম্প্রদায়ের কাছে আশ্রয় নিতে চাই। প্রভু গৌতমের শরণ নিয়েই আমি এই পৃথিবী ছেড়ে যাব, তাঁরই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে।

১৭. অতএব ধনঞ্জনী শুধু নিজেই নয়, তাঁর স্বামীকেও বুদ্ধের শিষ্য করে তুললেন।

২. বিশাখার অবিচল আস্থা

১. অঙ্গরাজ্যে ভদ্দিয়নগরে বিশাখার জন্ম হয়।

২. তাঁর পিতার নাম ধনঞ্জয় ও মাতার নাম সুমনা।

৩. ব্রাহ্মণ সেল-এর আমন্ত্রণে বুদ্ধ একবার বহু সন্ন্যাসী সঙ্গে নিয়ে ভদ্দিয় যান। তাঁর প্রপৌত্রী বিশাখা তখন সাত বছরের।

৪. বিশাখা যদিও তখন সাত বছরের, তবু পিতামহ মেণ্ডকের কাছে বুদ্ধ-দর্শনের অনুমতি চাইলেন। মেণ্ডক তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং সঙ্গে পাঁচ শত অনুচর, পাঁচ শত দাস এবং পাঁচ শত রথ দিলেন, যাতে তিনি বুদ্ধকে দেখতে পারেন।

৫. তাঁর রথকে কিছুটা দূরে থামিয়ে তিনি হেঁটেই বুদ্ধকে দেখতে গেলেন।

৬. বুদ্ধ তাঁকে ধম্মোপদেশ দিলেন এবং বিশাখাকে শিষ্যা হিসাবে গ্রহণ করলেন।

৭. পরের পক্ষকাল ধরে বিশাখার পিতামহ মেণ্ডক এবং তিনি এবং তাঁর অনুগামীদের প্রতিদিন বাড়িতে আমন্ত্রণ করে ভোজন করালেন।

৮. পরবর্তীকালে পসেনদির অনুরোধে বিম্বিসার ধনঞ্জয়কে কোশলে বাস করতে পাঠালেন। বিশাখা তাঁর মাতা-পিতার অনুগামী হলেন এবং সাকেতে বাস করতে লাগলেন।

৯. শ্রাবস্তীর ধনী নাগরিক মিগার, তাঁর পুত্র পুণ্যবর্ধনের বিবাহ দিতে আগ্রহী হলেন। পুত্রের উপযুক্ত পাত্রী খোঁজার জন্য তিনি কয়েকজন লোককে পাঠালেন।

১০. পাত্রী খুঁজতে খুঁজতে এই লোকেরা শ্রাবস্তী নগরে এসে পৌঁছলেন। এক উৎসবে হ্রদের জলে স্নান করতে যাওয়ার পথে তাঁরা বিশাখাকে দেখলেন।

১১. সেই সময় প্রবল বর্ষণ হচ্ছিল। বিশাখার সঙ্গীরা আশ্রয়ের জন্য দৌড়ল, কিন্তু বিশাখা দৌড়লেন না। স্বাভাবিক গতিতে বিশাখা সেই স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন যেখানে শ্রেষ্ঠী মিগারের লোকেরা অপেক্ষা করছিল।

১২. তারা প্রশ্ন করল, বর্ষণ সত্ত্বেও জামা-কাপড় বাঁচাতে সে দৌঁড়ল না কেন! বিশাখা উত্তর দিলেন, তাঁর যথেষ্ট পোশাক আছে কিন্তু যদি তিনি দৌড়ান, তা হলে তাঁর দেহের কোনও অঙ্গহানি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, যা দূর করা অসাধ্য। বিশাখা আরও বললেন, "অবিবাহিতা মেয়েরা বিক্রয়যোগ্য পণ্যের সমতুল, যাঁদের অঙ্গ-বিকৃতি হওয়া ঠিক নয়।

১৩. পাত্রী সন্ধানকারী দল বিশাখার রূপে প্রথমেই মুগ্ধ হয়েছিল, এবার তাঁর বুদ্ধি পরিচয় পেয়ে পুলকিত হল। এই দল তাঁকে একটি ফুলের তোড়া বিবাহের প্রাথমিক প্রস্তাব হিসাবে দিলে বিশাখা তা গ্রহণ করল।

১৪. বিশাখা বাড়ি ফিরে গেলে পাত্রী সন্ধানকারী দল তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর বাড়িতে গিয়ে পিতা ধনঞ্জয়ের কাছে পুণ্যবর্ধনের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব দিল। পত্রের বিনিময়ের মাধ্যমে প্রস্তাব গৃহীত হল।

১৫. পসেনদি যখন এই বৃত্তান্ত শুনলেন, তখন, মর্যাদা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পুণ্যবর্ধনের সঙ্গী হিসাবে সাকেত যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন। ধনঞ্জয়, রাজা এবং তাঁর অনুচরবৃন্দ, মিগার, পুণ্যবর্ধন এবং তাঁদের অনুগামীদের যথাবিহিত সম্মান জানিয়ে সাদরে বরণ করে নিলেন। নিজে দাঁড়িয়ে সবকিছু তদারক করতে লাগলেন।

১৬. কন্যার অলঙ্কার তৈরির জন্য পাঁচশত স্বর্ণকারকে নিয়োগ করা হল। ধনঞ্জয় তাঁর কন্যাকে যৌতুক হিসাবে পাঁচশত যানপূর্ণ অর্থ, পাঁচশত যানপূর্ণ স্বর্ণ, গো-ধন ইত্যাদি দিলেন।

১৭. বিশাখার বিদায়লগ্নে পিতা ধনঞ্জয় তাঁকে দশটি উপদেশ দিলেন, মিগার তা পাশের ঘর থেকে শুনলেন। এই উপদেশগুলি হল : বাড়ি থেকে বাইরে কখনও আগুন দেবে না; বাইরে থেকে বাড়ির ভেতর আগুন নিয়ে আসবে না; তাদের-ই দেবে যারা তোমাকে ফিরিয়ে দেবে; যারা তোমাকে ফিরিয়ে দেবে না তাদের দেবে না। যে দেয় এবং যে দেয় না তাকে দেবে; আসনগ্রহণ করে খুশি মনে খাদ্যগ্রহণ করবে। আগুনের পরিচর্যা করবে এবং গৃহের দেবতাদের সম্মান করবে।

১৮. পরের দিন ধনঞ্জয় তাঁর কন্যার জন্য আটজন গৃহস্থকে নিয়োগ করলেন, যাদের দায়িত্ব দেওয়া হল, তার কন্যার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ উঠলে তার প্রতি নজর দেওয়া।

১৯. মিগার চেয়েছিলেন তাঁর পুত্রবধূকে শ্রাবস্তী নগরের লোকেরা দেখুক। রথের ওপর দাঁড়িয়ে বিশাখা, শ্রাবস্তী নগরে প্রবেশ করলেন। রাস্তার দু'ধারে সাধারণ মানুষ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তাঁর রথে নানারকম উপহার ছুড়তে লাগল কিন্তু বিশাখা তা জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন।

২০. মিগার ছিলেন নিগ্রন্থের অনুগামী। বিশাখা তাঁর গৃহে পৌঁছোনমাত্রই মিগার তাঁদের আমন্ত্রণ জানালেন এবং তাঁদের সেবা করতে বিশাখাকে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু বিশাখা তাঁদের নগ্ন দেখে তাদের শ্রদ্ধা জানাতে অস্বীকার করলেন।

২১. নিগন্থরা বললেন, তাঁকে যেতে দেওয়া হোক।

২২. একদিন মিগারা আহারে বসেছেন, বিশাখা সেখানে দাঁড়িয়ে পাখার বাতাস করছেন, দেখা গেল একজন সন্ন্যাসী গৃহের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। বিশাখা একটু পাশে সরে গেলেন, যাতে মিগার তাঁকে দেখতে পান। কিন্তু মিগার তাঁকে না দেখে খেতে থাকলেন।

২৩. বিশাখা তাই দেখে সন্ন্যাসীকে বললেন, 'অগ্রসর হোন, মহাশয়, আমার শ্বশুর-মহাশয় নীরস মামুলি খাদ্য গ্রহণ করছেন।' মিগার ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়ার হুমকি দিলেন। কিন্তু বিশাখার অনুরোধে বিষয়টি বিশাখার সঙ্গে যাঁরা এসেছিলেন সেই জামিনদারদের কাছে উপস্থাপন করা হল।

২৪. বিশাখার বিরুদ্ধে উত্থাপিত বেশ কয়েকটি অভিযোগ তাঁরা তদন্ত করে দেখে অভিমত দিলেন যে, বিশাখার কোনও দোষ নেই।

২৫. বিশাখা তখন, তাঁর মা-বাবার কাছে ফিরে যাওযার আয়োজন করতে নির্দেশ দিলেন। মিগার এবং তাঁর পত্নী ক্ষমাভিক্ষা করলে তিনি তা অনুমোদন করলেন। তবে শর্ত হল, বুদ্ধ এবং তাঁর সন্ন্যাসীদের, মিগার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাবেন।

২৬. তিনি তা করলেন কিন্তু নির্গ্রন্থদের প্রভাবে, বুদ্ধ ও তাঁর সন্ন্যাসীদের আপ্যায়নের দায়িত্ব তিনি বিশাখার ওপর ছেড়ে দিলেন। শুধুমাত্র আহারের পর পর্দার আড়াল থেকে বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শোনার সম্মতি দিলেন।

২৭. যাই হোক, ধর্মোপদেশ শুনে মিগার বুদ্ধের ধর্মে আশ্রয় নিলেন।

২৮. বিশাখার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার কোনও সীমা-পরিসীমা ছিল না। এর পর

থেকে তিনি বিশাখাকে তাঁর মাতা মনে করে মাতার মর্যাদা দিতেন। তখন থেকে বিশাখাকে মিগারমাতা বলে সম্বোধন করা হত।

২৯. এমনই ছিল বিশাখার বিশ্বাস।

৩. মল্লিকার নিষ্ঠা

১. একদা প্রভু যখন শ্রাবস্তী নগরে জেতবনে অবস্থান করছেন, এক গৃহস্বামীর প্রিয় পুত্রের মৃত্যু ঘটলে, হতভাগ্য পিতা তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য ও আহার ত্যাগ করলেন।

২. প্রায়ই তিনি অন্ত্যেষ্টি-স্থলে গিয়ে 'পুত্র তুমি কোথায়, তুমি কোথায়' বলে উচ্চস্বরে রোদন করতেন।

৩. শোকার্ত পিতা একসময় মহিমান্বিত প্রভুর কাছে এসে অভিবাদন জানিয়ে একধারে বসলেন।

৪. মহিমান্বিত প্রভু লক্ষ করলেন এই আগন্তুক শূন্য দৃষ্টি নিয়ে বসে আছেন, কোনওদিকেই তাঁর কোনও নজর নেই। কী উদ্দেশ্যে তাঁর আগমন, তাও তিনি বলছেন না। তিনি বললেন, "লক্ষ্য করছি তুমি এখন তোমাতে নেই। তোমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়েছে।"

৫. কেন আমার মন অচঞ্চল হবে না প্রভু, আমি যে আমার একমাত্র পুত্রকে হারিয়েছি!"

৬. "হ্যাঁ, গৃহবাসী, আমাদের প্রিয়তম জন-ই দুঃখ, শোক, যন্ত্রণা, কষ্ট ও দুর্দশা নিয়ে আসে!"

৭. "কে আপনার এই অভিমত মেনে নেবে? ক্রুদ্ধ হয়ে এই প্রশ্ন করে গৃহবাসী বললেন, আমাদের প্রিয়জন আমাদের কাছে আনন্দ ও সুখ নিয়ে আসে।"

৮. এই কথা বলে গৃহবাসী প্রভুর উপদেশকে খারিজ করে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঐ স্থান ছেড়ে চলে গেলেন।

৯. কাছেই, কয়েকজন জুয়াড়ি পাশা নিয়ে জুয়ো খেলছিল। তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে গৃহস্বামী জানালেন, কেমন করে তিনি গৌতমকে তাঁর দুঃখের কথা বলেছি, এবং গৌতম কিভাবে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এবং কীভাবে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ঐ স্থান ত্যাগ করেছেন।

১০. জুয়াড়িরা বলল, আপনি যথার্থই বলেছেন, কারণ প্রিয়জনেরাই আমাদের কাছে সুখ ও আনন্দ নিয়ে আসে। অতএব, গৃহস্বামী মনে করলেন, জুয়াড়িরা তাঁর পক্ষে আছেন।

১১. এখন এইসব ঘটনার কথা ক্রমে ক্রমে, প্রাসাদের অন্তঃপুরেও চলে গেল, যেখানে রাজা, রানি মল্লিকাকে বললেন যে তাঁর সন্ন্যাসী গৌতম বলেছেন, মানুষের প্রিয়জনেরাই দুঃখ, শোক, যন্ত্রণা, কষ্ট ও দুর্দশা নিয়ে আসে।

১২. মল্লিকা উত্তর দিলেন যে, "প্রভু যদি এ-কথা বলে থাকেন তা হলে এটাই ঠিক।"

১৩. "ছাত্র যেমন শিক্ষকের সবকিছুই বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়, ঠিক তেমনিভাবে মল্লিকা তুমি তোমার সন্ন্যাসী গৌতমের সব অভিমত বিনা দ্বিধায় মেনে নিচ্ছ।"

১৪. তখন রানি, ব্রাহ্মণ নালিধ্যানকে তাঁর হয়ে প্রভুর কাছে পাঠালেন। বললেন তাঁর হয়ে প্রভুর চরণে প্রণাম জানিয়ে তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজ নিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখবেন যে, প্রভুর নামে যা বলা হচ্ছে তা সত্যিই তিনি বলেছেন কীনা!

১৫. রানি আরও বললেন, "প্রভু যা জবাব দেবেন ঠিক সেটাই আমাকে জানাবেন।"

১৬. রানির আদেশ পেয়ে ব্রাহ্মণ প্রভুর কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন, সত্যিই তিনি তা বলেছেন কিনা!

১৭. প্রভু জবাব দিলেন, "হ্যাঁ ব্রাহ্মণ, আমাদের প্রিয়জনেরাই আমাদের জন্য দুঃখ, শোক, যন্ত্রণা, কষ্ট ও দুর্দশা নিয়ে আসে। এখানেই তার প্রমাণ।

১৮. "একদা, এই শ্রাবস্তী নগরে এক মহিলার মাতৃবিয়োগ হয়। সেই মাতৃহারা কন্যা শোকে উন্মাদিনী হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে সকলকে প্রশ্ন করতে লাগল, 'তোমরা কী আমার মাকে দেখেছ! তোমরা কী আমার মাকে দেখেছ?'

১৯. "আরও একটি প্রমাণ : শ্রাবস্তী নগরের আরও একজন মহিলা তার পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র-কন্যা ও স্বামীকে হারিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল এবং সকলকে প্রশ্ন করতে লাগল, তাঁর প্রিয়জনদের তারা দেখেছে কী না!

২০. "আরও একটি প্রমাণ : শ্রাবস্তীর আরও একজন নাগরিক তার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র-কন্যা এবং পত্নীকে হারিয়ে রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে সকলকে জিজ্ঞেস করতে লাগল তার প্রিয়জনদের তারা দেখেছে কী না!"

২১. "আর একটি প্রমাণ : এক মহিলা যখন শ্রাবস্তী নগরে তার পিত্রালয়ে গেল তখন তারা, তাকে তার স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার পছন্দ নয় এমন একজন লোকের সঙ্গে তার বিবাহ দিতে চাইলেন।

২২. "সেই মহিলা যখন তার স্বামীকে এ-কথা বললেন, তিনি তাকে কেটে দু'টুকরো করলেন এবং আত্মহত্যা করলেন।

২৩. "ব্রাহ্মণ নালিধ্যান, প্রভুর এসব কথা প্রতিদিন রানিকে জানাতে লাগলেন।"

২৪. "এবার রানি, রাজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মহারাজ, তুমি কী তোমার একমাত্র কন্যা, রাজকুমারী ভজিরার প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ?' 'নিশ্চয়ই আমি স্নেহপরায়ণ, রাজা উত্তর দিলেন।"

২৫. "ভজিরার যদি কিছু হয়, তা হলে তুমি দুঃখিত হবে কী হবে না। রাজা বললেন, "ভজিরার যদি কিছু হয় তাহলে আমার জীবনে বড় ধরনের ওলটপালট ঘটবে।"

২৬. "মহারাজ, আপনি কী আমার প্রতিও স্নেহপরায়ণ?" মল্লিকা জিজ্ঞেস করলেন। "হ্যাঁ, আমি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ।"

২৭. "আমার যদি কিছু হয় তা হলে কী তুমি দুঃখ পাবে না।"

২৮. "তোমার যদি কিছু হয়, রাজা বললেন, আমিই খুবই শোকার্ত হয়ে পড়ব। কাশী ও কোশলের মানুষের প্রতিও কী অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ? নিশ্চয়ই রাজা উত্তর দিলেন। "তাদের যদি কিছু হয় তা'হলে তুমি কী কষ্ট পাবে?" মল্লিকার প্রশ্ন।

২৯. "তাদের যদি কিছু হয় তা হলে আমার জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। আমি কী করে স্থির থাকব।"

৩০. এবার মল্লিকা প্রশ্ন করলেন, "তা হলে কী মহিমান্বিত প্রভু কিছু ভুল বলেছেন? অনুতপ্ত রাজা তাঁর ভুল স্বীকার করে নিলেন!"

৪. গর্ভবতী মাতার আকুল বাসনা

১-৬. ভগ্‌গদেশের ভিশকালা কুঞ্জবনে সুংসুমারগিরিতে প্রভু এক সময় অবস্থান করছিলেন। সেখানে হরিণ-উদ্যানে, পদ্ম নামে যুবরাজ বোধি'র প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সবেমাত্র শেষ হয়েছিল। কিন্তু কোনও সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ অথবা অন্য কোনও লোক সেখানে বসবাস করেননি। সনকিকপুত্ত নামে এক তরুণ ব্রাহ্মণকে যুবরাজ বললেন, "তুমি প্রভুর কাছে গিয়ে আমার হয়ে তাকে অভিবাদন জানিয়ে তার কুশল জিজ্ঞেস করে আগামীকাল আমার সঙ্গে আহার গ্রহণ করতে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাও।" সেইসঙ্গে তার সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীদেরও আসতে অনুরোধ জানাও। প্রভুর কাছে রাজার আমন্ত্রণ বার্তা পৌঁছে গেল এবং তিনি মৌনভাবে তাতে সম্মতি দিলেন — যুবরাজকেও তা জানানো হল। রাত্রি সমাগত হলে, যুবরাজ প্রাসাদে সুস্বাদু আহার প্রস্তুত করতে আদেশ দিলেন এবং পদ্ম-প্রাসাদের সিঁড়ির শেষ ধার পর্যন্ত সাদা-কাপড়ে ঢেকে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তারপর তরুণ ব্রাহ্মণকে বললেন, প্রভুকে গিয়ে জানাতে যে, সবকিছু প্রস্তুত। যাবতীয় কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর নির্দিষ্ট দিনে প্রভু সন্ন্যাসীর চীবর পরে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে প্রাসাদে উপস্থিত হলেন, যেখানে যুবরাজ অপেক্ষা করছিলেন। প্রভু আসছেন দেখে, যুবরাজ এগিয়ে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানালেন এবং তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলেন।

৭-১৪. সিঁড়ির সামনে এসে প্রভু স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। যুবরাজ বললেন, "গালিচার ওপর পদার্পণ করতে আমি প্রভুকে অনুরোধ জানাচ্ছি, আমার চিরস্থায়ী সুখ ও কল্যাণের জন্য আমি প্রভুকে এই অনুরোধ করছি।" কিন্তু প্রভু নীরব রইলেন। যুবরাজ আবার অনুরোধ জানালেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রভু নীরব রইলেন। যুবরাজ যখন তৃতীয়বার অনুরোধ করলেন তখন প্রভু আনন্দের দিকে তাকালেন। আনন্দ বুঝলেন, সমস্যা কী এবং গালিচা মুড়ে রেখে সরিয়ে দেওয়ার জন্য বললেন। প্রভু এই গালিচার ওপর পদার্পণ করতে চান না, কারণ তাকে অনুসরণ করে এর পর কী ঘটবে, সে ব্যাপারে তিনি বিশেষ সতর্ক। সুতরাং যুবরাজ গালিচা সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তারপর প্রাসাদের ওপর তলায় আসন পাতার ব্যবস্থা করতে বললেন। প্রভু তখন ওপরে গিয়ে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসন-গ্রহণ করলেন। যুবরাজ তখন তাঁর নিজের হাতে প্রভু ও তাঁর সঙ্গীদের সুখাদ্য পরিবেশন করলেন। আহারপর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর, যুবরাজ বোধি, একধারে অপেক্ষাকৃত নিচু আসনে বসে প্রভুকে বললেন,

"আমার মত হল, প্রীতিকর বা মনোরম জিনিস নয়, অপ্রীতিকর জিনিস থেকে মঙ্গল চাওয়া উচিত।" মহিমান্বিত প্রভু বললেন, "যুবরাজ অতীতে, আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার আগে আমারও সেই ধারণা ছিল। এমন সময় ছিল যখন আমার যৌবন সুন্দর কেশ ও যাবতীয় সৌন্দর্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, আমার ক্রন্দনরত শোকার্ত পিতামাতার ইচ্ছা অগ্রাহ্য করে, আমার শ্মশ্রু ও কেশরাশি আমি কেটে ফেলে, হলুদ চীবর পরে, তীর্থযাত্রীর মতো গৃহত্যাগ করে গৃহহীনের পথ বেছে নিই। এখন তীর্থযাত্রী, যে খুঁজে বেড়ায় ঈশ্বরকে এবং অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা- রহিত অপার শান্তির আশায় পথ খুঁজে বেড়ায়।

১৫-১৭. "এখন আমার ধারণা ভিন্ন। যদি একজন মতবাদ বা শিক্ষা করায়ত্ত করতে পারে তবে সে সব অশুভের বিনাশের পথ খুঁজতে চাইবে।" যুবরাজ তখন প্রভুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী সুন্দর মতবাদ। মতবাদের কী সুন্দর ব্যাখ্যা, যার মর্ম উদ্ধার করা অত্যন্ত সহজ।" এখানে নবীন ব্রাহ্মণ সনকিক-পুত্ত লক্ষ্য করলেন যে, যুবরাজ যদিও এভাবে প্রভুর ধর্ম-সংক্রান্ত মতবাদকে যাচাই করে দেখলেন, তা সত্ত্বেও যুবরাজ প্রভুর কাছে আশ্রয় নিতে অথবা তাঁর মতবাদ ও সম্প্রদায়ের অনুগত হতে কোনও আগ্রহ দেখালেন না, যা তাঁর করা উচিত ছিল।

১৮. যুবরাজ বললেন, "ও-কথা বোলো না, বন্ধু, ও-কথা বোলো না। আমি আমার মার কাছ থেকে শুনেছি যে, একবার প্রভু যখন কোশাম্বিতে ছিলেন, তখন আমার মাতা গর্ভবতী ছিলেন। সে সময় তিনি গিয়ে প্রভুর সঙ্গে দেখা করেন। প্রভুকে তিনি বলেছিলেন, আমার গর্ভে যে সন্তান রয়েছে সে পুত্র অথবা কন্যা যাই হোক না কেন, সেই অনাগত সন্তান প্রভুর কাছে আশ্রয় চায়, তাঁর ধর্ম ও সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে চায়। তাই আমি প্রভুর কাছে নিবেদন করছি যে, আমার অনাগত সন্তানকে তিনি তাঁর কাছে আশ্রয় দিন।" আর একবার প্রভু তখন এই ভগ্‌গরাজ্যে সুংসুমারগিরি অবস্থান করছিলেন। সেখানে এক হরিণ-উদ্যানে আমার সেবিকা আমাকে প্রভুর কাছে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, "প্রভু, এই সেই যুবরাজ বোধি, যে আপনার কাছে, আপনার ধর্ম ও সম্প্রদায়ের কাছে আশ্রয় চায়।"

২০. এখন ব্যক্তিগতভাবে, আমাকে তাঁর ধর্ম ও সম্প্রদায়ের অনুগামী হিসাবে গ্রহণ করতে আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি।

কেনিয়র অভ্যর্থনা

১. অগ্‌গালব 'সেল' নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনটি বেদে সু-পণ্ডিত ব্রাহ্মণ 'সেল', আচার-অনুষ্ঠান, ভাষার ধ্বনি-বিজ্ঞান, শব্দ-প্রকরণ এবং ঐতিহাসিক ঘটনার ধারা-বিবরণীর কাজেও ব্রাহ্মণ 'সেল' দক্ষ ছিলেন। তিনি জানতেন মতবাদ কীভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। তাঁর ছিল প্রখর ন্যায়-অন্যায় বোধ, আদর্শ পুরুষের সব গুণ-ই তাঁর মধ্যে ছিল। তিনশো নবীন ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করত।

২. অগ্নি-উপাসক কেনিয়, এই ব্রাহ্মণ 'সেল'এর অনুগামী ছিলেন। ব্রাহ্মণ সেল, তাঁর তিনশো অনুগামীকে সঙ্গে নিয়ে একবার গিয়ে, দেখলেন অগ্নি উপাসকরা তাদের নানারকম কাজকর্ম নিয়ে সেখানে ব্যস্ত রয়েছে, আর কেনিয় বৃত্তের সীমানা চিহ্নিত করার দায়িত্ব পালন করছে।

৩. ব্রাহ্মণ তা দেখে, কেনিয়কে বললেন, "এসব কী! এটা কী বিবাহের ভোজসভা! না কী শীঘ্রই যজ্ঞ হবে! আগামীকাল তুমি কী মগধের রাজা সেনিক বিম্বিসারকে তাঁর সব অতিথি-সহ নিমন্ত্রণ করেছ?

৪-৫. "এটা কোনও বিবাহের ভোজসভা নয়, সেল, রাজাও তাঁর অতিথিদের নিয়ে আগামীকাল এখানে আসছেন না! তবে আমাকে মহত্তর কিছুর জন্য মূল্যবান ত্যাগস্বীকার করতে হবে। কারণ, সাড়ে বারোশো ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে সন্ন্যাসী গৌতম, তাঁর ভিক্ষা পরিক্রমায় অপনায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। এখন গৌতমের যা খ্যাতি তাতে তাঁকে আলোকদীপ্ত প্রভু বলে মনে করা যায়।"

৬-৭. আগামীকাল আমি তাঁকেই, তাঁর ভিক্ষু সঙ্গীদের নিয়ে এখানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তাঁর জন্যই এই ভোজসভার আয়োজন করা হচ্ছে। সেল প্রশ্ন করলেন, "কেনিয়, তুমি কী আলোকদীপ্ত মনে করো!" কেনিয়, জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি।"

৬. প্রভুর প্রশংসায় পসেনদি

১-২. শ্রাবস্তী নগরের জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের উদ্যানে এক সময় মহিমান্বিত প্রভু অবস্থান করছিলেন। এখন সেই সময়ে কোশল রাজ্যের রাজা পসেনদি সবেমাত্র নকল যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে আসছিলেন। উদ্যানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে তিনি সেদিকে তাকালেন। রথ যাওয়ার পথ শেষ হলে রাজা রথ থেকে নেমে, হেঁটে উদ্যানের মধ্য দিয়ে গেলেন।

৩. সঙেঘর অনেক সদস্য তখন খোলা হাওয়ায় ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। কোশলরাজ পসেনদি তাঁদের সম্বোধন করে বললেন, "মাননীয়গণ, মহিমান্বিত পুরুষ অর্হৎ বুদ্ধ কোথায় অবস্থান করছেন? কারণ তাঁকে দেখার জন্য আমি আকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সাগ্রহে অপেক্ষা করছি।"

৪. "ঐ অদূরে মহারাজের, তাঁর বাসস্থান। দরজা এখন বন্ধ আছে। আপনি নিঃশব্দে ওপরে উঠে যান, ভয় পাবেন না, বারান্দায় প্রবেশ করে কাশির আওয়াজ করুন এবং দরজা ঠেলুন। দেখবেন, মহিমান্বিত প্রভু আপনার জন্য দরজা খুলে দেবেন।"

৫. অতএব কোশল-রাজ পসেনদি নির্দেশমতো ওপরে গিয়ে দরজায় মৃদু চাপ দিতেই মহিমান্বিত প্রভু দরজা খুলে দিলেন। তখন রাজা পসেনদি আবাসস্থলে প্রবেশ করে মহিমান্বিত প্রভুর চরণে মাথা ঠেকিয়ে তাঁর চরণ চুম্বন করলেন। তারপর প্রভুর পায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, প্রভু, আমি কোশলরাজ পসেনদি। প্রভু তখন বললেন, "কিন্তু মহারাজ, আপনি আমার মধ্যে এমন কী মহানুভবতার পরিচয় পেয়েছেন যে, আমাকে এত সম্মান প্রদর্শন করছেন?"

□ □ □

পর্ব-১৬

আত্মীয় ও অনাত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ

অংশ ১

১. ধর্মপ্রচারের কেন্দ্রগুলি

২. যে-সব স্থান প্রভু পরিদর্শন করেছিলেন

৩. মাতা-পুত্র এবং পতি-পত্নীর শেষ সাক্ষাৎ

৪. পিতা-পুত্রের শেষ সাক্ষাৎকার

৫. বুদ্ধ ও সারিপুত্তের শেষ সাক্ষাৎকার

অংশ ২

১. বৈশালীকে শেষ বিদায়

২. পাবায় অবস্থান

৩. কুশিনারায় উপস্থিতি

অংশ ৩

১. উত্তরাধিকারী নিয়োগ

২. শেষ দীক্ষান্তকরণ

৩. শেষ কথা

৪. আনন্দের মর্ম-যন্ত্রণা

৫. মল্লদের শোক ও ভিক্ষুর আনন্দ

৬. শেষ কথা

৭. ভস্ম নিয়ে বিবাদ

৮. বুদ্ধের প্রতি আনুগত্য

অংশ ১
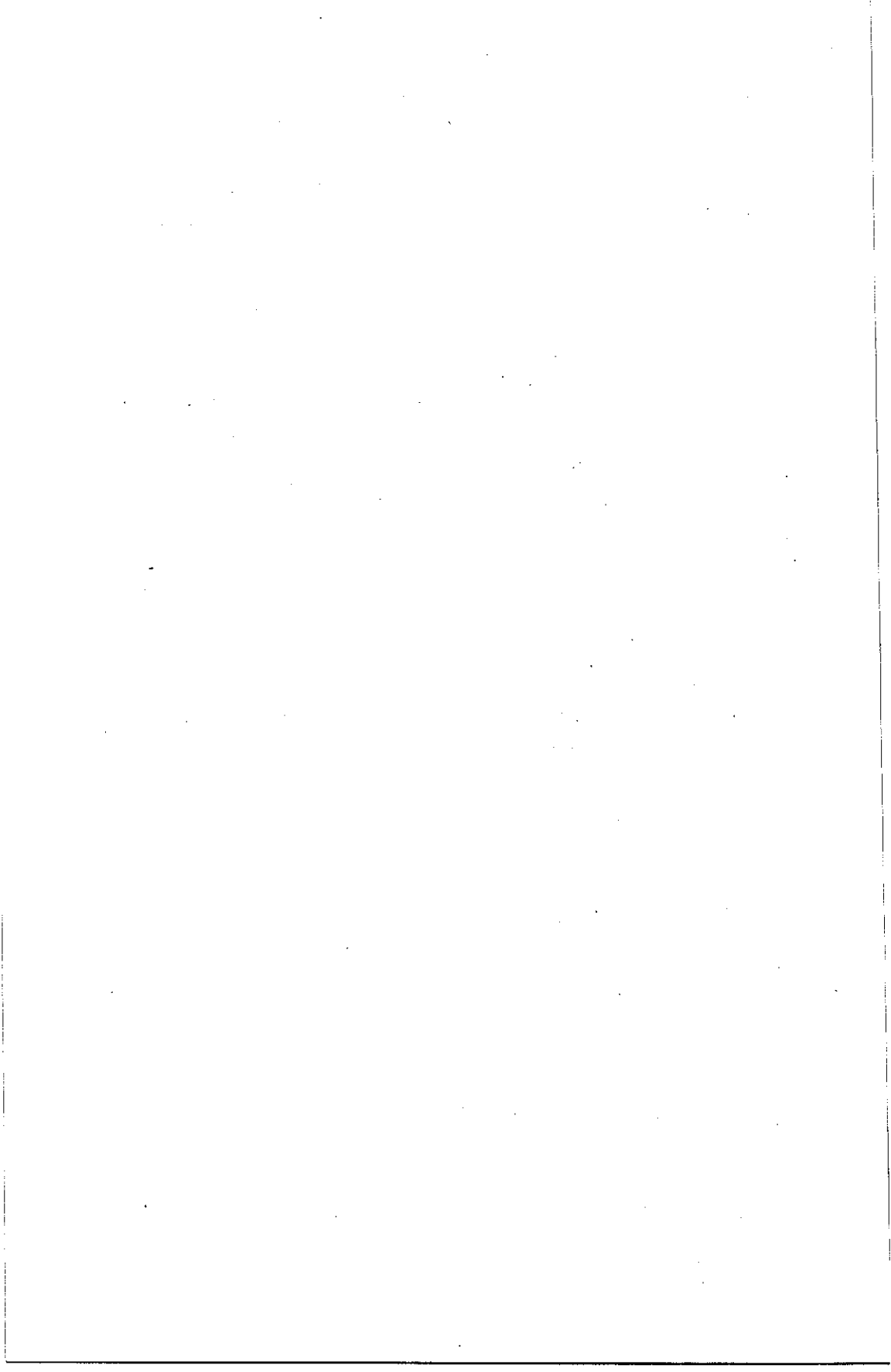
১.ধর্মপ্রচারের কেন্দ্রগুলি

১-৬. ধর্মপ্রচারক নিয়োগের পর প্রভু কিন্তু এক জায়গায় বসে থাকেননি। নিজেও ধর্মপ্রচারকের মতো বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। প্রভু তাঁর ধর্মপ্রচারের অঙ্গ হিসাবে কয়েকটি স্থানে প্রধান কেন্দ্র গড়ে তুললেন। শ্রাবস্তী ও রাজগৃহে এরকম প্রধান কেন্দ্র গড়ে তোলা হল। প্রভু শ্রাবস্তী নগরে প্রায় পঁচাত্তর বার এবং রাজগৃহে চব্বিশ বার প্রধান কেন্দ্র দুটি পরিদর্শন করলেন। কয়েকটি কেন্দ্রে অপেক্ষাকৃত ছোট কেন্দ্র গড়ে তোলা হল। এর মধ্যে কপিলাবস্তুতে ছয়বার, বৈশালীতে ছয়বার এবং কামসাধম্মর কেন্দ্রে চারবার প্রভু গিয়েছিলেন।

২. যে সব স্থানে প্রভু ভ্রমণ করেছিলেন

১-১৩.এইসব প্রধান ও ক্ষুদ্র ধর্মপ্রচারকেন্দ্রগুলি, মহিমান্বিত প্রভু তাঁর ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে আরও অনেক স্থান পরিদর্শন করেন। এর মধ্যে ছিল উক্কথ, নতিক, সাল, অসসপুর ঘোষিতারাম, নালন্দা, অপ্পন এবং ইতুম। প্রভু এইসঙ্গে পরিদর্শন করলেন, উপসদ, ইচ্ছা-নৌকল, চাণ্ডালকুপ্প, কুশিনারা, দবদহ, পাবা, আম্বসন্দ, শ্বেতাম্ব, অনুপিয় এবং উগুন্ম। এইসব স্থানের নামগুলি থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রভু শাক্যদেশ, কুরুদেশ এবং অঙ্গদেশ পরিদর্শন করেছেন। সাধারণভাবে বলা যায় যে, তিনি প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারত ঘুরে বেড়িয়েছেন। যেসব স্থানে প্রভু গেছেন, সংখ্যার বিচারে সেগুলি হয়তো খুব বেশি নয়, কিন্তু কতটা দূরত্ব তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছে? লুম্বিনী থেকে রাজগৃহের দূরত্ব আড়াইশো মাইলের কম নয়। এই উদাহরণ থেকে দূরত্ব সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। প্রভু পায়ে হেঁটে এই দূরত্ব অতিক্রম করেছেন। এমনকী গো-যানও তিনি ব্যবহার করেন নি। সেই সময় তাঁর কোনও থাকার জায়গা ছিল না। বেশিরভাগ সময়ে গাছের তলায় আশ্রয় নিতেন। পরে তাঁর অনুগামী শিষ্যরা বিভিন্ন জায়গায় বিহার ও বিশ্রাম-গৃহ তৈরি করেন, যাতে তিনি ও তাঁর ভিক্ষু-সঙ্গীরা যাত্রাপথে বিশ্রাম করতে পারেন। এক স্থান থেকে অন্যস্থান, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে গিয়ে তিনি, তাঁর উপদেশ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের সন্দেহ ও সমস্যা দূর করেছেন, তাঁর বিরোধীদের যুক্তি খণ্ডন করেছেন এবং শিশুর মতো যারা তাঁর কাছে শিক্ষার জন্য এসেছে তাদের পরম

সত্যের বাণী শুনিয়েছেন। মহিমান্বিত প্রভু জানতেন যে, যারা তাঁর কথা শুনতে আসছে তারা সকলেই বুদ্ধিমান নয়, এমনকী সকলেই যে খোলা মন নিয়ে আসছে, তাও নয়। প্রভু তাঁর সম্প্রদায়ের সঙ্গীদের বলে দিয়েছিলেন যে, তিন ধরনের শ্রোতা আছে। বুদ্ধিহীন, মূর্খ, যে ঘন ঘন সঙেঘ গিয়ে তাঁদের কথা শোনা সত্ত্বেও আদ্য, মধ্য, অন্ত্য কিছুই উপলব্ধি করতে পারে না, জ্ঞান তার জন্য নয়।

১৪. এর থেকে ভাল হল, বিক্ষিপ্ত বুদ্ধিসম্পন্ন যে লোক ঘন ঘন সঙেঘ গিয়ে ভিক্ষুদের উপদেশাবলীর আদ্য, মধ্য, অন্ত্য, সবকিছুই শোনে এবং সেখানে বসে উপদেশের সারমর্ম উপলব্ধি করলেও তা মনে রাখতে পারে না। তার মন একেবারেই শূন্য।

১৫. এদের থেকে ভাল হল, প্রসারিত জ্ঞানসম্পন্ন যে লোক ঘন ঘন সঙ্ঘে গিয়ে ভিক্ষুদের উপদেশাবলীর আদ্য, মধ্য, অন্ত্য শুনে তা উপলব্ধি করতে পারে, মনে রাখতে পারে এবং দৃঢ়ভাবে অবিচল থেকে নিয়ম-কানুনের প্রতি আস্থাশীল থেকে তাকে জীবনের ক্ষেত্রে উপযোগী করে তুলতে পারে।

১৬-১৮. এতদ্‌সত্ত্বেও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার ব্যাপারে প্রভু কখনও ক্লান্তবোধ করেন নি। প্রভুর কখনও তিনখণ্ডের বেশি বস্ত্র ছিল না। তিনি প্রতিদিন একবেলা আহার গ্রহণ করতেন এবং সকালে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে তা সংগ্রহ করতেন। তাঁর ধর্মপ্রচার ছিল কোনও মানুষকে দেওয়া সবচেয়ে কঠিন কাজ কিন্তু তিনি আনন্দের সঙ্গে সেই কাজ সম্পন্ন করেছেন।

৩. মাতা-পুত্র এবং পতি-পত্নীর শেষ সাক্ষাৎকার

১-৩. মহাপ্রজাপতি এবং যশোধরা, তাঁদের মৃত্যুর আগে মহিমান্বিত প্রভুর সঙ্গে দেখা করলেন। সম্ভবত এটাই ছিল তাঁর সঙ্গে তাঁদের শেষ সাক্ষাৎকার। মহাপ্রজাপতি গিয়ে প্রথমে তাঁর বন্দনা করলেন।

৪. পরম ধর্ম মতবাদের সুখ দেওয়ার জন্য, তাঁর আধ্যাত্মিকতার জন্য, ধর্ম সম্পর্কে তাঁকে আগ্রহী করে তোলার জন্য এবং তাঁর গর্ভে জন্মলাভ করে তাঁরই ক্রোড়ে লালিত হওয়ার জন্য বুদ্ধের মাতা হিসেবে তাঁর মর্যাদার যে বৃদ্ধি ঘটেছে, সেজন্য যশোধরা তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন।

৫-৭. এবং এর পর তিনি তাঁর আবেদন জানালেন — "মানুষের দেহধারী এই শবকে বধ করে তিনি শেষ অবধি দেহত্যাগ করতে চান। হে দুঃখ

বিনাশকারী, আমাকে অনুমতি দাও।" যশোধরা মহিমান্বিত প্রভুকে বললেন যে, তাঁর আটাত্তর বছর বয়স হয়েছে। মহিমান্বিত প্রভু জানালেন যে, তিনি আশির ঘরে পৌঁছেছেন। যশোধরা প্রভুকে বললেন যে, সেই রাতেই তাকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। তাঁর কণ্ঠস্বরে, মহাপ্রজাপতির থেকে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাস ছিল। তিনি মৃত্যুর জন্য অনুমতি চাননি, এমনকী আশ্রয়ের জন্যও তিনি প্রভুর কাছে যাননি।

৮. পক্ষান্তরে, তিনি প্রভুকে বলেছেন, "আমিই আমার আশ্রয়স্থল।"

৯-১০. জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতা তিনি জয় করেছিলেন। যেহেতু প্রভুই তাঁকে শক্তি দিয়েছেন এবং পথ দেখিয়েছেন সেজন্যই তিনি তাঁকে ধন্যবাদ দিতে এসেছিলেন।

৪. পিতা-পুত্রের শেষ সাক্ষাৎ

১-৩. একবার প্রভু যখন রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন তখন রাহুল ছিলেন অম্বালতিকায়। মহিমান্বিত প্রভু একদিন সন্ধেবেলা তাঁর ধ্যান সমাপ্ত করে রাহুলের কাছে গেলেন। প্রভুকে আসতে দেখে রাহুল তাঁর জন্য আসন পেতে, তাঁর পা ধোয়ার জল আনতে গেলেন। আসন গ্রহণ করে প্রভু নিজেই তাঁর পা ধুলেন। রাহুল তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে একধারে আসন গ্রহণ করলেন।

৪-৯. এবার মহিমান্বিত প্রভু রাহুলের উদ্দেশ্যে বললেন, 'ইচ্ছাকৃত মিথ্যাভাষণ থেকে যে নিজেকে বিরত রাখে না, সে অশুভ কাজ না করে থাকতে পারে না। অতএব নিজেকে তুমি এমনভাবে তৈরি করবে, যাতে হাসি-ঠাট্টা করেও মিথ্যা কথা বলতে না হয়। তোমার প্রতিটি কাজকর্মে, তোমার বাক্য ও চিন্তায় যেন এর প্রতিফলন ঘটে। যখন তুমি কোনও কাজ করতে চাইবে, তখন সবসময়ে মনে রাখবে যে, এর ফলে তোমার অথবা অপরের কোনও ক্ষতি হবে কিনা। কারণ, একটি ভুল কাজ দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে আসতে সাহায্য করে। যদি তোমার চেতনা তোমায় জানায় যে, তোমার কাজের জন্য দুর্দশা আসবে, তখন সেই কাজ করা থেকে তোমার বিরত থাকা উচিত। কিন্তু তোমার চেতনা যদি তোমায় আশ্বাস দেয় যে, তোমার কাজে কোনও ক্ষতি তো হবেই না, বরং ভাল হবে, তা হলে তুমি তা করতে পারো।"

১০-১১. "দয়া এবং ভালবাসার পথ ধরে এগিয়ে চলো। আর তাতেই পরশ্রীকাতরতা মুছে যাবে। সকলের প্রতি করুণা দেখাও, তা হলেই সব অশান্তির অবসান ঘটবে।"

১২-১৩."অপরের কল্যাণে আনন্দিত হও, তা হলেই সব বিমুখতা দূর হবে। পারস্পরিক বীতরাগ দূর করার জন্য সকলের প্রতি সম-মনোভাব নিয়ে চলো। দৈহিক অনাচার সম্পর্কে সচেতন থাকো, আসক্তি দূর হবে। সকলকে নিয়ে একসঙ্গে চলো, তা হলে অহংবোধ নিশ্চিহ্ন হবে।

১৪. প্রভুর এই উপদেশ শুনে, রাহুল অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

৫. বুদ্ধ ও সারিপুত্তের শেষ সাক্ষাৎকার

১-৫. শ্রাবস্তী নগরের গৃধ্রকূট বিহারের জেতবনে প্রভু অবস্থান করছিলেন। সারিপুত্ত তাঁর পাঁচশত সঙ্গী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। মহিমান্বিত প্রভুকে অভিবাদন জানিয়ে সারিপুত্ত তাঁকে বললেন, পৃথিবীতে তাঁর বেঁচে থাকার শেষ দিন সমাগত। মহিমান্বিত প্রভু কী তাঁকে জীবন-ত্যাগের অনুমতি দেবেন! মহিমান্বিত প্রভু, সারিপুত্তকে জিজ্ঞেস করলেন যে, পরিনির্বাণের জন্য তিনি কোনও স্থান নির্বাচন করেছেন কী না? সারিপুত্ত প্রভুকে বললেন, "মগধের নলকা গ্রামে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম। যে গৃহে আমার জন্ম হয় তা এখনও আছে। পরিনির্বাণের জন্য আমি সেই গৃহই নির্বাচিত করেছি।"

৬-৮. প্রভু উত্তর দিলেন, "প্রিয় সারিপুত্ত। যাতে খুশি হও তুমি তাই করো।" সারিপুত্ত প্রভুর পায়ে পড়ে বললেন, "শুধু একটিমাত্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমি সহস্রকল্প ধ্যান করেছি, তা হল আপনার পদপ্রান্তে আশ্রয় নেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করব। আমি সেই লক্ষ্যে পৌঁছেছি। তাই আমার আনন্দের সীমা-পরিসীমা নেই।" সারিপুত্ত আরও বললেন, "আমরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি না, অতএব, এটাই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ। প্রভু, আমার শেষদিন সমাগত, আমার সব অপরাধ মার্জনা করবেন।"

৯. প্রভু উত্তরে বললেন, "সারিপুত্ত ক্ষমা করার কিছু নেই।"

১০. যখন সারিপুত্ত যাওয়ার জন্য উঠলেন, প্রভুও তাঁকে সম্মান জানিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং গৃধ্রকূট বিহারের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন।"

১১. তখন সারিপুত্ত, মহিমান্বিত প্রভুকে বললেন, "আমি যখন আপনার পদযুগল

দেখেছিলাম তখন ভীষণ খুশি হয়েছিলাম।' আপনাকে এখন দেখেও আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি জানি এটাই আমার শেষ দর্শন। আপনাকে আমি আর কখনও দেখতে পাব না।"

১২. প্রভুর দিকে পৃষ্ঠদেশ না দেখিয়ে হাতজোড় করে সারিপুত্ত ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

১৩-১৪. তখন প্রভু, তাঁর সঙ্গীদের বললেন, "তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অনুসরণ করো।" সেই প্রথম সমবেত ভিক্ষুগণ, প্রভুকে ছেড়ে সারিপুত্তকে অনুসরণ করলেন। গ্রামে পৌঁছে সারিপুত্ত সেই ঘরেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন, যেখানে তিনি প্রথম আলো দেখেছিলেন।

১৫-১৭. তাঁর অন্ত্যেষ্টির পর মহিমান্বিত প্রভুর কাছে তাঁর ভস্মাবশেষ নিয়ে যাওয়া হল। ভস্মাধার গ্রহণ করে প্রভু সারিপুত্তের সঙ্গীদের বললেন, "তিনি ছিলেন জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, নিজ দক্ষতা সম্পর্কে তাঁর কোনও অহঙ্কার ছিল না। তিনি ছিলেন উৎসাহী এবং পরিশ্রমী, পাপকে তিনি ঘৃণা করতেন। তাঁর পবিত্র ভস্মাবশেষ তোমরা অবলোকন করো। ক্ষমা প্রদর্শনে তিনি ছিলেন ধরিত্রীর সমান, ক্রোধকে কখনও মনে স্থান দেননি, কোনও বাসনা তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি, সর্বপ্রকার আসক্তিকে তিনি জয় করেছিলেন। তিনি ছিলেন সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও ভালবাসার প্রতীক স্বরূপ।" সেই সময় মৌদগল্যায়ন, রাজগৃহের কাছে একটি নির্জন বিহারে অবস্থান করছিলেন। মহিমান্বিত প্রভুর শত্রুদের দ্বারা নিযুক্ত কয়েকজন হত্যাকারীর হাতে তিনি নিহত হন।

১৭-২০. মহিমান্বিত প্রভুকে এই দুঃখের খবর জানানো হল। সারিপুত্ত এবং মৌদগল্যায়ন তাঁর দুই প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁদের বলা হত ধর্ম সেনাপতি—বিশ্বাসের রক্ষাকর্তা। ধর্মপ্রচারের কাজে প্রভু তাঁদের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করতেন। জীবদ্দশায় এঁদের মৃত্যুসংবাদ প্রভুকে অনেক যন্ত্রণা দিল। শ্রাবস্তী নগরে থাকতে তাঁর আর মন চাইছিল না। তাই তিনি অন্যত্র যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

অংশ ২

১. বৈশালীকে শেষ বিদায়

১-৮. শেষ যাত্রা শুরু করার আগে মহিমান্বিত প্রভু রাজগৃহের গৃধ্রকূট পাহাড়ে অবস্থান করছিলেন। কিছুকাল সেখানে অতিবাহিত করার পর তিনি বললেন, "এসো আনন্দ, চলো আমরা আম্রট্‌ঠিকায় যাই।" "তাই চলুন প্রভু," আনন্দ সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জানালেন। মহিমান্বিত প্রভু তাঁর সম্প্রদায়ের বিশাল দল নিয়ে আম্রট্‌ঠিকায় দিকে যাত্রা করলেন। আম্রট্‌ঠিকায় কিছুকাল থাকার পর তিনি গেলেন নালন্দায়। নালন্দা থেকে তিনি গেলেন মগধের রাজধানী পাটলিগ্রাম। এবার পাটলিগ্রাম থেকে কোটিগ্রামে এবং সেখান থেকে প্রভু গেলেন নাতিকায়। নাতিক থেকে প্রভু বৈশালীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

৯-১৩.বৈশালী ছিল মহাবীরের জন্মস্থান এবং স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ধর্মের প্রবল প্রভাব ছিল বৈশালীতে। কিন্তু মহিমান্বিত প্রভু, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বৈশালীর জনগণকে তাঁর ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হলেন। শোনা যায় যে, ব্যাপক খরার কারণে একবার বৈশালী নগরী প্রবল সঙ্কটের সম্মুখীন হয় এবং খাদ্যাভাবে বহু লোক প্রাণ হারান। এক জনসভায় বৈশালীর নাগরিকগণ ঐ ব্যাপারে বিক্ষোভ দেখান এবং অনেক আলোচনার পর ঐ জনসভায় স্থির হয় যে, মহিমান্বিত প্রভুকে বৈশালী নগরে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

১৪-১৫.রাজা বিম্বিসারের বন্ধু এবং বৈশালী নগরীর প্রধান পুরোহিতের পুত্র মাহালি নামে এক লিচ্ছবিকে, বৈশালী নগরে আসার জন্য প্রভুকে আমন্ত্রণ জানাতে পাঠানো হল। মহিমান্বিত প্রভু আমন্ত্রণ গ্রহণ করে পাঁচশত ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন। যে মুহূর্তে তিনি ঐ রাজ্যের সীমানায় পদার্পণ করলেন, বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল বর্ষণ শুরু হল এবং খরার প্রকোপ দূর হল।

১৬. বৈশালীর নাগরিকরা মহিমান্বিত প্রভুকে যে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল এটা তারই বর্ণনা। প্রভু যখন বৈশালীর নাগরিকদের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন তখন এটাই স্বাভাবিক যে, বৈশালীর নাগরিকরা তাঁকে এত উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাবে।

১৭-১৯.এরপর এল বর্ষাবাস-পর্ব। প্রভু গেলেন বেলুবগ্রামে এবং সম্প্রদায়ভুক্ত ভিক্ষুদের বললেন, বৈশালীতে অবস্থান করতে। বেলুবগ্রামে বর্ষাবাস-পর্ব শেষে প্রভু আবার ফিরে এলেন বৈশালীতে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বৈশালী ছেড়ে অন্যত্র যাত্রা করবেন।

২০. অতএব, একদিন প্রত্যুষে মহিমান্বিত প্রভু আবার তাঁর চীবর পরে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে, ভিক্ষা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বৈশালী নগরীর পথে নামলেন। বৈশালী ছেড়ে এসে, অন্নগ্রহণ করে আনন্দকে বললেন, "এই শেষবারের মতো আনন্দ, তথাগত বৈশালী নগরীকে দেখছে।" এই কথা বলে বৈশালীর নাগরিকদের তিনি বিদায় জানালেন। লিচ্ছবিরা যখন তাঁর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন তখন স্মারক হিসেবে প্রভু তাঁদের হাতে তাঁর ভিক্ষা-পাত্রটি তুলে দিলেন। বৈশালী নগরীতে এটাই ছিল তাঁর শেষ আগমন। আর তিনি কখনও বৈশালী নগরীতে আসেননি।

২. পাবায় অবস্থান

১-৩. বৈশালী থেকে মহিমান্বিত প্রভু গেলেন ভণ্ডগ্রাম। সেখান থেকে হস্তীগ্রাম ঘুরে তিনি গেলেন ভোগনগরে। ভোগনগর থেকে পাবায় গিয়ে উপস্থিত হলেন।

৪-৭. পাবায়, মহিমান্বিত প্রভু, চুন্দ নামে এক কর্মকারের আম্রকুঞ্জে আশ্রয় নিলেন। চুন্দ যখন শুনলেন যে প্রভু তাঁরই আম্রকুঞ্জে অবস্থান করছেন, তিনি সেখানে গেলেন এবং প্রভুর কাছে বসে ধর্মোপদেশ শুনলেন। প্রভুর আগমনে আনন্দিত হয়ে চুন্দ, মহিমান্বিত প্রভুকে বললেন, আগামীকাল আপনি ও আপনার সঙ্গী ভিক্ষুগণ আমার গৃহে অন্নগ্রহণ করে আমাকে ধন্য করুন।

৮. মহিমান্বিত প্রভু, নীরবে তাঁর সম্মতি জানালেন।

৯-১১.পরের দিন চুন্দ তাঁর বাড়িতে প্রভু ও তাঁর সঙ্গী ভিক্ষুদের আহারের জন্য পায়েস, পিঠে ও বিভিন্ন রকমের খাদ্যের আয়োজন করে আহার-গ্রহণের জন্য প্রভুকে অনুরোধ জানালেন। প্রভু, তাঁর ভিক্ষাপাত্র নিয়ে, সঙ্গীদের সঙ্গে চুন্দর গৃহে উপস্থিত হয়ে খাদ্যগ্রহণ করলেন। আহার-পর্ব শেষ হওয়ার পর প্রভু, চুন্দকে আবার ধর্মোপদেশ দিয়ে ঐ স্থান ত্যাগ করলেন।

১২. চুন্দর গৃহে যে খাদ্য প্রভু গ্রহণ করেছিলেন তা তিনি সহ্য করতে পারেন নি। তিনি দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর পেটের পীড়া, সেইসঙ্গে

অসহনীয় যন্ত্রণা তাঁকে কষ্ট দিতে লাগলো। আমৃত্যু তিনি এই কষ্ট পেয়েছেন।

১৩. কিন্তু মহিমান্বিত প্রভু নীরবে কোনও অভিযোগ না করে সেই যন্ত্রণা সহ্য করেছেন।

১৪. আম্রকুঞ্জে ফিরে গিয়ে মহিমান্বিত প্রভু, আনন্দকে ডেকে বললে, চলো কুশিনারায় যাওয়া যাক। সকলে তখন পাভা থেকে রওনা হলেন।

৩. কুশিনারায় উপস্থিতি

১-৮. কুশিনারায় যাওয়ার পথে কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর মহিমান্বিত প্রভু কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করলেন। রাস্তার ধারে একটি গাছের তলায় গিয়ে মহিমান্বিত প্রভু আনন্দকে বললেন, "আনন্দ, আমি অনুরোধ করছি, আমার শয়নাসন তুমি বিছিয়ে দাও। আমি পরিশ্রান্ত আনন্দ, আমার কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রামের প্রয়োজন।" "যথা আজ্ঞা প্রভু" বলে আনন্দ শয়নাসনটি চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিলেন। তার ওপর বসে মহিমান্বিত প্রভু, আনন্দকে বললেন, "আমার জন্য সামান্য জল আনো, আনন্দ, আমি অনুরোধ করছি। কারণ আমি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত, আমি জলপান করব।" আনন্দ বললেন, "প্রভু, কুকুধা নদী খুব বেশি দূরে নয়। নদীর জল অত্যন্ত পরিষ্কার, শীতল এবং স্বচ্ছ, অনায়াসেই নদীতে নামা যায়। সেখানে প্রভু জলপান করতে পারবেন এবং দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও শীতল করতে পারবেন। এই ঝর্ণার জল অপরিষ্কার এবং ঘোলা।" কিন্তু নদী অবধি হাঁটার শক্তি মহিমান্বিত প্রভুর ছিল না। নিকটবর্তী ঝর্ণার জল পেতেই তাই তিনি আগ্রহী হলেন।

৯. এর পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে মহিমান্বিত প্রভু তাঁর সঙ্গী ভিক্ষুদের নিয়ে কুকুধা নদীতে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি নদীতে নেমে অবগাহন করলেন, জলপান করলেন। তারপর ফিরে এসে তিনি, আম্রকুঞ্জে গেলেন।

১০. সেখানে গিয়ে তিনি আবার তাঁর শয়নাসন বিছিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বললেন, আমি ক্লান্ত, তাই শয়ন করতে চাই। তাঁর কথামতো আলখাল্লা বিছিয়ে দেওয়া হল এবং প্রভু তার ওপর শয়ন করলেন।

১১. কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে মহিমান্বিত প্রভু গাত্রোত্থান করে আনন্দকে বললেন, "চলো আমরা হিরণ্যবতী নদীর ধারে কুশিনারার উপবন মল্লদের শালবনে যাই।

১২. আনন্দের সঙ্গে সেখানে গিয়ে প্রভু আবার আনন্দকে বললেন যুগ্ম শালবৃক্ষের মাঝখানে তাঁর শয়নাসন আবার বিছিয়ে দিতে। তিনি বললেন, "আমি পরিশ্রান্ত, তাই শয়ন করতে চাই।"

১৩. আনন্দ শয়নাসন বিছিয়ে দিতে প্রভু তার ওপর শয়ন করলেন।

অংশ ৩

১. উত্তরাধিকারী নিয়োগ

১-৪. মহিমান্বিত প্রভু একসময় তিরন্দাজি হিসাবে পরিচিত শাক্য-পরিবারের আম্রকুঞ্জে শাক্যদের সঙ্গে কিছুকাল অবস্থান করছিলেন। এখন সেই সময়ে পাবা নগরীতে নির্গ্রন্থদের নটপুত্তের জীবনাবসান হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর ফলে নির্গ্রন্থরা ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে এবং দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত দেখা দেয়। পরস্পরের প্রতি তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়ায় মত্ত হয়ে ওঠে। এখন সদ্য-দীক্ষিত চুন্দ, বর্ষার মরশুম পাভা নগরে অতিবাহিত করে আনন্দকে দেখতে এসে বললেন, "নির্গ্রন্থ নটপুত্ত পাবায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর নির্গ্রন্থদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিয়েছে এবং তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে কলহ করে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। এর কারণ তাঁদের কোনও রক্ষাকর্তা নেই।" তখন আনন্দ বললেন, "সখা চুন্দ, বিষয়টি অবিলম্বে মহিমান্বিত প্রভুর গোচরে আনা প্রয়োজন। চলো গিয়ে তাঁকে সব কথা বলি।"

৫-৬. উত্তম প্রস্তাব মহাশয়, চুন্দ জবাব দিলেন অতএব সন্ন্যাসী আনন্দ ও চুন্দ মহিমান্বিত প্রভুর কাছে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে নির্গ্রন্থদের সব বৃত্তান্ত জানালেন এবং একজন উত্তরাধিকারী নিয়োগের প্রয়োজনের বিষয়ে আর্জি জানালেন।

৭-৮. চুন্দর কথা শুনে মহিমান্বিত প্রভু বললেন, "কিন্তু ভেবে দেখ চুন্দ, যেখানে একজন শিক্ষক, অর্হৎ, চরম আলোকপ্রাপ্তের পৃথিবীতে আবির্ভাব হয়েছে, যেখানে একটি মতবাদ ভালভাবে প্রচারিত হয়েছে ; এবং শান্তি স্থাপন ও পথ প্রদর্শনের লক্ষ্যে অত্যন্ত কার্যকরভাবে এই ধর্মের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে শিষ্যরা যেখানে সু-নিয়মে অভিজ্ঞ হয়ে ওঠেনি, নিজেদের মতবাদকে তাদের মর্যাদার কারণ হিসাবে গণ্য করতে পারেনি এবং তাদের গুরুর মৃত্যুর মতবাদের প্রচার ঘটেনি—এমন পরিস্থিতিতে, গুরুর মৃত্যুর

পর চুন্দ, তাঁর শিষ্যদের চরম দুর্দশার মুখে পড়তে হয়, তাদের ধম্মও চরম সঙ্কটে পড়ে।

৯-১৪.আবার, ভেবে দ্যাখো চুন্দ, যেখানে আলোকদীপ্ত গুরুর আবির্ভাব ঘটেছে, যেখানে মতবাদের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে, প্রচার হয়েছে, শান্তির সহায়ক হিসাবে নির্দেশ দিচ্ছে এবং শিষ্যরা যেখানে রীতিনীতিতে দক্ষ হয়ে উঠছে এবং গুরু যখন দেহত্যাগ করছেন, তখন উন্নততর জীবনের দ্বার তাদের সামনে খুলে যাচ্ছে, সেখানে চুন্দ, ঐ গুরুর জীবনাবসান, শিষ্যদের সামনে দুর্দশা নিয়ে আসে না। তাহলে উত্তরসুরির কী প্রয়োজন।

১১-১৭.আর একবার আনন্দ যখন একই প্রশ্ন করেছিল, মহিমান্বিত প্রভু তখন বলেছিলেন, "তোমার কী ধারণা, আনন্দ! তুমি কী মনে করো, আমি যা শিক্ষা দিয়েছি সে ব্যাপারে অন্তত দুজন ভিক্ষুর মনে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে?" "না, কিন্তু প্রভুর অবর্তমানে সঙ্ঘের বিষয় এবং নিয়ম-কানুন নিয়ে নিজেদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করতে পারেন এমন যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে কী হবে! তাঁদের কাজের ফলে তো চরম দুঃখ আসবে।" মহিমান্বিত প্রভু বললেন, "সঙ্ঘের বিধি-ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে এই জাতীয় কলহ খুব বেশি উদ্বেগ"নেক নয়, তবে মতবাদ নিয়ে সঙ্ঘের মধ্যে কলহ নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। মতবাদের এই বিরোধ কোনও একনায়ক মেটাতে পারে না। তা হলে একনায়কের মতো কাজ না করলে একজন উত্তরসুরি কী করবেন! মতবাদের এই বিরোধের সমাধান কোনও একনায়কের দ্বারা সম্ভব নয়। সঙ্ঘকেই বিরোধ মীমাংসায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। গোটা সঙ্ঘকে একযোগে সমবেত হয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে হবে এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকলকে কাজ করতে হবে। অতএব, বিরোধ মীমাংসায় অধিকাংশকেই অংশ নিতে হবে। উত্তরাধিকারী নিয়োগ করলে মীমাংসা হবে না।

২. শেষ দীক্ষান্তকরণ

১-২. পরিব্রাজক সুভদ্দ সেইসময় কুশিনারায় অবস্থান করছিলেন। তিনি গুজব শুনলেন যে, এইদিন, রাত্রির শেষ প্রহরে সন্ন্যাসী গৌতমের জীবনাবসান হবে। তখন তাঁর মনে এক চিন্তার উদ্ভব হল। "আমি শুনেছি অন্য বয়স্ক গুরু ও শিষ্য পরিব্রাজকদের মুখে যে, যাঁরা অর্হৎ, সম্পূর্ণরূপে আলোকদীপ্ত, সেই তথাগতদের পৃথিবীতে আবির্ভাবের ঘটনা অত্যন্ত বিরল। এবং আজ

এখানে, রাত্রির শেষ প্রহরে সন্ন্যাসী গৌতমের জীবনের অবসান ঘটবে। এখন আমার মনে এক সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। আমার স্থির বিশ্বাস, সন্ন্যাসী গৌতম আমাকে সেই শিক্ষা দিতে পারবেন যাতে আমি আমার মনের সন্দেহ দূর করতে পারি।"

৩-৪. তখন পরিব্রাজক সুভদ্দ মল্লদের শালবনের শাখা-পথের দিকে গেলেন। আনন্দ সেখানে ছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি আনন্দকে বললেন, "হে প্রভু আনন্দ। আমি কী একবার সন্ন্যাসী গৌতমের দর্শন পেতে পারি।"

৫. আনন্দ তখন পরিব্রাজক সুভদ্দকে উত্তর দিলেন, "বন্ধু, প্রভুকে কষ্ট দিও না। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত।" দ্বিতীয়বার, এমনকী তৃতীয়বারও পরিব্রাজক সুভদ্দ, আনন্দকে এক-ই অনুরোধ জানালেন কিন্তু একই জবাব পেলেন।

৬. এদিকে মহিমান্বিত প্রভু, আনন্দ ও পরিব্রাজক সুভদ্দের কথা শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি, সন্ন্যাসী আনন্দকে ডেকে বললেন, "আনন্দ, আর নয়। সুভদ্দকে বাধা দিও না। সুভদ্রকে তথাগতের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দাও। সুভদ্দ, আমাকে যাই জিজ্ঞেস করুক না কেন, তা করবে -জানার আগ্রহ নিয়েই। আমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য প্রশ্ন করবে না। এবং আমি যা উত্তর দেব, সে খুব শীঘ্রই তা অনুধাবন করতে পারবে।"

৭. সন্ন্যাসী আনন্দ তখন পরিব্রাজক সুভদ্দকে বললেন, "ভেতরে যাও, বন্ধু সুভদ্দ। মহিমান্বিত প্রভু তোমাকে আহ্বান করেছেন।"

৮-১২. অতএব পরিব্রাজক সুভদ্দ, মহিমান্বিত প্রভুর কাছে গেলেন। তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে একপাশে আসন গ্রহণ করলেন। তারপর মহিমান্বিত প্রভুকে বললেন, "প্রভু গৌতম, যেসব সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ, যাদের অনেক অনুগামী আছেন, সঙ্ঘে যাঁরা গুরুর দায়িত্ব পালন করেন, যাঁরা বহুল-প্রচারিত ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলে পরিচিত, অসংখ্য লোক যাদের ধার্মিক ব্যক্তি হিসাবে শ্রদ্ধা করেন, পূরণ কস্সপ, মক্খলি গোসাল, অজিত কেসকম্বল, পকুধ কচ্চায়ন, বেলট্‌ঠপুত্ত সঞ্জয় এবং নিগন্ঠ নাথপুত্ত—এঁদের মধ্যে সকলেই কী তাঁদের জ্ঞান দিয়ে সত্য উপলব্ধি করেছেন। না কী কিছু অংশ উপলব্ধি করেছেন আর কিছু অংশ পারেননি।" "হতে দাও সুভদ্দ। সকলে অথবা তাঁদের কিয়দংশ উপলব্ধি করতে পেরেছেন কিনা এ বিষয় নিয়ে নিজেকে আর কষ্ট দিও না। আমি তোমাকে নিয়ম-রীতি দেখাচ্ছি। তুমি মন দিয়ে শোনো। মনঃসংযোগ করো, আমি বলছি।" তাই হোক

প্রভু, পরিব্রাজক সুভদ্দ মহিমান্বিত প্রভুকে বলে তাঁর কথা শুনতে লাগলেন। সুভদ্দ, নিয়ম-নীতি যাই হোক না কেন, যদি অষ্টাঙ্গিক মার্গ না থাকে তবে সেখানে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। আর যেখানে অষ্টাঙ্গিক মার্গ রয়েছে সেখানে নিয়মনীতি যাই হোক না কেন, মুক্তির পথ সেখানেই পাওয়া সম্ভব।"

১৩-১৪. এখন সুভদ্দ, আমার এই নিয়ম, শৃঙ্খলারীতিতে অষ্টাঙ্গিক মার্গ রয়েছে। এখানে চার মাত্রায় মুক্তির পথ দেখা যায়। মুক্তি সম্পর্কে অভাববোধ আর একটি বিতর্কের জন্ম দেয়। কিন্তু যদি সুভদ্দ, সঙ্ঘকে যদি যথার্থ সঠিক জীবন যাপন করতে হয়, বিশ্ব অর্হৎ-দের বর্জন করতে পারবে না। আমার যখন ঊনত্রিশ বছর বয়স তখন আমি ঈশ্বরের সন্ধান শুরু করি। এখন পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে সুভদ্দ, সঠিক পথের অনুসন্ধান করতে।

১৫-১৮. তাঁর কাছ থেকে ঐসব কথা শুনে পরিব্রাজক সুভদ্দ বললেন, "আপনার মুখের এই বাণী অসাধারণ, প্রভু। ঠিক যেমন একজন মানুষকে যা নিচে ফেলে দেওয়া হয়েছে তাকে খাড়া করতে হয় অথবা গোপন কোনও জিনিস প্রকাশ করতে হয় অথবা যে বিপথে গেছে তাকে সঠিক পথ দেখাতে হয়, অন্ধকার দূর করতে আলো নিয়ে আসতে হয় যাতে যাদের চোখ আছে তারা দেখতে পায়, তেমনই মহিমান্বিত প্রভু আমাকে সত্যের পথ দেখালেন। এবং আমি মহিমান্বিত প্রভুর কাছে, সত্য ও তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে, নিজেকে সমর্পণ করছি।"

১৯. "সুভদ্দ, অন্য ধর্মের অনুগামী হলে সেই যেই হোক না কেন, আমাদের সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত হতে চাইলে অন্তত চারমাস তাকে এ-সব-জানতে হবে।"

২০. "যদি নিয়ম তাই হয় তবে আমি তা পালন করতে রাজি।"

২১-২৪. কিন্তু মহিমান্বিত প্রভু বললেন, "আমি ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে প্রভেদ করি।" এই বলে তিনি আনন্দকে ডেকে বললেন, আনন্দ, সুভদ্দকে সঙ্ঘে অন্তর্ভুক্ত করে নাও। আনন্দ জানালেন, আপনার ইচ্ছাই পালন করা হবে প্রভু। তখন পরিব্রাজক সুভদ্দ সন্ন্যাসী আনন্দকে বললেন, "বন্ধু আনন্দ, তোমার পরম লাভ, তোমার পরম সৌভাগ্য যে, তুমি এবং অন্য ভিক্ষুরা প্রভুর সংস্পর্শে এসে এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করেছ।"

২৫. আনন্দ জবাব দিলেন, তোমার ক্ষেত্রেও এটা সত্য সুভদ্দ। সুতরাং পরিব্রাজক

সুভদ্দ সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত হলেন মহিমান্বিত প্রভুর আদেশে। তিনিই হলেন শেষ শিষ্য, যাঁকে প্রভু নিজে থেকে দীক্ষা দিয়েছিলেন।

৩. শেষ কথা

১-৪. মহিমান্বিত প্রভু তখন সন্ন্যাসী আনন্দকে বললেন, এমন হতে পারে, আনন্দ যে তুমি বলবে, "প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কথারও অবসান ঘটেছে। আমাদের আর কোনও গুরু নেই। কিন্তু তুমি এমন কথা চিন্তা করো না আনন্দ। যে নিয়ম-শৃঙ্খলা আমি মেনে চলে তোমাদের শিক্ষা দিয়েছি, আমি যখন থাকব না তখন তাই তোমাদের শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করবে। এখন আনন্দ, সম্প্রদায়ভুক্ত যাঁরা, তাঁদের অভ্যাস আছে পরস্পরকে বন্ধু বলে সম্বোধন করা—আমি যখন থাকব না তখন এই অভ্যাস অনুসরণ করবে না। আনন্দ, বয়স্ক যাঁরা, সঙ্ঘে নতুন এমন ভ্রাতাদের হয় তাদের নাম ধরে, অথবা গোষ্ঠী নামে অথবা বন্ধু বলে সম্বোধন করবে। কিন্তু যারা সঙ্ঘে শিক্ষানবিশ, তারা বয়স্কদের প্রভু অথবা মহোদয় হিসাবে সম্বোধন করবে।

৫. "আবার আনন্দ, সঙ্ঘ যদি চায় তবে আমার অবর্তমানে ক্ষুদ্র ও কম গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগগুলির বিলোপ ঘটানো যেতে পারে।

৬. "তুমি জান, আনন্দ, ভ্রাতা চন্ন কেমন জেদি, বিপথগামী এবং শৃঙ্খলাবোধহীন। তার ক্ষেত্রে আনন্দ আমার অবর্তমানে চূড়ান্ত শাস্তি প্রয়োগ করা হোক।"

৭. "প্রভু চূড়ান্ত শাস্তি বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন?

৮. "আনন্দ, ভ্রাতা চন্ন যাই বলুক না কেন, তা কেউ উচ্চারণ করবে না, তার কথা উপদেশ হিসেবে গণ্য হবে না, বা সঙ্ঘ তার কথামতো উপদেশ বা শিক্ষা দেবে না। তাকে একা থাকতে হবে। এর ফলে হয়তো তার ভাল পরিবর্তন ঘটবে।"

৯. তখন মহিমান্বিত প্রভু সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে বললেন,

১০. "এমন হতে পারে ভ্রাতাগণ যে, বুদ্ধ অথবা তাঁর নিয়ম-নীতি, সম্প্রদায় অথবা পথ বা বুদ্ধের পথে পৌঁছনোর উপায় সম্পর্কে সঙ্ঘের কয়েকজন ভ্রাতার মনে সন্দেহ বা দ্বিধা রয়েছে। তাই যদি থাকে, তা হলে ভ্রাতাগণ, তাহলে তোমরা কী আমাকে প্রশ্ন করবে! পরে এই বলে অনুতাপ কোরো না যে, আমাদের শিক্ষাগুরু মুখোমুখি এখানে আমাদের সামনে ছিলেন অথচ তাঁর উপস্থিতি সত্ত্বেও প্রভুকে আমরা প্রশ্ন করতে পারিনি।"

১১-১২. এই কথা শুনে সঙ্ঘের ভ্রাতারা নীবর রইলেন। অতএব, দ্বিতীয়বার এমনকী তৃতীয়বারও মহিমান্বিত প্রভু সঙ্ঘের ভ্রাতাদের উদ্দেশ্যে একই কথা বললেন। কিন্তু তৃতীয়বার বলা সত্ত্বেও সমধর্মী ভ্রাতাগণ নীরব রইলেন। তখন মহিমান্বিত প্রভু বললেন, "এমন হতে পারে ভ্রাতাগণ, প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধাবশত তোমরা কোনও প্রশ্ন করছ না।

১৩. একজন বন্ধু যেমন অপর কোনও বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে, তেমনই তোমরা আমাকে তোমাদের প্রশ্ন করো।

১৪-১৫. এত বলা সত্ত্বেও সঙ্ঘের ভ্রাতারা নীরব রইলেন। তখন সন্ন্যাসী আনন্দ মহিমান্বিত প্রভুকে বললেন, "আশ্চর্য প্রভু, এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর। এতে আমার স্থির বিশ্বাস যে, সঙ্ঘে এমন একজন ভ্রাতা খুঁজে পাওয়া যাবে না, যাঁর মনে বুদ্ধ, তাঁর নিয়মনীতি, সম্প্রদায়, পথ এবং সেই পথে পৌঁছনোর মাধ্যম সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা দ্বিধা আছে।"

১৬-১৮. তুমি আশ্বাসের কথা বলছ, আনন্দ। কিন্তু তথাগততে বাস্তবের শিক্ষার কথা রয়েছে। ঐ ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহ বা সংশয় সঙ্ঘের একজন ভ্রাতারও নেই। আমার সঙ্ঘের পাঁচশো ভ্রাতার মধ্যে, এমনকী যে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে তাকেও অধঃপতন থেকে রক্ষা করে চরম সত্যে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তখন মহিমান্বিত প্রভু তাঁর সঙ্ঘের ভাইদের বললেন, "এখন এসো ভ্রাতাগণ, আমি তোমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, সমস্ত যৌগিক বস্তুর-ই ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো।"

১৯. মহিমান্বিত প্রভুর এগুলিই ছিল শেষ কথা।

৪. আনন্দের মর্মযন্ত্রণা

১. বয়োবৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহিমান্বিত প্রভুকে দেখাশোনা করার জন্য একজন ব্যক্তিগত সহকারীর প্রয়োজন হল।

২-৩. তাঁর প্রথম পছন্দ ছিল নন্দ। নন্দের পর তিনি ব্যক্তিগত সহকারী হিসাবে আনন্দকে বেছে নেন। আনন্দ আমৃত্যু এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আনন্দ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সহকারী ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রভুর প্রিয় সঙ্গী।

৪-৫. কুশিনারায় এসে মহিমান্বিত প্রভু যখন শালবীথিতে বিশ্রাম করছিলেন, তখন তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর শেষদিন এগিয়ে আসছে। তখন

আনন্দকে বিশ্বাস করে বললেন, দেখো আনন্দ, রাত্রির তৃতীয় প্রহরে, কুশিনারার উপবনে, যুগ্ম শাল-বৃক্ষের মাঝখানে তথাগতের প্রয়াণ ঘটবে।

৬. যখন তিনি এ-কথা বললেন, তখন সন্ন্যাসী আনন্দ মহিমান্বিত প্রভুর উদ্দেশে নিবেদন করলেন, "হে প্রভু, অসংখ্য মানুষের সুখের জন্য, এই বিশ্বের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে অনুগ্রহ করে কল্প পর্যন্ত আপনি থাকুন।"

৭-৮. তিনবার সন্ন্যাসী আনন্দ এই আবেদন জানালেন। "যথেষ্ট হয়েছে, আনন্দ তথাগতকে মিনতি করো না, কারণ এই অনুরোধ করার সময় চলে গেছে," উত্তর দিলেন প্রভু। তিনি বললেন "আনন্দ, আমার বয়স হয়েছে, দিন ফুরিয়ে এসেছে। আমি আমার জীবনের অন্তিমলগ্নে এসে পৌঁছেছি। আশি বছর বয়স হয়েছে আমার। যেমন দীর্ঘ ব্যবহারের ফলে গো-যান ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে, তেমনই ভেবে নাও, তথাগতের দেহেরও সেই পরিণতি ঘটছে।" এ-কথা শোনার পর আনন্দ প্রস্থান করলেন।

৯-১০. আনন্দকে বেশ কিছুক্ষণ না দেখে মহিমান্বিত প্রভু সঙ্ঘের অন্যদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "আনন্দ কোথায়!" তাঁরা জানালেন, "সন্ন্যাসী আনন্দ, শোকে বিলাপ করছেন।" তখন মহিমান্বিত প্রভু সঙ্ঘের একজন ভ্রাতাকে ডেকে বললেন, যাও ভাই, আনন্দকে আমার নাম করে বলো যে আমি তাকে ডাকছি।

১১. "যথা আজ্ঞা প্রভু।" বললেন সেই ভাই।

১২. আনন্দ ফিরে এসে প্রভুর পাশে আসন গ্রহণ করলেন।

১৩. মহিমান্বিত প্রভু তখন সন্ন্যাসী আনন্দকে বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে আনন্দ, শান্ত হও, ক্রন্দন করো না। অতীতে অনেকবার আমি কী তোমাদের বলিনি যে, প্রকৃতির নিয়ম-ই হল এই যে, সময় এলে আমাদের আশপাশের অতি প্রিয়জনকে ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হয়, প্রিয়জনদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়।"

১৪-১৫. "দীর্ঘদিন ধরে তুমি আমার ঘনিষ্ঠ আনন্দ, তোমার প্রতি আমার অসীম ভালবাসা। তুমি অত্যন্ত ভাল কাজ করেছ, আনন্দ। তোমার কাজে তুমি একনিষ্ঠ থাকো, তা হলেই তুমি কামনা-বাসনা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য মোহ এবং অজ্ঞানতার মতো অশুভ অবস্থা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারবে।

১৬-১৭. এর পর মহিমান্বিত প্রভু, সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে আনন্দ সম্পর্কে বললেন, "আনন্দ একজন সত্যিকারের জ্ঞানী ব্যক্তি। সে জানে তথাগতের কাছে

যাওয়ার প্রকৃত সময় কখন। সঙ্ঘের ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, ধার্মিক পুরুষ ও মহিলা, রাজা, রাজমন্ত্রী, শিক্ষক এবং তাঁর শিষ্যদের তথাগতের কাছে যাওয়ার উপযুক্ত সময় কখন, তা আনন্দের জানা আছে।”

১৮. “ভ্রাতাগণ, আনন্দ সম্পর্কে চারটি বিশেষ গুণ উল্লেখযোগ্য।”

১৯. “প্রত্যেকেই আনন্দের কাছে গেলে সুখী হয়। তার স্পর্শ পেলে আনন্দিত হয়। তার কথা শুনে তৃপ্তি পায় এবং আনন্দ যখন নীরব থাকে তখন তারা অস্বস্তি অনুভব করে।”

২০. এর পর আনন্দ আবার তথাগতের প্রয়াণ প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন। মহিমান্বিত প্রভুকে উদ্দেশ্যে করে তিনি বললেন, জঙ্গলের মধ্যে এই ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত শহরে প্রভুর প্রয়াণ ঘটা যথাযথ হতে পারে না। চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কোশাম্বি অথবা বারাণসীর মতো কোনও বৃহৎ নগরীতে প্রভুর মহাপ্রয়াণ ঘটা যথাযথ হবে।”

২২. প্রভু বললেন, “এমন কথা বোলো না আনন্দ, এমন কথা বোলো না। এই কুশিনারা ছিল রাজা মহা-সুদস্সনর রাজধানী। তখন এর নাম ছিল কেশবতী।

২২-২৩. তখন মহিমান্বিত প্রভু, আনন্দকে দুটি দায়িত্ব দিলেন। তিনি বললেন, “দেখো, এমন ধারণা যেন না ছড়ায় যে, চুন্দর দেওয়া খাদ্য গ্রহণ করেই মহিমান্বিত প্রভুর জীবনাবসান হয়েছে। তাঁর আশঙ্কা ছিল চুন্দ এর ফলে বিপদে পড়তে পারে। সাধারণ মানুষের মন তাই সেদিক থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য তিনি আনন্দকে দায়িত্ব দিলেন।

২৪-২৫. আনন্দকে তিনি আর একটি দায়িত্ব দিলেন। তিনি বললেন, “কুশিনারার মল্লদের খবর দাও মহিমান্বিত প্রভু এসেছেন এবং রাত্রির শেষ প্রহরে তাঁর প্রয়াণ ঘটবে। তুমি তোমার বিরুদ্ধে কোনও সমালোচনার অবকাশ রেখো না। কারণ মল্লরা বলতে পারে, আমাদের জনপদে তথাগতের প্রয়াণ ঘটল অথচ আমরা জানতে পারলাম না অথবা তাঁকে আমরা শেষবারের মতো দেখার সুযোগ পেলাম না।”

২৬-২৮. এর পর সন্ন্যাসী অনুরুদ্ধ ও সন্ন্যাসী আনন্দ বাকি রাত ধর্মীয় আলোচনা করে কাটালেন। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে পূর্বঘোষণা অনুযায়ী মহিমান্বিত প্রভু শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। মহিমান্বিত প্রভুর যখন জীবনাবসান ঘটল,

সঙ্ঘের ভ্রাতাগণ ও সন্ন্যাসী আনন্দ রোদন করতে লাগলেন। কেউ মাটিতে পড়ে বিলাপ করতে করতে বললেন, "এত শীঘ্র কেন মহিমান্বিত প্রভুর জীবনাবসান ঘটলো। এত শীঘ্র কেন সুখী মানুষটির জীবনদীপ নির্বাপিত হল? কেন এত তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে আলো চলে গেল?"

২৯. বৈশাখী পূর্ণিমার মধ্যরাতে মহিমান্বিত প্রভুর জীবনাবসান ঘটল। খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৩তে তাঁর মৃত্যু হয়।

৩০. পালি গ্রন্থে সত্য-সত্যই বলা হয়েছে :

Diva tapati addicco
Ratin abhati candima;
Sannaddho khathio tapati
Jhayi tapati brahamano ;
Atha Sabbain ahorattain
Buddho tapati tejasa.

৩১-৩২. অর্থাৎ সূর্য দিনেই ঝলমল করে, রাত্রে চন্দ্র উজ্জ্বল হয়। সশস্ত্র অবস্থাতে যোদ্ধার এবং ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ব্রাহ্মণের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বুদ্ধ, দিনরাত সর্বক্ষণ তাঁর বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল থাকেন। তিনি ছিলেন পৃথিবীর আলো।

৫. মল্লদের শোক এবং ভিক্ষুর আনন্দ

১-২. মহিমান্বিত প্রভুর অন্তিম ইচ্ছে অনুযায়ী, সন্ন্যাসী আনন্দ গিয়ে মল্লদের বিস্তারিত সব জানালেন। প্রভুর জীবনাবসানের সংবাদে মল্লগণ, তাঁদের স্ত্রী-পুত্র পরিবার সকলেই শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

৩. এঁদের মধ্যে কেউ কেউ চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে রোদন করতে লাগলেন।

৪-৮. মল্লরা তাঁদের পরিবারবর্গকে নিয়ে উপবর্ত্তনে শালবনে গেলেন মহিমান্বিত প্রভুকে শেষ দর্শনের জন্য। তখন সন্ন্যাসী আনন্দ চিন্তা করলেন যে, প্রভুর মরদেহে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য কুশিনারার মল্লদের যদি একজন করে অনুমতি দেওয়া হয় তবে দীর্ঘ সময় লাগবে। অতএব তিনি প্রতিটি পরিবারকে একটি গোষ্ঠীতে ভাগ করে প্রভুর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা জানানোর ব্যবস্থা করলেন। প্রতিটি পরিবার প্রভুর পদপ্রান্তে শ্রদ্ধা জানিয়ে চলে

গেলেন। এই সময় সন্ন্যাসী মহাকাশ্যপ তাঁর সম্প্রদায়ের অনেক সন্ন্যাসীকে নিয়ে সড়কপথে পাবা থেকে কুশিনারায় যাচ্ছিলেন। উলটোদিক থেকে একজন নগ্ন সন্ন্যাসী সড়ক ধরে পাবায় আসছিলেন।

৯. সন্ন্যাসী মহাকাশ্যপ দূর থেকে তাঁকে দেখে তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হে মিত্র! নিশ্চয়-ই তুমি আমাদের প্রভুকে জানো!"

১০. "হ্যাঁ মিত্র, আমি তাঁকে জানি—আজ এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হল শ্রমণ গৌতম দেহত্যাগ করেছেন।"

১১-১৩. এই দুঃসংবাদ শোনামাত্র সম্প্রদায়ের সকল সদস্য শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে রোদন করতে লাগলেন। এখন, একজন ভ্রাতা সুভদ্দ যিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন, তিনি একপাশে বসে ছিলেন। এই সুভদ্দ সম্প্রদায়ের ভ্রাতাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে! ভ্রাতাগণ রোদন করো না, শোকাচ্ছন্ন হওয়ারও কোনও কারণ নেই। শ্রমণ গৌতম চলে গিয়ে আমাদের ভাল হয়েছে। আমাদের যখন এসব বলা হত যে, এটা তোমাদের করা উচিত আর এটা তোমাদের করা উচিত নয়—তখন আমরা ক্রুদ্ধ হতাম। কিন্তু এখন আমাদের যা খুশি তাই করতে পারি এবং যা আমাদের পছন্দ নয় তা আমাদের করতে হবে না। তাঁর পরিনির্বাণ কী আমাদের পক্ষে ভাল নয়! কেন রোদন করছ, কেন শোক করছ? এ তো আমাদের আনন্দের বিষয়।"

১৪. এমনই কঠোর নিয়মানুবর্তিতাপ্রিয় ছিলেন মহিমান্বিত প্রভু।

৬. শেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান

১-২. কুশিনারার মল্লরা এবার সন্ন্যাসী আনন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, "তথাগতের ভস্মাবশেষ নিয়ে কী করা উচিত?" আনন্দ জবাব দিলেন, "রাজাদের রাজার ভস্মাবশেষের প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখানো হয়, তথাগতের ভস্মাবশেষের প্রতিও সেই মর্যাদা দেখানো উচিত।"

৩-৪. রাজার রাজার ভস্মাবশেষের প্রতি মানুষ কী আচরণ করে? মল্লরা জানতে চাইলেন। সন্ন্যাসী আনন্দ তাঁদের বললেন, "রাজার রাজার মরদেহ নতুন বস্ত্রে প্রথমে মুড়ে, দেওয়া হয়। এর পর মরদেহ তুলো দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়। আবার মরদেহ ঢেকে দেওয়া হয় কাপড়ে। এমনি করে পাঁচশোবার কাপড় ও তুলো দিয়ে মরদেহ ঢেকে দেওয়া হয়। এর পর তারা মরদেহ একটি লৌহ-নির্মিত তৈলপাত্রে রেখে অপর একটি লৌহ-নির্মিত তৈলপাত্র

দিয়ে ঢাকা দেয়। তারপর তারা চিতাপ্রস্তুত করে। এইভাবেই রাজার রাজার ভস্মাবশেষের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।"

৫-৮. "তবে তাই হোক, মল্লরা বললেন। কুশিনারার মল্লরা আরও বললেন, মহিমান্বিত প্রভুর মরদেহ আজকেই দাহ করা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।" আগামীকাল তাই অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার আয়োজন করা হোক। অতএব তাঁরা তাঁদের অনুচরদের নির্দেশ দিলেন, "তথাগতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করো। সেইসঙ্গে ফুল, সুগন্ধি এবং কুশিনারার যন্ত্রশিল্পীদেরও নিয়ে এসো। কিন্তু মন্ত্রোচ্চারণ, স্তব, সঙ্গীত ও নৃত্য সহযোগে পুষ্প ও সুগন্ধি দিয়ে তথাগতের দেহের পূজা করতে গিয়ে তাঁরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন তো বটেই, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দিনও পার করে দিলেন।

৯. সপ্তম দিনে কুশিনারার মল্লরা চিন্তা করলেন যে, "আজ মহিমান্বিত প্রভুর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হোক।"

১০. মল্লদের আটজন প্রধান তখন সপ্তম দিনে স্নান করে, নতুন বস্ত্র পরিধান করে মহিমান্বিত প্রভুর মরদেহ বহন করতে প্রস্তুত হলেন।

১১. মাকুতা-বন্ধন নামে পবিত্র স্থানে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হল। নগরীর পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত এই পবিত্র স্থানে মহিমান্বিত প্রভুর মরদেহ চিতায় শায়িত রেখে অগ্নিসংযোগ করা হল।

১২. কিছুক্ষণ পরে মহিমান্বিত প্রভুর মরদেহ ভস্মে পরিণত হল।

৭. ভস্ম নিয়ে বিবাদ

১. মহিমান্বিত প্রভুর মরদেহ ভস্মীভুত হওয়ার পর কুশিনারার মল্লরা তা সংগ্রহ করে তা তাঁদের পরিষদ কক্ষে রাখলেন। ভস্মাধারের চারপাশে বল্লম ও তীর ধনুকের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হল, যাতে কেউ কোনও অংশ চুরি করতে না পারে।

২. আবার সাতদিন ধরে মল্লরা পুষ্প, সুগন্ধি এবং সঙ্গীত নৃত্যের সাহায্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন।

৩-৪. এখন মগধের রাজা অজাতশত্রুর কাছে বার্তা পৌঁছল যে, মহিমান্বিত প্রভু কুশিনারায় দেহত্যাগ করেছেন। তিনি তখন প্রভুর চিতাভস্মের কিছু অংশ মগধে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানিয়ে মল্লদের কাছে বার্তাবহ পাঠালেন।

৫. একই ভাবে বৈশালীর লিচ্ছবি, কপিলাবস্তুর শাক্য, অল্লকপ্প বুলি, রামগ্রামের কোলীয় এবং পাবার মল্লদের কাছ থেকেও বার্তাবহ এল।

৬-৭. বেঠদ্বীপের এক ব্রাহ্মণও পবিত্র ভস্মের অংশবিশেষ চাইলেন। কুশিনারার মল্লরা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর এই দাবি শোনার পর বললেন, "মহিমান্বিত প্রভু আমাদের গ্রামে দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর চিতাভস্মের কোনও অংশ আমরা কাউকে দেব না। চিতাভস্মের সবটাই আমাদের।"

৮. পরিস্থিতি ক্রমশই উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠছে দেখে দ্রোণ নামে এক ব্রাহ্মণ মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন, "শুনুন মহাশয়গণ, আমার একটা কথা শুনুন।"

৯. দ্রোণ বললেন, "বুদ্ধ আমাদের ক্ষান্তির মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন। যিনি ছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, তাঁর চিতাভস্মের ভাগ নিয়ে বিবাদ করা আমাদের পক্ষে অশোভন হবে। এর ফলে দ্বন্দ্ব বাড়বে, যুদ্ধ ও সংঘাত শুরু হবে।

১০-১১. "অতএব, মহাশয়গণ আসুন, মৈত্রী ও প্রীতিপূর্ণ মনোভাব নিয়ে আমরা চিতাভস্মকে আট ভাগে ভাগ করি। তারপর যেসব জায়গায় মানুষ আলোকদীপ্ত প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধায় আকুল, সেইসব জায়গায় স্তূপ তৈরি করি।" কুশিনারার মল্লরা তখন এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে বললেন, "হে ব্রাহ্মণ আপনি তা হলে নিজে প্রভুর চিতাভস্মের আটটি সমান ভাগে ভাগ করে দিন?"

১২-১৪. ব্রাহ্মণ দ্রোণ তৎক্ষণাৎ তাঁর সম্মতি জানিয়ে বলবেন, "তাই হোক।" এবং মহিমান্বিত প্রভুর পবিত্র চিতা-ভস্ম আট ভাগে বিভক্ত করলেন। ভাগ করার পর ব্রাহ্মণ দ্রোণ তাঁদের বললেন, "মহাশয়গণ, আমাকে এই পাত্রটি দিন। এর ওপর আমি স্তূপ নির্মাণ করব।"

১৫-১৬. সকলে তখন তাঁর আবেদন মেনে নিলেন। এইভাবে মহিমান্বিত প্রভুর পবিত্র চিতাভস্ম ভাগ করা হল এবং শান্তিপূর্ণ ও সকলের গ্রহণযোগ্য পথে বিবাদের মীমাংসা ঘটল।

৮. বুদ্ধের প্রতি আনুগত্য

১. শ্রাবস্তী ছিল এইসব ঘটনার পটভূমি

২. শ্রাবস্তী নগরে বুদ্ধের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের বাসনায় বেশ কয়েকজন সন্ন্যাসী মহিমান্বিত প্রভুর জন্য একটি সন্ন্যাসীর পোশাক প্রস্তুত করেছিলেন।

তাঁদের ধারণা ছিল যে, তিন মাস পরে যখন প্রভু এই নগরে আসবেন তখন এই পোশাক তৈরি হয়ে যাবে।

৩. সে সময় ঈশিদত্ত ও পুরাণ নামে রাজ সংসারের দুই অমাত্য তাঁদের বিশেষ কাজের জন্য সাধুকায় অবস্থান করেছিলেন। তাঁরা খবর পেলেন যে, বেশ কয়েকজন সন্ন্যাসী মহিমান্বিত প্রভুর জন্য পোশাক তৈরি করছেন এবং তাঁদের ধারণ, হল যে, তিন মাসের মধ্যে প্রভুর নগর পরিদর্শনের সময় এই পোশাক তৈরি হয়ে যাবে।

৪-৬. তখন ঈশিদত্ত ও পুরাণ তাঁদের দু'জন কর্মচারীকে রাজপথের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে নির্দেশ দিয়ে বললেন, "যখনই মহিমান্বিত প্রভু, অর্হৎ-কে আসতে দেখবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খবর দেবে।" দু-তিনদিন অপেক্ষা করার পর লোকটি দেখল যে, মহিমান্বিত প্রভু আসছেন। প্রভু যখন কিছুটা দূরে রয়েছেন তখন লোকটি গিয়ে দুই অমাত্য ঈশিদত্ত ও পুরাণকে জানাল যে, "আমার প্রভু, আলোকদীপ্ত অর্হৎ আসছেন। এখন আপনারা যা করতে চান তাই করুন।" দুই অমাত্য ঈশিদত্ত ও পুরাণ তখন মহিমান্বিত প্রভুর কাছে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানালেন এবং পদে পদে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

৭-৮. মহিমান্বিত প্রভু এবার প্রধান সড়ক ছেড়ে একটি গাছের নিচে গিয়ে সেখানে আসন গ্রহণ করলেন। ঈশিদত্ত ও পুরাণ প্রভুকে অভিবাদন জানিয়ে তাঁর দু'পাশে আসন গ্রহণ করে প্রভুকে বললেন, "প্রভু, যখন আমরা শুনলাম যে মহিমান্বিত প্রভু কোশল রাজ্যে সেখানকার অধিবাসীদের কাছে যাবেন তখন আমরা খুব-ই নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম, মহিমান্বিত প্রভু আমাদের থেকে অনেক দূরে চলে যাবেন। তারপর যখন শুনলাম যে, কোশল রাজ্যে যাওয়ার জন্য মহিমান্বিত প্রভু শ্রাবস্তী নগর থেকে যাত্রা শুরু করেছেন তখন আমরা এই ভেবে ভেঙে পড়েছিলাম যে, প্রভু আমাদের থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন।"

৯-১১. "আবার, যখন আমরা শুললাম যে, মহিমান্বিত প্রভু কোশল রাজ্যের নাগরিকদের কাছ থেকে মল্লদের কাছে যাচ্ছেন, তখনও আমরা নিরাশ হয়েছিলাম। তারপর আমরা শুনলাম মহিমান্বিত প্রভু মল্লদের কাছ থেকে বজ্জী, বজ্জী থেকে কাশী এবং কাশী ছেড়ে মগধের জনগণের কাছে যাবেন—আমরা নিরাশ হয়েছিলাম।"

১২-১৩."কিন্তু যখন আমরা শুনলাম যে, মহিমান্বিত প্রভু মগধ ছেড়ে কাশীর উদ্দেশে রওনা হচ্ছেন, আমরা আনন্দিত হয়েছিলাম এই ভেবে যে, মহিমান্বিত প্রভু আমাদের কাছে আসছেন। প্রভুর কাশীর উদ্দেশে যাত্রা করার সংবাদ আমাদের উল্লসিত করেছিল।"

১৪-১৬."কিন্তু যখন আমরা শুনলাম যে, মহিমান্বিত প্রভু কোশল থেকে শ্রাবস্তী যাবেন তখন আমরা আনন্দিত হলাম এই ভেবে যে, প্রভু আমাদের অনেক কাছে আসছেন। তারপর আমরা শুনলাম যে, মহিমান্বিত প্রভু শ্রাবস্তী নগরে জেতবনে, অনাথপিণ্ডিকের উদ্যানে অবস্থান করছেন। এই সংবাদে আমরা দারুণভাবে আনন্দিত হয়ে উঠলাম যে, প্রভু আমাদের খুব নিকটে এসে পৌঁছেছেন।"

□ □ □

পর্ব-১৭

তাঁর ব্যক্তিত্ব

অংশ ১

১. বুদ্ধের বাহ্য রূপ
২. প্রত্যক্ষদর্শীর কথা

অংশ ২

১. তাঁর করুণা : মহা কারুণিক
২. যন্ত্রণার উপশম
৩. অসুস্থ মানুষের প্রতি তাঁর উদ্বেগ
৪. অসহনীয়ের প্রতি সহনশীলতা
৫. সাম্য ও সকলের প্রতি সমান আচরণ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা

অংশ ৩

১. দারিদ্র্যের প্রতি বিরাগ
২. গ্রাস করার প্রবৃত্তি সম্পর্কে তাঁর বিরাগ
৩. তাঁর সৌন্দর্যপ্রীতি
৪. সুন্দরের প্রতি তাঁর অনুরাগ
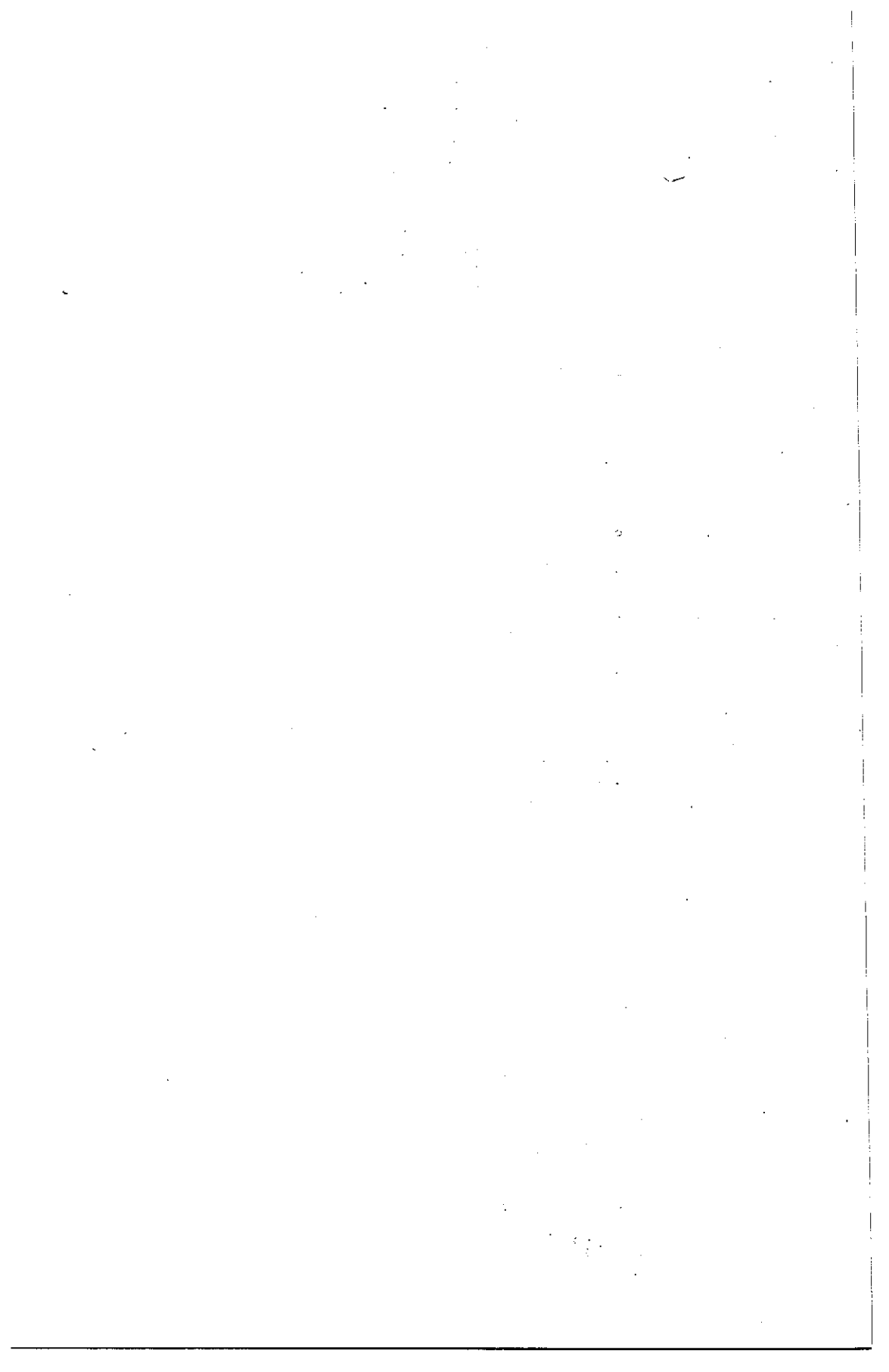
অংশ ১

বুদ্ধের বাহ্যরূপ

১. সবদিক থেকেই মহিমান্বিত প্রভু ছিলেন একজন সুপুরুষ ব্যক্তি।

২-৩. স্বর্ণাভ পর্বতশৃঙ্গের মতো তাঁর আকৃতি ছিল। তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী সুগঠিত এবং সুমধুর ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁর দীর্ঘ বাহু, সিংহের ন্যায় চলনভঙ্গি, আয়ত চক্ষু, স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল তাঁর সৌন্দর্য, প্রশস্ত বক্ষ তাঁর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

৪-৫. তাঁর ভ্রূ, ললাট, মুখমণ্ডল অথবা তাঁর চক্ষু, শরীর, হাত, পদপল্লব চলনভঙ্গি—যে কোনও অংশের প্রতি কারও দৃষ্টি পড়লেই তার চোখ আটকে যেত। তাঁর সৌন্দর্য, তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং বলিষ্ঠ উপস্থিতি সকলকে ছাপিয়ে যেত। যিনিই তাঁকে দেখুন না কেন, তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারতেন না।

৬-৭. পথিক তাঁকে দেখামাত্র দাঁড়িয়ে পড়তেন, দর্শনপ্রার্থীরা তাঁকে অনুসরণ করতেন, যিনি ধীরে চলতেন, তাঁকে দেখামাত্র তাঁরা দ্রুত এগিয়ে আসতেন, উপবিষ্ট ব্যক্তি উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াতেন। যারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন, তারা প্রভুকে হাতজোড় করে শ্রদ্ধা জানাতেন, কেউ মাথা নত করে প্রভুকে অভিবাদন জানাতেন, কেউ মিষ্টভাষণে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। এমন কেউ ছিলেন না যিনি প্রভুকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে চলে যেতেন।

৮-১০. প্রত্যেকেই তাঁকে ভালবাসতেন। শ্রদ্ধা করতেন, নর-নারী সকলেই আগ্রহ নিয়ে তাঁর কথা শুনতেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল গম্ভীর অনুনাদশীল, সেইসঙ্গে সুমিষ্ট। তাঁর ভাষণ ছিল স্বর্গীয় সঙ্গীতের তুলনীয়। তাঁর বাচনভঙ্গি শ্রোতাকে আবিষ্ট করে রাখত, তাঁর দৃষ্টি সম্ভ্রম জাগাত। তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁকে শুধুমাত্র নায়ক করে তোলেনি, তাঁর অনুগামীদের হৃদয়ও জয় করে নিয়েছিল। তাঁর কথা শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। তিনি কী বলছেন, সেটা বড় কথা ছিল না। শ্রোতার আবেগকে তিনি তাঁর ইচ্ছেমতন পরিচালনা করতে পারতেন। তিনি যা বলছেন তাই যথার্থ, শ্রোতাদের মনে শুধু এমন মনোভাব গড়ে তুলতে পারতেন তাই নয়, তাঁর কথা শ্রোতাদের মনে মুক্তির ভাব জাগিয়ে তুলত। তাঁর শ্রোতারা এমন সত্যের সন্ধান পেতেন, যা মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্তির পথের সন্ধান দেয়। তিনি যখন পুরুষ

ও মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতেন, তাঁর পবিত্র দৃষ্টি শ্রোতাদের অনুপ্রাণিত করত। তাঁর সুন্দর কণ্ঠস্বর শ্রোতাদের ভাবাবেশে বিহ্বল করে তুলত।

১৮. দস্যু অঙ্গুলিমাল অথবা অতাবি'র নরমাংসভোজীর জীবনে কে পরিবর্তন এনেছিলেন? কে পারতেন শুধু একটিমাত্র কথা বলে রাজা ও রানি মল্লিকার মধ্যে পুনর্মিলন ঘটাতে! তাঁর কাছে যাওয়া মানে ছিল চিরকালের জন্য তাঁর প্রতি আবিষ্ট থাকা, এমনই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব।

২. প্রত্যক্ষদর্শীর কথা

১. তাঁর জীবদ্দশায় যাঁরা তাঁকে দেখেছেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন তাঁদের দেওয়া বিবরণ থেকে এই চিরাচরিত ধারণার উৎপত্তি।

২-৭. সেল নামে এমনই একজন প্রত্যক্ষদর্শী ব্রাহ্মণ ছিলেন। মহিমান্বিত প্রভুর সঙ্গে একবার এই ব্রাহ্মণের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়। প্রভুর কাছে উপস্থিত হয়ে ঐ ব্রাহ্মণ অভিবাদন জানিয়ে আসন গ্রহণ করলেন এবং প্রভুর সারা দেহে মহামানবের দুশো তিরিশটি চিহ্ন পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। দুশো তিরিশটি চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও সালে তখনও জানতেন না সত্যিই তিনি আলোকপ্রাপ্ত কী না। কিন্তু প্রবীণ ব্রাহ্মণ এবং শিক্ষকদের কথা তাঁর মনে পড়ল যে, যিনি অর্হৎ, যিনি আলোকপ্রাপ্ত, তিনি প্রশংসিত হলে নিজেকে মেলে ধরেন। অতএব তিনি প্রভুর স্তুতি করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি বললেন, "প্রভু আপনার অসামান্য সুন্দর দেহ, প্রতিটি অঙ্গ এবং দেহের প্রতিটি চিহ্ন মহামানবের পরিচয় বহন করছে। আপনার আয়তচক্ষু, সূর্যের ন্যায় তেজোদীপ্ত আকর্ষণীয় দেহ—আপনি কেন সন্ন্যাসীর জীবন বেছে নিয়ে এই সৌন্দর্যের অপচয় করছেন?" সারা বিশ্বের রাজা হয়ে রাজাদের রাজার মতো সার্বভৌম ক্ষমতার অধীশ্বর হয়ে আপনার উচিত মানবজাতিকে শাসন করা।

৮. আনন্দ প্রভুর গাত্রবর্ণের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, "এই বর্ণ এতটাই উজ্জ্বল ছিল যে, সোনার চাদরে যখন তাঁর দেহ ঢেকে দেওয়া হল তখন মনে হল স্বর্ণ তার ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলেছে।"

৯. এতে আশ্চর্য হওয়ার তাই কিছুই নেই, যখন তাঁর শত্রুরা বলেন, "তিনি হলেন মোহন রূপের অধিকারী।"

তাঁর নেতৃত্বদানের ক্ষমতা

১. সঙ্ঘের কোনও নির্দিষ্ট প্রধান ছিল না। সঙ্ঘের ওপর মহিমান্বিত প্রভুর কোনও কর্তৃত্ব ছিল না। সঙ্ঘ ছিল একটি স্ব-শাসিত সংস্থা।

২-৩. তা হলে সঙ্ঘ এবং তার সদস্যদের কাছে মহিমান্বিত প্রভুর কী স্থান ছিল! এক্ষেত্রে মহিমান্বিত প্রভুর সমসায়মিক সুকুলদায়ী এবং উদায়ীর নিদর্শন আমাদের কাছে রয়েছে।

৩-৬. রাজগৃহের বেণুবনে প্রভু একসময় অবস্থান করছিলেন। একদিন প্রভাতে ভিক্ষার জন্য বেরিয়ে অনুভব করলেন যে, তিনি বেশ কিছু সময় আগে বেরিয়ে পড়েছেন। তখন তিনি পরিব্রাজকদের প্রমোদ-উদ্যানে সুকুলদায়ীর-এর কাছে যাওয়া স্থির করলেন। সুকুলদায়ী তখন পরিব্রাজকদের সঙ্গে বসে নানা বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। সেখানে খুব চিৎকার হচ্ছিল।

৭. সুকুলদায়ী যখন দূর থেকে দেখলেন যে, প্রভু আসছেন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদের বললেন, "মহাশয়গণ, আপনারা নীবরতা পালন করুন। হই-হট্টগোল করবেন না, কারণ সন্ন্যাসী গৌতম আসছেন। তিনি নীরবতা পছন্দ করেন।"

৮. প্রভু এসে উপস্থিত হওয়ার আগেই সকলে শান্ত হয়ে পড়লেন। সুকুলদায়ী তখন বললেন, "আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আমি প্রভুকে অনুরোধ জানাচ্ছি। সত্যিই তিনি বরণীয়। দীর্ঘদিন পরে তিনি এখানে আসার সময় পেলেন। অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন।"

৯. প্রভু আসন গ্রহণ করে সুকুলদায়ীকে জিজ্ঞেস করলেন, "তাঁরা কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন।"

১০. সুকুলদায়ী জবাব দিলেন, "আপাতত ঐ বিষয় নিয়ে আলোচনা বন্ধ থাক, পরে আপনি তা সহজেই জানতে পারবেন।"

১১. সাম্প্রতিককালে সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণগণ যখন আলোচনা কক্ষে মিলিত হতেন তখন প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল অঙ্গ ও মগধের জনগণের পক্ষে ভাল অথবা খুব ভাল কী— সেইসব সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত সুপরিচিত এবং প্রখ্যাত গুরু ছিলেন। জনগণের কাছে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। এঁদের অনেকেই বর্ষাকালে রাজগৃহে এসে সমবেত হতেন।

১২. পুরণ কস্‌সপ, মক্‌খলি গোসাল, অজিত কেসকম্বল, পকুধ কচ্চায়ন, সঞ্জয় বেলট্‌ঠপুত্ত, নির্গ্রন্থদের নট-পুত্ত প্রমুখ জ্ঞানীগুণীরা এখানে এসে সমবেত হতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সন্ন্যাসী গৌতম, তাঁর অনুগামী সঙ্ঘের প্রধান হিসাবে। যিনি একজন প্রখ্যাত গুরু ও পথপ্রদর্শক হিসাবে, রক্ষাকারী ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

১৩-১৫. এখন এইসব প্রখ্যাত গুরু, ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে কে সকল অনুগামীর শ্রদ্ধা পেয়েছেন। শ্রদ্ধা ও সম্মানের কোন হিসাবে অনুগামীরা তাঁর সঙ্গে থাকতেন। কয়েকজন বললেন, পুরণ কস্‌সপ কখনও শ্রদ্ধাভক্তি পাননি। শিষ্যদের কাছে তিনি সম্ভ্রমের পাত্র ছিলেন না। একসময় তিনি যখন তাঁর অনুগামীদের কাছে তাঁর মতবাদ প্রচার করছিলেন, তখন একজন গুরু চিৎকার করে উঠেছিলেন—"তোমরা পুরণ কসসপকে কিছু জিজ্ঞেস করো না, কারণ তিনি কিছু জানেন না—বরং আমাকে জিজ্ঞেস করো—আমি সবকিছু ব্যাখ্যা করে দেব।"

১৬. পুরণ কস্‌সপ তখন দু'হাত প্রসারিত করে মিনতি করেছিলেন, "তোমরা সকলে শান্ত হও, গোলযোগ করো না।"

অংশ ২

১. তাঁর করুণা—মহা কারুণিক

১. মহিমান্বিত প্রভু একবার যখন শ্রাবস্তী নগরে বসবাস করছিলেন, সেই সময় একদিন ভিক্ষুরা এসে তাঁকে জানালেন যে, দেবরা ধ্যানে বিঘ্ন সৃষ্টি করে সবসময় তাঁদের হয়রানি করছে।

২-৭. ভিক্ষুদের হয়রানির কথা শুনে মহিমান্বিত প্রভু বললেন, "যে ধার্মিক এবং ধ্যানের উদ্দেশ্যে সেই শান্ত স্তরে পৌঁছতে চায়, তাকে দক্ষ হতে হবে এবং সেই সঙ্গে শান্ত ও বিনীত হয়ে স্পষ্ট করে নিজের কথা বলতে হবে। প্রভু আরও নির্দেশ দিলেন, যে, কলহ বিবাদ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে ধার্মিক ভিক্ষুকে সংযম বজায় রেখে সুবিবেচনাপূর্ণ হয়ে লোভ ত্যাগ করে সরল জীবনযাপন করতে হবে। অন্য জ্ঞানী ব্যক্তিরা ভর্ৎসনা করতে পারে এমন তুচ্ছ কাজ করা তার উচিত নয়। প্রতিটি মানুষের সুখ, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি তাকে কামনা করতে হবে। দুর্বল অথবা শক্তিশালী, দীর্ঘদেহী, বলিষ্ঠ অথবা খর্বকায়, বড়-ছোট সকলের প্রতি তাকে

সমান আচরণ করতে হবে। দেখা-অদেখা, দূর অথবা কাছের মানুষ, যাদের জন্ম হয়েছে অথবা যারা এখন জন্মগ্রহণ করেনি, ধার্মিক ভিক্ষুকে তাদের সকলের সুখ কামনা করতে হবে।

৮. ধার্মিক ভিক্ষুকে দেখতে হবে, "কেউ যেন কাউকে প্রতারণা না করে, কাউকে যেন কোনও সময় অবজ্ঞা না করা হয়, ক্রোধ অথবা কু-চিন্তার বশবর্তী হয়ে কেউ যেন কারুর ক্ষতি না করে।

৯-১২. মা যেমন তাঁর জীবন দিয়েও তাঁর সন্তানকে রক্ষা করেন, তেমনই সমস্ত জীবের প্রতি ধার্মিক ভিক্ষুকে হৃদয়বান হতে হবে। সবরকম বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে ধার্মিক ভিক্ষুকের সকল জীবের প্রতি প্রেম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে। যখন সে কথা বলবে, বসবে, শয়ন করবে, অর্থাৎ যতক্ষণ সে জেগে থাকবে ততক্ষণ তাকে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে যাতে সকলে মনে করে এখানে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিটি বাস করেন। জ্ঞানী ও অন্তর্দৃষ্টিতে আলোক প্রাপ্তহওয়ার জন্য মোহগ্রস্ত না হলে ধার্মিক ভিক্ষুকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হবে না।

১৩. সংক্ষেপে প্রভু ভিক্ষুদের নির্দেশ দিলেন, "তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবাসো।"

২. যন্ত্রণার উপশম

(i) বিশাখাকে সান্ত্বনা

১-৫. বিশাখা ছিলেন একজন উপাসিকা। প্রতিদিন নিয়মমতো তিনি ভিক্ষুদের ভিক্ষা দিতেন। একদিন তাঁর পৌত্রী সুদ্দত অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হল। বিশাখা এই শোক সহ্য করতে পারলেন না। পৌত্রীর শেষকৃত্য সম্পন্ন করার পর বিশাখা বুদ্ধের কাছে গেলেন এবং অশ্রুসজল চোখে তাঁর একপাশে আসন গ্রহণ করলেন। মহিমান্বিত প্রভু বললেন, "বিশাখা, তুমি ওখানে অত্যন্ত বিমর্ষভাবে অশ্রু বিসর্জন করছ কেন? কী হয়েছে?

৬-৭. বিশাখা জানালেন, তাঁর পৌত্রীর মৃত্যুর কথা। বললেন, "তার মতো কর্তব্যপরায়ণা বালিকা আমি আর দেখিনি। প্রভু জিজ্ঞেস করলেন, "বিশাখা, এই শ্রাবস্তী নগরে কত বালিকা বাস করে?"

৮-৯. বিশাখা জবাব দিলেন, প্রভু, লোকে বলে অসংখ্য বালিকা এখানে আছে।

"সবাই যদি তোমার পৌত্রীর মতো হত, তা হলে কী তুমি সবাইকে ভালবাসতে না? প্রভু জিজ্ঞেস করলেন।"

১০. "নিশ্চয় ভালবাসতাম প্রভু বিশাখা জবাব দিলেন।"

১১. "শ্রাবস্তী নগরে প্রতিদিন কত লোকের মৃত্যু হয়?"

১২. "অনেক, প্রভু।"

১৩. "তা হলে এমন একটা সময় কখনও আসে না যখন কেউ না, কেউ আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগব্যথায় শোকাকুল হয়ে পড়ে না।"

১৪. "এ-কথা সত্য প্রভু।"

১৫. "তা হলে তুমি তোমার বাকি জীবন দিনরাত কাঁদতে কাঁদতে অতিবাহিত করবে?"

১৬. "আমি বুঝতে পারছি প্রভু আপনার কথা। বিশাখা জবাব দিলেন।"

১৭. "অতএব আর দুঃখ করো না।"

(ii)

কিসা গৌতমীকে সান্ত্বনা

১. শ্রাবস্তী নগরের এক শ্রেষ্ঠীপুত্রের সঙ্গে কিসা গৌতমীর বিবাহ হয়েছিল।

২-৫. বিবাহের পর তাঁদের একটি পুত্রসন্তান জন্মায়। দুর্ভাগ্যক্রমে হাঁটতে শেখার আগেই সর্পাঘাতে শিশুটির মৃত্যু হয়। কিসা গৌতমী এর আগে কখনও মৃত্যু দেখেননি। অতএব তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, তাঁর সন্তানের দেহে আর প্রাণ নেই। সাপের ছোবলে যে ছোট্ট লাল দাগের সৃষ্টি হয়েছিল, তা যে শিশুটির মৃত্যুর কারণ হতে পারে, তা মনে হচ্ছিল না।

৬. কিসা গৌতমী তাঁর মৃত সন্তানকে নিয়ে তার জীবনের আশায় নগরবাসীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ফলে জনগণের ধারণা হল যে, কিসা গৌতমীর বোধশক্তি চলে গেছে।

৭-১০. অবশেষে এক বৃদ্ধ লোক কিসা গৌতমীকে গৌতম বুদ্ধের খোঁজ করতে বললেন। গৌতম সেই সময় শ্রাবস্তী নগরে অবস্থান করছিলেন। অতএব কিসা গৌতমী মহিমান্বিত প্রভুর কাছে এসে তাঁর মৃত সন্তানের জন্য

ওষুধ চাইলেন। মহিমান্বিত প্রভু শোকাকুল মাতার সব কথা শুনলেন। তারপর তিনি বললেন, "যাও, নগরে প্রবেশ করো এবং যে পরিবারে কখনও কোনও মৃত্যু হয়নি, সেখান থেকে একমুঠো সর্ষে বীজ নিয়ে এসো, তার দ্বারা আমি তোমার পুত্রকে বাঁচিয়ে তুলব।"

১১-১৪. গৌতমী ভাবলেন, এটি অত্যন্ত সহজ কাজ। এই ভেবে তিনি তাঁর মৃত সন্তানকে নিয়ে নগরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু অচিরেই তাঁর ভুল ভাঙল। কারণ তিনি দেখলেন, প্রতি পরিবারেই কোনও না কোনও সময়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। একজন গৃহস্বামী তাঁকে জানালেন, "কয়েকজন মাত্র জীবিত রয়েছেন। অধিকাংশই মারা গেছেন।" গৌতমী হতাশ হয়ে শূন্য হাতে মাহিমান্বিত প্রভুর কাছে ফিরে এলেন।

১৫-১৬. তখন মহিমান্বিত প্রভু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কী বুঝতে পারছেন না মৃত্যু সকলের কাছেই অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। এর পরও তিনি কী দুঃখ করবেন যে, এটা কেবল তাঁর-ই দুর্ভাগ্য! গৌতমী তখন গিয়ে তার পুত্রের শেষকৃত্য সম্পন্ন করে বললেন, "কোনও কিছুই চিরস্থায়ী নয়। এটাই নিয়ম।"

৩. অসুস্থ মানুষের প্রতি তাঁর উদ্বেগ

(i)

১. একবার জনৈক ব্যক্তি পেটের গোলযোগে খুব ভুগছিলেন। নোংরায় মাখামাখি হয়ে তিনি এক জায়গায় পড়ে ছিলেন।

২. মহিমান্বিত প্রভু সন্ন্যাসী আনন্দকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর নিত্যকার পরিদর্শনে বেরিয়ে অসুস্থ লোকটির অস্থায়ী বাসস্থানে এলেন।

৩. মহিমান্বিত প্রভু দেখলেন, অসুস্থ লোকটি নোংরায় মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে। প্রভু তাঁকে দেখে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ভাই, তোমার কী কষ্ট হচ্ছে?"

৪. "প্রভু, আমি পেটের পীড়ায় অসুস্থ।" লোকটি জবাব দিল।

৫. "কিন্তু তোমার সেবা করার কেউ আছে কী?"

৬. "না, প্রভু।"

৭. "এটা কেন হবে ভাই? কেন তোমার সমধর্মীরা তোমার পরিচর্যার দায়িত্ব নেবে না!"

৮-৯. প্রভু আমি একজন অপদার্থ, তাই সম্প্রদায়ের অন্য সদস্যরা আমার দায়িত্ব নেবে না। তখন মহিমান্বিত প্রভু সন্ন্যাসী আনন্দকে নির্দেশ দিলেন, "যাও আনন্দ, জল নিয়ে এসো, আমি এই ভ্রাতার নোংরা পরিষ্কার করে দেব।"

১০. "হ্যাঁ প্রভু। সন্ন্যাসী আনন্দ মহিমান্বিতকে উত্তর দিলেন। প্রভু জল ঢালতে লাগলেন এবং সন্ন্যাসী আনন্দ সব নোংরা পরিষ্কার করে দিলেন। তারপর মহিমান্বিত প্রভু অসুস্থ ভ্রাতার মাথার দিক এবং সন্ন্যাসী আনন্দ পায়ের দিক ধরে ধীরে ধীরে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

১১-১৩. এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মহিমান্বিত প্রভু সঙ্ঘের সকলকে জড়ো করে জিজ্ঞেস করলেন, "ভ্রাতাগণ, অস্থায়ী বাসস্থানে এমন অসুস্থ আর কেউ আছে কিনা?" তাঁরা জানালেন, "আরও একজন অসুস্থ আছেন।"

১৪. "কী কারণে তিনি পীড়িত!" প্রভু জিজ্ঞেস করলেন।

১৫-১৬. "তিনিও পেটের পীড়ায় আক্রান্ত প্রভু।" "কিন্তু ভ্রাতাগণ, তাঁকে সেবা করার কী কেউ আছেন!" প্রভু প্রশ্ন করলেন।

১৭. "না প্রভু।"

১৮. "কেন নয়? কেন সঙ্ঘের ভ্রাতাগণ অসুস্থ মানুষটির দায়িত্ব নিচ্ছেন না!"

১৯-২০. "প্রভু, সঙ্ঘের কাছে ঐ ভ্রাতাটি অপদার্থ, তার কোনও প্রয়োজন নেই। সেই কারণেই সঙ্ঘের কেউ তার দায়িত্ব নিচ্ছেন না।" "ভ্রাতাগণ, তোমাদের যত্ন করার জন্য তোমাদের মাতা-পিতা কেউ নেই। তোমরা যদি পরস্পরের দায়িত্ব না নাও, তা হলে প্রশ্ন করি, কে সেই দায়িত্ব নেবে!"

২১. "ভ্রাতাগণ, যে আমার অনুগামী, অসুস্থদের জন্যও তাকে সেবা করতে হবে।

যদি কারুর গুরু থাকে, তবে অসুস্থ হলে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে তাঁর দায়িত্ব নিতে হবে। অথবা যদি তাঁর শিষ্য সমধর্মী, কিংবা একই সম্প্রদায়ভুক্ত কেউ থাকেন তবে তাঁকে অসুস্থ জনের দায়িত্ব নিতে হবে। যদি কেউ দায়িত্ব না নেন তবে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।"

(ii)

১-৩. একবার মহিমান্বিত প্রভু, রাজগৃহের কাছে কাঠবিড়ালিদের খাওয়ানোর জায়গায় এক তরুবীথিকায় অবস্থান করছিলেন। সেই সময় সন্ন্যাসী ভক্কলি,

দেহে ক্ষত নিয়ে পীড়িত অবস্থায় মাটির ছাউনিতে শয্যাশায়ী ছিলেন। অসুস্থ ভক্কলি তাঁর অনুচরদের ডেকে বললেন, "বন্ধুগণ, তোমরা মহিমান্বিত প্রভুর কাছে যাও। তাঁকে জানাও : প্রভু, ভ্রাতা ভক্কলি অত্যন্ত অসুস্থ, ক্ষতের যন্ত্রণায় অত্যন্ত পীড়িত। তাঁর চরণে ভক্কলি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। মহিমান্বিত প্রভুকে আরও বলো, যদি তিনি করুণা করে অসুস্থ ভ্রাতা ভক্কলিকে দেখতে আসেন!

৪. মহিমান্বিত প্রভু নীরবে সব শুনলেন। তারপর সন্ন্যাসীর চীবর পরে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে অসুস্থ সন্ন্যাসী ভক্কলিকে দেখতে গেলেন।

৫. সন্ন্যাসী ভক্কলি মহিমান্বিত প্রভুকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই বিছানার ওপর উঠে বসলেন।

৬-৭. মহিমান্বিত প্রভু, সন্ন্যাসী ভক্কলিকে বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে, বিছানার ওপর তোমাকে উঠে বসতে হবে না। আসন তৈরি রয়েছে, আমি সেখানে বসব। মহিমান্বিত প্রভু এর পর আসন গ্রহণ করে ভক্কলিকে বললেন, ভক্কলি, আশা করি তুমি যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছ। তোমার যন্ত্রণা কী কমেছে? তুমি কী বুঝতে পারছ তোমার যন্ত্রণা কমছে না বাড়ছে !"

৮. "না প্রভু, আমি আর স্থির থাকতে পারছি না। আমার অসহ্য লাগছে। দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে। যন্ত্রণা কমছে না, কমে আসার কোনও চিহ্ন নেই।"

৯. "ভক্কলি তোমার কী কোনও সন্দেহ আছে? তোমার কী অনুশোচনা হচ্ছে?"

১০-১৪."হ্যাঁ, প্রভু, আমার কোনও সন্দেহ নেই, কোনও বিবেক দংশনও নেই। " তখন প্রভু প্রশ্ন করলেন, "তোমার কী কিছু নেই ভক্কলি, যাতে ন্যায়-নীতি অনুযায়ী নয় বলে তুমি নিজেকে ভর্ৎসনা করতে পারো?"

১২. "না প্রভু, আমার এরকম কিছু নেই।" ভক্কলি জবাব দিল।

১৩. "তা হলে, ভক্কলি, তাই যদি হয়, তবে তোমার নিশ্চয়ই কিছু আছে যার জন্য তুমি উদ্বিগ্ন, যার জন্য তুমি দুঃখ পাও।"

১৪. "দীর্ঘদিন ধরে প্রভু, আমি আপনাকে দেখতে চাইছি। কিন্তু এই অসুস্থ শরীরে প্রভুকে নিজে গিয়ে দেখে আসার ক্ষমতা আমার নেই।"

১৫. "চুপ করো, ভক্কলি, আমার এই শরীর দেখার মধ্যে কী আছে! যে নিয়মনীতি অনুযায়ী চলে, সে আমাকে দেখে।

(iii)

১. মহিমান্বিত প্রভু, ভেস্কল তরুবীথিকার হরিণ উদ্যানে বজ্জীদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। একদিন গৃহস্বামী নকুলপিঠ, প্রভুর কাছে এসে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে আসন গ্রহণ করলেন।

২. প্রভুকে তিনি নিবেদন করলেন, "হে প্রভু, আমি একজন ভগ্ন-হৃদয়, অতি বৃদ্ধ লোক। আমি জীবন-সায়াহ্নে উপস্থিত হয়েছি, অসুস্থতায় আমি জীর্ণ। মহিমান্বিত প্রভু এবং তাঁর সঙ্ঘের ভ্রাতাগণকে আমার দেখার সৌভাগ্য অত্যন্ত কম। প্রভু, আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন, যাতে দীর্ঘদিন শান্তি পাই।"

৩. "প্রভু বললেন, এটা অত্যন্ত সত্য কথা গৃহস্বামী যে, তোমার শরীর অত্যন্ত দুর্বল। এই শরীর নিয়ে নড়াচড়া করা অত্যন্ত মূর্খের কাজ হবে। অতএব গৃহস্বামী, তোমাকে এই বলে নিজেকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে যে, শরীর দুর্বল হলেও আমার মন দুর্বল নয়। এই ভেবে তুমি নিজেকে প্রস্তুত করো।"

৪. নকুলপীঠ মহিমান্বিত প্রভুর এই উপদেশে আপ্লুত হয়ে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে স্থানত্যাগ করলেন।

(iv)

১. একসময়ে মহিমান্বিত প্রভু কপিলাবস্তুর উদুম্বর বনে শাক্যদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন।

২. সেই সময় সঙ্ঘের বেশ কয়েকজন সদস্য মহিমান্বিত প্রভুর পোশাক তৈরির কাজে খুব ব্যস্ত ছিলেন। তাঁরা বললেন, "তিন মাস পরে মহিমান্বিত প্রভুর পোশাক তৈরি সম্পূর্ণ হলে তিনি পরিভ্রমণে বের হবেন।"

৩-৫. শাক্য গোষ্ঠীর মহানামা, প্রভুর পোশাক তৈরির খবর পাওয়ার পর তাঁর কাছে গিয়ে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, "প্রভু, আমি শুনেছি, সঙ্ঘের বেশ কয়েকজন ভ্রাতা মহিমান্বিত প্রভুর পোশাক তৈরি করতে ব্যস্ত রয়েছেন এবং তাঁরা বলছেন তিন মাসের মধ্যে পোশাক তৈরি সম্পূর্ণ হলে, আপনি আবার পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়বেন। এখন প্রভু, আমরা কখনও আপনার নিজের মুখে শুনিনি যে একজন অসুস্থ। রোগ-যন্ত্রণায় কাতর সাধারণ লোক কী করে আর একজন বিচক্ষণ সাধারণ মানুষের কথায় উৎফুল্ল

হয়ে উঠবে? মহানামা, একজন অসুস্থ বিচক্ষণ ভ্রাতা, অন্য একজন বিচক্ষণ ভ্রাতার চারটি আশ্বাসের সাহায্যেই উৎফুল্ল হয়ে উঠবে। অর্থাৎ নিয়ম-নীতি এবং সঙেঘর শৃঙ্খলা-দ্বারা শান্তির পথ খুঁজে পাবে, নিয়মনীতি অক্ষুণ্ণ রেখে পুণ্য অর্জন করবে এবং মানসিক ভারসাম্য বজায় রেখে চলবে।"

৬. "অতএব মহানামা, একজন বিচক্ষণ অসুস্থ সঙ্ঘ-ভ্রাতা, যে চারটি প্রতিশ্রুতি অন্য একজন ভ্রাতার কাছ থেকে লাভ করে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে, সেগুলি হবে এরকম :

৭. "ধরা যাক অসুস্থ মানুষটি দীর্ঘকাল ধরে তার বাবা-মাকে দেখতে চাইছেন। যদি অসুস্থ মানুষটি বলে, আমি আমার মাতা-পিতাকে দেখতে খুব আগ্রহী, তখন অন্যজন জবাব দেবে, হে সুভদ্র, তোমার তো মৃত্যু হবেই। তুমি তোমার বাবা- মাকে চাও বা না চাও, তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অতএব বাবা-মা সম্পর্কে তোমার সব আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করা উচিত।"

৮. "আবার যদি অসুস্থ মানুষটি বলে, বাবা-মা'র ব্যাপারে আগ্রহ আমি পরিত্যাগ করেছি। তখন অপর লোকটির বলা উচিত, তথাপি মহাশয়, তোমার সন্তানদের সম্পর্কে তোমার এখনও আগ্রহ রয়েছে। যেহেতু তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তোমার পক্ষে ভাল হবে সন্তানদের সম্পর্কে তোমার আগ্রহ পরিত্যাগ করা।"

৯. "এভাবে পাঁচটি সুখানুভূতি নিয়েও কথা বলা উচিত। ধরা যাক, অসুস্থ মানুষটি বলল, পাঁচটি সুখানুভূতির প্রতি আমার আগ্রহ রয়েছে। তখন তাকে জানাতে হবে, বন্ধু, পাঁচটি সুখানুভূতি থেকে স্বর্গীয় আনন্দ অনেক বেশি কাম্য, অনেক বেশি সুন্দর। অতএব মানবসুলভ আনন্দ ও সুখের প্রতি আগ্রহ থেকে তোমার মনকে সরিয়ে নিয়ে এসে চার মহান দেব-রাজের সুখের প্রতি একনিষ্ঠ হও।"

১০. "আবার যদি অসুস্থ মানুষটি বলে, আমার মন তাতেই একনিষ্ঠ, তা হলে অপরকে বলতে হবে, ব্রহ্মজগতের প্রতি তোমার মনকে নিবিষ্ট করো। তখন যদি অসুস্থ মানুষটির মন তাতে নিবিষ্ট হয় তখন অপর লোকটি বলবে :

১১-১২. "মহাশয়, এমনকী ব্রহ্মাণ্ডও চিরস্থায়ী নয়। অতএব আপনার পক্ষে মঙ্গল হবে যদি আপনি ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্রহ্মাণ্ডের উর্ধ্বে মনোনিবেশ

করতে পারেন। এবং যদি অসুস্থ মানুষটি বলে সে তাঁর করতে পেরেছে তা হলে আমি ঘোষণা করছি মহানামা যে, সাধারণ মানুষ সত্যকে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করতে পারে এবং যে শিষ্য আসব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, তাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। মুক্তি সম্পর্কে এটাই আমার বক্তব্য।"

৪. অসহনীয়র প্রতি তাঁর সহনশীলতা

১. একসময় মহিমান্বিত প্রভু যক্ষ আলবক অধিকৃত রাজ্যে আলবী শহরে অবস্থান করছিল। একদিন যক্ষ আলবক মহিমান্বিত প্রভুর কাছে এসে বলল, "সন্ন্যাসী দূর হও।"

২-৩. মহিমান্বিত প্রভু চলে যেতে উদ্যত হয়ে বললেন, "অতি উত্তম, বন্ধু। যক্ষ আলবক তখন আদেশ দিল, "সন্ন্যাসী প্রবেশ করুন।"

৪. "অতি উত্তম বন্ধু," বলে মহিমান্বিত প্রভু প্রবেশ করলেন।

৫. দ্বিতীয়বার যক্ষ আলবক এসে মহিমান্বিত প্রভুকে আবার বলল, "সন্ন্যাসী, বেরিয়ে যান।"

৬-১২. "অতি উত্তম বন্ধু" বলে প্রভু আবার চলে যেতে উদ্যত হলেন। যক্ষ আলবক দ্বিতীয়বার বলল, "সন্ন্যাসী প্রবেশ করুন।" "প্রভু অতি উত্তম বন্ধু" বলে প্রবেশ করলেন। তৃতীয়বার যক্ষ আলবক প্রভুকে বেরিয়ে যেতে বললে, অতি উত্তম বন্ধু বলে প্রভু চলে গেলেন। যক্ষ আলবক আবার বলল, সন্ন্যাসী প্রবেশ করুন।" প্রভুও তখন অতি উত্তম বলে প্রবেশ করলেন।

১৩. চতুর্থবার যক্ষ আলবক প্রভুকে বলল, "সন্ন্যাসী দূর হউন।"

১৪. এবার প্রভু জবাব দিলেন, "বন্ধু আমি যাব না। তোমার যা ইচ্ছে হয় করতে পারো।"

১৫. ক্রুদ্ধ যক্ষ আলবক বলল, "সন্ন্যাসী, আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করব। যদি আপনি আমার প্রশ্নের জবাব না দেন তা হলে আমি আপনাকে দূর করে দেব অথবা তোমার হৃদয় ছিঁড়ে ফেলব। কিংবা আপনাকে পদদলিত করে নদীর অপর পারে তোমাকে ছুড়ে ফেলে দেব।"

১৬. প্রভু জবাব দিলেন, "এই পৃথিবীতে এমন কেউ নেই বন্ধু যে, আমাকে আমার বোধ-শক্তি নষ্ট করতে পারে অথবা আমার হৃদয় ছিঁড়ে ফেলতে

পারে কিংবা পদদলিত করে আমাকে নদীর ওপরে ছুড়ে ফেলতে পারে। তবুও, বন্ধু তুমি আমাকে যে কোনও প্রশ্ন করতে পারো।"

১৮. যক্ষ আলবক তখন প্রভুকে প্রশ্ন করল, "পৃথিবীতে মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কী! কোন্ পবিত্র কাজে সুখ আসে? সকল স্বাদের মধ্যে সবচেয়ে মিষ্ট কী? শ্রেষ্ঠ জীবন-যাপন কী?"

১৯. প্রভু জবাব দিলেন, "পৃথিবীতে মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল, বিশ্বাস। সঠিক ধর্মপালন সুখ নিয়ে আসে। সকল স্বাদের মধ্যে সুমিষ্ট হল সত্য। বিচক্ষণতার সঙ্গে জীবনযাপনই হল সর্বশ্রেষ্ঠ।

২০. যক্ষ আলবক জিজ্ঞেস করল, "পুনর্জন্ম এড়ানোর উপায় কী! বর্তমান কীভাবে অতিবাহিত করা উচিত? দুর্দশাকে অতিক্রম করার উপায় কী?"

২১. প্রভু জবাব দিলেন, "বিশ্বাসের সাহায্যে পুনর্জন্ম এড়াতে হবে। কঠোর নজর রাখতে হবে বর্তমানের ওপর। কঠোর পরিশ্রমে দুর্দশা দূর করে। বিচক্ষণতা মানুষকে পবিত্র করে।"

২২. যক্ষ আলবক প্রশ্ন করল, "জ্ঞান কী করে অর্জিত হয়? সম্পদ আহরণের উপায় কী? যশ কীভাবে অর্জন করা হবে! মিত্র লাভের উপায় কী? মৃত্যুর পর এই বিশ্ব থেকে অন্য বিশ্বে যাওয়ার জন্য শোক এড়ানোর পথ কী?"

২৩-২৪. প্রভু জবাব দিলেন, "নির্বাণ লাভের জন্য অর্হৎ ও ধম্মের প্রতি বিশ্বাসের প্রয়োজন। অনুশাসন এবং পরিশ্রমের মাধ্যমেই মনোযোগী মানুষ বিচক্ষণতা অর্জন করে। যে সঠিক কর্ম করে, স্থিরসঙ্কল্প ও সজাগ থাকে সে-ই সম্পদ অর্জন করে। যে দেয় সেই বন্ধু লাভ করে।

২৫. "বিশ্বস্ত যে গৃহস্বামীর মধ্যে সত্যপরায়ণতা, ন্যায়পরায়ণতা, ধৈর্য ও বদান্যতা দেখা যায়, সে কখনও মৃত্যুর জন্য অনুতাপ করে না।"

২৬-২৮. "ঠিক আছে! আরও অনেক ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা বলো। দেখো সত্য, আত্মসংযম, দানশীলতা এবং ধৈর্যের থেকে বড় গুণ আর আছে কিনা? যক্ষ আলবক তখন বলল, "আমি কেন অন্য ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আলোচনা করব? আজ আমি আমার ভবিষ্যতের সৌভাগ্য উপলব্ধি করতে পারছি। প্রকৃতপক্ষে, আমার ভালর জন্যই বুদ্ধ অলবীতে এসেছিলেন। আজ আমি জানি কার কাছ থেকে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে।"

২৯. "আজ থেকে আমি মহিমান্বিত প্রভু এবং তাঁর সঠিক মতবাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এক শহর থেকে অন্য শহরে ঘুরে বেড়াব।"

৫. সাম্য ও সকলের প্রতি সমান আচরণ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা

১. মহিমান্বিত প্রভু, সঙ্ঘের সদস্যদের জন্য যেসব নিয়মকানুন তৈরি করেছিলেন, নিজেও তা কঠোরভাবে অনুসরণ করতেন।

২-৩. সঙ্ঘের স্বীকৃত প্রধান হিসেবে তিনি কখনও নিয়মকানুন থেকে নিজেকে ঊর্ধ্বে রাখেননি অথবা বিশেষ কোনও অধিকার দাবি করেননি। অথচ তাঁর প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার টানে সঙ্ঘের সদস্যগণ তাঁকে যে কোনও বিশেষ অধিকার সানন্দে দিতে রাজি ছিলেন।

৪. সঙ্ঘের নিয়ম ছিল, সদস্যরা সারাদিনে একবার মাত্র আহার গ্রহণ করবেন। সাধারণ ভিক্ষুর সঙ্গে মহিমান্বিত প্রভুও এই নিয়ম মেনে চলতেন।

৫. সঙ্ঘের নিয়ম ছিল, সদস্যদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু থাকবে না। ভিক্ষুদের সঙ্গে মহিমান্বিত প্রভুও এই রীতি অনুসরণ করে চলতেন।

৬. একসময় প্রভু যখন শাক্যদেশে কপিলাবস্তুর বটবনে অবস্থান করছিলেন, সে সময় প্রভুর মাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী তাঁর কাছে এলেন। দুটি বস্ত্রখণ্ড নিয়ে এসে তিনি বললেন যে, এই দুটি বস্ত্রখণ্ড তিনি নিজের হাতে তৈরি করেছেন এবং এ-দুটি গ্রহণ করার জন্য তিনি অনুরোধ জানালেন।

৭. প্রভু তাঁর মাতাকে বললেন, বস্ত্রখণ্ড দুটি সঙ্ঘকে দাও। দ্বিতীয়বার, এমনকী তৃতীয়বারও মাতা গৌতমী অনুরোধ জানালে একই উত্তর পেলেন।

৮-৯. তখন আনন্দ মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে এসে বললেন, "প্রভু, মাতা গৌতমীর দেওয়া বস্ত্রখণ্ডদুটি গ্রহণ করুন। কারণ মাতা হিসেবে প্রভুকে তিনি অনেক সেবা ও পরিচর্যা করেছেন। কিন্তু মহিমান্বিত প্রভু তা সত্ত্বেও বস্ত্রখণ্ডদুটি সঙ্ঘকে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

১০-১১. সঙ্ঘের নিয়ম ছিল যে, সদস্যদের পোশাক তৈরি করা হবে ফেলে দেওয়া কাপড়ের টুকরো দিয়ে। ধনিক শ্রেণী যাতে সঙ্ঘে যোগ না দেয় সেজন্য এই নিয়ম বলবৎ করা হয়েছিল। একবার জীবক, মহিমান্বিত

প্রভুকে নতুন কাপড়ে তৈরি, পোশাক গ্রহণ করতে রাজি করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রভু যখন এই নতুন পোশাক গ্রহণ করলেন তখন সকল ভিক্ষুকেও তিনি নতুন কাপড়ে তৈরি পোশাক পরার অধিকার দিলেন।

অংশ ৩

১. দারিদ্র্যের প্রতি তাঁর বিরাগ

১. মহিমান্বিত প্রভু একবার শ্রাবস্তী নগরের কাছে অনাথপিণ্ডিকের উদ্যানে জেতবনে অবস্থান করছিলেন। একদিন অনাথপিণ্ডিক প্রভুর কাছে এসে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে একপাশে আসন গ্রহণ করে বললেন, ধনসম্পদ অর্জনের প্রয়োজন কী?

২. "প্রভু বললেন, তুমি যখন জিজ্ঞেস করছ তখন আমি ব্যাখ্যা করছি।"

৩. "আর্যশিষ্যের উদাহরণ নেওয়া যাক। কর্মদক্ষতা ও উদ্দীপনা দেখিয়ে বাহুবলের সাহায্যে সে ধনসম্পদ সংগ্রহ করেছে। নীতিগত উপায়ে সে নিজেকে সুখী করেছে এবং সুখভোগ করছে, মাতা-পিতাকেও সে সুখী করেছে। তেমনই সে সুখী করেছে তার পত্নী এবং সন্তানদের, দাস-দাসীদের এবং অন্য সব লোকজনকে। ধনসম্পদ অর্জনের এটা প্রথম কারণ।

৪-৫. "ধনসম্পদ অর্জনের পর ধনী ব্যক্তি তার বন্ধুবান্ধব ও সঙ্গীদের সুখী রাখে, তারা আনন্দিত হয়—এটা দ্বিতীয় কারণ। আবার ধনসম্পদ অর্জনের ফলে অগ্নি ও জল রাজা, তস্কর, শত্রু এবং উত্তরাধিকারী থেকে দুর্ভাগ্য প্রতিহত হয়। সে তার সম্পদ নিরাপদে রাখে—এটা তৃতীয় কারণ। ধনসম্পদ সংগ্রহের পর ধনী ব্যক্তি পাঁচটি উৎসর্গ করে। অর্থাৎ আত্মীয়স্বজন, অতিথি, পীতর, রাজা ও দেবতাদের প্রতি উৎসর্গ। এটি চতুর্থ কারণ।

৬-৭. "এ ছাড়াও ধনসম্পদ সংগৃহীত হলে, গৃহস্বামী দানধ্যান করে, তার দৃষ্টি হয়ে ওঠে স্বচ্ছ, সুখ তার করায়ত্ত হয়, সে তখন স্বর্গীয় জীবনযাপন করে। এই ধরনের মানুষ যারা সন্ন্যাসীর জীবন-ধারণ করে নিজেকে অহঙ্কার ও আলস্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, সমস্ত প্রতিকূলতা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে নিজেকে সম্পূর্ণ করে তোলে। ধনী হওয়ার পক্ষে এটা পঞ্চম কারণ।

৮. অনাথপিণ্ডিক এখন উপলব্ধি করতে পারলেন যে, মহিমান্বিত প্রভু দারিদ্র অনুমোদন করে দরিদ্রকে সান্ত্বনা দিতে চান না, এমনকী দারিদ্র্য মানবজীবনের পক্ষে মহান এটাও অনুমোদন করেন না।

২. গ্রাস করার প্রবৃত্তি সম্পর্কে তাঁর বিরাগ

১-৩. মহিমান্বিত প্রভু একসময় কুরুদের দেশের কম্মাসদম্ম নগরে অবস্থান করেছিলেন। সন্ন্যাসী আনন্দ একদিন তাঁর কাছে এসে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, "মহিমান্বিত প্রভু যে রীতিনীতি শিক্ষা দিয়েছেন তা সত্যিই অতুলনীয়। এই শিক্ষা অত্যন্ত গভীর এবং আমার কাছে যতটা স্পষ্ট হওয়া দরকার ততটাই স্পষ্ট।"

৪-৫. "অমন কথা বোলো না, আনন্দ অমন কথা বোলো না। এই ঘটনাবলীর মতবাদের গভীরতা তার কারণের জন্যই। কারণ বর্তমান প্রজন্ম জড়িয়ে যাওয়া সুতো বা পশমের কুণ্ডলীর, যা দুঃখের পথকে অতিক্রম করতে অক্ষম। আমি বলেছি, কোনও কিছু আঁকড়ে ধরার মূলে রয়েছে আকুল কামনা। যেখানে কোনও কিছুর জন্য কোনও মানুষের কোনওপ্রকার আকুল কামনা নেই, সেখানে কী কোনও কিছু আঁকড়ে ধরার প্রবণতা থাকতে পারে?

৬. "তা থাকতে পারে না, প্রভু," সন্ন্যাসী আনন্দ বললেন।

৭. "আকুল কামনা থেকেই অভীষ্ট বস্তু অর্জনের চেষ্টা জন্ম নেয়।"

৮-১৩. "অভীষ্ট বস্তু লাভের চেষ্টা থেকে ইচ্ছা ও কামনা জেগে ওঠে, ইচ্ছা ও কামনা থেকে জন্ম নেয় হার না মানার মনোভাব। আর অধিকারবোধ জেগে ওঠে হার না মানার মনোভাব থেকে। অধিকারবোধ থেকে অর্থলিপ্সা এবং আরও অধিকারবোধের জন্ম নেয়। এবং অধিকারবোধ অধিকৃত বস্তুর ওপর কঠোর নজর রাখতে প্রবৃত্ত করে। অধিকৃত বস্তুর ওপর নজরদারি থেকে অনেক খারাপ ও অনভিপ্রেত অবস্থা দেখা দেয়। দেখা দেয় সংঘর্ষ দ্বন্দ্ব কলহ, অপবাদ ও মিথ্যাকথন।"

১৪. "কার্যকারণের এটি একটি শৃঙ্খলা আনন্দ। যদি আকুল কামনা না থাকত তা হলে লাভ করার চেষ্টা থাকত কী? অর্জন করার চেষ্টা না থাকলে, কামনার জন্ম হত কী? যদি কামনা না থাকত তা হলে হার না মানার প্রবণতা দেখা দিত কী? হাল ছেড়ে না দেওয়ার প্রবণতা যদি না থাকত

তা হলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনের আগ্রহ থাকত কী? ব্যক্তিগত সম্পত্তি যদি না থাকত তা হলে আরও বেশি সম্পত্তি অর্জনের লালসা থাকত কী!"

১৫. "না প্রভু, থাকত না।" আনন্দ জবাব দিলেন।

১৬. "ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনের বাসনা যদি না জন্মাত, তা হলে কী শান্তি আসত না? "

১৭. "শান্তি আসত প্রভু।"

১৮-২০."আমি জমিকে জমি হিসাবেই দেখি, আমার এ ব্যাপারে কোনও আকুল বাসনা নেই। "প্রভু বললেন। সমস্ত রকম বাসনা ধ্বংস করে, লোভ দমন করে এবং যাবতীয় আকাঙ্ক্ষাকে দূরে সরিয়ে রেখে আমি আলোর সন্ধান পেয়েছি। আমার মতবাদের অনুগামী হতে হলে কামনা বাসনা ত্যাগ করো। কারণ আকুল কামনা আসক্তি নিয়ে আসে আর আসক্তি মানুষের মনকে ক্রীতদাস করে তোলে।"

২১. এই কথা বলে মহিমান্বিত প্রভু সন্ন্যাসী আনন্দ এবং সঙেঘর সদস্যদের কাছে অর্জনের প্রবণতার খারাপ দিকগুলি ব্যাখ্যা করলেন।

৩. তাঁর সৌন্দর্যপ্রীতি

১. বুদ্ধ সুন্দরের পূজারি ছিলেন। বুদ্ধ নামের অর্থ ছিল, সৌন্দর্যপ্রেমিক।

২. তিনি তাঁর অনুগামীদের নির্দেশ দিতেন: "সবসময়ে সুন্দরের সাহচর্যে থাকবে।"

৩-৫. ভিক্ষুদের কাছে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, "সুন্দরের উপাসক সে ভাল অবস্থায় থাকে এবং খারাপ অবস্থায় থাকলেও সৌন্দর্যপ্রীতি তাকে ভাল অবস্থায় নিয়ে যায়। খারাপ অবস্থা এবং খারাপ অবস্থার প্রতি আসক্তি হ্রাস পায়, ভাল অবস্থার প্রতি অনাসক্তি দূর হয়।

৬. "ভিক্ষুগণ খারাপ অবস্থাকে দূর করে ভাল অবস্থাকে নিয়ে আসার সৌন্দর্যপ্রীতির মতো একটিমাত্র জিনিসের এত ক্ষমতা আমি এর আগে কখনও দেখিনি। ভিক্ষুগণ, জ্ঞানের আলোক ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে একটিমাত্র জিনিসের এত ক্ষমতা এর আগে আমি কখনও দেখিনি।"

৭. "যে অ-পরিকল্পিতভাবে মনোযোগ দেয়, জ্ঞানের আলোক, উদ্ভাসিত হয়ে

না থাকলে, কখনও উদ্ভাসিত হয় না, অথবা যদি-বা উদ্ভাসিত হয়, পূর্ণতা পায় না।"

৮. "একদিক থেকে ভিক্ষুগণ, এই ক্ষতি আপেক্ষিক। তবে সবচেয়ে যা ক্ষতি তা হল জ্ঞানের ক্ষতি।"

৯. "আবার অন্যদিক থেকে এই বৃদ্ধিও আপেক্ষিক। কারণ সবচেয়ে যা বৃদ্ধি পায় তা হল জ্ঞান।"

১০-১১. "অতএব আমি বলি, ভিক্ষুক্ষণ, নিজেদের এইভাবে প্রশিক্ষণ দাও যে, আমি জ্ঞান বৃদ্ধি করব। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য তোমরা নিজেদের তৈরি করো।

১২. আবার অন্যভাবে ক্ষতি যা হয়, তা হল সুনামের। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের ক্ষতিই সবচেয়ে বেদনাদায়ক।

৪. সুন্দরের প্রতি তাঁর অনুরাগ

১-৩. মহিমান্বিত প্রভু এক সময় শাক্য নগরে শাক্যদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন্। একদিন সন্ন্যাসী আনন্দ তাঁর কাছে এসে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, "প্রভু, যা সুন্দর তার সঙ্গে মৈত্রী, সুন্দরের সাহচর্য এবং সুন্দরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাই হল পবিত্র জীবনের অর্ধেক।"

৪. "অমন কথা বোলো না, আনন্দ, অমন কথা বোলো না। পবিত্র জীবনের অর্ধেক মাত্র নয়, বরং সবটাই হল সুন্দরের সঙ্গে মৈত্রী, সুন্দরের সাহচর্য এবং সুন্দরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।"

৫. "যে সন্ন্যাসী সুন্দরের মিত্র, সুন্দরের ঘনিষ্ঠ, আমরা আশা করতে পারি তিনি আর্য-অষ্টপদের বিকাশ ঘটাবেন, আর্য অষ্টপদ অধিকতর উপায়ে অনুসরণ করবেন।"

৬. "এখন আনন্দ, কেমনভাবে ঐ সন্ন্যাসী আর্য-অষ্টপদের বিকাশ ঘটায় এবং তা অধিকমাত্রায় কাজে লাগায়। আনন্দ, এই সন্ন্যাসী বাসনামুক্ত, আসক্তিহীন, সঠিক পথ অনুসরণ করে যার অবসান হয়, আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে সে সঠিক পথ চিনে নেয়, অর্থাৎ সঠিক ভাষণ, সঠিক কর্ম, সঠিক জীবনধারণ, সঠিক প্রচেষ্টা, সঠিক একাগ্রতা এবং মনোযোগ, যার অবসান ঘটে আত্মসমর্পণের মধ্যে।"

৮. "সুতরাং আনন্দ, যে সন্ন্যাসী সুন্দরের বন্ধু, সহযোগী এবং ঘনিষ্ঠ, সে-ই আর্য, অষ্টপদের প্রকৃত অনুগামী।"

৯. "আনন্দ, এটাই হচ্ছে মাধ্যম, যার দ্বারা তুমি বুঝতে পারবে সুন্দরের সঙ্গে মৈত্রী সুন্দরের সাহচর্য এবং সুন্দরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মধ্যে পবিত্র জীবনের অর্থ নিহিত রয়েছে।"

১০. "প্রকৃতপক্ষে আনন্দ, যার ক্ষয় আছে, মৃত্যু আছে, শোক দুঃখ হতাশা ও অবসাদ রয়েছে, সৌন্দর্যের সাহচর্যের মধ্যেই সে মুক্তির আস্বাদ পায়।"

১১. "এটাই হল সেই মাধ্যম আনন্দ, যার দ্বারা আনন্দ তোমাকে বুঝতে হবে, সুন্দরের প্রতি মৈত্রী, সুন্দরের সাহচর্য ও ঘনিষ্ঠতা নিয়ে কীভাবে পবিত্র জীবন গড়ে ওঠে।"

□ □ □

পর্ব-১৮

উপসংহার

১. বুদ্ধের মহানুভবতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য
২. তাঁর ধম্ম প্রচারের অঙ্গীকার
৩. তাঁর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রার্থনা

বুদ্ধের মহানুভবতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

১. দু'হাজার পাঁচশো বছর আগে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

২. আধুনিক চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানীরা তাঁর এবং তাঁর ধম্ম সম্পর্কে কী ধারণা করেন? এ বিষয়ে তাঁদের চিন্তাভাবনার সঙ্কলন কার্যকর হবে।

৩-৪. **অধ্যাপক এস. এস. রাঘবচার বলেন,** "বুদ্ধের জন্মের পূর্ববর্তী অধ্যায় ছিল ভারতের ইতিহাসে অন্যতম অন্ধকার যুগ। শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে তা ছিল অনগ্রসর যুগ। ধর্মশাস্ত্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এই সময়ের চিন্তাভাবনার চরিত্রায়ণ করা হয়েছে।

৫-৬. "নৈতিকতার ক্ষেত্রে এটি ছিল অন্ধকার যুগ। নৈতিকতা বলতে হিন্দুরা বিশ্বাস করতেন ধর্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ রীতিনীতি ও আনুষ্ঠানিক আচার-ব্যবহারের সঠিক অনুসরণ।

৭-৮. "আত্ম-বলিদান অথবা চিন্তার শুদ্ধতার মতো প্রকৃত নৈতিক ধ্যানধারণাগুলি এই সময়ে নৈতিক বিবেচনায় যথাযথ মর্যাদা পায়নি।"

৯-১০. **এম. আর. জ্যাকশন** বলেছেন, "ভারতের ধর্মীয় চিন্তার অধ্যয়নে বুদ্ধের শিক্ষার অদ্বিতীয় চরিত্রটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

১১. "ঋগ্বেদে আমরা দেখেছি মানুষের চিন্তাকে বহির্মুখী করা হয়েছে। নিজের থেকে সরিয়ে নিয়ে দেবতাদের জগতের প্রতি পরিচালিত করা হয়েছে।"

১২. "বৌদ্ধধর্ম মানুষের নিজস্ব অন্তরের ক্ষমতা জাগিয়ে তুলতে পরিচালিত হয়। বেদে আমরা দেখেছি প্রার্থনা প্রশংসা, এবং উপাসনা।"

১৩-১৪. "বৌদ্ধধর্মেই আমরা প্রথম দেখলাম সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য মনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রচেষ্টা।"

১৫-১৭. **উইনউড রিড** বলেছেন, "প্রকৃতির বই যখন আমরা পাঠ করি, অশ্রু ও রক্ত দিয়ে লেখা বিবর্তনের ইতিহাস যখন আমরা পড়ি, জীবন নিয়ন্ত্রণকারী আইন উন্নয়নের রীতিনীতি যখন আমরা অধ্যয়ন করি তখন আমরা দেখি ভালবাসাই ভগবান মতবাদ কী অলীক! সবকিছুর-ই পরিত্যাজ্য দিক আছে। প্রাণিজগতে যারা জন্ম নেয় তাদের মধ্যে খুব কম শতাংশই বেঁচে থাকে।

১৮-১৯."খাওয়া এবং খাদ্য হওয়া সমুদ্র, বাতাস ও অরণ্যের নিয়ম। বৃদ্ধির কারণ হল বিনাশ। এই কথাই রিড বলেছেন তাঁর "মানুষের শহিদত্ব" নামক বইয়ে। বুদ্ধের ধম্ম কত পৃথক ছিল।"

২০-২১. এজন্যই **ডক্টর রঞ্জন রায়** বলেছেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সংরক্ষণের তিনটি নীতিই চালু ছিল। কেউ সেগুলির বিরোধিতা করেনি।

২২. "এগুলি হল : বস্তু, পরিমাণ ও শক্তির আইন।"

২৩. "যেসব আদর্শবাদী মনে করতেন তাঁদের বিনাশ নেই, তাঁদের কাছে এগুলিই ছিল তুরুপের তাস।"

২৪. "ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা এই নিয়মগুলিকে সৃষ্টির অন্যতম কারণ বলে মনে করতেন।"

২৫-২৬. "ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, পৃথিবীর মৌলিক প্রকৃতি গঠনের মূলে রয়েছে এই নিয়মগুলি, বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, পৃথিবী এমন অণু দিয়ে গঠিত, যা ধ্বংস করা যায় না।"

২৭. "ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার ঠিক আগে **স্যার জে. জে. থমসন** এবং তাঁর অনুগামীরা অণুর ওপর আঘাত হানা শুরু করলেন।

২৮. "আশ্চর্যজনকভাবে অনুগুলি আরও ক্ষুদ্রাংশে ভাঙতে শুরু করল।"

২৯. "এই ক্ষুদ্রাংশকে বলা হল ইলেকট্রন। এগুলির প্রকৃতি সমান এবং ঋণাত্মক বিদ্যুৎ দ্বারা উজ্জীবিত।"

৩০. "পৃথিবীর ক্ষয়হীন ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে অণু সম্পর্কে **ম্যাক্সওয়েলের** ধারণা অসার হয়ে পড়ল।

৩১-৩৩. প্রোটন এবং ইলেকট্রন নামে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ-এ উজ্জীবিত ক্ষুদ্র কণা হিসাবে এগুলি ভেঙে পড়ল। অপরিবর্তনীয় নির্দিষ্ট ভরের ধারণা চিরকালের জন্য বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ করে গেল। এই শতাব্দীতেই বিশ্বে ধারণা জন্মাল প্রতি মুহূর্তেই বস্তুর ধ্বংস ঘটছে। বুদ্ধের অনিক্ক মতবাদ সত্য বলে স্বীকৃত হল।

৩৪-৩৬."বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, বিশ্বচরাচরের প্রকৃতি হল গঠন, ধ্বংস, পুনর্গঠন। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রবণতা হল, অহংবাদের চূড়ান্ত বিবিধ, ঐক্য ও বাস্তবতার প্রবণতা, আধুনিক বিজ্ঞান বৌদ্ধধর্মের অচিরস্থায়ী এবং অহংবাদহীন মতবাদের প্রতিধ্বনি করে।

৩৭. **ই. জি. টেলর** তাঁর "বৌদ্ধধর্ম ও আধুনিক চিন্তা" গ্রন্থে বলেছেন :

৩৮. "মানুষ দীর্ঘকাল ধরে বহিরাগত কর্তৃপক্ষের দ্বারা শাসিত হয়েছে। যদি তাকে সত্যিকারের সভ্য হয়ে উঠতে হয় তবে তাকে নিজের নীতি অনুযায়ী শাসিত হওয়ার শিক্ষা নিতে হবে। বৌদ্ধধর্ম হল, প্রাথমিক নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা, যেখানে মানুষ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে।"

৩৯. "অতএব, প্রগতিশীল বিশ্বে চূড়ান্ত শিক্ষার জন্য বৌদ্ধধর্মের প্রয়োজন আছে।"

৪০-৪১. **রেভারেন্ড লেসলি বলটন,** "বলেছেন, বৌদ্ধধর্মের আধ্যত্মিক মনোবিজ্ঞানের মধ্যেই আমি সবচেয়ে শক্তিশালী অবদান খুঁজে পাই। বৌদ্ধদের মতো একেশ্বরবাদী খ্রিস্টানরাও গির্জা, গ্রন্থ অথবা ধর্মমতের কর্তৃত্ব খারিজ করে মানুষের মধ্যে আলোকের সন্ধান করেছেন।"

৪২. "একেশ্বরবাদী খ্রিস্টানরা যিশু এবং গৌতমকে জীবনযাপনের মহান নির্দেশক হিসাবে গণ্য করেন।"

৪৪-৪৫. **অধ্যাপক ডুইট গডার্ড** বলেছেন, "পৃথিবীর ধর্মগুরুদের মধ্যে বুদ্ধই একমাত্র দেখিয়েছেন বহিরাগত সাহায্য ছাড়াই নিজের মুক্তির, মানুষের নিজস্ব কর্মক্ষমতা আছে।

৪৬-৪৭. "যদি সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করাকে একটি মানুষের যোগ্যতা হিসেবে ধরা হয়, তবে মহিমান্বিত বুদ্ধের থেকে আর কে যোগ্য হতে পারেন? অন্য সবকিছুকে দূরে সরিয়ে রেখে কে আর জ্ঞান ভালভাসার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছেন?

৪৮-৪৯. 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থের লেখক **ই. জে. মিলস্** বলেছেন, "বৌদ্ধধর্মে অজ্ঞানতাকে দূরে রেখে জ্ঞানকে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, আর কোনও ধর্মে তার নিদর্শন নেই।

৫০-৫১. "চোখ খোলা রাখার ওপর আর কোনও ধর্মে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। মানসিক প্রকৃতির উন্মেষ আর কোনও ধর্মে এত গুরুত্ব পায়নি।"

৫২-৫৩. **অধ্যাপক ডব্লু. টি. স্টল** তাঁর 'বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রে' বলেছেন, বৌদ্ধদের নৈতিক আদর্শ অর্হৎ, নৈতিক ও বোধশক্তির দিক থেকে মহান।

৫৪-৫৫. "তাঁকে দার্শনিক হতে হবে, সেইসঙ্গে তাঁর আচরণও ভাল হতে হবে। বৌদ্ধধর্মে জ্ঞানকে সবসময় মুক্তির জন্য অপরিহার্য হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এবং মুক্তিলাভের ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসাবে দুটি কারণের মধ্যে অজ্ঞান সবসময় অন্যতম হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। অপর কারণ হল, কামনা অথবা আসক্তি।"

৫৬-৫৭."পক্ষান্তরে জ্ঞান কখনই আদর্শ খ্রিস্টান মানুষের অংশ হয়ে ওঠেনি। প্রতিষ্ঠাতার অ-দার্শনিক চরিত্রের জন্য খ্রিস্টীয় চিন্তাধারায় মানুষের নৈতিক দিক এবং বুদ্ধিগত দিকের মধ্যে পার্থক্য গড়া হয়েছে।"

৫৮. "বিশ্বের অধিকাংশ দুর্দশার কারণ যে নির্বুদ্ধিতা অথবা অন্ধ বিশ্বাস, বিদ্বেষ নয়।"

৫৯-৬১."বুদ্ধ এসব মেনে নেননি।" বুদ্ধ ও তাঁর ধম্ম যে কী মহান ছিল তা বুঝাতে এইসব বক্তব্য যথেষ্ট। কে বলবে না এইরকম লোক-ই আমাদের প্রভু হন।

২. তাঁর ধম্ম প্রচারের অঙ্গীকার

১. "সীমাহীন সত্তার আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার ব্রত আমাদের নিতে হবে।

"নৈতিক চরিত্র দূষিতকারী যে অসংখ্য জিনিস আমাদের মধ্যে আছে, তা নির্মূল করার অঙ্গীকার আমাদের নিতে হবে।

"সত্যের কোনও শেষ নেই, তা উপলব্ধি করার ব্রত আমাদের নিতে হবে।

"বুদ্ধের পথ তুলনাবিহীন, তাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করার দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে।"

৩. তাঁর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রার্থনা

১. হে মহিমান্বিত প্রভু

আমি নিজেকে নিবেদন করেছি,

তথাগতের চরণে

যাঁর আলোক ছড়িয়ে আছে

বিশ্ব-চরাচরে বাধাহীন ভাবে।

আমার আন্তরিক বাসনা
আবার যেন জন্মাতে পারি
তোমার ভূমিতে।

২. তোমার পবিত্র ভূমি
যখন জেগে ওঠে চোখের সামনে,
আমি উপলব্ধি করি
তাঁর অস্তিত্ব ছাপিয়ে যায় ত্রিভুবনকে।

৩. এ যেন আকাশ, স্পর্শ করেছে সব
বিস্তৃত সীমাহীন।

৪. তোমার দয়া আর করুণা
তোমার অসংখ্য গুণের প্রকাশ মাত্র

৫. তোমার আলোক ছড়িয়ে আছে বিশ্বচরাচরে
সূর্য ও চন্দ্রের দর্পণের মতো।

৬. প্রার্থনা করি যারা তোমার দেশে জন্ম নেবে
তারা যেন বুদ্ধের মতোই সত্যের পূজারি হয়।

৭. আমার এই রচনা আর কবিতায়
প্রার্থনা জানাই
বুদ্ধ, আমি যেন তোমাকে
সামনা-সামনি দেখতে পাই

৮. আমার সমস্ত সহযোগীদের নিয়ে
আবার জন্ম নিতে পারি
স্বর্গসুখের ভূমিতে।

□ □ □
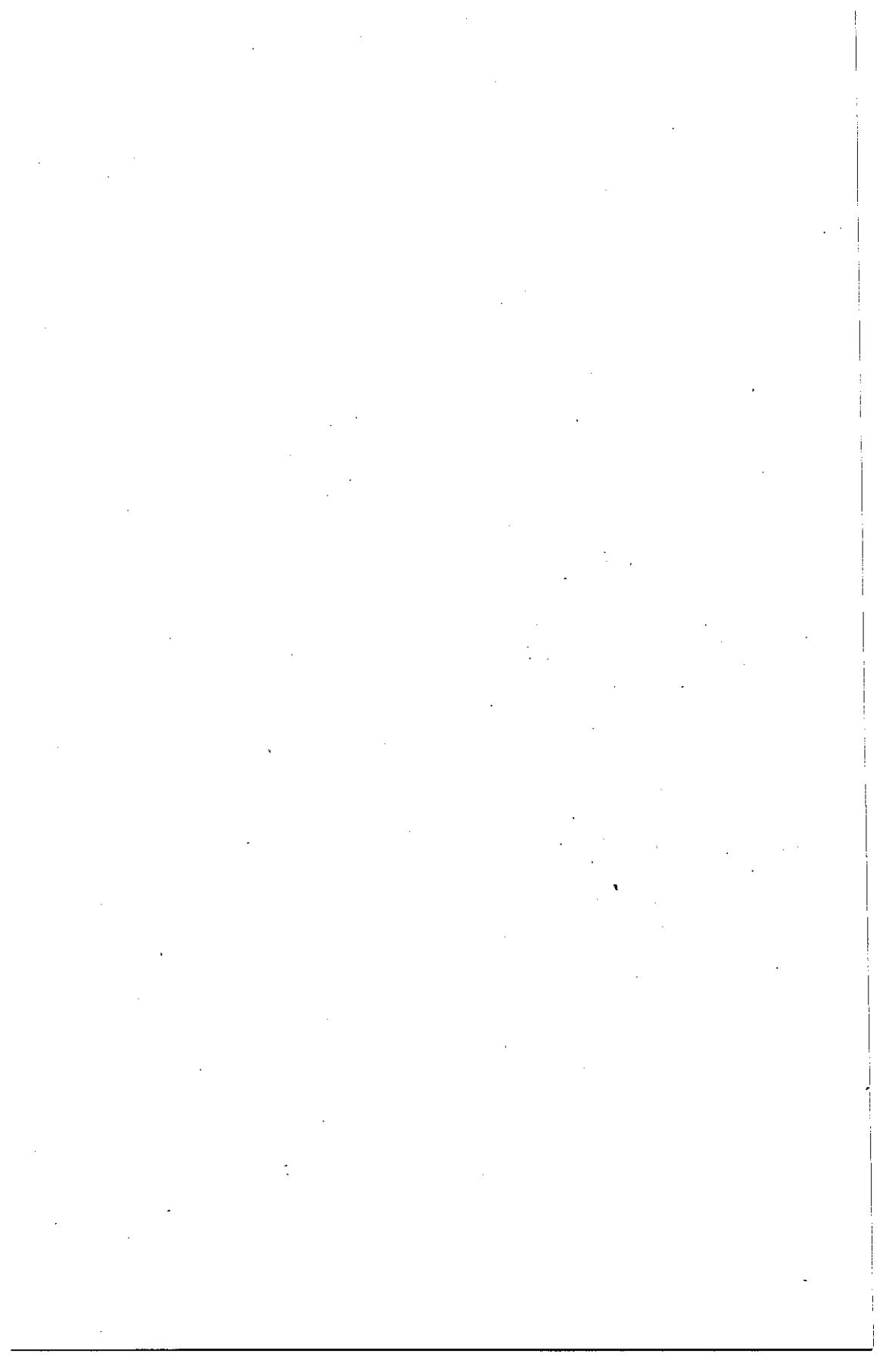
আম্বেদকর রচনা-সম্ভার : দ্বাবিংশতি খণ্ড

অনুবাদে

- **মহুয়া ভট্টাচার্য** : প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। দূরদর্শন ও আকাশবাণীতে সাংবাদিক হিসাবে যুক্ত আছেন। চলচ্চিত্র নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে জড়িত।

- **অনিব্রত ভট্টাচার্য** : কলকাতা দূরদর্শনের সংবাদ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক।

- **অমিতাভ মুখোপাধ্যায়** : কলকাতা দূরদর্শনের সংবাদ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক।

- **ড. সন্দীপ দাঁ** : প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। কলকাতার একটি বিখ্যাত কলেজের সান্ধ্য বিভাগের উপাধ্যক্ষ।

- **দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়** : বিশিষ্ট অনুবাদক ও প্রাবন্ধিক। কলকাতা দূরদর্শনের সংবাদ বিভাগের বার্তা সম্পাদক।

অনুমোদনে

- আশিস সান্যাল : বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ও অনুবাদক ও শিশু-সাহিত্যিক। বিভিন্ন সম্মানে সম্মানিত এবং বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। ইংরেজি ও বাংলায় প্রায় ষাটটি গ্রন্থের লেখক।

নির্ঘণ্ট